রাধাতন্ত্রম্।

মূল, সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিতং।

যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কামিক্ষ্যা নাথ মুখোপাধ্যায়

মহাশয় দ্বারা সঙ্কলিত।

আলোচ্য সর্ব্ব শাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং রাধাতন্ত্র মিদং তথা॥ ১
যস্মিন জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি নিশ্চিতম্।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্র ভাষিতম্॥ ২
তন্ত্র শাস্ত্র মিদং গোপ্য মস্মাভিঃ পরিভাবিতম্।
ভক্তকায় প্রদাতব্যং ত্রৈলোক্যে চ মহাত্মনে॥ ৩

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সন ১৩৪১ সাল।

মূল্য ২, দুই টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীকিরণ কুমার মুখোপাধ্যায়
৩৬।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীচণ্ডী চরণ গুপ্ত।
কৌমুদী প্রেস।
৩।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

কাল ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ যে চির প্রচালিত পরম পবিত্র সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম দিনদিন হ্রাস হইতেছে, তদ্বিষয়ে হিন্দুধর্ম্ম উপযোগী পূর্ব্বতম পুস্তকাদির অভাবও একটি প্রধান কারণ। অধুনা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী অনেকেই উক্ত অভাব নিরাকরণ মানসে; বহু বৈষ্ণব মহোদয়গণের অনুরোধে, বহু পণ্ডিতগণের উৎসাহে ও সাহায্যে আমি পূজ্যপাদ পিতামহ দেব যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কামিক্ষ্যা নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রাধাতন্ত্র পুস্তকখানি বহু চেষ্টা, অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আজ ৫০ বৎসর পরে পুনরায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। যাহাতে বিলুপ্ত প্রায় হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবল হইয়া ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল করে ইহাই আমার প্রার্থনা। এই গ্রন্থে নানা প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার দ্বারা শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই উপকার হইতে পারে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়স্থ মহোদয়গণের, ইষ্ট সাধন বিষয়ে অনেক উপকার হইবে। গ্রন্থখানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তন্ত্র শাস্ত্রে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে। আমি যতদূর জানি, তাহাতে বিলক্ষণ বলিতে পারি, যে এরূপ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে এত অধিক উপদেশ অতি বিরল। এই গ্রন্থের সংস্কৃত নিতান্ত সরল নহে অতএব সাধারণের সুখবোধ হেতু, মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত মুদ্রিত করিলাম। যদিও গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত বটে, তথাপি টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে

ইহার কলেবর বিলক্ষণ স্থূল হইয়াছে। ইহার মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। অনেক বড় বড় পণ্ডিত মহাশয়গণের দ্বারা মূল সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সংশোধন করিয়া লইলাম।

আজ কাল যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করেন। তাঁহাদের নিকট আমার প্রার্থনা এই, যে, তাঁহারা একবার আমার প্রকাশিত রাধাতন্ত্র পুস্তকখানি পাঠ করুন। রাধাতন্ত্র সকল শাস্ত্রের মূল স্বরূপ এবং ইহা মোক্ষ পথ প্রদর্শক। সেই জন্য ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ। এখন সাধারণের নিকট আদর হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থ আমার অনুমতি ভিন্ন যদি কেহ মুদ্রিত করে তাহাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

শ্রীহিরণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

রাধাতন্ত্র।

'আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম মুচ্যতে ॥"

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

রাধাতন্ত্রম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

গণেশ নন্দি চন্দ্রেশ বিষ্ণুনা পরিসেবিত।
দেব দেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় সনাতন ॥ ১ ॥

ভাষা।

শ্রীমন্নগেন্দ্রনন্দিনা মহাদেবকে স্তুতিপাঠপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; হে চন্দ্রশেখর ! হে নন্দিরন্দিত ! হে প্রমথগণাধীশ ! হে নারায়ণ পরিসেবিত পাদ, হে মহাদেব ! তুমি সকল দেব শ্রেষ্ঠ ; তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়া মহাপ্রলয়ান্তেও বিরাজমান আছ ; তুমি সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বদর্শী এ জগতে তোমার কিছুই অগোচর নাই ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণায়নমঃ। যস্যাঃ পূর্ব্বজনাঃ কবীন্দ্রনিচয়া মৃত্বা মৃতত্বং জগ্মুস্তুস্তোগং করুণালবং কবিগতাঃ শ্রীকালিদাসাদয়ঃ। যাবাণী বিদুষাং স্মৃতিঃ স্মৃতিমতাং বিদ্যাপি বিদ্যাবতাং সাবাণী বসতাং সদা হৃদি মমাজ্ঞানান্ধতাধ্বংসিনী। তন্ত্রসারং সমুদ্ধৃত্য তান্ত্রিকাণাং মনোমুদে। রাধাতন্ত্র

রহস্যং বাসুদেবস্য রাধাতন্ত্রং মনোহরং।
পূর্ব্বং হি সূচিতং দেব কথা মাত্রেণ শঙ্কর ॥
কৃপয়া কথয়েশান তন্ত্রং পরম দুর্লভং ॥ ২ ॥

ভাষা।

এইক্ষণ এ অধিনীর প্রতি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক তোমার পূর্ব্ব স্বীকৃত মনোহর পরম দুর্লভ বসুদেব তনয়রূপী নারায়ণ রহস্য রাধাতন্ত্র আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

স্বগুপ্তঞ্চ বিবৃণোমি যথামতি। অথকিল ত্রিভুবন ত্রাণকারিণী নগেন্দ্রনন্দিনী নিখিল লোক পরিত্রাণং চিকীর্ষন্তী ঝটিতি জ্ঞানসাধনোপায় দেবতারাধনাদি কৌশলং প্রকাশয়ামীতি মনসিকৃত্বা তত্ত্ব পারদর্শিনং সকল তন্ত্র বক্তারং ভগবন্তং দেব দেবং মহাদেবং স্বাভিপ্রায়ং পরিপৃচ্ছন্তী শ্রীপার্ব্বত্যুবাচেতি। গণেশেত্যাদি। হে গণেশ গণানাং প্রমথানাং রুদ্রানুচরাণাং ঈশ অধীশ্বর, হে নন্দিচন্দ্রেশ নন্দিনঃ নন্দিকেশ্বরস্য চন্দ্রস্য চ শশিমৌলিত্বাৎ, ঈশ নিয়ন্তঃ; হে বিষ্ণুনাপরিসেবিত বিষ্ণুনা নারায়ণেন পরিসেবিত আরাধিত। তথাচ মহাপুরুষ বাক্যং হরিস্তে সহস্রং কমল বলি মাধায় পদয়োর্যদেকোনে তস্মিন্নিজ মুদ হরন্নেত্র কমলং। হে দেবদেব দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং দেব, হে মহাদেব, হে মৃত্যুঞ্জয় যম বিজেতঃ হে সনাতন নিত্য মহাপ্রলয়ান্ত স্থায়িন্ ॥ ১ ॥ হে শঙ্কর মঙ্গলপ্রদ; পূর্ব্বং পূর্ব্বস্মিন্ কথামাত্রেণ বাঙ্মাত্রেণ সূচিতং রাধাতন্ত্রং বক্ষ্যামীতি প্রতিশ্রুতং বাসুদেবস্য বসুদেবসুতস্য কংসাদি দৈত্যবিনাশার্থং বসুদেব সুত রূপেণাবতীর্ণস্য নারায়ণস্য রহস্যং গোপনীয়ং মনোহরং সাধকজন মনোরঞ্জন হেতুভূতং পরম দুর্লভং দুষ্প্রাপং রাধাতন্ত্রং রাধাতন্ত্রাখ্যং তন্ত্রং সাধনোপায় শাস্ত্রং কৃপয়া মদানুগ্রহেণ কথয় সবিস্তরং বর্ণয় ইতি শ্লোক দ্বয়েনান্বয়ঃ ॥ ২ ॥ পার্ব্বতীপ্রশ্নানন্তরং পরম-

ঈশ্বর উবাচ।

রহস্যং বাসুদেবস্য রাধাতন্ত্রং বরাননে।
অত্যন্ত গোপনং তন্ত্রং বিশুদ্ধং নির্ম্মলং সদা॥
কালীতন্ত্রং যথা দেবি তোলনঞ্চ তথা প্রিয়ে।
সর্ব্বশক্তিময়ং বিদ্যা বিদ্যায়াঃ সাধনায় বৈ।
নিগদামি বরারোহে সাবধানা বধারয়॥ ৩॥

ভাষা।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসানন্তর পরম কৃপাবান মহাদেব বাসুদেব রহস্য রাধাতন্ত্র প্রকাশ মানসে পার্ব্বতীর প্রতি কহিতেছেন; হে প্রিয়ে সুন্দরি! যেমন কালীতন্ত্র ও তোলনতন্ত্র অতি বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল তদ্রূপ অতি সুগুপ্ত সদুপদেশপূর্ণ সর্ব্বশক্তিময় ও পুরুষার্থ সাধন ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বাসুদেব রহস্য রাধাতন্ত্র লোক হিতার্থ তোমার নিকট বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

কৃপালুর্ভগবান্ মহাদেবো বাসুদেব রহস্যং রাধাতন্ত্রং বক্তু মিচ্ছন্ পার্ব্বতীং প্রত্যাহ ঈশ্বর উবাচেতি। হে বরাননে আয়তলোচনে হে বরারোহে পরম সুন্দরি; হে দেবি হে প্রিয়ে প্রীতিকরি প্রাণবল্লভে ইতি যাবৎ যথা কালীতন্ত্রং নীলতন্ত্রং তোলনং তোলন তন্ত্রঞ্চ নির্ম্মলং নির্দ্দোষং সদুপদেশ পূর্ণমিত্যর্থঃ। বিশুদ্ধং পাবনং তথা অত্যন্ত গোপনং কদাপি ন প্রকাশিতং বাসুদেবস্য বিষ্ণোরহস্যং রাধাতন্ত্রং রাধা তন্ত্রাখ্যং সর্ব্বশক্তিময়ং সর্ব্বশক্ত্যাত্মকং তন্ত্রং সাধন শাস্ত্রং বিদ্যা পরমোত্তম পুরুষার্থ সাধনীভূতা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা তস্যাঃ সাধনায় সিদ্ধ্যর্থং নিগদামি কথয়ামি সাবধানাবধারয় সাবধানং শৃণু ইত্যর্থঃ॥ ৩॥ বাসুদেব ইত্যাদি। বিদ্যায়াঃ সাধনায় নিগদামীতি যদুক্তং তদেব বিবৃ-

বাসুদেবো মহাভাগঃ সত্বরং মম সন্নিধিং।
আগত্য পরমেশানি যদুক্তং তচ্ছৃণুপ্রিয়ে॥৪॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাবাহো কিং করোমি জপং প্রভো
তন্মে বদ মহাভাগ বৃষধ্বজ নমোঽস্তুতে ॥৫॥
সংসার তরণে দেব তরণিস্ত্বং তপোধন।
ত্বাং বিনা পরমেশান নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥৬॥

ভাষা।

হে পরমেশানি প্রাণবল্লভে পার্ব্বতি! মহাভাগ বাসুদেব-তনয় সত্বর আমার নিকট আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

হে মহাবাহো! তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছ; এইক্ষণ কি জপ করি তাহা আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপদেশ কর, হে বৃষবাহন! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

হে যোগনিষ্ঠ এই ভবজলধি তরণে তুমি তরণিস্বরূপ, তুমি বিনা পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

গোতি। হে পরমেশানি ঈশ্বরি, হে প্রিয়ে প্রীতিদে, মহাভাগো বাসুদেবঃ সত্বরং শীঘ্রং যথাস্যাত্তথা মম সন্নিধিং মৎসমীপং আগত্য উপস্থায় স্থিতেনেতি শেষঃ যদুক্তং মহ্যং পৃষ্টং সাধনোপায় মিতি শেষঃ, তৎবাসু-দেবায়োক্তং শৃণু আকর্ণয় ॥ ৪ ॥ বাসুদেবোক্তিমাহ মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি। হে প্রভো জগদধীশ হে মৃত্যুঞ্জয় যমবিজেত বৃষবাহন তে তুভ্যং নমোঽস্তু ॥ ৫ ॥ সংসার ইত্যাদি হে তপোধন সদা যোগ তৎপর, দেব ত্বং সংসার তরণে ভবজলধি পার গমনে তরণিঃ নৌস্বরূপঃ ত্বমেব লোকান্ ভব-জলধি পারং নয়সি ইতি ভাবঃ। ত্বাংবিনা ত্বদৃতে সিদ্ধিঃ পুরুষার্থসাধনং নহি প্রজায়তে নোৎপদ্যতে ত্বমেব পুরুষার্থ সাধন কারণমিতিভাবঃ ॥৬ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা মহেশানি বিষ্ণো রমিততেজসঃ।
পীযূষ সংযুতং বাক্যং বাসুদেবস্য যোগিনি।
যদুক্তং বাসুদেবায় তৎসর্ব্বং শৃণু পার্ব্বতি॥৭॥
মা ভয়ং কুরু ভো বিষ্ণো ত্রিপুরাং ভজসুন্দরীং
দশবিদ্যা বিনা দেব নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥৮॥

ভাষা।

হে পরমেশ্বরি যোগপরায়ণে! আমি বাসুদেব তনয় অমিত-তেজা বিষ্ণুর সেই পীযূষময় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেবের নিকট যে লোক ত্রাণকারণ রাধাতন্ত্র বলিয়াছি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৭ ॥

হে বাসুদেব! তুমি ভীত হইও না তৃতীয় বিদ্যা ত্রিপুরা-সুন্দরীর আরাধনা কর। দশবিদ্যার আরাধনা ব্যতিরেকে মুক্তি হইতে পারে না॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

এতচ্ছ্রুত্বেত্যাদি। হে পরমেশানি পরমেশ্বরি হে যোগিনি যোগবতি অমিত তেজসঃ অতুল শক্তে বাসুদেবস্য বসুদেবাত্মজস্য বিষ্ণোঃ পীযূষ সংযুক্তং অমৃতময়ং এতৎবাক্যং শ্রুত্বা আকর্ণ্য বাসুদেবায় বিষ্ণবে যদুক্তং কথিতং ময়েতি শেষঃ হে পার্ব্বতি নগনন্দিনি তৎসর্ব্বং শৃণু আকর্ণয় ত্বমিশেষঃ। ময়া বাসুদেবায় সাধনোপায় ভূতং যদ্রাধাতন্ত্রং মুক্তং তৎতব কথয়ামি ইতি যাবৎ॥ ৭॥ মা ভয় মিত্যাদি হে বিষ্ণো ভয়ং মাকুরু মাভৈষীঃ ত্রিপুরাং সুন্দরীং তৃতীয়বিদ্যাং ভজ আরাধয় দশবিদ্যাং বিনা কাল্যাদি দশবিদ্যামৃতে সিদ্ধিঃ মোক্ষো নহি প্রজায়তে নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ তথাচ তন্ত্রান্তরে। কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী

তস্যা দশসু বিদ্যাসু প্রধানং ত্রিপুরা পরা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাং দেবীমীশ্বরীং বিশ্বমোহিনীং॥৯॥
সুন্দরীং পরমারাধ্যাং বিশ্বপালনতৎ পরাং।
সদা মম হৃদি স্থাতাং নমস্কৃত্য বদাম্যহং॥১০॥

ভাষা।

সেই কালিকাদি দশ বিদ্যার মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী সর্ব্ব-প্রধানা; তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাত্মক চতুর্ব্ব[illegible] প্রদান করিতে পারেন সেই ত্রিভুবনেশ্বরী বিশ্ববিমোহিনী ত্রিপুরাদেবী স্বরূপ লাবণ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি, সকলকেই বিমোহিত করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

সদা আমার হৃদয়বাসিনী পরমারাধ্যা জগৎকর্ত্রী সেই ত্রিপুরাসুন্দরীকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আরাধনার ক্রম ও মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতীস্তথা। বগলা সিদ্ধি বিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতাদশমহাবিদ্যা সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮ ॥ তস্যাদি ত্যাদি। দশসু বিদ্যাসু কাল্যাদিষু মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী প্রধানং শ্রেষ্ঠ-তমা। চতুর্ব্বর্গপ্রদাং ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষদায়িনীং বিশ্ববিমোহিনীং ত্রিভুবন মোহনকর্ত্রীং তস্যা রূপেণ শিবাদয়োপি মুহ্যন্তে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥ সুন্দরীমিত্যাদি। পরমারাধ্যাং পরমারাধনীয়াং বিশ্বপালনে জগদ্রক্ষণে তৎপরাং নিয়তাং সদা মম হৃদিস্থাং হৃদয়বাসিনীং তাং এবম্ভূতাং সুন্দরীং ত্রিপুরাসুন্দরীং নমস্কৃত্য প্রণম্য অহং বদামি ॥ ১০ ॥ তস্যা মন্ত্রো-

ব্রহ্মাণীঞ্চ সমুদ্ধৃত্য ভগবীজং সমুদ্ধর।
রতিবীজং সমুদ্ধৃত্য পৃথ্বিবীজং সমুদ্ধর।
মায়ামন্তে ততো দত্ত্বা বাগ্‌ভবং কুরু যত্নতঃ
ইদং হি বাগ্‌ভং কূটংসদাত্রৈলোক্য মোহনং॥১১
শিববীজং সমুদ্ধৃত্য ভৃগুবীজং ততঃপরং।
কুমুদ্বতীং ততো দেবি শূন্যঞ্চ তদনন্তরং।
পৃথ্বীবীজং ততশ্চোক্ত্বা অন্তেমায়া পরাক্ষরীং
কামরাজমিদং দেবি কূটং পরমদুর্লভং ॥১২॥

ভাষা।

মন্ত্র যথা,—দ্বাদশস্বরে বিন্দুযোগ করিয়া ককারে লকার ঈকার ও বিন্দুযোগ করিবে। তৎপরে মায়াবীজ ও বাগ্বীজ যোগ করিলেই এক মন্ত্র হইল। এই বিশ্ব-বিমোহন মন্ত্র অতি গোপনীয় ও দুর্লভ॥ ১১॥

মন্ত্রান্তর বলিতেছি, প্রথমতঃ হকার তৎপরে সকার, তৎপরে ককার যোগ করিয়া মায়াবীজ যোগ করিবে এই কূট মন্ত্রের নাম কামরাজ মন্ত্র ইহা অতি দুর্লভ জানিবে॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

দ্ধারোযথা। ব্রহ্মাণী অকারঃ ভগবীজং একারঃ দ্বয়োরেকোন সবিন্দু দ্বাদশ স্বর উদ্ধৃতঃ। ততো রতি বীজং ততঃ পৃথ্বী বীজং লকারঃ। অন্তে মায়া বাগ্‌ভবঞ্চ দত্ত্বা মন্ত্রঃ বিভাবয়েদিতি। ইদং এতদুক্তং বাগ্বীজ পুটিতং ত্রৈলোক্য মোহনং॥ ১১॥ মন্ত্রান্তরং যথা। শিববীজংহকার ভৃগুবীজং সকারঃ কুমুদ্বতী ককারঃ। শূন্যং নাদবিন্দু যুক্তং। পুনঃ পৃথ্বীবীজং

ভৃগুবীজং সমুদ্ধৃত্য সমুদ্ধর কুমদ্বতীং।
ইন্দ্রবীজং ততো দেবি তদন্তে বিকটাপরা॥১৩
বাসুদেবোঽপিতং শ্রুত্বা দ্রুতংকাশীপুরংযযৌ
যত্রকাশী মহামায়া নিত্যা যোনিস্বরূপিণী।
সা কাশী পরমারাধ্যা ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিসেবিতা
॥ ১৪ ॥

ভাষা।

মন্ত্রান্তর কহিতেছি শ্রবণ কর প্রথমে সকার তৎপরে ককার তদন্তে লকার উদ্ধার করিয়া সর্ব্বান্তে মায়াবীজ যোজনা করিবে ইহাতে চতুরক্ষরী মন্ত্র হইল ॥ ১৩ ॥

বাসুদেব সেই মন্ত্র শ্রবণ করিয়া দ্রুতবেগে কাশীধামে গমন করিলেন যে কাশীপুরী নিত্যা ও যোনি স্বরূপিণী সেই পরমারাধ্যা কাশীকে ব্রহ্মাদি দেবগণ সদা সেবা করিতেছেন ॥১৪॥

অস্যার্থঃ।

সকারঃ। অন্তে মায়া সবিন্দু হকার রেফ ঈকারঃ। ইদং মন্ত্রং পরম দুর্লভং। কূটং বাগুব কূটং ॥ ১২ ॥ মন্ত্রান্তরং বক্ষ্যামি ভৃগুবীজমিত্যাদি ভৃগুবীজং সকারং উদ্ধৃত্য উল্লিখ্য কুমুদ্বতীং ককারং উদ্ধরেৎ। হে দেবি ততস্তৎপশ্চাৎ ইন্দ্রবীজং লকারং উদ্ধরেদিতি শেষঃ। তদন্তে সকার ককার লকারাণামন্তে বিকটা মায়াবীজং উদ্ধরেদিতি শেষঃ। এতেন চতুরক্ষরী মন্ত্রো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৩ ॥ বাসুদেব ইত্যাদি। বাসুদেবঃ তং মন্ত্রং শ্রুত্বা দ্রুতং শীঘ্রং যথা তথা কাশীপুরং যযৌ গতবান্। মহামায়া বিশ্ববিমোহিনী ॥ ১৪ ॥ মুহূর্ত্তমিত্যাদি। যত্র

মুহূর্ত্তং যত্র যজ্জপ্তং লক্ষবর্ষ ফলং লভেৎ।
তত্র গত্বা বাসুদেবঃ সংপূজ্যজপমারভেৎ॥১৫॥
সংপূজ্য বিধিবদ্দেবীং ভবানীং পরমেশ্বরীং।
আত্মনা মনসা বাচা একীকৃত্য বরাননে।
সদাশিব পুরেরম্যে পুষ্করে শক্তিসংযুতে।
ভূমৌ শিরঃ প্রোথনঞ্চ পাদোর্দ্ধংপরমেশ্বরি।১৬॥

ভাষা।

কাশীতে মুহূর্ত্তকাল জপ করিলে লক্ষবর্ষ পর্য্যন্ত সেই ফল ভোগ হয়॥ ১৫॥

তদনন্তর বাসুদেব যথাবিধি পূজা কার্য্য সমাপন করিয়া ভগবতীর আরাধনা আরম্ভ করিলেন. শিবপুরী বারানসীতে পুষ্কর তীর্থে ও শক্তি সন্নিধানে আত্মমন বাক্যের ঐক্য করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

কাশ্যাং মুহূর্ত্তমপি যং জপ্তং তেন জপেন লক্ষবর্ষফলং লভেৎ লক্ষবর্ষ পর্যান্তং ফলভোগী ভবতীতি ভাবঃ। বাসুদেব স্তস্ত্র কাশ্যাং গত্বাজপং আরভেৎ॥ ১৫॥ সংপূজ্যেত্যাদি। বিধিবৎ বিধি মন্ত্র স্বত্বেত্যর্থঃ পরমেশ্বরীং ত্রিপুরাসুন্দরীং। আত্মনা মনসা বাচা একীকৃত্য আত্মবাঙ্মনোভিরেকাং দেবীং বিভাব্য ইত্যর্থঃ। পুষ্করে পুষ্করাখ্য তীর্থে। শক্তি সংযুতে শক্তি সন্নিধৌ বরাননে পরমেশ্বরীতি পার্ব্বত্যাঃ সম্বোধনং। ভূমৌ শিরঃ প্রোথনং ক্ষিতৌ শিরঃপ্রোথনং কৃত্বেত্যর্থঃ॥ ১৬॥ পাদোর্দ্ধং পাদাবুর্দ্ধীকৃত্য। সদাশিবপুরে কাশ্যাং। দুষ্করং কর্ম্ম দুঃসাধ্যং তপশ্চরণং কৃত্বাপি সিদ্ধিঃ সাধনং নহি জায়তে নসিদ্ধিভবতীত্যর্থঃ। অন্যংস্পষ্টম্‌।

২

কৃত্বা সুদুষ্করং কর্ম্ম নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
এবং কৃতে মহেশানি সহস্রাদিত্য সংজ্ঞকং।
গতবান্ বাসুদেবস্য বিষ্ণো রমিত তেজসঃ।
তথাপি পরমেশানি নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥১৭॥
আবিরাসীন্মহামায়া তৎক্ষণাৎ কমলেক্ষণে।
আবির্ভূয় মহামায়া ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।
বিলোকয়েদ্বাসুদেবং শ্বাসধারণ মাত্রকং।
বিলোক্য কৃপয়া দৃষ্ট্যামৃতৈঃসিঞ্চেদিবপ্রিয়ে১৮

ভাষা।

হে বরাননে! বাসুদেব ভূমিতে মস্তক প্রোথিত করিয়া ঊর্দ্ধপাদ হইয়া সেই পরমেশ্বরী ভবানী ত্রিপুরাসুন্দরীর আরাধনায় তৎপর হইলেন। কিন্তু এইরূপ দুষ্কর কঠোর তপস্যা করিয়াও তাঁহার কোনরূপেই বাঞ্ছিত ফললাভ হইল না। হে পরমেশানি! অমিততেজা বিষ্ণু এইরূপ কঠোর ব্রতসাধন করিতে করিতে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইলেন॥ ১৭॥

হে পরমেশানি বাসুদেব উক্ত প্রকার তপস্যা করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন না। হে কমলাক্ষি! তৎক্ষণাৎ মহামায়া আবির্ভূতা হইলেন। মহামায়া ত্রিপুরাসুন্দরী আবির্ভূত হইয়া বাসুদেবকে প্রাণমাত্রাবশিষ্ট দেখিলেন, এবং কৃপা দৃষ্টিতে তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া অমৃতাভিষেকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।

তথাপীত্যাদি। তথাপি পূর্ব্বোক্ত তপশ্চরণেপি॥ ১৭॥ আবিরিত্যাদি। হে কমলেক্ষণে পদ্মনেত্রে। তৎক্ষণাৎ মহামায়া আবিরাসীৎ প্রত্যক্ষা

ত্রিপুরোবাচ।

উত্তিষ্ঠ বৎস হে পুত্র কিমর্থং তপ্যসে তপঃ।
ভো পুত্র শীঘ্র মুত্তিষ্ঠ বরং বরয় রেস্সুত ॥১৯॥
তচ্ছ্রুত্বা পরমং বাক্যং ত্রিপুরায়াঃ সুধাশ্রবং।
বাক্যন্তস্যাস্ততঃশ্রুত্বাত্যক্ত্বাযোগন্ততৎক্ষণাৎ
পপাত চরণোপ্রান্তে ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে॥২০॥

ভাষা।

হে বৎস! তুমি শীঘ্র উঠ কেন এই কঠোর তপস্যা করিতেছ; তুমি শীঘ্র উঠিয়া আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১৯ ॥

বাসুদেব ত্রিপুরার সেই অমৃতবর্ষি পরম পরিতোষজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিপুরার চরণোপ্রান্তে নিপতিত হইলেন ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

বভূব। মহামায়া ত্রিপুরা আবির্ভূয় সাক্ষাৎ ভূত্বা বাসুদেবং শ্বাস ধারণ মাত্রকং প্রাণ মাত্রাবশিষ্টং বিলোকয়েৎ পশ্যেদিত্যর্থঃ। হে প্রিয়ে কৃপয়া দৃষ্ট্যা কৃপাপরেণ চক্ষুষা বিলোক্য দৃষ্ট্বা তমিতিশেষঃ অমৃতৈঃ সিঞ্চেৎ অমৃতসেকেন [illegible] স্বস্থ মকরোৎ ॥ ১৮ ॥ ত্রিপুরোবাচ। হে বৎস পুত্র উত্তিষ্ঠ কিমর্থং কিং প্রয়োজনং তপস্তপাসে। ভোপুত্র শীঘ্রং উত্তিষ্ঠ রেসুত বরং অভিলষিত কামং বরয় প্রার্থয় ॥ ১৯ ॥ ত্রিপুরায়াঃ পরমং সুধাশ্রবং অমৃত বর্ষিণং তদ্বচঃ শ্রুত্বা তৎক্ষণাৎ যোগং তত্যাজ হে শুচিস্মিতে বিশদ মন্দহাসে। ত্রিপুরায়াশ্চরণোপ্রান্তে পপাত বাসুদেব ইতি শেষঃ ॥ ২০ ॥ ততো বাসুদেবঃ ত্রিপুরাংস্তৌতি নমস্তে ইত্যাদি হে দুঃখ

নমস্তে ত্রিপুরে মাত র্নমস্তে দুঃখনাশিনি।
নমস্তে শঙ্করারাধ্যে কৃষ্ণারাধ্যে নমোঽস্তুতে।
ত্রিলোক জননী মাত র্নমস্তেঽমৃতদায়িনি।
আবির্ভূতাতু যা দেবী বিষ্ণোর্হৃদয়সংস্থিতা॥২১

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ।

ভাষা।

তদনন্তর বাসুদেব স্তব করিতেছেন। হে ত্রিপুরাসুন্দরি! তুমি জীবের দুঃখনাশ কর হে মাতঃ! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি শঙ্করের আরাধ্যা ও নারায়ণের চিন্তনীয়া তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ত্রিভুবন প্রসব করিয়াছ এবং এইক্ষণ অমৃতসেক করিয়া আমার চেতনা প্রদান করিয়াছ হে মাত: তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিষ্ণুর হৃদয়বাসিনী আমাকে প্রত্যক্ষ দেখা দিয়াছ হে মাত! তোমাকে নমস্কার করি॥ ২১॥

ইতি প্রথম পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

নাশিনি মাত স্ত্রিপুরে তে তুভ্যং নমোঽস্তু। হে শঙ্করারাধ্যে শিবসেব্যে হে কৃষ্ণারাধ্যে নারায়ণচিন্ত্যে ত্বং ত্রিলোক জননী ত্রিভুবন প্রসবিত্রী। হে অমৃতদায়িনি! অমৃত দানেন মচ্চৈতন্য দাত্রি বিষ্ণো র্হৃদয় সংস্থিতা যাত্বং আবির্ভূতা মৎপ্রত্যক্ষতাংগতা তে তুভ্যং নমোঽস্তু॥ ২১॥

ইতি প্রথম পটলঃ।

ত্রিপুরোবাচ।

বাসুদেব মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচঃ।
ত্বংহি দেব সুত শ্রেষ্ঠ কিমর্থং তপ্যতে তপঃ।
কুলাচারং বিনা পুত্র নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শক্তি হীনস্যতে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুত্রক॥২২॥
মমাংশ সম্ভবাংলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বাকিং তপ্যসে তপঃ।
বৃথাশ্রমং বৃথা পূজাং জপঞ্চ বিফলং সুত ॥২৩॥

ভাষা।

বাসুদেবের স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া ত্রিপুরাসুন্দরী কহিতেছেন হে মহাবাহো বাসুদেব! আমার সারভূত বাক্য শ্রবণ কর তুমি কি নিমিত্ত এই কঠোর তপস্যা করিতেছ কুলাচার ব্যতিরেকে মন্ত্র সিদ্ধি হয় না, তুমি শক্তিহীন কিরূপে তোমার সিদ্ধি হইতে পারে ॥ ২২ ॥

আর দেখ লক্ষ্মী আমার অংশসম্ভূতা তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা তপস্যা করিতেছ। হে সুত! শক্তিযোগ ব্যতিরেকে পূজা জপ ও তপস্যাদির পরিশ্রম সকলই বৃথা ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ত্রিপুরোবাচেত্যাদি। হে বাসুদেব মে মম পরমং সারভূতং বচঃ শৃণু। হে সুত শ্রেষ্ঠ ত্বং কিমর্থং তপস্তপ্যসে। হে পুত্র কুলাচারং বিনা সিদ্ধির্নহি জায়তে শক্তিহীনস্য শক্তিরহিতস্য তে তব সিদ্ধিঃ কথং ভবতি শক্ত্যা কুলাচারঞ্চ বিনা ন কোপি সিদ্ধোভবতীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥ মমাংশে ত্যাদি। মম অংশ সম্ভূতাং একাংশেনোৎপন্নাং লক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা কিং তপস্তপ্যসে। হে সুত শ্রমং তপশ্চরণায়াসংবৃথা পূজাং বৃথা জপং চিন্তনঞ্চ

সংযোগং কুরু যত্নেন শক্ত্যাসহ তপোধন।
যোগং বিনা সুত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সিদ্ধির্নজায়তে॥২৪
সাধকে ক্ষোভমাপন্নে দেবতা ক্ষোভ মাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদ্ভোগ যুতো ভূত্বা জপকর্ম্ম সমারভেৎ।
ভোগং বিনা সুত শ্রেষ্ঠ নহি মোক্ষঃ প্রজায়তে।
শৃণু তত্ত্বং সুত শ্রেষ্ঠ দীক্ষায়া আনুপূর্ব্বিকীং॥২৫॥

ভাষা।

অতএব তোমাকে উপদেশ দিতেছি হে তপোধন! তুমি যত্নপূর্ব্বক শক্তির সহিত যোগ কর শক্তিযোগ না হইলে কদাচ পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না॥ ২৪ ॥

পুরুষার্থ সিদ্ধির অভাবে সাধক ক্ষোভিত হইলে দেবতাও ক্ষোভ প্রাপ্ত হন। ভোগযুক্ত হইয়া জপকর্ম্ম আরম্ভ করা বিধেয়। হে সুতশ্রেষ্ঠ! ভোগ ব্যতিরেকে অপবর্গ লাভ হইতে পারে না। তোমাকে হিতোপদেশ দিতেছি তুমি দীক্ষার আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

বিফলমিত্যর্থ। কুর্ব্বেতিশেষঃ শক্ত্যাবিনা পূজাদিকং কৃত্বা ন কিমপি ফলসিদ্ধিভবতীতিভাবঃ॥ ২৩॥ হে তপোধন যত্নেন শক্ত্যাসহ যোগং কুরু। যোগং প্রকৃতি পুরুষয়ো রৈক্যং বিনা বিদ্যাসিদ্ধিঃ পুরুষার্থসাধনং ন জায়তে॥ ২৪॥ সাধকেত্যাদি। যদি সাধক স্তপশ্চরণ বৈকল্যাৎ পরাভবমাপ্নোতি তদা দেবতাপি ক্ষুব্ধঃ ভবেদিতি। তস্মাদিতি ভোগযুতঃ ভোগবান্। ভোগং বিনা ভোগাভাবেন মোক্ষো ন জায়তে ইতি। দীক্ষায়া আনুপূর্ব্বিকীং দীক্ষাক্রমং ॥ ২৫॥ দশবর্ষে সংপ্রাপ্তে দশম বর্ষে।

দশবর্ষেতু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশাভ্যন্তরে সুত।
শৃণুয়াদ্ধরি নামানি ষোড়শানি পৃথক্ পৃথক্॥২৬॥
হরিনাম্না বিনা পুত্র কর্ণশুদ্ধি র্নজায়তে ॥২৭॥

বাসুদেব উবাচ।

শৃণুমাতর্মহামায়ে বিশ্ববীজ স্বরূপিণী।
হরিনাম্নো মহামায়ে ক্রমং বদ সুরেশ্বরি ॥২৮॥

ভাষা।

দশমবর্ষ হইতে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ষোড়শ হরিনাম পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ করিবে॥ ২৬ ॥

হে পুত্র হরিনাম বিনা কর্ণশুদ্ধি হয় না ॥ ২৭ ॥

বাসুদেব কহিতেছেন হে মাত! তুমি বিশ্বের কারণীভূত মহামায়া স্বরূপা আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া হরিনাম আমার নিকট বল॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

দ্বাদশাভ্যন্তরে দশ বষ মধ্যে। শৃণুয়াদ্ধরিনামানি গুরুতঃ পৃথক্ পৃথক্ হরিনামানি শৃণুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ হরি নাম্নইত্যাদি। হে পুত্র হরিনাম্না বিনা হরিনাম দীক্ষাভাবে ন কর্ণশুদ্ধির্জায়তে ॥ ২৭ ॥ বাসুদেব উবাচেতি হে মহামায়ে হে বিশ্ববীজ স্বরূপিণি জগৎ কারণভূতে শৃণু আকর্ণয় মদ্বর মিতি শেষঃ। হরিনাম্নঃ ক্রমং বদ কথয় ॥ ২৮ ॥ বাসুদেবস্যাগ্রহাতিশয্য দর্শনে

ত্রিপুরোবাচ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥২৯॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদা।
শৃণুচ্ছন্দঃ সুত শ্রেষ্ঠ হরিনাম্নঃ সদৈবহি ॥৩০॥
ছন্দোহি পরমং গুহ্যং মহৎপদ মনব্যয়ং।
সর্ব্বশক্তিময়ং মন্ত্রং হরিনাম তপোধন ॥৩১॥

ভাষা।

ত্রিপুরা বলিতেছেন হে পুত্র! বলিতেছি; শ্রবণ কর হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ২৯ ॥

এই দ্বাত্রিংশদক্ষর হরিনামই কলিযুগে ত্রাণ করে। হে সুতশ্রেষ্ঠ! এই মন্ত্রের ছন্দ অতি সুগোপ্য হে তপোধন! এই হরিনামাত্মক মন্ত্র সর্ব্ব শক্তিময় ॥ ৩০ ॥

এই মন্ত্রের চিন্তনে সর্ব্বশক্তির চিন্তা করা হয় এবং মহৎপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ।

দেবী আহ ত্রিপুরোবাচেতি। হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি এষ এব দ্বাত্রিংশদক্ষরো হরিমন্ত্রঃ ॥ ২৯ ॥ কলৌ সর্ব্বদা সর্ব্বেষু কালেষ দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব নামানি হরিনামানি এতন্নাম কীর্ত্তনেনৈব কলৌ মোক্ষো ভবতীতি ভাবঃ। পরমং গুহ্যং অতি গোপ্যং ছন্দঃ হরিনাম্নশ্ছন্দঃ শৃণু ॥ ৩০ ॥ হে তপোধন হরিনাম মন্ত্রঃ সর্ব্বশক্তিময়ং সর্ব্বশক্ত্যাত্মকঃ মহৎপদং মহৎ পদপ্রাপ্তি হেতু-ভূতং ॥ ৩১ ॥ হরিনাম্ন ইত্যাদি। হরিনাম্নঃ হরিনামাত্মকস্য মন্ত্রস্য বাসুদেব

হরিনাম্নো মন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতা মতা।
মহাবিদ্যা সুসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতন্মন্ত্রং সুতশ্রেষ্ঠ প্রথমং শৃণুয়ান্নরঃ ॥৩২॥
শ্রুত্বা দ্বিজমুখাৎ পুত্র দক্ষকর্ণে তপোধন।
আদৌ চ্ছন্দস্ততো মন্ত্রংশ্রুত্বা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ।
দ্বাদশাভ্যন্তরেশ্রুত্বা কর্ণশুদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥৩৩॥

ভাষা।

হরিনাম মন্ত্রের বাসুদেব ঋষি গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপুরাসুন্দরী দেবতা পুরুষার্থ সাধনে ইহার নিয়োগ হয়। হে সুতশ্রেষ্ঠ! প্রথমতঃ এই মন্ত্র শ্রবণ করিবে ॥ ৩২ ॥

হে তপোধন! ব্রাহ্মণমুখ হইতে দক্ষকর্ণে শ্রবণ করিবে; মন্ত্র শ্রবণের ক্রম এই যে আদিতে ছন্দ তদনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করিবে এইরূপে দীক্ষিত হইলে সকলেই শুদ্ধ হয়। এবং দ্বাদশবর্ষ মধ্যে এই হরিনাম মন্ত্র শ্রবণ করিলে কর্ণশুদ্ধি হয় ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ঋষিঃ। ছন্দোগায়ত্রী, দেবতা ত্রিপুরাসুন্দরী। মহাবিদ্যাসুসিদ্ধ্যর্থং পুরুষার্থ সাধনায় বিনিয়োগঃ বিনিযোজনং ॥ ৩২ ॥ দ্বিজমুখাৎ ব্রাহ্মণস্য গুরোর্মুখাৎ দক্ষকর্ণে দক্ষিণ শ্রবণে। দ্বাদশাভ্যন্তরে দ্বাদশবর্ষ মধ্যে ছন্দো মন্ত্রাদিকং শ্রুত্বা কর্ণশুদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ কর্ণেত্যাদি যঃ পুরুষঃ নারী বা

কর্ণশুদ্ধিং বিনা পুত্র মহাবিদ্যা মুপাস্য চ।
নারীবা পুরুষো বাপি তৎক্ষণান্নারকী ভবেৎ॥৩৪
ততস্তু ষোড়শেবর্ষে সংপ্রাপ্তে সুরবন্দিত।
মহাবিদ্যাং ততঃ শুদ্ধাং নিত্যাং ব্রহ্মস্বরূপিণীং।
শ্রুত্বা কুলমুখাৎ বিপ্রাৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো ভবেৎ
॥৩৫॥
কুর্য্যাৎ কুলরহস্যং যঃ শিবোক্তঞ্চ তপোধন।
বিদ্যা সিদ্ধির্ভবেত্তস্য অষ্টৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৬॥

ভাষা।

আদৌ দেবতা তৎপরে ছন্দ ও তৎপরে মন্ত্র শ্রবণ করিবে দ্বাদশবর্ষ মধ্যে কর্ণশুদ্ধি ব্যতিরেকে যে পুরুষ কিম্বা নারী এই মন্ত্র শ্রবণ করে তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকগামী হয় ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর ষোড়শবর্ষ সময়ে শুদ্ধা নিত্যা ব্রহ্ম স্বরূপিণী বিদ্যা। কুলাচাররত বিপ্রমুখ হইতে শ্রবণ করিলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয় ॥ ৩৫ ॥

হে তপোধন! যে ব্যক্তি শিবোক্ত কুলরহস্য বিধিতে নিরত থাকে তাহার বিদ্যাসিদ্ধি হয় ও অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিলাভ হয় ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

কর্ণ শুদ্ধিং বিনা মন্ত্রসিদ্ধৌ তৎক্ষণাদেব নরকগামী ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মস্বরূপিনীঃ ব্রহ্মময়ীং নিত্যাং সনাতনীং। কুলমুখাৎ বিপ্রাৎশ্রুত্বা ব্রহ্ম ময়োভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ কুর্য্যাদিত্যাদি। হে তপোধন শিবোক্তং কুল-রহস্যং যোজনঃ কুর্য্যাৎ তস্য বিদ্যাসিদ্ধিঃ মোক্ষসাধনং ভবেৎ স অষ্টৈশ্বর্য্যং

রহস্যং হি বিনা পুত্র শ্রম এব হি কেবলং।
অতএব সুতশ্রেষ্ঠ রহস্য রহিতস্ত্বতে।
রহস্য রহিতাং বিদ্যাং ন জপে তু কদাচন॥৩৭॥
এতদ্রহস্যং পরমং হরিনাম্ন স্তপোধন॥ ৩৮॥
হকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষান্নসংশয়ঃ।
রেফস্তু ত্রিপুরাদেবী দশমূর্ত্তিময়ী সদা।
একারঞ্চ ভগং বিদ্যাৎ সাক্ষাৎ যোনিং তপোধন।
হকারঃ শূন্য রূপীচ রেফো বিগ্রহ ধারকঃ॥৩৯॥

ভাষা।

মন্ত্রার্থাদি ব্যতিরেকে কেবল পরিশ্রমমাত্র সার হয়, হে সুতশ্রেষ্ঠ! তুমি রহস্যহীন কি প্রকারে সিদ্ধি হইতে পার। রহস্য রহিতা বিদ্যার কদাচ আরাধনা করিবে না॥ ৩৭॥

অতএব তোমাকে হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি হরিনাম মন্ত্রের গোপনীয় পরম রহস্য বলিতেছি॥ ৩৮॥

হকার সাক্ষাৎ শিব রেফ দশবিদ্যাময়ী ত্রিপুরাদেবী একার যোনিপীঠ স্বরূপ। হে তপোধন! পুনর্ব্বার হকার, চিণ্ময় ঈশ্বররূপী রেফ শরীরধারী ব্যক্ত ঈশ্বর স্বরূপ॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ।

অনিমাদি অষ্ট শক্তিং অবাপ্নুয়াৎ॥ ৩৬॥ হে পুত্র রহস্যং মন্ত্রার্থ মন্ত্র চৈতন্যাদিকং বিনা শ্রম এব কেলং ন কিঞ্চিদিষ্টসিদ্ধির্ভবতি। রহস্য রহিতস্য মন্ত্রার্থাদিজ্ঞান হীনস্য॥ ৩৭॥ এতদিত্যাদি। হরিনাম মন্ত্রস্য রহস্যং নিগূঢ়ার্থং শৃণ্বিতি শেষঃ॥ ৩৮॥ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি মন্ত্রার্থ মাহ হকারেত্যাদি। হকারঃ হরেকৃষ্ণ ইত্যত্র হপদং। রেফঃ রপদং দশ-

হরিস্তু ত্রিপুরা সাক্ষান্মমমূর্ত্তির্নসংশয়ঃ।
ককারং কামদা কামরূপিণী স্ফুরদব্যয়া।
ঋকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা শক্তি রিতীরিতা।
ককারঞ্চ ঋকারঞ্চ কামিনী বৈষ্ণবী কলা॥৪০॥
যকারশ্চন্দ্রমা দেবঃ কলা ষোড়শ সংযুতঃ।
ণকারঞ্চ সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষান্নির্ব্বৃতি রূপিণী।
দ্বয়োরৈক্যংতপঃশ্রেষ্ঠসাক্ষাত্রিপুর ভৈরবী॥৪১॥

ভাষা।

হকার ও রেফমিলিত হরি এই শব্দার্থ সাক্ষাৎ আমার মূর্ত্তি স্বরূপ জানিবে। কৃষ্ণ এই পদান্তর্গত ককারের অর্থ কামপ্রদা কামরূপিণী নিত্যাশক্তি ও ঋকারের অর্থ পরমাশক্তি। আর ককার ও ঋকার মিলিতকৃ এই পদে বৈষ্ণবী কলা॥ ৪০ ॥

ষকারের অর্থ ষোড়শকলাপূর্ণ শশধর, এবং ণকারের অর্থ-শান্তিপ্রদাশক্তি ও ষকার ণকার মিলিত ষ্ণ এই পদের অর্থ সাক্ষাৎ ত্রিপুর ভৈরবী॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ।

মূর্ত্তিময়ী দশবিদ্যাস্বরূপা ত্রিপুরা ত্রিপুরাসুন্দরী। একারং ভগং যোনি পীঠং। হকারঃ শূন্যরূপী চিন্ময়ঃ রেফো বিগ্রহধারকঃ দেহবান্॥ ৩৯॥ হরিঃ মন্ত্রান্তর্গত হকার রেফ মিলিত হরিশব্দঃ মম ত্রিপুরায়া মূর্ত্তিঃ। ককারং কৃষ্ণ ইত্যত্র কবর্ণং কামদা কামদাত্রী কামস্বরূপিণী কামাত্মিকা। ঋকারঃ কৃষ্ণ ইত্যত্র ঋবর্ণং শ্রেষ্ঠা পরমাশক্তিঃ ইরিতা কথিতা ককারঞ্চ ঋকারঞ্চ ককার ঋকারং মিলিতং সং কৃইত্যক্ষরং কামিনী কামপ্রদায়িনী বষ্ণবী কলা বিষ্ণুশক্তিঃ॥ ৪০ ॥ ষোড়শকলাসংযুতঃ পূর্ণ ইত্যর্থঃ। নির্ব্বৃতি রূপিণী শান্তিস্বরূপা। দ্বয়োঃ ষকার ণকারয়োঃ ঐক্যংষ্ণ ইত্যক্ষরং ত্রিপুর

কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুতশ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্ময়ী ।
হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তি স্বরূপিণী॥৪২॥
হরে রামেতি চ পদং সাক্ষাজ্জ্যোতির্ম্ময়ীপরা ।
রেফস্তু ত্রিপুরা সাক্ষাদানন্দামৃত সংযুতা ।
মকারস্তু মহামায়া নিত্যা তু রুদ্ররূপিণী ॥৪৩॥
বিসর্গস্তু সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী পরা ।
রাম রামেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং সুত ।
হরেহরেপি চ পদং শক্তিদ্বয় সমন্বিতং ॥৪৪॥

ভাষা ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই পদের অর্থ জগন্ময়ী মহামায়া হরে এই শব্দের অর্থ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম ॥ ৪২ ॥

হরেরাম এই শব্দার্থ জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতি । রেফ সাক্ষাৎ ত্রিপুরাসুন্দরী মকার সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী নিত্যাশক্তি ॥ ৪৩ ॥

বিসর্গে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি বোধ হয় রাম রাম এই পদ শিবশক্তি জ্ঞাপক হরে হরে এই পদে উভয়শক্তি বুঝায় ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ ।

ভৈরবী ত্রিপুরাসুন্দরীরূপা ॥ ৪১ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি পদদ্বয়ং জগন্ময়ী জগৎ-স্বরূপা মহামায়া । শিবশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিপুরুষাত্মকং ব্রহ্মইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ আনন্দ সংযুতা নিত্যানন্দময়ী । রুদ্ররূপিণী রুদ্রশক্তিঃ ॥ ৪৩ ॥ বিসর্গ ইত্যাদি বিসর্গঃ বিন্দুদ্বয়াত্মকো বর্ণবিশেষঃ । কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারস্থিত শিবশক্তিঃ । অন্যৎ সুবোধং ॥ ৪৪ ॥ আদ্যন্তে ইত্যাদি আদৌ অন্তে চ মন্ত্র-

আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা যোজপেদ্দশধা দ্বিজঃ।
স ভবেৎ সুত বর শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাযু সুন্দরঃ॥৪৫
এষা দীক্ষা পরাজ্ঞেয়া জ্যেষ্ঠা শক্তি সমন্বিতা॥
হরিনাম্নঃ সুতেশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাতু বৈষ্ণবী স্বয়ং॥৪৬
বিনাশ্রীবৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাদং সদ্গুরোর্ব্বিনা।
কোটিবর্ষং সমাদায় রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥৪৭॥

ভাষা।

হে সুতশ্রেষ্ঠ! এই মন্ত্রের আদ্যন্তে প্রণব যোজনা করিয়া যে সাধক ষোড়শবার মাত্র জপ করে সে মহাবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান হয়॥ ৪৫॥

হে সুতশ্রেষ্ঠ! আদ্যাশক্তিযুতা এই দীক্ষা সকল দীক্ষার প্রধান এই সর্ব্বপ্রধান হরিনামদীক্ষা স্বয়ং বৈষ্ণবীশক্তি॥ ৪৬॥

বৈষ্ণবীদীক্ষা ও সদ্গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে কোটিবর্ষ জপ করিলেও তাহার সিদ্ধি হয় না প্রত্যুত ঘোরতর নরকগামী হয়॥ ৪৭॥

অন্বার্থঃ।

আদ্যেতি শেষঃ প্রণবং ওম্ ইতি মন্ত্রং দত্ত্বা সংযোজ্য যঃ সাধকোদশধা দশবারং জপেৎ স মহাবিদ্যাসু মহাবিদ্যাবিষয়েষু সুন্দরঃ লব্ধজ্ঞানঃ॥ ৪৫॥ এষেত্যাদি সুবোধং॥ ৪৬॥ বিনেত্যাদি বৈষ্ণবীং দীক্ষাং বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণং তথা সদ্গুরোঃ প্রসাদং কৃপাং বিনা কোটিবর্ষং সমাদায় জপ্ত্বাপি রৌরবং রৌরবাখ্যং মহাঘোরং নরকং ব্রজেৎ॥ ৪৭॥ এবং পূর্ব্বোক্তানি হরেকৃষ্ণ

এবং ষোড়শনামানি দ্বাত্রিংশদক্ষরাণি চ।
আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা চতুস্ত্রিংশদনুত্তমং ॥৪৮॥
হরিনাম্না বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।
কুলদেব মুখাচ্ছ্রুত্বা হরিনাম পরাক্ষরং।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বিট্ শূদ্রাঃ শ্রুত্বা নাম পরাক্ষরং।
দীক্ষাং কুর্য্যুঃ সুতশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দর ॥৪৯

ভাষা।

হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি মন্ত্রান্তর্গত ষোড়শনাম ও দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্র আদ্যন্তে প্রণব যোজনা করিয়া জপ করিবে ॥ ৪৮ ॥

হে পুত্র! হরিনাম ব্যতিরেকে দীক্ষা বিফল হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুবর্ণেই কুলগুরুর নিকটে পরমাক্ষর হরিনাম শ্রবণ করিয়া মহাবিদ্যায় দীক্ষিত হইবে ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ।

ইত্যাদি মন্ত্রান্তর্গতানি ষোড়শনামানি দ্বাত্রিংশদক্ষরাণি মন্ত্রাণি চ ॥ ৪৮ ॥ হরীত্যাদি। হরিনাম্না বিনা হরিনাম ব্যতিরেকেন, দীক্ষা মন্ত্র সংস্কারঃ; পুত্র ইতি সম্বোধনং। কুল ইত্যাদি কুলদেবমুখাৎ কুলগুরোঃ সকাশাৎ পরাক্ষরং পরমব্রহ্মস্বরূপং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রাঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ। সর্ব্বেবর্ণা এব হরিনামাধিকারিণ ইতিভাবঃ। সুতশ্রেষ্ঠ সুন্দর ইতি পদদ্বয়ং সম্বোধনং ॥ ৪৯ ॥ হরিনামেত্যাদি। হে প্রিয়ে পার্ব্বতি হরিনাম, অথ সমচ্চয়েদীক্ষাং মন্ত্রগ্রহণং শূদ্রমুখাৎ বা কিম্বা অকুলাৎ কুলগুর্ব্বাদিভিন্নাৎ যোজনোগৃহ্নীয়াৎ তস্য পাপফলং শৃণু আকর্ণয়েত্যন্বয়ঃ। শূদ্র ইত্যাদি। শূদ্রাণ্যাঃ শূদ্রপত্ন্যাঃ। বিদ্যাং পুরুষার্থ সাধনং জ্ঞানং। কোটী বর্ষান্ শতলক্ষ বৎসরং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ। রৌরবং মহাঘোরনরকং। অন্যৎ

হরিনামার্থ দীক্ষাং বা যদি শূদ্রমুখাৎ প্রিয়ে।
অকুলাদ্যস্তু গৃহ্ণীয়াৎ তস্য পাপফলং শৃণু।
শ্রুত্বা শূদ্রোঽপি শূদ্রাণ্যা বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমং।
কোটিবর্ষান্ সমাদায় রৌরবং প্রতিগচ্ছতি॥৫০॥
অপিদাতৃ গৃহীত্রোর্ব্বা দ্বয়োরেব সমং ফলং।
ব্রহ্মহত্যা মবাপ্নোতি প্রত্যক্ষর মিতীরিতং।
শৃণুপুত্র বাসুদেব প্রসঙ্গাদ্বচনং মম ॥৫১॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥

ভাষা।

হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি কুলগুরুর অন্যত্র কিম্বা শূদ্রের নিকট দীক্ষিত হয় বা হরিনামমন্ত্র গ্রহণ করে; তাহার পাপফল বলিতেছি শ্রবণ কর। যদি শূদ্র ও শূদ্রাণীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া মহাবিদ্যায় দীক্ষিত হয় তবে তাহার শতলক্ষবর্ষপর্য্যন্ত মহাঘোর নরকে বসতি করিতে হয় ॥ ৫০ ॥

উক্ত রূপ দীক্ষায় গুরু শিষ্য উভয়েরই মন্ত্রাক্ষর সমসংখ্যক ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইতে হয়; হে পুত্র বাসুদেব! প্রসঙ্গক্রমে দীক্ষা বিষয়ে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫১ ॥

ইতি দ্বিতীয় পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

সুবোধং ॥ ৫০ ॥ অপীত্যাদি। দাতৃগৃহীত্রো গুরুশিষ্যয়োর্দ্বয়োঃ ফলং সমং তুল্যং উভাবেব পাপিনাবিতিভাবঃ। পাপমেব বিবৃণোতি ব্রহ্মহত্যেত্যাদি। প্রত্যক্ষরং অক্ষরং অক্ষরং প্রতি। মন্ত্রাক্ষর সম সংখ্যক ব্রহ্মহত্যা পাপভাগ্ ভবতী ভাবঃ। বচনং দীক্ষা বিচারবাক্যং ॥ ৫১ ॥

ইতি দ্বিতীয় পটল ব্যাখ্যা।

ত্রিপুরোবাচ।

সংপ্রাপ্তে ষোড়শেবর্ষেদীক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ
যদি নো কুরুতে পুত্র সংপ্রাপ্তে বর্ষ ষোড়শে।
হরিনাম বৃথা তস্য গতেতু বর্ষ ষোড়শে ॥১॥
তস্মাদ্যত্নেন কর্ত্তব্যা দীক্ষাহি বর্ষ ষোড়শে।
অন্যথা পশুবৎ সর্ব্বং তস্য কর্ম্ম ভবেৎ সুত ॥২॥

ভাষা।

ত্রিপুরাদেবী,আমি তোমার নিকট প্রসঙ্গক্রমে দীক্ষাবিষয়ক সমস্ত ক্রম বলিব এই পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বিষয় বলিতেছেন; ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত মাত্রেই সুসমাহিত হইয়া দীক্ষা কার্য্য করিবে; যদি ষোড়শবর্ষ মধ্যে কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করে তবে ষোড়শবর্ষ গতে হরিনাম দীক্ষার অধিকার থাকে না। তাহার সেই হরিনাম দীক্ষা বৃথা জানিবে ॥ ১ ॥

অতএব ষোড়শবর্ষ মধ্যেই যত্নপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিবে। অন্যথা তাহার সকল কর্ম্ম পশুকর্ম্মের ন্যায় নিষ্ফল হয় ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

শৃণু পুত্র মহাবাহো প্রসঙ্গাদ্বচনং মমেতি যৎপূর্ব্বং প্রতিশ্রুতং তদেবাহ ত্রিপুরোবাচেতি। ষোড়শেবর্ষে সংপ্রাপ্তে সমুপস্থিতে সুসমাহিতঃ সুসংযত সন্ দীক্ষাং কুর্য্যাৎ। ষোড়শবর্ষ এবদীক্ষায়াঃ প্রশস্তকাল ইতি ভাবঃ। হে পুত্র হরে! যদি ষোড়শেবর্ষে নোকুরুতে দীক্ষামিতিশেষঃ। ষোড়শবর্ষ গতে ষোড়শেবর্ষাৎ পরং তস্য ষোড়শবর্ষ মধ্যে অদীক্ষিতস্য হরিনাম বৃথা ভবেৎ নাতিমহৎ ফলপ্রদং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ তস্মাৎ ষোড়শবর্ষস্যৈব প্রশস্তকালত্বাৎ ষোড়শবর্ষে দীক্ষামন্ত্রগ্রহণং কর্ত্তব্যা

বাসুদেব মহাবাহো রহস্যং পরমং শৃণু।
প্রকটাখ্যং হরের্নাম সভায়াং যত্র তত্রবৈ।
মহাবিদ্যা সুতশ্রেষ্ঠ তদগুপ্তা ভবিষ্যতি ॥৩॥
প্রজপে দনিশং পুত্র মহাবিদ্যাং তপোধন।
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি ॥৪॥

ভাষা।

হে বাসুদেব! পরমরহস্য বলিতেছি শ্রবণ কর; হে সুতশ্রেষ্ঠ! সভাতে কি অন্য যে কোন স্থানেই হউক সর্ব্বত্রই হরি নাম প্রকাশ্য এই হরিনামাত্মিকা মহাবিদ্যা কদাচও গুপ্তা নহে॥ ৩॥

হেপুত্র তপোধন! অশুচি কি শুচি, গমনশীল কি স্থিতিশীল অথবা শয়ানই হউক সর্ব্বদাই মহাবিদ্যাকে ধ্যান করিবে॥ ৪॥

অস্যার্থঃ।

বিধেয়া। অন্যথা ষোড়শবর্ষাদর্ব্বাক্ দীক্ষাং বিনা তস্য অদীক্ষিতস্য সর্ব্বং কর্ম্ম পশুবত্তবেং পশোঃকর্ম্মইব নিষ্ফলং ভবতীতিভাবঃ॥ ২॥ হে মহাবাহো বাসুদেব পরমং রহস্যং শণু আকর্ণয়; হরের্নাম সভায়াং পরিসদি যত্রতত্র যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদেবস্থানে প্রকটাখ্যং প্রকটনীয়ং। হে সুতশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যা এষা হরিনামাত্মিকা মহাবিদ্যা অগুপ্তা সর্ব্বত্রৈব হরিনাম প্রকাশ্যমিত্যর্থঃ॥ ৩॥ প্রজপেদিত্যাদি। হে পুত্র তপোধন অশুচির-পবিত্রঃ শুচিঃ পবিত্রঃ গচ্ছন্ গমনশীলঃ তিষ্ঠন্ স্থিতিশীলঃ স্বপন্ নিদ্রাং লভন্ অনিশং নিরন্তরং মহাবিদ্যাং জপেদিত্যর্থঃ॥ ৪॥ মহাবিদ্য

মহাবিদ্যাং জপেদ্ধীমান যত্র কুত্রাপি মাধব।
সংপূজ্য শিবলিঙ্গন্তু মহাবিদ্যাং জপেত্তু যঃ ॥৫॥
পূজয়ে দ্বিবিধং লিঙ্গং বিল্বপত্রাদিভিঃ প্রিয়ে।
ভাবয়ে দনিশং পুত্র মহাবিদ্যাং হৃদাত্মনা ॥৬॥
নিশায়াং শক্তিযুক্তশ্চ পূজয়ে দ্বিবিধং জপেৎ।
শিবোক্ত তন্ত্রবৎ সর্ব্বং কুলাচারংহি মাধব ॥৭॥

ভাষা।

হে মাধব! যে ধীমান্ ব্যক্তি যেকোন স্থানে শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া মহাবিদ্যা জপকরে ॥ ৫ ॥

এবং বিল্বপত্রাদিদ্বারা বিবিধ শিবলিঙ্গপূজা করিয়া সর্ব্বদা স্বহৃদয়ে মহাবিদ্যা ধ্যানকরে ॥ ৬ ॥

কিম্বা নিশাযোগে শক্তিযুক্ত হইয়া শিবোক্ত তন্ত্রানুসারে কুলাচার পুরঃসর মহাবিদ্যার আরাধনা করিবে ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

মিত্যাদি। ধীমান্ জ্ঞান সম্পন্নঃ যত্রকুত্রাপি যস্মিন্ কস্মিন্ স্থানে অন্যং সুগমং ॥ ৫ ॥ পূজয়েদিত্যাদি। হে প্রিয়ে! ইতি পার্ব্বতী সম্বোধনং। বিল্বপত্রাদিভিঃ বিবিধং লিঙ্গং শিবলিঙ্গং পূজয়েৎ আত্মনা হৃদা স্বীয় মনসা মহাবিদ্যাং বিভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥ নিশায়ামিত্যাদি। নিশায়াং রাত্রৌ শক্তিযুক্তঃ সশক্তিকঃ। শিবোক্ত তন্ত্রবৎ শিব কথিত তন্ত্রানুসারেণ সর্ব্বং কুলাচারং যঃ সাধকঃ কুর্য্যাৎ তস্য সিদ্ধির্জায়তে সসিদ্ধো ভবতীর্ণঃ ॥ ৭ ॥ কুলাচারমিত্যাদি হে পুত্র! কুলাচারং বিনা বামাচার

যঃ কুর্য্যাৎ সততং পুত্র তস্য সিদ্ধির্হিজায়তে।
কুলাচারং বিনা পুত্র তব সিদ্ধির্নজায়তে ॥৮॥

ত্রিপুরোবাচ।

শৃণু পুত্র মহাবাহো মম বাক্যং মনোহরং।
রহস্যং পরমং গুহ্যং সুগোপ্যং ভুবনত্রয়ে ॥৯॥
কথয়িষ্যামিতে বৎস কথাং চিত্র বিচিত্রিতাং।
বক্ষঃস্থল সমাসীনাং মালাং চিত্র বিচিত্রিতাং ॥১০

ভাষা।

হে পুত্র! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কুলাচার রত হইয়া আরাধনা করে তাহার বিদ্যা সিদ্ধি হয় কুলাচার ব্যতিরেকে কখনও তোমার সিদ্ধি হইবে না ॥ ৮ ॥

ত্রিপুরা কহিতেছেন হে পুত্র মাধব! পরমরহস্য ত্রিভুবনে সুগোপ্য অতি মনোহর আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

হে বৎস! অতি মনোহরা কথা তোমাকে বলিব এবং আমার হৃদয়বাসিনী অতিচিত্র বিচিত্রিতা যে মালা আছে তাহাও তোমার নিকট প্রকাশ করিব ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

ব্যতিরেকেন সিদ্ধির্নজায়তে ন সিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ত্রিপুরা পুনরপ্যাহ ত্রিপুরোবাচেত্যাদি। হে পুত্র! ভুবনত্রয়ে ত্রিভুবনে সুগুপ্যং গোপনীয়ং পরমং রহস্যং শৃণু ॥ ৯ ॥ কথয়িষ্যামীত্যাদি। হে বৎস! চিত্রবিচিত্রিতাং অতি মনোহরাং কথাং কথয়িষ্যামি বক্ষঃস্থল সমাসীনাং মমহৃদয়বাসিনীং মালাঞ্চ কথয়িষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥ সদেত্যাদি। আম্নায়রূপা বেদ

সদা আম্নায় রূপাচ বিভাতি হৃদয়ে মম।
মাণিক্যরচিতামালা যবাকুসুমসন্নিভা ॥১১॥
নানারত্ন প্রসূতা চ হস্ত্যশ্ব রথ পত্তয়ঃ।
কৌস্তুভো মণিনামাথ মালামধ্যে বিরাজতে॥১২
হস্তিনীয়ং মহামালা মম দূতী সদা সুত।
অন্যাহি পদ্মমালা যা বিভাতি হৃদয়ে মম ॥১৩

ভাষা।

বেদস্বরূপা যবাকুসুমের ন্যায় অতিলোহিতা মাণিক্যনির্ম্মিতা মালা আমার হৃদয়ে সদা বিরাজিত আছে ॥ ১১ ॥

ঐ মালা নানারত্নপ্রসবিনী ও হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি প্রদায়িনী। কৌস্তুভ মণিনির্ম্মিত যে মহামালা অধোভাগে বিরাজিত আছে তাহার নাম হস্তিনী মালা ॥ ১২ ॥

এই মালা সদা আমার দূতী স্বরূপিণী। অন্যা যে পদ্মমালা তাহা সদা আমার হৃদয়ে বিরাজিত আছে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

স্বরূপিণী মাণিক্যরচিতা মাণিক্যনির্ম্মিতা যবাকুসুমসন্নিভা যবাপুষ্প বদতি লোহিতা মালা সদা মম হৃদয়ে বিভাতি বিরাজতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ নানেত্যাদি। নানারত্ন প্রসূতা মণিমাণিক্যপ্রসবিনী হস্ত্যশ্ব রথ পত্তয়ঃ হস্ত্যশ্ব রথপত্তি প্রদায়িনী কৌস্তুভঃ কৌস্তুভস্বরূপা মালা অধো বিরাজতে বিভাতি ॥ ১২ ॥ হে সুত! ইয়ং মহামালা হস্তিনী হস্তিন্যাখ্যা সদা সর্ব্বদৈব মম দূতীস্বরূপা দৌত্যকর্ম্ম কর্ত্রী। অন্যেত্যাদি। অন্যা যা পদ্মমালা মমহৃদয়ে বিভাতিবিরাজতে ॥ ১৩ ॥ সাপদ্মিনী পরমাশ্চর্য্যা অতিমনোহরা

পদ্মিনী পরমাশ্চর্য্যা সাক্ষাৎ পদ্মিনীরূপিণী ।
চিত্রমালা তু যা পুত্র নানাচিত্র বিচিত্রিতা ॥১৪॥
এষা তু চিত্রিণী জ্ঞেয়া চিত্রকর্ম্মানুসারিণী ।
যা মালা গন্ধিনী প্রোক্তা পরমাশ্চর্য্যগন্ধভাক॥১৫
এষা দূতী সুতশ্রেষ্ঠ সদা মম হৃদিস্থিতা ।
এষা দূতী সুতশ্রেষ্ঠ অষ্টৈশ্বর্য্য সমন্বিতা ॥১৬॥

ভাষা ।

ইহা পরমাশ্চর্য্যা সাক্ষাৎ পদ্মিনী স্বরূপিণী পদ্মিনীমালা । আর যে নানাচিত্র বিচিত্রামালা তাহা চিত্রিণী ॥ ১৪ ॥

এই চিত্রিণীমালা চিত্রকর্ম্মানুসারিণী জানিবে । পরমাশ্চর্য্য গন্ধবতী যে মালা তাহার নাম পদ্মিনী ॥ ১৫ ॥

এই পদ্মিনী মালা সদা আমার হৃদয়বাসিনী ও সিদ্ধিকার্য্যে দূতী স্বরূপা । আর এই পদ্মিনীমালা অনিমাদি অষ্টশক্তি-যুক্ত ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ ।

চিত্রমালা চিত্রাখ্যামালা ॥ ১৪ ॥ এষেত্যাদি । চিত্রকর্ম্মানুসারিণী চিত্রকর্ম্মপ্রয়োজিকা । চিত্রিণীমালা চিত্রকর্ম্মণ্যেব কুশলা । পরমাশ্চর্য্য গন্ধভাক অতিমনোহর গন্ধবতী যা মালা সা গন্ধিনা ॥ ১৫ ॥ এষা দূতী-ত্যাদি । হে সুতশ্রেষ্ঠ এষা পদ্মিনীমালা দূতী সাধন সহকারিণী অষ্টৈ-শ্বর্য্য সমন্বিতা অনিমাদি অষ্টশক্তি যুক্তা ॥ ১৬ ॥ হস্তিনীত্যাদি । হস্তি-

হস্তিনী পদ্মিনী চৈব চিত্রিণী গন্ধিনী তথা।
যামালা পদ্মিনী পুত্র সদাকাম কলাযুতা ॥১৭॥
চিত্রিণী চিত্ররূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
গন্ধিনীচ তথা পুত্র সর্ব্বং ব্যাপ্য বিজৃম্ভতে।
হস্তিনী চ সুতশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং দিগ্‌গজ সঞ্চয়ং ॥১৮॥
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া ত্রিপুরা বাণ লোচনা।
পারিজাতস্য মালায়াঃ পদ্মস্য চ তপোধনে॥১৯॥
সূত্রেণ রহিতা মালা গ্রথিতা কাম সুত্রকে।
অসিদ্ধ সাধনী মালা গ্রথিতা কাম সুত্রকে ॥২০॥

ভাষা।

হে পুত্র! হস্তিনী, পদ্মিনী, গন্ধিনী ও চিত্রিণী এই চতুষ্টয় মালা কামকলা যুক্ত ॥ ১৭ ॥

চিত্রিণীমালা চিত্ররূপে সর্ব্বত্র ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান আছে; গন্ধিনীমালা গন্ধরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

বাণলোচনা ত্রিপুরাদেবী এইরূপে পারিজাত ও পদ্মমালা বর্ণন করিলেন ॥ ১৯ ॥

যে মালা সাধারণ সূত্ররহিত ও কামসূত্রে গ্রথিত তাহা অসিদ্ধ সাধনী ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

স্ত্যাদি চতুর্বিধা মালা সদা কামকলাযুতা কামাংশবতী ॥ ১৭ ॥ চিত্রিণী ত্যাদি চিত্রিণীমালা ব্রহ্মাণ্ডং নিখিলং জগৎ ব্যাপ্য তিষ্ঠতি বর্ত্ততে। বিজৃম্ভতে প্রকাশতে। হস্তিনীমালা দিগ্‌গজ সঞ্চয়ং দিগ্‌গজ সমূহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ হে তপোধন বাণলোচনা বাণাক্ষী ত্রিপুরা। পারিজাতস্য

নানারত্নময়ী মালা বিদ্যুৎ কোটি সমপ্রভা।
পঞ্চাশন্মাতৃকা বর্ণ সহিতা বিশ্বমোহিনী ॥২১॥
অর্থদা ধর্ম্মদা মালা কামদা মোক্ষদা সুত।
বাসুদেব মহাবিষ্ণো শৃণু পুত্র তপোধন ॥২২॥
মমমায়া দুরাধর্ষা মাতৃকা শক্তিরব্যয়া।
আশ্চর্য্যং পরমং পশ্য সাবধানেন মাধব ॥২৩॥

ভাষা।

নানা রত্নময়ী বিদ্যুৎকোটি সমপ্রভা পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণ সহিতা এই মালা বিশ্বমোহিনী ॥ ২১ ॥

হে বাসুদেব! ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনী মালা তোমাকে বলিলাম অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

আমার মায়ারূপিণী মাতৃকাশক্তি এই নিত্যাশক্তি বিশ্বব্যাপিনী কেহই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হে মাধব! তুমি সাবধানে পরমাশ্চর্য্য রূপ দর্শন কর ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

পদ্মস্য চ মালামিতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥ সূত্রেণ রহিতা লৌকিক সূত্রেণ বিনা। জ্ঞানসূত্রকে গ্রথিতা সতী অসিদ্ধসাধনী ॥ ২০ ॥ নানেত্যাদি। বিদ্যুৎ কোটি সমপ্রভা অতি তেজস্বিনী। পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণ সহিতা অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী ॥ ২১ ॥ অর্থদেত্যাদি। এতেন মালেয়ং চতুর্ব্বর্গপ্রদা, সুতইতি বাসুদেব সম্বোধনং ॥ ২২ ॥ মমেত্যাদি। মাতৃকাশক্তিশ্মমমায়া দুরাধর্ষা দুরতিক্রমণীয়া অব্যয়া নিত্যা ॥ ২৩ ॥ ইতী-

ইত্যুক্ত্বা ত্রিপুরাদেবী বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী।
মালা মাকৃষ্য মালায়াঃ কৃষ্ণায় সত্বরং দদৌ।
আশ্চর্য্যং পরমং কিঞ্চিদ্দশয়িত্বা জনার্দ্দনং ॥২৪॥

মহাদেব উবাচ।

তত্রাশ্চর্য্যং মহেশানি বর্ণিতুং নহি শক্যতে।
অকারাদিক্ষকারান্তা পঞ্চাশন্মাতৃকাব্যয়া ॥২৫॥

ভাষা।

বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী ত্রিপুরাদেবী বিষ্ণুকে এই মাত্র বলিয়া স্বীয় মালা হইতে মালা সমাকর্ষণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পরমাশ্চর্য্যরূপ প্রদর্শন করিয়া শীঘ্র মালা সমর্পণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

মহাদেব বলিতেছেন হে মহেশানি ত্রিপুরাদেবী জনার্দ্দনকে যে পরমাশ্চর্য্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মাতৃকাশক্তি নিত্যা ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

ত্যাদি। বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী ত্রিপুরাদেবী ইতি এবম্প্রকারেণ উক্ত্বা মালা-নীতশেষঃ মালায়াঃ স্বমালাতঃ মালামাকৃষ্য আদায় সত্বরং যথা বিষ্ণবে দদৌ দদাতিস্ম। আশ্চর্য্যং স্বরূপপ্রকটনাদি পরমাদ্ভুতং ॥ ২৪ ॥ মহাদেব উবাচেতি। হে মহেশানি পার্ব্বতি ত্রিপুরাদেবী জনার্দ্দনং যৎ-পরমাশ্চর্য্যং দর্শয়ামাস তদ্বর্ণিতুং নহি শক্যতে ময়েতিশেষঃ। মাতৃকা কিন্তাবদিত্যাহ অকারাদীতি ষোড়শস্বরাঃ ষট্ত্রিংশদ্ব্যঞ্জনানি সমাহারেণ পঞ্চাশন্মাতৃকা ভবতীতি ॥ ২৫ ॥ অব্যয়েত্যাদি। অব্যয়ানিত্যা

অব্যয়া অপরিচ্ছিন্না ত্রিপুরা কণ্ঠসংস্থিতা।
ককারাৎ পরমেশানি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশয়ঃ॥২৬॥
প্রসূয় তৎক্ষণাৎ সর্ব্বং সংহারঞ্চ তথাপিবা।
এবং ক্রমেণ দেবেশি পঞ্চাশন্মাতৃকা সদা॥২৭॥
সৃষ্টিস্থিতিং চ কুরুতে সংহারঞ্চ তথা প্রিয়ে।
ক্রমোৎ ক্রমান্মহেশানি দৃষ্ট্বা মোহংগতো হরিঃ
॥ ২৮ ॥

ভাষা।

ত্রিপুরাকণ্ঠ সংস্থিতা মাতৃকা মালা অব্যয়া ও অপরিচ্ছিন্না হে পরমেশানি! মাতৃকান্তর্গত ককার হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল॥ ২৬॥

হে দেবি! এইরূপে তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশন্মাতৃকাগণ সকলেই কত কত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদন স্থিতি বিলয় করিতে লাগিলেন॥২৭॥

এবং অনুলোম বিলোমে মাতৃকাবর্ণ হইতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় দেখিয়া হরি মুগ্ধ প্রায় হইলেন॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

অপরিচ্ছিন্না ইয়ত্তয়া পরিচ্ছেত্তুমশক্যা। ককারাৎ মাতৃকান্তর্গত কবর্ণাৎ কোটি ব্রহ্মাণ্ড আসন্ ইতি ভাবঃ॥ ২৬॥ প্রসূয়েত্যাদি প্রসূয় উৎপাদ্য তৎক্ষণাৎ সংহারঞ্চাকরোদিত্যর্থঃ। পঞ্চাশন্মাতৃকাপি এবং ক্রমে সৃষ্ট্যাদিক মকরোদিতিভাবঃ॥ ২৭॥ সৃষ্টিত্যাদি। ক্রমোৎক্রমাৎ অনুলোম বিলোমেন সৃষ্টিস্থিতি সংহারঞ্চ কুরুতে। দৃষ্ট্বা মাতৃকা প্রভাবনিতিশেষঃ। হরিঃ মোহং গতঃ বিস্মিতোঽভূদিত্যর্থঃ॥ ২৮॥ পুণ্ডরীকাক্ষো জনার্দ্দনঃ

গতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষো বাসুদেব স্তপোধনঃ।
অণ্ডরাশৌ মহেশানি সর্ব্বং দৃষ্ট্বা জনার্দ্দনঃ॥২৯॥
সর্ব্বং দৃষ্ট্বা বিনিশ্চিত্য হৃদয়ে বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
পঞ্চাশৎ পীঠসংযুক্তং ভারতং পরমং পদং॥৩০॥
নিত্যা ভগবতী তত্র মহামায়া জগন্ময়ী।
সতীদেহং পরিত্যজ্য পার্ব্বতীত্বং গতা পুনঃ॥৩১॥
তবাঙ্গাৎ পরমেশানি কুন্তলং যত্র পার্ব্বতী।
পতিতং যত্র দেবেশি স্থানেতু নগনন্দিনী॥৩২॥

ভাষা।

অনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দ্দন অদ্ভুত মাতৃকা মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। ২৯।

সনাতন বিষ্ণু পরমাশ্চর্য্য সকল দর্শন করিয়া পঞ্চাশৎ পীঠ সংযুক্ত ভারত প্রদেশ পরম পবিত্র স্থান মনে মনে চিন্তা করিলেন। ৩০।

সেই ভারত প্রদেশে জগন্ময়ী মহামায়া সতীদেহ পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বতীদেহ ধারণ করিয়াছেন। ৩১।

হে ঈশ্বরি! যে স্থানে তোমার অঙ্গ হইতে একটিমাত্র কেশ পতিত হইয়াছে সেই স্থানই পীঠস্থান বলিয়া গণ্য। ৩২।

অস্যার্থঃ।

সর্ব্ব মদ্ভুতং দৃষ্ট্বা গতবান্ মহেশানীতি পার্ব্বতী সম্বোধনং॥ ২৯ ॥ অব্যয়ঃ নিত্যঃ পঞ্চাশৎ পীঠসংযুক্তং ভারতং তদাখ্যং প্রদেশং পরমং পদং পবিত্র স্থান মিত্যর্থঃ॥ ৩০॥ নিত্যেত্যাদি। নিত্যা জগন্ময়ী মহামায়া তত্র ভারতে সতীদেহং ত্যক্ত্বা পার্ব্বতীত্বং গতা পর্ব্বতনন্দিনী আসাদিত্যর্থঃ॥ ৩১॥ হে পরমেশানি পার্ব্বতি তবাঙ্গাৎ যত্র কুন্তলং কেশং

সর্ব্বং দৃষ্টং মহেশানি কামাখ্যাদ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।
যদ্যদ্দৃষ্টং মহাপীঠং সর্ব্বং বহু ভয়াবহং ॥৩৩॥
সৌম্যমূর্ত্তির্ম্মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলং।
দৃষ্ট্বা তু পরমেশানি আশ্চর্য্যং স্থান মুত্তমং॥৩৪
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি সর্ব্বাহন্ত র্হিতাঽভবন্।
মাতরো মাতৃকাদ্যাশ্চ দর্শয়িত্বা জনার্দ্দনং॥৩৫॥

ভাষা।

হে দেবি! আমি কামাখ্যা প্রভৃতি সকল পীঠস্থান পৃথক পৃথকরূপে দেখিয়াছি কিন্তু আমি যতযত মহাপীঠস্থান দর্শন করিয়াছি তাহা সকলই অতি ভীষণ ॥ ৩৩ ॥

কেবল মথুরা ও ব্রজমণ্ডলে তোমার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি। ঐ স্থানে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা অতি উত্তম ও চমৎকার ॥ ৩৪ ॥

মাতৃকাগণ ও মাতা ত্রিপুরাদেবী এইরূপে জনার্দ্দনকে দর্শন দিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

পতিতং ॥ ৩২ ॥ হে মহেশানি সর্ব্বং পীঠস্থানং দৃষ্টং। কামাখ্যাদ্যা যে মহাপীঠাস্তেঽপি পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকং দৃষ্টা ইতি শেষঃ। যদ্যন্মহাপীঠং ময়া দৃষ্টং তত্তদেব ভয়াবহং ভয়ঙ্করং ॥ ৩৩ ॥ হে মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে মথুরায়াং ব্রজে চ সৌম্যমূর্ত্তিঃ শান্তপ্রকৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥ মাতৃকাদ্যা মাতর স্তৎক্ষণাদেব অন্তর্হিতা অভবন ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্রিপুরোবাচেতি।

ত্রিপুরোবাচ।

বাসুদেব সুতশ্রেষ্ঠ হৃদয়ে কিং বিভাব্যসে।
বিমনাস্ত্বং কথং পুত্র মালাং কণ্ঠে বিধারয়॥৩৬॥
মালায়াস্তু প্রভাবেন ভদ্রং তব ভবিষ্যতি।
রহস্যং পরমং গুহ্যং পঞ্চাশত্তত্ত্ব সংযুতং ॥৩৭॥
কলাবতী মহামালা মম কণ্ঠে সদাস্থিতা।
শুক্লাভা রক্তাবর্ণাভা পীতাভা কৃষ্ণরূপিণী॥৩৮

ভাষা।

ত্রিপুরা বলিতেছেন হে সুতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব! তুমি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছ, কেনইবা এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ এই মালা কণ্ঠে ধারণ কর॥ ৩৬॥

এই মালা প্রভাবে তোমার মঙ্গল হইবে। পঞ্চাশত্তত্ত্ব সংযুতা মালা অতি গোপনীয়া॥ ৩৭॥

এই কলাবতী মালা সদা আমার কণ্ঠে বিরাজমান থাকিত, এই মালা নামভেদে নানারূপিণী হয়॥ ৩৮॥

অন্বয়ার্থঃ।

কিং বিভাব্যসে কিং চিন্তয়সি। বিমনাঃ অন্যাসক্ত চিত্তইব উদ্বিগ্ন ইতি যাবৎ॥ ৩৬॥ মালা মাহাত্ম্যাত্ তব মঙ্গলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। গুহ্যং সুগোপ্যং পঞ্চাশত্তত্ত্ব সংযুতং অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মকং॥ ৩৭॥ কলাবতী পূর্ণকলা। কাচিন্মালা শুক্লবর্ণা কাচিদ্বা রক্ত পীতাদি বর্ণা॥ ৩৮॥

পদ্মোদ্ভবাতু যা মালা রঙ্গিনী কুসুমপ্রভা।
হস্তিনী শুক্লরূপাচ শুক্ল স্ফটিক সন্নিভা ॥৩৯॥
চিত্রিণী পীতবর্ণাভা সর্ব্ব সৌভাগ্য দায়িনী।
গন্ধিনী যা সুতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণা গন্ধ সমপ্রভা ॥৪০॥
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া আদিশক্তিঃ সনাতনী।
পরংব্রহ্ম মহেশানি যস্যাস্তু নখরত্বিষঃ ॥৪১॥

ভাষা।

পদ্মোদ্ভবা যে মালা তাহা শতমূলী কুসুম প্রভা, হস্তিনী মালা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল শুক্লবর্ণা ॥ ৩৯॥

চিত্রিণী মালা পীতবর্ণা এই মালা হইতে সর্ব্বসম্পদ লাভ হয়। গন্ধিনীমালা শোভাঞ্জন কুসুমসম কৃষ্ণবর্ণা ॥ ৪০ ॥

আদ্যাশক্তি সনাতনী মহামায়া ত্রিপুরাদেবী এইরূপে উপদেশ প্রদান করিলেন। যাহার নখর প্রভা পরংব্রহ্ম স্বরূপ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ।

মালায়াবর্ণনামাখ্যাহ পদ্মোদ্ভবেত্যাদি ; রঙ্গিনী কুসুমপ্রভা রঙ্গিনী শতমূলী তৎপুষ্পাভা। হস্তিনী যা মালা সা শুক্লবর্ণা ॥ ৩৯ ॥ চিত্রিণী মালা পীতবর্ণা। গন্ধিনী মালা কৃষ্ণবর্ণা গন্ধসমপ্রভা শোভাঞ্জন কুসুম প্রভা ॥ ৪০ ॥ আদিশক্তিঃ আদ্যা প্রকৃতিঃ সনাতনী নিত্যা হে মহেশানি পার্ব্বতি যস্যা নখরপ্রভা পরংব্রহ্ম স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ যস্যা

যস্যাস্তু নখকোট্যংশঃ পরংব্রহ্ম সনাতনং।
যস্যাশ্চ নখরাগ্রস্থ নির্ম্মাণং পঞ্চদৈবতং ॥৪২॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে দেবা মহেশানি পঞ্চজ্যোতির্ম্ময়াঃ সদা॥৪৩
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিস্তু তুরীয়ং পরমেশ্বরি।
সদাশিবো যস্তু দেবি সুপ্ত ব্রহ্ম সএবহি ॥৪৪॥

ভাষা।

যে দেবীর নখরশতলক্ষাংশ সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ, যাহার নখরাগ্রভাগ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই পঞ্চদেব বহন করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

হে মহেশানি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই পঞ্চদেব সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময় ॥ ৪৩ ॥

হে পরমেশ্বরি! ব্রহ্মাদি দেবগণ কেহ জাগ্রদবস্থাপন্ন কেহবা স্বপ্নাবস্থা কেহবা সুষুপ্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন। যিনি সদাশিবরূপী তিনি সুপ্তব্রহ্ম ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ।

নখ কোট্যংশঃ নখরশত লক্ষভাগঃ। সনাতনং নিত্যং। নখরাগ্রস্থ দেব্যা নখাগ্রভাগে নির্ম্মাণং গঠনং পঞ্চদৈবতং ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতা বিন্যস্তং ॥ ৪২ ॥ কেতে পঞ্চদেবা স্তদেবাহ ব্রহ্মেত্যাদি। হে মহেশানি এতে ব্রহ্মাদয়ঃ পঞ্চদেবা জ্যোতির্ম্ময়া স্তেজোরূপাঃ ॥ ৪৩ ॥ জাগ্রদিত্যাদি। স্বপ্নঃ নিদ্রা সুষুপ্তিঃ পূরীতকী মনঃসংযোগঃ। তুরীয়ং ব্রহ্ম। হে দেবি যঃ সদাশিবঃ সম্বুপ্তব্রহ্ম যোগ নিদ্রাশ্রয় ইত্যর্থঃ॥ ৪৪ ॥ হে মহে-

অতঃপরং মহেশানি নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে।
বাসুদেবো যস্তু দেবঃ সএব বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥৪৫॥
শুদ্ধ সত্বাত্মিকে দেবি মূল প্রকৃতিরূপিণী।
ততস্তু ত্রিপুরা মাতা বাসুদেবায় পার্ব্বতী।
যদুক্তং মৃগশাবাক্ষি তচ্ছৃণুষ্ব সমাহিতা ॥৪৬॥

ত্রিপুরোবাচ।

বাসুদেব মহাবাহো মা ভয়ং কুরুরে সুত।
এতাং মালাং সুতশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির্ব্বিগ্রহ রূপিণী॥৪৭॥

ভাষা।

হে মহেশানি! আমার জ্ঞানে ইতোঽধিক আর কিছুই উদিত হইতেছে না যিনি বাসুদেব তিনি সনাতন বিষ্ণু ॥ ৪৫ ॥

হে নির্ম্মল সত্বগুণবতি! মূল প্রকৃতিরূপিণী ত্রিপুরাদেবী তৎপরে বাসুদেবকে যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমার নিকট বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৪৬ ॥

ত্রিপুরা বলিতেছেন; হে বাসুদেব! তুমি ভয় করিও না; তোমাকে যে মালা প্রদান করিয়াছি তাহা মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ স্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ।

শানি মামকে মদীয়ে জ্ঞানে। অতঃপরং মজ্জ্ঞান বিষয়ীভূতং কিমপি নাস্তীতিভাবঃ। যো বাসুদেবঃ স এব অব্যয়ো নিত্যো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ ॥ ৪৫ ॥ শুদ্ধ ইত্যাদি। শুদ্ধ সত্বাত্মিকে নির্ম্মল সত্ব গুণবতী। মূল প্রকৃতিরূপিণী আদ্যাশক্তিস্বরূপা ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবায় যদুক্তং হে মৃগশাবাক্ষি বাল-মৃগলোচনে সমাহিতা অবহিতচিত্তাসতী তৎত্রিপুরোক্তং শৃণু আকর্ণয় ॥ ৪৬ ॥ ত্রিপুরোবাচেতি। হে মহাবাহো বাসুদেব ভয়ং মাকুরু মাভৈষীঃ এষা মালা মূর্ত্তি মূর্ত্তিমতী বিগ্রহরূপিণী দেহস্বরূপা ॥ ৪৭ ॥

কার্য্যসিদ্ধিং সুতবর এষা তব করিষ্যতি।
মাভৈ র্মাভৈঃ সুতবর বিদ্যাসিদ্ধি র্ভবিষ্যতি॥৪৮

শিব উবাচ।

বাসুদেবঃ প্রসন্নাত্মা প্রণিপত্য পদাম্বুজে।
দেবী সূক্তেন সংতোষ্য ত্রিপুরাং পরমেশ্বরীং।৪৯
তব পাদার্চ্চন সুখং বিস্মরামি কদাচন।
কিং করোমি ক্বগচ্ছামি হে মাতঃ পরমেশ্বরি॥৫০

ভাষা।

হে সুতশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে যে মালা অর্পণ করিয়াছি সেই মালাই তোমার কার্য্য সিদ্ধি করিবে। তুমি ভীত হইও না অবশ্য তোমার বিদ্যাসিদ্ধি হইবে॥ ৪৮॥

শিব কহিতেছেন বাসুদেব ত্রিপুরার পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া ত্রিপুরাসূক্ত পাঠপূর্ব্বক পরমেশ্বরী ত্রিপুরাদেবীকে প্রসন্না করিলেন এবং স্বয়ং হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৪৯॥

হে মাতঃ পরমেশ্বরি! আমি তোমার পাদার্চ্চনসুখ কখনই বিস্মৃত হইব না; এইক্ষণ আমাকে সদুপদেশ প্রদান কর যে আমি কি করি ও কোথায় গমন করি॥ ৫০॥

অস্যার্থঃ।

এষা মালা তব কার্য্য সিদ্ধিং অভিলাষ পূর্ণং করিষ্যতি। মাভৈঃ ভয়ং মাকুরু; বিদ্যাসিদ্ধিঃ পুরুষার্থ সাধনং॥ ৪৮॥ শিব উবাচেতি। বাসুদেবঃ পদাম্বুজে পাদপদ্মে ত্রিপুরায়া ইতি শেষঃ প্রণিপত্য নমস্কৃত্য দেবীসূক্তেন ত্রিপুরামন্ত্রেণ ত্রিপুরাং সংতোষ্য সংস্তুত্য প্রসন্নাত্মা হৃষ্টচিত্তঃ সন্ উবাচেতিশেষঃ॥ ৪৯॥ বাসুদেবোক্তি মাহ তবেত্যাদি। হে মাতঃ স্ত্রিপুরে কদাচ কদাপি তবপাদার্চ্চন সুখং ন বিস্মরামি তবার্চ্চন সুখং সদৈব মম স্মৃতিপথারূঢ়ং স্থাস্যতীতি ভাবঃ। অহং কিং করোমি,

ত্রিপুরোবাচ।

শৃণু বিষ্ণো মহাবাহো বাসুদেব পরন্তপ।
যা মালা তব কণ্ঠস্থা সর্ব্বদা সা কলাবতী ॥৫১॥
সর্ব্বংহি কথয়ামাস রে পুত্র গুণসাগর।
তস্যা বাক্যং সুতশ্রেষ্ঠ শ্রুত্বা কার্য্যং সমাচর।৫২
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া ত্রিপুরা জগদীশ্বরী।
তৎক্ষণাজ্জগতাং মাতা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥৫৩।

ইতি তৃতীয়ঃ পটলঃ।

ভাষা।

ত্রিপুরা বলিতেছেন হে বাসুদেব! শ্রবণ কর। তোমার কণ্ঠস্থিত যে মালা আমি অর্পণ করিয়াছি তাহা কলাবতী ॥৫১॥

হে গুণসাগর! ঐ মালাই তোমাকে সকল উপায় বলিয়া দিবে, তাহার বাক্যানুসারে কার্য্য কর ॥ ৫২ ॥

জগন্মাতা মহামায়া জগদীশ্বরী ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৫৩ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

ক কুত্রবা গচ্ছামি তদ্বদেতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ ত্রিপুরোবাচেতি। হে মহাবাহো বিষ্ণো! শৃণু সদুপদেশমিতিশেষঃ তব কণ্ঠস্থা হৃদয়বাসিনী মদর্পিতেতিশেষঃ যা মালা সা কলাবতী পূর্ণা ॥ ৫১ ॥ হে গুণসাগর! বহুল গুণসম্পন্ন। সর্ব্বং ভবেপ্সিতং কথয়ামাস সা মালেতিশেষঃ তস্যা মালায়া বাক্যংশ্রুত্বা তদ্বচনানুসারেণেত্যর্থঃ কার্য্যং তপশ্চরণাদিকং সমাচর কুরু ॥ ৫২ ॥ জগতাং মাতা জগৎকর্ত্রী ত্রিপুরাদেবী ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবায়েতিশেষঃ তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধীয়ত অর্হিতা অভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ পটলঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

দেব দেব মহাদেব বিচার্য্য কথয় প্রভো।
ততঃ কলাবতীং দেবীং মহাদেব সনাতন ॥১॥
কণ্ঠে মালাং বাসুদেবো বিধৃত্য পরমেশ্বর।
রহস্যং পরমং ভক্ত্যা পৃচ্ছামি সুরপূজিত ॥২॥

ভাষা।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে দেবাদিদেব মহাদেব! তুমি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া কলাবতী দীক্ষা আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

হে পরমেশ্বর! বাসুদেব যে মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া পরম রহস্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আমি ভক্তিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

পার্ব্বত্যুবাচেতি। হে প্রভো মহাদেব বিচার্য্য সম্যগ্বিবিচ্য কলাবতীং দেবীং দীক্ষাং কথয় সবিস্তরং বর্ণয়। সনাতন উৎপত্তি বিনাশাভাববন্ ॥ ১ ॥ হে পরমেশ্বর মহাদেব! সুরপূজিত দেবারাধ্য! বাসুদেবঃ কণ্ঠে মালাং বিধৃত্য যৎপরমং রহস্যং প্রাপ্ত ইতিশেষঃ তৎপৃচ্ছামি ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি হে প্রৌঢ়ে যৌবনাতীতে মৃগশাবাক্ষি

ঈশ্বর উবাচ।

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে অত্যন্ত জ্ঞান বৰ্দ্ধনং।
ততঃ কলাবতী দেবী বাসুদেবায় পাৰ্ব্বতি।
যদুক্তং মৃগশাবাক্ষি সাবধানাবধারয় ॥ ৩ ॥

কলাবত্যুবাচ।

বাসুদেব মহাবাহো বরং বরয় সাম্প্রতং।
করিষ্যামি ভবৎ কাৰ্য্য মধুনা সুর পূজিত।
মালাং দেব সুদুষ্টাং যত্তচ্ছীঘ্রং স্মর সুন্দর॥৪॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন হে প্রৌঢ়ে! তুমি অত্যন্ত জ্ঞান বৰ্দ্ধন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর; হে পাৰ্ব্বতি! কলাবতী দেবী বাসুদেবকে যাহা বলিয়াছিলেন, হে বালমৃগাক্ষি! তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

কলাবতী কহিতেছেন হে বাসুদেব! তুমি সম্প্রতি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; হে সুরপূজিত! এইক্ষণ আমি তোমার কাৰ্য্য করিব। যে মালা সুদুষ্টা তাহা শীঘ্র স্মরণ কর ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

বালমৃগলোচনে পাৰ্ব্বতি ততস্তদনন্তরং কলাবতী দেবী বাসুদেবায় অত্যন্ত জ্ঞানবৰ্দ্ধনং তত্ত্বজ্ঞান হেতুভূতং যদুক্তং তন্নিগদানি কথয়ামি শৃণু॥ ৩ ॥ কলাবত্যুবাচেতি হে বাসুদেব সাম্প্রতং সম্প্রতি বরং বরয় অভিলষিতং প্রার্থয়, হে সুরপূজিত অধুনা ভবৎকাৰ্য্যং করিষ্যামীত্যন্বয়ঃ। যদিত্যব্যয়ং যা মালাং সুদুষ্টাং তচ্ছীঘ্রং স্মর চিন্তয়েত্যর্থঃ॥ ৪ ॥ বাসুদেব উবা-

বাসুদেব উবাচ।

যদ্দৃষ্টাং পরমেশানি নহি বক্তুং হি শক্যতে।
তব পাদার্চ্চনং দেবি সংস্মরামি পুনঃ পুনঃ ॥৫॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

যদ্দৃষ্টং বাসুদেবেন তৎ সর্ব্বং কথয় প্রভো।
যদ্দৃষ্টং পদ্মমালায়া মাশ্চর্য্যং পরমং পদং ॥৬॥

ভাষা।

বাসুদেব বলিতেছেন হে পরমেশানি! আমি সুদুষ্টা মালা বলিতে পারি না, হে দেবি! কেবল পুনঃ পুনঃ তোমার পাদার্চ্চন চিন্তা করিতেছি ॥ ৫ ॥

পার্ব্বতী কহিতেছেন হে প্রভো! বাসুদেব পদ্মিনী মালাতে যে যে পরমাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়াছেন তৎসমুদয় আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

চেতি হে পরমেশানি কলাবতি দুষ্টাং মালাং বক্তুং নহি শক্যতে ময়েতি শেষঃ। পুনঃ পুনঃ সদৈব তবপাদার্চ্চনং স্মরামি চিন্তয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচেতি। হে প্রভো বাসুদেবেন যদ্দৃষ্টং তৎসর্ব্বং কথয়। পদ্ম মালায়াং যং পরমাশ্চর্য্যং দৃষ্টং বাসুদেবেনেতিশেষঃ তদপি কথয় ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ করিমালাসু হস্তিনীমালাসু গন্ধমালাসু গন্ধিনীমালাসু

করিমালাসু যদ্দৃষ্টং গন্ধমালাসু চ প্রভো।
চিত্রমালাসু যদ্দৃষ্টং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
তৎ সর্ব্বং কথয়েশান বিচিত্র কথনং প্রভো॥৭॥

ঈশ্বর উবাচ।

রহস্যং পরমেশানি সাবধানাবধারয়।
অতিচিত্রং মহদ্‌গুহ্যং পীযূষ সদৃশং বচঃ।
অতি পুণ্যং মহত্তীর্থং সর্ব্ব সারময়ং সদা॥৮॥

ভাষা।

হে প্রভো! হস্তিনী মালাতে ও গন্ধিনী মালাতে এবং চিত্রিণী মালাতে পরমাত্মা কৃষ্ণ যাহা সন্দর্শন করিয়াছেন হে ঈশান! সেই সকল বিচিত্র কথা আমাকে বলুন॥ ৭॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পরমেশানি! অতি বিচিত্র মহদ্‌-গুহ্য পীযূষসদৃশ মহত্তীর্থভূত অতিশয় পুণ্যজনক সর্ব্বসারময়বাক্য বাসুদেব রহস্য বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

চিত্রমালাসু চিত্রিণীমালাসু পরমাত্মনা পরমাত্ম স্বরূপেণ কৃষ্ণেন যদ্দৃষ্টমিতি শেষঃ তৎসর্ব্বং বাসুদেবেন যদ্দৃষ্ট মিত্যর্থঃ কথয় সবিস্তরং বর্ণয়েতি ভাবঃ॥ ৭॥ ঈশ্বর উবাচেতি। হে পরমেশানি! অতিচিত্রং অত্যাশ্চর্য্যং মহদ্‌গুহ্যং অতিগোপ্যং পীযূষ সদৃশং অমৃতোপমং অতিপুণ্যং বহুপুণ্য-জনকং মহত্তীর্থং মহত্তীর্থ স্বরূপং সর্ব্বসারময়ং জগৎসারভূতং বচঃ সাব-ধানাবধারয় সাবহিতচিত্তং শৃণ্বিত্যর্থঃ॥ ৮॥ বাসুদেবেত্যাদি। বাসু-

বাসুদেবস্য কণ্ঠে যা মালা সা চ কলাবতী।
পঞ্চাশদক্ষর শ্রেণী কলা রূপেণ সাক্ষিণী ॥৯॥
অব্যয়া অপরিচ্ছিন্না নিত্য রূপা পরাক্ষরা।
পঞ্চাশদক্ষরং দেবি মূর্ত্তি র্ব্বিগ্রহ ধারিণী ॥১০॥
শ্যামাঙ্গী চ তথা গৌরী শুদ্ধ স্ফটিক সন্নিভা।
তপ্ত হাটক বর্ণাভা কৃষ্ণবর্ণা চ সুন্দরী ॥১১॥

ভাষা।

বাসুদেব যে মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন তাহা কলাবতী অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী ও কলারূপে সর্ব্বসাক্ষি স্বরূপা ॥ ৯ ॥

ঐ কলাবতী মালা নিত্যরূপা, পরমাত্মস্বরূপা। হে দেবি! উক্ত পঞ্চাশদক্ষর বিগ্রহধারী মূর্ত্তিমান ইহা অপরিচ্ছিন্না কেহই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১০ ॥

হে সুন্দরি! কেহ শ্যামাঙ্গী কেহ বা গৌরবর্ণা কেহ শুদ্ধ-স্ফটিকবৎ অতি উজ্জ্বলা কোন দেবী তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা কেহ বা কৃষ্ণবর্ণা ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

দেবস্য কণ্ঠে যা মালা বিদ্যতে ইতি শেষঃ সা মালা কলাবতী পঞ্চাশদক্ষর শ্রেণী অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী কলারূপেণ সাক্ষিণী সর্ব্বসাক্ষি ভূতা ॥ ৯ ॥ অব্যয়েত্যাদি। অব্যয়া নিত্যা অপরিচ্ছিন্না ইয়ত্তয়াপরিচ্ছেত্তুমশক্যা-নিত্যরূপা পূর্ণা পরাক্ষরা পরং ব্রহ্ম স্বরূপা। হে দেবি! পঞ্চাশদক্ষরং অকরাদি পঞ্চাশদ্বর্ণং মূর্ত্তি মূর্ত্তিময়ী বিগ্রহধারিণী দেহবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ কলাবতীং বিশিনষ্টি শ্যামাঙ্গীত্যাদি গৌরী গৌরবর্ণা শুদ্ধস্ফটিক সন্নিভা শুদ্ধস্ফটিক বদুজ্জ্বলা তপ্তহাটক বর্ণাভা তপ্তকাঞ্চননিভা কৃষ্ণবর্ণা চ কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণ্যপীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ চিত্রেত্যাদি। চিত্রবর্ণা নানাবর্ণ চিত্রিতা

চিত্র বর্ণা তথা দেবি নবযৌবন সংযুতা।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়া সদা চাঞ্জন লোচনা ॥১২॥
প্রফুল্ল বদনাম্ভোজা ঈষৎস্মিতমুখী সদা।
দাড়িমী বীজ সদৃশ দন্তপঙ্ক্তি রনুত্তমা ॥১৩॥
মৃণাল সদৃশাকারা বাহুবল্লী বিরাজিতা।
শঙ্খ কঙ্কন কেয়ূর নানাভরণ ভূষিতা ॥১৪॥

ভাষা।

হে দেবি! কেহ নানাবর্ণা বিচিত্রাঙ্গী ষোড়শবর্ষীয়া নবীন-স্থির যৌবনসম্পন্না নেত্রাঞ্জন বিভূষিতা ॥ ১২ ॥

কোন দেবীর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, কেহ সর্ব্বদা ঈষদ্ধাস্যবদনা দাড়িম্ববীজ সদৃশ দন্ত শ্রেণীতে অতি সুশোভিতা ॥ ১৩ ॥

কেহ মৃণালতন্তুসদৃশ অতি সূক্ষ্মা কেহ বা ভুজলতা পরি-শোভিতা, শঙ্খ কঙ্কন ও কেয়ূরাদি নানাভরণ ভূষিতা ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

নবযৌবন সংযুতা অতি যুবতী; সদা সর্ব্বদৈব ষোড়শবর্ষীয়া নকদাচিদ্বদ্ধেতিভাবঃ। অঞ্জনলোচনা কজ্জলনেত্রা ॥ ১২ ॥ প্রফুল্লবদনাম্ভোজা প্রফুল্ল কমলাননা, ঈষৎস্মিতমুখী ঈষদ্ধাস্যবদনা, দাড়িমী বীজ সদৃশয়া দাড়িম্ব বীজবদতিলোহিতয়া দন্তপঙ্‌ক্ত্যা দশনশ্রেণ্যা অনুত্তমা অতি শোভনা ॥ ১৩ ॥ মৃণালসদৃশাকারা বিষতন্তু বদতি সূক্ষ্মা বাহুবল্লী বিরাজিতা ভুজলতা শোভিতা। শঙ্খেত্যাদি; শঙ্খকঙ্কনাদি নানাভরণ

নানাগন্ধ সুগন্ধেন মোদিতাখিল দিঙ্মুখা।
রুদ্রাক্ষ রচিতামালা জপমালা বিধারিণী ॥১৫॥
এতাঃ সর্ব্বামহেশানি মাতৃকাঃ পরদেবতাঃ।
মালারূপেণ সা দেবী বিষ্ণু কণ্ঠস্থিতা সদা।
শৃণু নামানি দেবেশি মাতৃকায়াঃপৃথক্ পৃথক্॥১৬
পূর্ণোদরীস্থ্যা দ্বিরজা শাল্মলী তদনন্তরং।
লোলাক্ষী বহুলাক্ষীচ দীর্ঘঘোনা প্রকীর্ত্তিতা॥১৭

ভাষা।

কোন দেবী নানা সুরভিগন্ধে নিখিলদিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়া বিরাজিতা আছেন। কেহবা রুদ্রাক্ষনির্ম্মিত জপমালা ধারণী ॥ ১৫ ॥

হে পরমেশানি! এই সকল পরদেবতা মাতৃকাগণ ও দেবী মালারূপে সর্ব্বদা বিষ্ণুর কণ্ঠে বাস করিতেছেন। হে দেবেশি! মাতৃকাগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

মাতৃকা নাম যথা পূর্ণোদরী, বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বহুলাক্ষী ও দীর্ঘঘোনা এই নামধেয়া দেবতা মাতৃকাশক্তি ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

সজ্জিতা ॥ ১৪ ॥ নানাগন্ধ সুগন্ধেন বিবিধ সুরভি সৌরভেন মোদিতা সুরভীকৃতা অখিলদিঙ্মুখাঃ সকল দিগ্বিভাগাযয়া সাতথোক্তেত্যর্থঃ রুদ্রাক্ষ রচিতা মালাযস্যাঃ সা জপমালা বিধারিণী জপসূত্রবতী ॥ ১৫ ॥ এতা ইত্যাদি এতাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ পরদেবতাঃ পরমদেবতারূপা মাতৃকা মাতৃকাদেব্যা মালারূপেণ বিষ্ণু কণ্ঠস্থিতা বাসুদেব হৃদয় বাসিনীত্যর্থঃ। মাতৃকায়াঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকং নামানি শৃণু আকর্ণয়েত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ পূর্ণোদেবী পূর্ণোদরা নাম্না কাচিন্মাতৃকা, তদনন্তরং বিরজা শাল্মলী কাচিন্মাতৃকা বিরজা নাম্নী কাচিন্মাতৃকা শাল্মলী নাম্না: এবং

সুদীর্ঘমুখী গোমুখ্যৌ দীর্ঘ জিহ্বা তথৈব চ।
কুম্ভোদর্য্যূর্দ্ধকেশীচ তথা বিকৃত মুখ্যপি॥১৮
জ্বালামুখী ততো জ্ঞেয়া পশ্চাদুল্কামুখী ততঃ
সুশ্রীমুখীচ বিদ্যোত মুখ্যেতাঃ স্বরশক্তয়ঃ॥১৯
মহাকালী সরস্বত্যৌ সর্ব্বসিদ্ধি সমন্বিতে।
গৌরী ত্রৈলোক্য বিদ্যাস্যান্মন্ত্রশক্তি স্ততঃপরং
॥ ২০ ॥

ভাষা।

ইতোঽধিক বলিতেছি; সুদীর্ঘকেশী, গোমুখি, দীর্ঘজিহ্বা কুম্ভোদরা, ঊর্দ্ধকেশী, ও বিকৃতমুখী ॥ ১৮ ॥

জ্বালামুখী উল্কামুখী সুশ্রীমুখী ও বিদ্যোতমুখী এই সকল দেবতা স্বরশক্তি ॥ ১৯ ॥

মহাকালী ও সরস্বতী; এই দুই দেবী অনিমাদি অষ্টশক্তি-যুক্তা, এবং গৌরী ও ত্রৈলোক্য বিদ্যা ইহারা মন্ত্রশক্তি ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ।

লোলাক্ষী বহুলাক্ষী চেত্যাদি নামানি অন্বর্থানি। লোলাক্ষী চঞ্চল-লোচনা, বহুলাক্ষী বহুনেত্রা, দার্ঘঘোনা দার্ঘনাসা ॥ ১৭ ॥ সুদীর্ঘমুখী আয়ত বদনা, গোমুখী গবাকৃতি মুখা, দীর্ঘজিহ্বা বিস্তৃত রসনা, কুম্ভো-দরী কুম্ভবজ্জঠরা, ঊর্দ্ধকেশী ঊর্দ্ধচিকুরা, বিকৃতমুখী বিকৃতবদনা ॥ ১৮ ॥ জ্বালামুখী প্রদীপ্তমুখা, উল্কামুখী, আলোকিতবদনা, বিদ্যোৎমুখী, প্রদীপ্তমুখা, এতাউক্তা পূর্ণোদর্য্যাদি মাতৃকাঃ স্বরস্য মাতৃকান্তর্গত অকা-রাদি স্বরবর্ণস্য শক্তয়ঃশক্তি রূপিণ্যঃ ॥ ১৯ ॥ মহাকালীত্যাদি। সর্ব্বসিদ্ধি সমন্বিতে অনিমাদি অষ্টশক্তিযুক্তে মহাকালী সরস্বত্যৌ মহা-কালী সরস্বতী চ তথা ত্রৈলোক্য বিদ্যা গৌরীচ মন্ত্রশক্তিঃ মন্ত্রশক্তি স্বরূ-

আদ্যাশক্তি র্ভূত মাতা তথা লম্বোদরী মাতা।
দ্রাবিণী নাগরী ভুমিঃ খেচরীচৈব মঞ্জরী ॥২১॥
রূপিণী বীরিণী পশ্চাৎ কাকোদর্য্যপি পূতনা।
স্যাদ্ভদ্রকালী যোগিন্যৌ শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তথা
॥ ২২ ॥
তে কালরাত্রি কুব্জিন্যৌ কপর্দ্দিন্যপি বজ্রয়া।
জয়াচ সুমুখীশ্বর্য্যো রেবতী মাধবী তথা ॥২৩॥

ভাষা।

আদ্যাশক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী দ্রাবিণী, নাগরী, ভূমি, খেচরী, মঞ্জরী ॥ ২১ ॥

রূপিণী বীরিণী, কাকোদরী, পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, ও গর্জ্জিনী ॥ ২২ ॥

কালরাত্রি কুব্‌জিনী, কপর্দ্দিনী, বজ্রয়া, জয়া, সুমুখী, ঈশ্বরী, রেবতী, মাধবী ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

পত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ আদ্যাশক্তির্ম্মূলপ্রকৃতিঃ ভূতমাতা ক্ষিত্যাদিভূত জননী লম্বোদরী দীর্ঘজঠরা দ্রাবিণী নাগরী, ভূমিঃ খেচরী, মঞ্জরীচেতি মাতৃকাশক্তি বিশেষাঃ ॥ ২১ ॥ রূপিণী বীরিণীত্যাদি মাতৃকাশক্তি নামানি। তদেবতনোতি। রূপিণী, বীরিণী, কাকোদরী, অপি সমুচ্চয়ে পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জ্জিনী ॥ ২২ ॥ কালরাত্রিঃ কুব্জিনী কপর্দ্দিনী, বজ্রয়া, জয়া, সুমুখী, ঈশ্বরী রেবতী, মাধবী ॥ ২৩ ॥

বারুণী বায়সী প্রোক্তা পশ্চাদ্ব্রহ্ম বিদারিণী।
ততশ্চ সহজা লক্ষ্মী র্ব্যাপিণী মায়য়া তথা॥২৪॥
এতাস্তু মাতৃকা দেবি মালায়াং সংস্থিতাঃ সদা।
যথাতু রুদ্রপীঠস্থা সিন্দূরারুণ বিগ্রহা।
রক্তোৎপল কপালাঢ্যা অলঙ্কৃত কলেবরা॥২৫॥

ইতি চতুর্থঃ পটলঃ।

ভাষা।

বারুণী, বায়সী, ব্রহ্মবিদারিণী সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিনী ও মায়া॥ ২৪ ॥

এই মাতৃকাদেবীগণ সদা মালাতে অবস্থিতি করিতেছেন; রুদ্রপীঠস্থা রুদ্রাণীর ন্যায় ইহাদের শরীরকান্তি সিন্দূরবৎ অরুণ-বর্ণ; ইহাঁরা সকলেই রক্তোৎপল ও কপালধারিণী এবং নানা-ভূষণে ভূষিত॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্থঃ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

বারুণী বায়সী, ব্রহ্মবিদারিণী, সহজা লক্ষ্মীঃ, ব্যাপিনী মায়য়াচেতি॥ ২৪ ॥ বারুণী এতাঃ উক্তাঃ রুদ্রপীঠস্থা রুদ্রপীঠ সংস্থিতা সিন্দূরারুণ বিগ্রহা সিন্দূরবদতি লোহিতা রক্তোৎপল কপালাঢ্যা রক্তপদ্ম কপাল ধারিণী অলঙ্কৃত কলেবরা নানাভরণ ভূষিতা বিগ্রহা মাতৃকা; সদা সর্ব্বদেব মালায়াং মাতৃকামালায়াং সংস্থিতা আসীদিত্যাদিত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্থঃ পটলঃ।

বাসুদেবো মহাবিষ্ণু র্দৃষ্টাশ্চর্য্যং গতঃ প্রিয়ে।
একৈকেন মহেশানি কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ।
পৃথক্ পৃথক্ প্রসূয়ন্তে ডিম্বরাশিঃ শুচিস্মিতে॥১
ব্রহ্মাণ্ডং পরমেশানি রজঃসত্ত্ব তমোময়ং।
তমঃ সত্ত্বং রজো দেবি রুদ্র বিষ্ণু পিতামহাঃ॥২॥

ভাষা।

হে প্রিয়ে! পার্ব্বতি মাতৃকাগণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতে লাগিলেন এবং একএক মাতৃকা হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, হে শুভ্র মন্দহাসে! মহাবিষ্ণু বাসুদেব এই সকল দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ১ ॥

হে পরমেশানি! সমস্ত জগত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণময় হরি বিরিঞ্চি ও হররূপে অবতীর্ণ হইয়াছে ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

বাসুদেব ইত্যাদি। হে প্রিয়ে পার্ব্বতি মহাবিষ্ণুর্ব্বাসুদেবঃ দৃষ্ট্বা মাতৃকামাহাত্ম্যমিতি শেষঃ আশ্চর্য্যং গতঃ বিস্ময়মগমদিত্যর্থঃ। একৈকেন মাতৃকাবর্গেন কোটিশঃ বহুকোটয়ঃ অণ্ডরাশয়ঃ ব্রহ্মাণ্ডঃ প্রসূয়ন্তে উৎপাদ্যন্তে ইত্যর্থঃ। হে শুচিস্মিতে বিশদমন্দহাসে; পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকেন ডিম্বরাশিঃ ব্রহ্মাণ্ডং ॥ ১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডং জগৎ রজঃ সত্ত্ব তমোময়ং ত্রিগুণাত্মকং। হে দেবি তমঃ সত্ত্বং রজঃ এতদ্গুণত্রিতয়ং রুদ্র বিষ্ণু পিতামহাঃ শিব বিষ্ণু ব্রহ্মাণঃ ॥ ২ ॥ সপ্তাবরণ সংযুক্তং

ব্রহ্মাণ্ডং পরমেশানি সপ্তাবরণ সংযুতং।
তদ্ধার্য্যং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং হেলয়া কোটি কোটিশঃ
॥ ৩ ॥
দৃষ্টাশ্চর্য্যং মহেশানি বিষ্ণুস্তু বিস্ময়ান্বিতঃ।
প্রতিডিম্বে মহেশানি ব্রহ্মাদ্যাঃ পরমেশ্বরি ॥৪॥
প্রতিডিম্বং বরারোহে এতদ্বিশ্বোপমং প্রিয়ে।
সর্ব্বং দৃষ্টং মহেশানি কৃষ্ণে ন পরমাত্মনা ॥৫॥

ভাষা

হে ঈশ্বরি! এই ব্রহ্মাণ্ড সপ্তাবরণ সংযুত মাতৃকাগণ ঐরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৩ ॥

হে মহেশানি! ঐরূপ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজমান আছেন। বিষ্ণু ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৪ ॥

হে সুন্দরি! মাতৃকাগণ যে যে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছিল তাহা সকলই এই অখিল জগত্তুল্য পরমাত্মা বিষ্ণু এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সকল দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

সপ্তাচ্ছাদন পরিবৃতং সপ্তসাগর প্রাচীর বেষ্টিতমিতি যাবৎ। তদ্বিশ্বং সমস্তং ব্রহ্মাণ্ডং হেলয়া অনায়াসেন ধার্য্যং ধারণীয়মিত্যর্থঃ মাতৃকাভিরিতিশেষঃ ॥ ৩ ॥ দৃষ্টেত্যাদি। হে মহেশানি বিষ্ণুঃ আশ্চর্য্যং বিস্ময়করমিত্যর্থঃ দৃষ্টা বিস্মিতঃ আশ্চর্য্যং গত ইত্যর্থঃ। প্রতি ডিম্বে প্রতিব্রহ্মাণ্ডএব; ব্রহ্মাদ্যাঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাঃ আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ প্রতীত্যাদি। হে বরারোহে সুন্দরি প্রতিডিম্বং প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডমেব এতদ্বিশ্বোপমং এতজ্জগত্তুল্যং। হে মহেশানি পরমাত্মনা কৃষ্ণেন সর্ব্বং মাতৃকা-

দৃষ্টংহি ভারতং বর্ষং পঞ্চাশৎ পীঠ সংস্থিতং।
তত্র সর্ব্বাণি পীঠানি মহাভয় যুতানি চ ॥৬॥
মথুরা মণ্ডলং দেবি যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তত্র বৃন্দা মহামায়াদেবী কাত্যায়নী পরা।
আস্তে সদা মহামায়া সততং শিব সংযুতা ॥৭॥

ভাষা।

এবং মন্মধ্যে পঞ্চাশৎ পীঠসংযুক্ত ভারতস্থান দর্শন করিলেন, তাহাতে যত যত মহাপীঠস্থান দেখিলেন সকলই অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৬ ॥

হে দেবী! কেবল মথুরামণ্ডল শান্তস্থান দেখিলেন, যেখানে গোবর্দ্ধনগিরি সতত বিরাজমান আছে। সেই মথুরাতে শিব সহিতা মহামায়া বৃন্দাদেবী কাত্যায়নীরূপে সর্ব্বদা স্থিত আছেন ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

চেষ্টিতং দৃষ্টং অপশ্যদিতিভাবঃ ॥ ৫ ॥ দৃষ্টমিত্যাদি। পঞ্চাশৎ পীঠসংযুতং. ভারতং বর্ষং ভারতবর্ষাখ্য প্রদেশং দৃষ্টং তত্র ভারতবর্ষে মহাভয় যুতানি অতি ভয়ঙ্করাণি সর্ব্বাণি পীঠানি দৃষ্টানি বিষ্ণুনেতি শেষঃ ॥ ৬ ॥ মথুরেত্যাদি। মথুরা মণ্ডলং মথুরাখ্যস্থানং। যত্র মথুরায়াং গোবর্দ্ধনগিরিঃ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতঃ আস্তে ইতি শেষঃ। তত্র মথুরায়াং মহামায়া বৃন্দাদেবী কাত্যায়নী কাত্যায়নীরূপা সততং শিব সংযুতা সর্ব্বদা শিব সহিতা আস্তে বিদ্যতে ॥ ৭ ॥ মথুরা ব্রজ মণ্ডলং

শিবশক্তিময়ং দেবি মথুরা ব্রজমণ্ডলং।
তবাঙ্গজানি দেবেশি পীঠানি বিবিধানি চ ॥৮॥
মথুরা যা মহেশানি স্বয়ংশক্তি স্বরূপিণী।
যমুনা যা মহেশানি সাক্ষাৎ শক্তিঃ শুচিস্মিতে॥৯
গোবর্দ্ধনং মহেশানি ঊর্দ্ধশক্তি র্ব্বরাননে।
নানাবন সমাযুক্তং নারায়ণ সমন্বিতং।
নানাপক্ষি গণাকীর্ণং বল্লীবৃক্ষ সমাকুলং।
কোটরং বহুরম্যংহি নানাবল্লী সমাকুলং ॥১০॥

ভাষা।

হে দেবি! মথুরা ও ব্রজমণ্ডল উভয়ই শিবশক্তিময়। হে দেবেশি! তোমার অঙ্গজাত বহুবিধ পীঠস্থান আছে ॥ ৮ ॥

হে মহেশানি! মথুরা যে পীঠস্থান তাহা শক্তিস্বরূপিণী। হে মহেশানি! মথুরা ও ব্রজমধ্যবর্ত্তিনী যে যমুনা আছে তাহাও সাক্ষাৎ শক্তিরূপা ॥ ৯ ॥

মথুরাতে যে গোবর্দ্ধনগিরি আছে তাহা উর্দ্ধশক্তিময়। হে সুন্দরি! ঐ গোবর্দ্ধন গিরি; নানা উপবন শোভিত ও বহু কোটরবিশিষ্ট অতি মনোহর ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

শিবশক্তিময়ং শিবশক্ত্যাত্মকং। হে দেবেশি তবাঙ্গজানি ত্বদ্দেহজ্ জানি পীঠানি ত্বদ্দেহ খণ্ডপতিত স্থানানি সন্তি বিশেষঃ ॥ ৮ ॥ হে মহেশানি যা মথুরা সা স্বয়ং শক্তিস্বরূপিণী শক্তিরূপা। যা যমুনা সাপি শক্তিরিতা-স্বয়ং ॥ ৯ ॥ গোবর্দ্ধনং গোবর্দ্ধনগিরিঃ ঊর্দ্ধশক্তিঃ আকাশ শক্তিঃ। নানাবর্ণ সমাযুক্তং বিবিধবর্ণযুতং নারায়ণ সমন্বিতং নারায়ণাধিষ্ঠিতং নানাপক্ষিগণৈঃ বিবিধবিহঙ্গৈঃ আকীর্ণং ব্যাপ্তং বল্লীবৃক্ষ সমাকুলং লত

সহস্রদল পদ্মান্তর্মধ্যং সর্ব বিমোহনং।
গোপ গোপী পরিবৃতং গোধনৈঃ পরিতো বৃতং
॥ ১১ ॥
এবং ব্রজং মহেশানি ভারতেষু বরাননে।
দৃষ্ট্বাতু বিস্ময়াবিষ্টো বিষ্ণুঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥১২॥

ভাষা।

গোবর্দ্ধন গিরি সহস্রদল কমল গর্ভ, সর্ব্ব বিমোহন ও গোপ গোপীগণ পরিবৃত। তাহার চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা বৃন্দাবনস্থ গাভীগণ বিচরণ করে ॥ ১১ ॥

হে মহেশানি! কমল লোচন বিষ্ণু এইরূপে ভারতে ব্রজস্থান অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

তরু পরিশোভিতং। বহুরম্যং অতি মনোহরং ॥ ১০ ॥ সহস্রেত্যাদি। গোবর্দ্ধনঃ গিরিঃ নষ্টি; সহস্রদল পদ্মং অন্তর্মধ্যে যস্য তথোক্তং বিশ্ব-মোহনং অতি মনোহরং গোপৈ গোপগণৈঃ গোপীভিশ্চ পরিবৃতং সমাকুলং পরিতঃ; সমন্তাৎ গোধনৈর্বৃতং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ গোবর্দ্ধন গিরৌসর্ব্বত্রৈব গাব শ্চরন্তীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ এবমিত্যাদি। এবং মথুরামণ্ডলবদিত্যর্থঃ ব্রজং ব্রজস্থানং বৃন্দাবনমিতি যাবৎ। পদ্মদলেক্ষণঃ কমলদল লোচনঃ বিষ্ণুঃ দৃষ্ট্বা ব্রজমিতি শেষঃ। বিস্ময়াবিষ্টঃ বিস্মিতঃ অভূদিতি শেষঃ ॥ ১২ ॥ হে পরমেশানি মথুরা মথুরাস্থানং তবকেশ-

মথুরা পরমেশানি তব কেশযুতা সদা।
কেশ পীঠং মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলং॥১৩॥
তব কেশং মহেশানি নানাগন্ধ সমাযুতং।
নানাপুষ্পৈঃ সমাকীর্ণং সুগন্ধি মাল্যসংযুতং।
ভ্রমরৈঃ শোভিতং তাদৃক্ তব কেশং মনোহরং
॥ ১৪ ॥

ভাষা।

হে দেবি! মথুরা মণ্ডল তোমার কেশসংযুক্ত স্থান। হে মহেশানি এই নিমিত্ত মথুরা ব্রজ মণ্ডলকে কেশ পীঠ বলিয়া থাকে॥ ১৩॥

হে দেবি! তবকেশ কলাপ নানা সুরভিপূর্ণ এবং নানা পুষ্প সমাকীর্ণ ও সুগন্ধি মাল্য বেষ্টিত তোমার ঐ মনোহর কেশ পাশের সৌগন্ধে ভ্রমরগণ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে॥ ১৪॥

অস্যার্থঃ।

যুতা তবকেশা মথুরায়াং পতিতাইত্যর্থঃ। মথুরাব্রজমণ্ডলং মথুরামণ্ডলং ব্রজস্থানঞ্চ কেশপীঠং কেশপতন স্থানং॥ ১৩॥ কেশং বিশিনষ্টি ভবেত্যাদি তবকেশং নানাগন্ধ সমাযুতং নানাসুরভিমোদিতং নানাপুষ্পৈ বিবিধকুসুমৈঃ সমাকীর্ণং শোভিতং। সুগন্ধমাল্য সংযুতং সদ্গন্ধ বনমালাবেষ্টিতমিত্যর্থ.॥ ১৪॥ কবরীত্যাদি। তব কবরী কেশবিন্যাসঃ

কবরী তব দেবেশি দেবানা মপি মোহিনী।
নানারত্ন সমাযুক্তা নানা সুখময়ী সদা ॥১৫॥
কেশ জালেন মহতা নির্ম্মিতং ব্রজমণ্ডলং।
মাতৃকাগণ সংযুক্তং কালিন্দী জলপূরিতং॥১৬॥
কালিন্দী তীর মাসাদ্য ইন্দ্রাদ্যা এব দেবতাঃ।
জপাং চক্রুর্ম্মহেশানি কাত্যায়ন্যাঃ সমীপতঃ॥১৭॥

ভাষা।

হে দেবেশি তব কেশ বিন্যাস সন্দর্শনে দেবগণও বিমোহিত হন ঐ কবরী নানা রত্ন ভূষিত ও নানা সুখময়ী ॥ ১৫ ॥

হে দেবি! মাতৃকাগণ সংযুত যমুনা জল পূরিত ব্রজমণ্ডল কেশজালে নির্ম্মিত ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ যমুনা তীরে কাত্যায়নী সন্নিধানে তপশ্চরণাদি করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

দেবানা ইন্দ্রাদীনাং মোহিনী মোহনকারিণী নানারত্ন সমাযুক্তা বিবিধ ভূষণ খচিতা নানাসুখময়ী সর্ব্বসৌখ্যদায়িনীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ কেশেত্যাদি। মহতা অতি বহুলেন কেশজালেন চিকুর কলাপেন ব্রজমণ্ডলং ব্রজস্থানং নির্ম্মিতং রচিতমিত্যর্থঃ। ব্রজং কিম্ভূতং তদেবাহ মাতৃকেত্যাদি মাতৃকাগণ সংযুক্তং মাতৃকাভিঃ পরিবৃতং কালিন্দীজলপূরিতং যমুনা জলপূর্ণ মিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রাদ্যাঃ শক্রাদয়ো দেবতাঃ কালিন্দীতীরং যমুনাতটং আসাদ্য প্রাপ্য কাত্যায়নী ব্রজস্থা মহাদেবী তস্যাঃ সমীপতঃ সন্নিধৌ জপং চক্রুঃ আরাধয়ামাসুরিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ কেশমণ্ড-

কাত্যায়নী চ যা দেবী কেশমণ্ডল দেবতা।
যমুনোপবনেসেকে তরুপল্লব শোভিতে।
কাত্যায়নী মহামায়া সততং তত্র সংস্থিতা॥ ১৮॥
ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
পঞ্চমঃ পটলঃ

ভাষা।

ব্রজমণ্ডলস্থিতা যে কাত্যায়নী দেবী তিনি তোমার কেশ মণ্ডল দেবতা আর মথুরা ব্রজমধ্যবর্ত্তিনী যে যমুনা তাহার তরু-পল্লব শোভিত উপবনে সর্ব্বদা মহামায়া কাত্যায়নী বিরাজমানা আছেন॥ ১৮॥

ইতি পঞ্চম পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

দেবতা কেশাধিষ্ঠাত্রী দেবী যা কাত্যায়নী সা মহামায়া তরুপল্লব শোভিতে তত্র যমুনোপবনে সততং সদৈব সংস্থিতাতস্থৌ॥ ১৮॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে পঞ্চমঃ পটলঃ।

কাত্যায়ন্যুবাচ।

বাসুদেব মহাবাহো মা ভয়ং কুরু পুত্রক।
মথুরাং গচ্ছ তাতেতি তব সিদ্ধি র্ভবিষ্যতি॥১॥
গচ্ছ গচ্ছ মহাবাহো পদ্মিনী সঙ্গমাচর।
পদ্মিনী মম দেবেশ ব্রজে রাধা ভবিষ্যতি।
অন্যাশ্চ মাতৃকা দেব্যঃ সদা তস্যানুচারিকাঃ॥২॥

ভাষা।

কাত্যায়নী বলিতেছেন; হে মহাবাহো! তুমি ভয় করিও না। হে তাত! তুমি মথুরাতে গমন কর, তবেই তোমার বিদ্যাসিদ্ধি হইবে॥ ১॥

হে বাসুদেব! তুমি শীঘ্র মথুরাতে গমন করিয়া পদ্মিনীর সঙ্গ কর, হে দেবেশ! আমার অংশভূতা পদ্মিনী বৃন্দাবনে রাধারূপে অবতীর্ণা হইবেন। এবং অন্যান্য মাতৃকাগণ তাঁহার অনুচারিকা হইবে॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

কাত্যায়ন্যুবাচেতি। হে তাত বাসুদেব! ভয়ং মাকুরু মথুরাং গচ্ছ, তবসিদ্ধির্বিদ্যা সাধনং ভবিষ্যতীত্যন্বয়ঃ। মথুরাং গচ্ছন্ পূর্ণকামো ভবেতি-ভাবঃ॥ ১॥ হে মহাবাহো গচ্ছ গচ্ছ মথুরামিতিশেষঃ পদ্মিনীসঙ্গং পদ্মিন্যা মমাংশভূতায়াঃ সঙ্গং সহবাসং আচর কুরু। হে দেবেশ! ব্রজে বৃন্দাবনে মম অংশ ভূতেতিশেষঃ পদ্মিনী রাধাভবিষ্যতীত্যন্বয়ঃ। অন্যাশ্চ মাতৃকাঃ সদা সর্ব্বদৈব তস্যারাধায়া অনুচারিকা সহচর্য্যঃ ভবিষ্যন্তীতিশেষঃ॥ ২॥ হে চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনি! ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষদায়িনি

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু মাত র্মহামায়ে চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনি।
ত্বাং বিনা পরমেশানি বিদ্যা সিদ্ধির্নজায়তে॥৩॥
পদ্মিনীং পরমেশানি শীঘ্রং দর্শয় সুন্দরি।
প্রত্যয়ং মম দেবেশি তদা ভবতি মানসং॥৪॥
ইতিশ্রুত্বা বচ স্তস্য বাসুদেবস্য তৎক্ষণাৎ।
আবিরাসী তদা দেবী পদ্মিনী পরসংস্থিতা॥৫।

ভাষা।

বাসুদেব বলিতেছেন হে মহামায়ে তুমি ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গ প্রদানকারিণী। হে পরমেশানি তুমি বিনা বিদ্যাসিদ্ধি হয় না॥ ৩॥

হে সুন্দরি! তুমি শীঘ্র পদ্মিনীকে দেখাও, তবেই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়॥ ৪॥

পদ্মিনী দেবী বাসুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সমক্ষে আবির্ভূ তা হইলেন॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

শৃণু আকর্ণয়, ত্বাং বিনা ত্বদৃতে বিদ্যা সিদ্ধির্নজায়তে ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩॥ শীঘ্রং পদ্মিনীং দর্শয় যেনোপায়েনাহং পদ্মিন্যা দর্শনং লভামি তৎ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তদা মম মানসং চেতঃ প্রত্যয়ং বিশ্বস্তং ভবতি পদ্মিন্যাদর্শনে নিবাহং দৃঢ় বিশ্বাসোভবামীতিভাবঃ॥ ৪॥ পদ্মিনী বাসুদেবস্য ইতি বচঃ শ্রুত্বা তৎক্ষণাৎ তত্রৈব আবিরাসীৎ প্রত্যক্ষতাং গতেত্যর্থঃ॥ ৫॥ পদ্মিনী বিশিনষ্টি রক্তেত্যাদি। রক্ত

রক্ত বিদ্যুল্লতা কারা পদ্মগন্ধ সমন্বিতা।
রূপেণ মোহয়ন্তী সা সখীগণ সমন্বিতা ॥৬॥
সহস্রদল পদ্মান্তর্ধ্যর্ম্মস্থানস্থিতা সদা।
সখীগণ যুতে দেবী জপন্তী পরমাক্ষরং ॥৭॥
একাক্ষরী মহেশানি সা এব পরমাক্ষরা।
কালিকা যা মহাবিদ্যা পদ্মিন্যা ইষ্টদেবতা।
বাসুদেবো মহাবাহু দৃষ্ট্বা বিস্ময় মাগতঃ ॥৮॥

ভাষা।

পদ্মিনীদেবী বিদ্যুল্লতার ন্যায় লোহিতবর্ণা এবং পদ্মগন্ধে সুগন্ধযুতা এবং স্বীয় রূপ লাবণ্যে সকলের মোহনকারিণী ও সখীগণ সঙ্গে বিহারকারিণী ॥ ৬ ॥

তিনি সর্ব্বদা সহস্রদল কমলের মধ্য স্থান নিবাসী এবং সখীগণ পরিবৃতা হইয়া পরমাক্ষর পরমাত্মাকে জপ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

হে মহেশানি! পদ্মিনী যে কালিকার একাক্ষরী মহাবিদ্যা জপ করিয়াছিলেন তাহাই পরমাক্ষরা শক্তি, পদ্মিনীর ইষ্ট-দেবতা। মহাবাহু বাসুদেব এইরূপ পদ্মিনীকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ৮॥

অস্যার্থঃ।

বিদ্যুল্লতাকারা বিদ্যুল্লতাবল্লোহিতা রূপেণ স্বরূপ লাবণ্যাদিনা মোহয়ন্তী সর্ব্বেষাং বিস্ময় মাপাদয়ন্তীত্যর্থঃ॥ ৬ ॥ সহস্রেত্যাদি সর্ব্বদৈব সহস্রদল কমলান্তর্ব্বাসিনীত্যর্থঃ। সখীগণযুতা সহচরীপরিবৃতা পরমাক্ষরং পরমাত্মানং জপন্তী ॥ ৭ ॥ যা একাক্ষরী পদ্মিনী জপ্তেতি শেষঃ সা একাক্ষরী এব মহাবিকালিকা পদ্মিন্যাঃ ইষ্টদেবতা পদ্মিন্যা-রাধনীয়া মহাবাহুর্ব্বাসুদেবঃ দৃষ্ট্বা পদ্মিনীমিতিশেষঃ বিস্ময়মাগতঃ

পদ্মিন্যুবাচ।

ব্রজং গচ্ছ মহাবাহো শীঘ্রংহি ভগবন্ প্রভো।
ত্বয়া সহ মহাবাহো কুলাচারং করোম্যহং ॥৯॥

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু পদ্মিনি মে বাক্যং কদাতে দর্শনং ভবেৎ।
কৃপয়া বদ দেবেশি জপং কিম্বা করোম্যহং ॥১০॥

ভাষা।

পদ্মিনী কহিতেছেন, হে মহাবাহো ভগবন্ প্রভু বাসুদেব! আপনি শীঘ্র ব্রজে গমন করুন্। আমি আপনার সহিত কুলাচার করিব ॥ ৯ ॥

বাসুদেব বলিতেছেন ; হে পদ্মিনি আমার বাক্য শ্রবণ কর। কোন সময়ে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং আমি কি জপ করিব। হে দেবি ! কৃপা করিয়া এই বিষয় আমাকে বল ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

বিস্মিতোহংভূদিতিভাবঃ ॥ ৮ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি। হে মহাবাহো ভগবন শীঘ্রং ব্রজং বৃন্দাবনং গচ্ছ অহং ত্বয়াসহ কুলাচারং বামাচারং করোমি করিষ্যামীতি ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ত্তমানা ॥ ৯ ॥ বাসুদেব উবাচেতি। হে পদ্মিনি ! মে মম বাক্যং শৃণু, কদা কুত্র স্থানে তে তব দর্শনং ভবেৎ। হে দেবেশি কৃপয়া, অহং কিং জপং করোমি তদ্বদ বদেঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি। হে দেবদেবেশ! তবাগ্রে তব পুরতঃ

তবাগ্রে দেবদেবেশ মম জন্ম ভবিষ্যতি।
গোকুলে মাথুরে পীঠে বৃকভানু গৃহে ধ্রুবং॥১১
দুঃখং নাস্তি মহাবাহো মম সংসর্গহেতুনা।
কুলাচারোপযুক্তা যা সামগ্রী পঞ্চলক্ষণা।
মালায়াং তব দেবেশ সদা স্থাস্যতি নান্যথা॥১২॥
ইত্যুক্ত্বা পদ্মিনী সাতু সুন্দর্য্যা দূতিকা তদা।
অন্তর্ধ্যানং ততোগত্বা মালায়াংসহসাক্ষণাৎ।১৩

ভাষা।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে দেবাদিদেব! আমি তোমার পূর্ব্বেই মথুরা পীঠে বৃকভানু গৃহে জন্ম গ্রহণ করিব ॥ ১১ ॥

হে মহাবাহো! আমার সংসর্গে কোন দুঃখ ভোগ করিবে না। কুলাচারোপযোগী যে পঞ্চলক্ষণা সাধন সামগ্রী তাহা সর্ব্বদাই তোমার কণ্ঠমালাতে থাকিবে; ইহার অন্যথা হইবে না ॥ ১২ ॥

ত্রিপুরা দূতি সেই পদ্মিনী দেবী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ মালাতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

এব মাথুরে পীঠে মথুরাখ্যেপীঠস্থানে বৃকভানুগৃহে বৃকভানু রাজভবনে মমজন্ম ভবিষ্যতি অহং তবপূর্ব্বত এব জানিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ হে দেবেশ! মম সংসর্গ হেতুতঃ মম সহবাসাদুঃখং নাস্তি মৎসাহায্যেনৈব ত্বং সুখী ভবিষ্যসীত্যর্থঃ। কুলাচারোপযুক্তা বামাচারোপযোগিনী যা পঞ্চ লক্ষণা পঞ্চমকারাত্মিকা সামগ্রী উপহারং সদা তবকণ্ঠেস্থাস্যতি ॥ ১২। সুন্দর্য্যা ত্রিপুরাদেব্যা দূতিকা সা পদ্মিনী ইতি উক্তা বাসুদেবমিতি

বাসুদেবোপি তাং দৃষ্ট্বা ক্ষীরাব্ধিং প্রযযৌ ধ্রুবং।
ত্যক্ত্বা কাশীপুরং রম্যং মহাপীঠং দুরাসদং॥১৪॥
প্রযযৌ মাথুরং পীঠং পদ্মিনী পরমেশ্বরী।
যত্র কাত্যায়নী দুর্গা মহামায়া স্বরূপিণী॥১৫॥
নারদাদ্যৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ পূজিতা সংস্তুতা সদা।
কাত্যায়নী মহামায়া যমুনাজলসংস্থিতা॥১৬॥

ভাষা।

বাসুদেবও পদ্মিনীকে অন্তর্হিতা দেখিয়া দুষ্প্রাপ্য মহাপীঠ কাশীপুরী পরিত্যাগ করিয়া অতি সত্বর গমনে ক্ষীরোদ সাগরে প্রবেশ করিলেন॥ ১৪ ॥

তদনন্তর পরমেশ্বরী পদ্মিনী দেবী মহাপীঠ মথুরাতে গমন করিলেন। যেখানে মহামায়া দুর্গা কাত্যায়নীরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন॥ ১৫ ॥

নারদাদি দেবর্ষি মহর্ষিগণ সর্ব্বদা যমুনা জলবাসিনী মহামায়া কাত্যায়নী দেবীকে অর্চ্চনা ও স্তব করিতেন॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ।

শেষঃ তৎক্ষণাৎ তদৈব মালায়াং পদ্মিনী মালায়াং অন্তর্দ্ধ্যানং অদৃশ্যত্বং গতা॥ ১৩ ॥ বাসুদেবো বিষ্ণুরপি তাং পদ্মিনীং দৃষ্ট্বা দুরাসদ দুষ্প্রাপ্যং মহাপীঠং কাশীপুরং ত্যক্ত্বা ক্ষীরাব্ধিং ক্ষীরার্ণবং যযৌ জগাম॥ ১৪ ॥ পরমেশ্বরী পরংব্রহ্ম স্বরূপিণী যত্র মথুরায়াং মহামায়া স্বরূপিণী দুর্গা কাত্যায়নী রূপেণাস্তীতি শেষঃ তৎ মাথুরং পীঠং মথুরাখ্য পীঠস্থানং প্রযযৌ গতবতী॥ ১৫ ॥ নারদাদ্যৈঃ নারদাদিভি মহর্ষিভিঃ। নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বএব মথুরাবাসিনীং কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিত্যর্থঃ॥ ১৬ ॥ তত্র মথুরায়াং যমুনাজল-

যমুনায়া জলং তত্র সাক্ষাৎ কালী স্বরূপিণী।
বহু পদ্ম যুতং রম্যং শুক্ল পীতং মহৎ প্রভং॥১৭॥
রক্তং কৃষ্ণং তথাচিত্রং হরিতং সর্ব্ব মোহনং।
কালিন্দ্যাখ্যা মহেশানি যত্র কাত্যায়নী পরা॥১৮
কালিন্দী কালিকা মাতা জগতাং হিত কাম্যয়া।
সদাধ্যাস্তে মহেশানি দেবর্ষিসংস্তুতা পরা॥১৯॥

ভাষা।

কালিন্দীজল সাক্ষাৎ কালী স্বরূপ। তাহাতে নানাবিধ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া অতি মনোহর শুক্লপীতাদি নানা বর্ণে অতি উজ্জ্বল শোভা সম্পাদিত হইয়াছে॥ ১৭॥

কালিন্দীজল সময় সময় রক্ত কৃষ্ণ হরিতাদি বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়া থাকে। হে মহেশানি! সেই যমুনাতীরে কালিন্দী নামে কাত্যায়নী বিরাজিতা আছেন॥ ১৮॥

কালিকা মাতা জগতের হিত কামনায় কালিন্দী রূপে সর্ব্বদা মথুরাতে বাস করিতেছেন, হে পার্ব্বতি! দেবর্ষিগণ সেই পরাক্ষরা কাত্যায়নীর স্তব করেন॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

কালিন্দা সলিলং সাক্ষাং প্রত্যক্ষরূপা কালীস্বরূপিণী কালীএব মথুরায়াং কালিন্দা তোয় রূপে অবতীর্ণেত্যর্থঃ। জলং বিশিনষ্টি; বহু পদ্মযুতং বহু কমল পূর্ণং। শুক্লপীতং শুক্লং পীতঞ্চ কদাচিদিত্যর্থঃ। মহৎ প্রভং অত্যুজ্জ্বলং॥ ১৭॥ রক্তং লোহিতং কৃষ্ণং অসিতং চিত্রং নানাবর্ণ চিত্রিতং হরিতবর্ণং সর্ব্বমোহনং সর্ব্বেষাং বিস্ময় করমিত্যর্থঃ॥ ১৮॥ জগতাং হিতকাম্যয়া জগন্মঙ্গলেচ্ছয়া কালিকা কালিকা দেবী কালিন্দী

সহস্র দল পদ্মান্তর্ম্মধ্যে মাথুর মণ্ডলং।
কেশবন্ধে মহেশানি যৎপদ্মং সততং স্থিতং॥২০
পদ্মমধ্যে মহেশানি কেশ পীঠং মনোহরং।
কেশবন্ধং মহেশানি ব্রজং মাথুর মণ্ডলং॥২১॥
যত্র কাত্যায়নী মায়া মহামায়া জগন্ময়ী।
ব্রজং বৃন্দাবনং দেবী নানা শক্তি সমন্বিতং॥২২॥

ভাষা।

হে দেবেশি! ভগবতীর কেশবন্ধে যে সহস্রদল পদ্ম সতত বিদ্যমান ছিল তাহা পতিত হইয়া মথুরা মণ্ডল মহাপীঠ হইয়াছে॥ ২০॥

হে মহেশানি! সহস্রদল অমল পরিবেষ্টিত অতি মনোহর কেশ বন্ধ ছিল তাহাই মহাপীঠ ব্রজ মণ্ডল হইয়াছে॥ ২১॥

যেখানে মহামায়া জগন্ময়ী কাত্যায়নী দেবী অধিষ্ঠান করিতেছেন; সেই মহাপীঠ বৃন্দাবনধাম সর্ব্বশক্তিযুক্ত॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

কালিন্দী রূপা সদা অধ্যাস্তে বিদ্যতে কালিকৈব কালিন্দী রূপেণ মথুরায়া মবতিষ্ঠতে ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥ সহস্রদল কমল গর্ভমধ্যে কেশবন্ধে চিকুর বিন্যাসে যৎপদ্মং স্থিতং তদেব মাথুর মণ্ডলং মথুরাখ্য পীঠস্থান মিত্যর্থঃ। মহেশানীতি পার্ব্বতী সম্বোধনং॥ ২০॥ পদ্মমধ্যে কেশ পীঠং ভগবতী কেশপতিত স্থানং মনোহর মিত্যর্থঃ। হে মহেশানি যদেব কেশ বন্ধং তদেব মাথুর মণ্ডলং মিত্যর্থঃ॥ ২১॥ যত্র পীঠে জগন্ময়ী মহামায়া কাত্যায়নী বিদ্যতে তদেব নানাশক্তি সমন্বিতং বৃন্দা

শক্তিস্তু পরমেশানি কলা রূপেণ সাক্ষিণী।
শক্তিং বিনা পরং ব্রহ্ম নিভাতি শবরূপবৎ॥২৩

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে ষষ্ঠঃ পটলঃ।

ভাষা।

হে পরমেশানি! পরমাশক্তি সর্ব্বত্র কলারূপে সর্ব্ব সাক্ষী ভূতা; হে দেবি! শক্তি ব্যতিরেকে পরং ব্রহ্ম ও শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট তিনিও শক্তি বিনা কোন বিষয়ে প্রভূ হইতে পারেন না॥ ২৩॥

ইতি ষষ্ঠঃ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

বনাবিতি॥ ২২॥ হে পরমেশানি শক্তিস্তু কলা রূপেণ সাক্ষিণী সর্ব্ব সাক্ষিভূতা। শক্তিং বিনাপরং ব্রহ্মাপি শববৎ বিভাতি প্রকাশতে শক্তি ব্যতিরেকেণ ন কোপি প্রভুরিতি ভাবঃ॥ ২৩॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে ষষ্ঠঃ পটলঃ।

দেব্যুবাচ।

ব্রজং গত্বা মহাদেবাকরোৎ কিং পদ্মিনী তদা।
কস্য বা ভবনে সাতু জাতা সা পদ্মিনী পরা॥১॥
তৎ সর্ব্বং পরমেশানি বিস্তরাদ্বদ শঙ্কর।
যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুং॥২॥

ঈশ্বর উবাচ।

পদ্মিনী পদ্ম গন্ধা সা বৃকভানু গৃহে প্রিয়ে।
আবিরাসী ত্তদাদেবী কৃষ্ণস্য প্রথমং প্রিয়া॥৩॥

ভাষা।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে মহাদেব! পদ্মিনী ব্রজপুরে গমন করিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কাহার ভবনে বা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ১॥

হে শঙ্কর! ঐ সকল পদ্মিনী বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিস্তর বর্ণন কর; যদি এ বিষয়ে আমাকে বঞ্চনা কর তবে আমি নিশ্চয় তোমার সাক্ষাৎ দেহ ত্যাগ করিব॥ ২॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে প্রিয়ে! কৃষ্ণ প্রেমময়ী পদ্মগন্ধা পদ্মিনী বৃকভানু গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন॥ ৩॥

অন্বয়ার্থঃ।

দেব্যুবাচেতি। হে মহাদেব পদ্মিনী ব্রজং গত্বা কিমর্থং কস্য ভবনে জাতা আবির্ভূতেত্যর্থঃ॥ ১॥ তদিতি হে শঙ্কর! তৎপদ্মিনী বিবরণং বিস্তরাদ্বাহুল্যেন বদ যদি নো কথ্যতে তদা তনুং দেহং বিমুঞ্চামি॥ ২॥ ঈশ্বর উবাচেতি। পদ্মিনী বৃকভানু গৃহে আবিরাসী দুঃপন্নেত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য প্রথমং প্রিয়া আদি প্রেমময়ীত্যর্থঃ॥ ৩॥ কদ

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাং পুষ্যাসংযুতে।
কালিন্দী জল কল্লোলে নানা পদ্ম গণাবৃতে।
আবিরাসী ত্তদা পদ্মা মায়াডিম্ব মুপাশ্রিতা ॥৪॥
ডিম্বং ভূত্বা তদা পদ্মা স্থিতা কনকমধ্যতঃ।
কোটিচন্দ্র প্রতীকাশং ডিম্বং মায়াসমন্বিতং ॥৫॥
পুষ্যাযুক্ত নবম্যাং বৈ নিশ্যর্দ্ধে পদ্মমধ্যতঃ।
আবিরাসী ত্তদা পদ্মা রঙ্গিনী কুসুম প্রভা।
তরুণাদিত্য সংকাশে পদ্মে পরম কামিনি ॥৬॥

ভাষা।

চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে কালিন্দী জল তরঙ্গযুক্ত নানা পদ্ম গণান্বিত স্থানে মায়াডিম্ব আশ্রয় করিয়া আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৪ ॥

পদ্মিনী কনক মধ্য হইতে ডিম্বরূপ ধারণ করিলেন; ঐ মায়াময় ডিম্ব প্রভা কোটি কোটি শশধরের ন্যায় সমুজ্জ্বল ॥ ৫ ॥

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে শতমূলী কুসুম প্রভা পদ্মিনী পদ্মমধ্য হইতে তরুণাদিত্য সঙ্কাশ অতি মনোহর পদ্ম বনে উদিত হইলেন ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

আবিরাসাদিত্যাহ চৈত্রে ইত্যাদি পুষ্যাসংযুতে পুষ্যানক্ষত্রে কালিন্দী জল কল্লোলে যমুনাতরঙ্গ বিশিষ্টে, মায়াডিম্ব মুপাশ্রিতা মায়াব্রহ্ম ডিম্বাশ্রিতা ॥ ৪ ॥ পদ্মিনী স্বয়মেব ডিম্বং ভূত্বাস্থিতেত্যর্থঃ ডিম্বং বিশিনষ্টি কোটীতি মায়াসমন্বিতং মায়াময়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ পুষ্যেতি পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবম্যা অর্দ্ধরাত্রে পদ্মিনী আবিরাসাদিত্যর্থঃ। অরুণেতি নবোদিত

বৃকভানু পুরং দেবি কালিন্দী পারমেব চ।
নাম্না পদ্মপুরং রম্যং চতুর্ব্বর্গ সমন্বিতং ॥৭॥
ডিম্বজ্যোতির্ম্মহেশানি সহস্রাদিত্য সন্নিভং।
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি গাঢ় ধ্বান্ত বিনাশকৃৎ॥৮
বৃকভানু র্ম্মহাত্মা স কালিন্দীতট মাস্থিতঃ।
মহাবিদ্যাং মহাকালীং সততং প্রজপেৎ সুধীঃ।
আবিরাসী ন্মহামায়া তদা কাত্যায়না পরা ॥৯॥

ভাষা

হে দেবি! যমুনাতীরে বৃকভানুপুর অতি রমণীয় স্থান তাহার নাম পদ্মপূর চতুর্ব্বর্গ প্রদ ॥ ৭ ॥

হে মহেশানি! ঐ ডিম্ব জ্যোতিঃ সহস্রাদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল; তাহার প্রভায় তৎক্ষণাৎ গাঢ়ান্ধকার বিনাশ হইল ॥ ৮।

মহাত্মা বৃকভানু যমুনাতীরে আশ্রয় করিয়া সতত মহাবিদ্যা মহাকালীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এবং মহামায়া কত্যায়নী তাহার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেন ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

স্বর্গ সঙ্কাশে পদ্মবনে বৃকভানুপুরে জাতেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ বৃকেতি। কালিন্দীপারং যমুনাতীরবর্ত্তি; নাম্না পদ্মপুরং পদ্মপুরাভিধং ॥ ৭ ॥ ডিম্বেতি মহেশানীতি পার্ব্বতী সম্বোধনং। ডিম্বং পুনঃ সহস্রসূর্য্যবৎ প্রকাশমানং গাঢ়ান্ধকার বিনাশনঞ্চ ॥ ৮ ॥ মহাত্মা বৃকভানুঃ কালিন্দীতট সন্নিধৌ সর্ব্বদা মহাকালীং প্রজপেদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শৃণু পুত্র মহাবাহো বৃকভানো মহীধর।
সিদ্ধোঽসি পুরুষশ্রেষ্ঠ বরং বরয় সাম্প্রতং ॥ ১০॥

বৃকভানু উবাচ।

সিদ্ধোহং সততং দেবি ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।
ত্বৎ প্রসাদা ন্মহামায়ে যথামুক্তো ভবাম্যহং॥১১॥
ত্বৎপ্রসাদা ন্মহামায়ে অসাধ্যং নাস্তি ভূতলে।
আত্মনঃ সদৃশাকারাং কন্যামেকাং প্রযচ্ছ মে॥১২॥

ভাষা।

কাত্যায়নী কহিতেছেন, হে মহাবাহু! যশস্মিন বৃকভানু তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে; এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১০ ॥

বৃকভানু বলিতেছেন, হে মহাদেবি! আমি তোমার অনুগ্রহে কৃত কার্য্য হইয়াছি। হে মহামায়ে! আমি তোমার প্রসাদতঃ মুক্ত হইয়াছি ॥ ১১ ॥

হে মহামায়ে! তোমার অনুগ্রহে এই ভূতলে কিছুই অসাধ্য নাই। এইক্ষণ প্রার্থনা এই যে তোমার সদৃশরূপা একটী কন্যা আমাকে প্রদান কর ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

শৃণ্বিতি। পদ্মিনী বৃকভানু মাহ; যশোধর যশস্মিন্ বরং বরয় অভিলষিত বরং প্রার্থয়েতি ॥ ১০ ॥ বৃকভানুরুবাচেতি। অহং সিদ্ধঃ কৃতকার্য্যঃ; ত্বৎপ্রসাদাৎ তবানুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥ ত্বদিতি। তবপ্রসাদাৎ অসাধ্যং নাস্তি আত্মনঃ সদৃশাকারাং স্বতুল্যামেকাং কন্যাং প্রযচ্ছ

তচ্ছ্রুত্বা পরমেশানি তদা কাত্যায়নী পরা।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা যদাহবৃকভানবে।
তচ্ছৃণুষ্ব মহেশানি পীযূষ সদৃশং বচঃ ॥ ১৩ ॥
ভক্ত্যা ত্বদীয় পত্ন্যাস্তু তুষ্টাহং ত্বয়ি সুন্দর।
এতদ্বিবচনং বৎস তব পত্ন্যা সুযুজ্যতে ॥১৪॥
ইত্যুক্ত্বা সহসা তত্র মহামায়া জগন্ময়ী।
প্রদদৌ পরমেশানি তস্মৈ ডিম্বং মনোহরং ॥১৫

ভাষা।

হে পার্ব্বতি! অনন্তর কাত্যায়নী বৃকভানুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে যাহা বলিয়াছিলেন সেই পীযূষ তুল্য কথা শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

হে বৃকভানো! তোমার ভক্তিতে আমি তোমার প্রতি এবং তোমার পত্নীর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছি। আমার এই বাক্য তোমার পত্নীতে শোভন ফল প্রদান করিবে॥ ১৪॥

মহামায়া জগন্ময়ী সেই কাত্যায়নীদেবী বৃকভানুকে এইরূপ বলিয়া তাহাকে অতি মনোহর একটী ডিম্ব প্রদান করিলেন॥১৫॥

অস্যার্থঃ।

দেহীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ তদিতি। পরমেশানীতি পার্ব্বতী সম্বো- ধনং মেঘগম্ভীরয়া। মেঘধ্বনিবদতি গম্ভীরয়া। পীযূষ সদৃশং অমৃ- বদতি সুশ্রাব্যং ॥ ১৩ ॥ ভক্ত্যেতি ত্বদীয় পত্ন্যাঃ ত্বয়ীব অহং তুষ্টা সুপ্রসন্না ॥ ১৪ ॥ ইতীতি। মহামায়া পদ্মিনী এবং কথয়িত্বা বৃক- ভানবে ডিম্বং দদাবিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ বৃকেতি বিশাল কটিঃ বিপু-

বৃকভানু র্মহাত্মা স তৎক্ষণাদ্গৃহ মা যযৌ।
ভার্য্যা তস্য বিশালাক্ষী বিশাল কটিমোহিনী॥১৬
রত্ন প্রদীপ মাভাষ্য রত্নপর্য্যঙ্ক মাশ্রিতা।
তস্যা হস্তে তদা ভানুঃ প্রদদৌ ডিম্ব মোহনং॥১৭
তং দৃষ্টা পরমেশানি বিস্ময়ং পরমং গতা।
হস্তে কৃত্বাতু ডিম্বং বৈ নিরীক্ষ্য চ পুনঃ পুনঃ॥১৮॥

ভাষা।

মহাত্মা বৃকভানু তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে গমন করিলেন তাহার ভার্য্যা অতি বিপুল নিতম্ববতী ও বিশ্বমোহিনী ॥ ১৬ ॥

স্বীয় পত্নী রত্নদীপ সমুজ্জ্বল করিয়া স্বর্ণপর্য্যঙ্কে উপবিষ্টা আছেন। বৃকভানু তাহার হস্তে মনোহর ডিম্ব প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥

বৃকভানু গেহিণী সেই ডিম্ব অবলোকন করিয়া অতি বিস্মিতা হইলেন। এবং হস্তে করিয়া বারবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

নিতম্ববর্তী মোহিনী চিত্তরঞ্জিনী॥ ১৬॥ রত্নেতি, আভাষ্য দীপয়িত্বা রত্নপর্য্যঙ্কে স্বর্ণখট্টায়াং। ভানু র্বৃকভানুঃ স্বপত্ন্যা হস্তে ডিম্বং দদাবিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ তমিতি। পরমেশানীতি পার্ব্বতী সম্বোধনং। বিস্ময় মাশ্চর্য্যং ॥ ১৮॥ নানেতি। নানা গন্ধযুত বহুসুরভি পূর্ণং। সঙ্ক-

নানা গন্ধযুতং ডিম্বং সর্ব্বশক্তি সমন্বিতং।
নানা জ্যোতির্ম্ময়ং ডিম্বং তৎক্ষণাচ্চ দ্বিধা ভবৎ
॥ ১৯ ॥
তত্রাপশ্য ন্মহা কন্যাংপদ্মিনীং কৃষ্ণমোহিনীং।
রক্ত বিদ্যুল্লতা কারাং সর্ব্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধিনীং।
তাং দৃষ্টা পরমেশানি সহসা বিস্ময়ং গতা ॥২০॥

কীর্ত্তিদোবাচ।

হে মাতঃ পদ্মিনীরূপে রূপং সংহর সংহর।
ততস্তু পরমেশানি তদ্রূপং তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে।
সংহৃত্য সহসা দেবী সামান্যং রূপ মাস্থিতা ॥২১॥

ভাষা।

নানা সুরভী পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিময় অতি জ্যোতিষ্মান সেই ডিম্ব তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ড হইল ॥ ১৯ ॥

সেই ডিম্ব মধ্যে কৃষ্ণমনোমোহিনী পদ্মিনীরূপা কন্যা দেখিলেন। ঐ কন্যার আকৃতি বিদ্যুল্লতার ন্যায় অতি লোহিত ও সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী। তাহাকে দেখিবামাত্র বৃকভানু ভার্য্যা বিস্মিতা হইলেন ॥ ২০ ॥

বৃকভানু গেহিনী কীর্ত্তিদা বলিতেছেন; হে মাতঃ! তুমি এই পদ্মিনীরূপ গোপন কর। তদনন্তর সেই কন্যা ঐ পদ্মিনী রূপ গোপন করিয়া তৎক্ষণাৎ সামান্যরূপ ধারণ করিলেন॥২১॥

অস্যার্থঃ।

শক্তি সমন্বিতং সর্ব্বশক্তি যুতং দ্বিধা অভবং। দ্বিখণ্ডোঽভূদিত্যর্থঃ ডিম্বমিতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥ তত্রেতি। তত্র ডিম্বে কৃষ্ণমোহিনাং কন্যা অপশ্যদিত্যর্থঃ। অতি লোহিতাং তাং কন্যাং দৃষ্টা তৎক্ষণা দেব বিস্মিতোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ কীর্ত্তিদোবাচ। কীর্ত্তিদা বৃকভানু

ততস্তু কীর্ত্তিদা দেবী রূপন্তস্যা ব্যলোকয়ৎ।
রঙ্গিনী কুসুমাকারা রক্ত বিদ্যুৎ সমপ্রভা ॥২২॥

কন্যোবাচ।

হে মাতঃ কীর্ত্তিদে ভদ্রে ক্ষীরং পায়য় সুন্দরি।
স্তনং দেহি স্তনং দেহি তব কন্যা ভবাম্যহং ॥২৩॥
তৎ শ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ পদ্মিন্যাঃ কমলেক্ষণে।
অপায়য়ৎ স্তনং তস্যৈ পদ্মিন্যৈ নগনন্দিনি॥২৪॥

ভাষা।

তৎপর কীর্ত্তিদা দেবী তাহার সেই রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহার রূপ শতমূলী কুসুমের ন্যায় এবং বিদ্যুতের ন্যায় আভাযুক্ত ॥ ২২ ॥

অনন্তর কন্যা বলিতে লাগিলেন; হে কীর্ত্তিদে মাতঃ! আমাকে দুগ্ধ পান করাও। শীঘ্র আমাকে স্তন প্রদান কর। আমি তোমার কন্যা হইলাম ॥ ২৩ ॥

কীর্ত্তিদা কন্যার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে স্তন পান করাইলেন ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

ভার্য্যা। হে মাতঃ ইদং রূপং সংহর গোপয়। ততঃ কীর্ত্তিদা বচনাৎ সা দেবী তৎক্ষণাৎ স্বরূপং গোপয়িত্বা সামান্যং রূপং দধারেতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥ তত ইত্যাদি। কীর্ত্তিদা তস্যা রূপ মপশ্যদিত্যর্থঃ। রঙ্গিণীকুসুমপ্রভা শতমূলী প্রসূনাভা ॥ ২২ ॥ কন্যোবাচেতি। কন্যা অভিনবজাত ডিম্বোৎপন্ন। হে মাতঃ ক্ষীরং দুগ্ধং পায়য় মামিতিশেষঃ। মহ্যং স্তনং দেহি; অহং তব কন্যেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥ তদিতি। তস্যাঃ কন্যায়া বচনং শ্রুত্বা স্বীয় স্তনং পায়য়দিত্যর্থঃ। কমলেক্ষণে, নগনন্দিনীতি

চকার নাম তস্যাস্তু ভানু কীর্ত্তি দয়ান্বিতঃ।
রক্ত বিদ্যুৎপ্রভা দেবী ধত্তে যস্মাৎ শুচিস্মিতে।
তস্মাত্তু রাধিকা নাম সর্ব্বলোকেষু গীয়তে॥২৫॥

ঈশ্বর উবাচ।

দিনে দিনে বর্দ্ধমানা বৃকভানু গৃহে প্রিয়ে।
এবং হি মাথুরে পীঠে চকার ব্রজবাসিনী।
তস্মাদ্ভাদ্র পদে মাসি কৃষ্ণোঽভুৎকমলেক্ষণঃ ॥২৬॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে সপ্তমঃ পটলঃ

ভাষা।

অনন্তর বৃকভানু কীর্ত্তিদা দেবীর সহিত তাহার নাম করিলেন। সেই কন্যা বিদ্যুল্লতার ন্যায় অতি লোহিত বলিয়া তাহার নাম রাধিকা রাখিলেন। এবং ঐ নামই জগদ্বিখ্যাত হইল॥ ২৫॥

মহাদেব বলিতেছেন। ঐ কন্যা বৃকভানু গৃহে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৎপর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন॥ ২৬॥

ইতি সপ্তমঃ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

পার্ব্বতী সম্বোধনং ॥ ২৪ ॥ চকারেতি কীর্ত্তিদয়ান্বিতঃ কীর্ত্তিদা সহিতঃ ভানু বৃকভানুঃ তস্যাঃ কন্যায়া রাধিকেতি নাম চকার ॥ ২৫ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! দিনে দিনে বর্দ্ধমানা প্রতিদিন মেধ উপচিতবতী। তস্মাৎ রাধিকা জননাৎ পরং ভাদ্রপদেমাসি কৃষ্ণঃ অভুৎ জাত ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে সপ্তমঃ পটলঃ।

মহাদেব উবাচ।

শ্রূয়তাং পদ্মপত্রাক্ষি রহস্যং পদ্মিনী মতং।
সংপ্রাপ্তে পরমেশানি দ্বিতীয়ে বৎসরে তদা।
কুর্য্যা দ্যত্নেন দেবেশি শিবলিঙ্গ প্রপূজনং॥ ১॥
প্রজপেৎ পরমাং বিদ্যাং কালীং ব্রহ্মাণ্ডরূপিণীং
পূজয়েৎ বিবিধৈঃ পুষ্পৈ র্গন্ধৈশ্চ সুমনোহরৈঃ।
ফলৈ র্বহুবিধৈ র্ভদ্রে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং॥২॥

ভাষা

মহাদেব বলিতেছেন, হে পদ্মপত্রাক্ষি! অতি গোপনীয় পদ্মিনী চরিত্র শ্রবণ কর। দ্বিতীয়বর্ষ সময়ে পদ্মিনী যত্নপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন॥ ১॥

অনন্তর গন্ধ পুষ্প ফল প্রভৃতি বিবিধ উপহারে জগন্ময়ী মহাবিদ্যা কালিকার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

মহাদেব উবাচেতি দ্বিতীয়ে সংবৎসরে সংপ্রাপ্তে উপস্থিতে বং-পদ্মিনী মতং পদ্মিনী চরিতং তং শ্রূয়তাং। হে দেবেশি শিবলিঙ্গ প্রপূ-নং কুর্য্যাং পদ্মিনীতিশেষঃ॥ ১॥ প্রজপেদিতি। ব্রহ্মাণ্ডরূপিণীং গন্ময়ীং! গন্ধপুষ্প ফলোপহারাদিভিরিত্যর্থঃ। ভদ্রে ইতি পার্ব্বত্যা সম্বোধনং॥ ২॥ পদ্মিনী কাত্যায়নীং স্তৌতি পদ্মিন্যবাচেতি। বিদ্যা

পদ্মিন্যুবাচ।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহা যোগিন্যধীশ্বরি।
দেহি দেহি মহামায়ে বিদ্যা সিদ্ধি মনুত্তমাং॥৩॥
সিদ্ধিঞ্চ বাসুদেবস্য দেহি মাত র্নমোঽস্তুতে।
ত্বাং বিনা ব্রহ্ম নিঃশব্দং নিশ্চলং সততং সদা॥৪॥
শরীরস্থং হি কৃষ্ণস্য কৃষ্ণ জ্যোতির্ম্ময়ং সদা।
বিনা দেহং পরং ব্রহ্ম শবরূপ বদীরিতং।
অতএব মহামায়ে ব্রহ্মণঃ কারণং পরা॥ ৫ ॥

ভাষা।

তৎপর পদ্মিনী কাত্যায়নীকে স্তব করিতেছেন। হে মহামায়ে, হে যোগরূপে, হে ঈশ্বরি, হে কাত্যায়নি আমার স্বার্থসিদ্ধি সম্পন্ন কর॥ ৩ ॥

হে মাতঃ! তোমাকে নমস্কার করি আমাকে বাসুদেব সাক্ষাৎকার প্রদান কর। তুমিই জগৎকর্ত্রী তুমি বিনা জগদীশ্বরও সর্ব্বদা নিঃশব্দ ও নিশ্চল॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ শরীরস্থ যে কৃষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় তব দেহ তদ্ব্যতিরেকে ব্রহ্মা ও শববৎ অকর্ম্মণ্য; হে মহামায়ে! অতএব তুমিই জগতের আদি কারণ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

সিদ্ধিং স্বার্থসাধনং দেহি সম্পাদয়েত্যর্থঃ॥ ৩॥ সিদ্ধিঞ্চেতি বাসুদেবস্য সিদ্ধিং বাসুদেব সাক্ষাৎকারং। নিশ্চলং ব্যাপার হানমিত্যর্থঃ॥ ৪॥ শরীরেতি কৃষ্ণস্য শরীরস্থং জ্যোতির্ম্ময়ং দেহং বিনা পরং ব্রহ্মাপি শববৎ নির্ব্যাপারং। হে মহামায়ে কাত্যায়নি ব্রহ্মণঃ কারণং ত্বমেবেতি॥ ৫॥

এবং প্রার্থ্য মহেশানি সততং পরমেশ্বরীং ।
সংপূজ্য পরয়া ভক্ত্যা লক্ষং জপ্ত্বা তু মানসং ॥
বরং প্রাপ্তা মহেশানি কাত্যায়ন্যাঃ সমীপতঃ॥৬

কাত্যায়ন্যুবাচ।

পদ্মিনি শৃণু মদ্বাক্যং শীঘ্রং প্রাপ্স্যসি কেশবং॥৭
ইত্যুক্ত্বা পরমেশানি তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
কাত্যায়নী মহামায়া সদা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ৮ ॥

ভাষা।

পদ্মিনী এইরূপে কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়া পরম ভক্তি পূর্বক মানসে লক্ষ জপ করিয়া কাত্যায়নীর নিকটে বর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন, হে পদ্মিনি! আমার বাক্য শ্রবণ কর শীঘ্র তুমি বাসুদেবকে পাইবে ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী মহামায়া কাত্যায়নী এইমাত্র বলিয়া তথা-তেই অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

এবমিতি। পরমেশ্বরীং এবমুক্ত প্রকারেণ প্রার্থ্য আরাধ্য পরয়া অবি-কয়া ভক্ত্যা লক্ষং জপ্ত্বা কাত্যায়নী মন্ত্রমিতি শেষঃ কাত্যায়নী সমীপতঃ বরং প্রাপ্তা। কাত্যায়নী তস্যৈ বরং দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ কাত্যায়ন্যু-বাচেতি। শীঘ্রং কেশবং বাসুদেবং প্রাপ্স্যসি ॥ ৭ ॥ ইতি কথয়িত্বা অন্তরধীয়ত অন্তর্দ্ধানং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ বকেতি। রাধা চন্দ্রকলা

বৃকভানু সুতা রাধা সখীগণ কৃতা সদা।
বর্দ্ধমানা সদা রাধা যথা চন্দ্রকলা প্রিয়ে ॥ ৯ ॥
সর্ব শৃঙ্গার বেশাঢ্যা স্ফুরচ্চকিত লোচনা।
সর্ব্বালঙ্কার সংযুক্তা সাক্ষাৎ শ্রীরিব পার্ব্বতী ॥ ১০
চচার গহনে ঘোরে পদ্মিনী পর সুন্দরী।
যা রাধা পরমেশানি পদ্মিনী পরমেশ্বরী ॥ ১১ ॥
পদ্মস্থ বনমাশ্রিত্য সদা তিষ্ঠতি কামিনি।
অন্য মূর্ত্তিং মহেশানি দৃষ্টা চৈবাত্মসন্নিভাং।
আত্মনঃ সদৃশাকারাং রাধামন্যাং সসর্জ্জসা ॥ ১২॥

ভাষা

রাধিকা সখীগণ সমভিব্যাহারে চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃকভানু গৃহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

তাহার বেশ ভূষায় কামানুরাগ প্রকটিত হইতে লাগিল। সচকিত নয়না রাধা সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

এবং পদ্মিনী গহনবনে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন, রাধিকা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী পদ্মিনীরূপা ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদা পদ্মবনে অবস্থান করিতে করিতে আপনার ন্যায় অন্য এক মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

ইব বর্দ্ধমানা বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ রাধাং বিশিনষ্টি সর্ব্বেতি সর্ব্বশৃঙ্গার বেশাঢ্যা সকল কামাভরণ ভূষিতা স্ফুরচ্চকিত লোচনা চঞ্চলাক্ষী ॥ ১০ ॥ চচারেতি গহনে অতি নিবিড়ে, চচার বভ্রাম। পরমেশানীতি পার্ব্বতী সম্বোধনং ॥ ১১ ॥ পদ্মস্থেতি হে কামিনি পদ্মস্থ বনং আশ্রিত্য তিষ্ঠতি পদ্মিনীতি শেষঃ। আত্মসন্নিভাং স্বতুল্যাং সসর্জ্জ

যা সাতু কৃত্রিমা রাধা বৃকভানু গৃহে সদা।
অযোনি সম্ভবা যাত্ত পদ্মিনী সা পরাক্ষরা॥
কৃত্রিমা যা মহেশানি তস্যাস্তু চরিতং শৃণু॥ ১৩
বৃকভানু র্মহাত্মা স তস্যা বৈবাহিকীং ক্রিয়াং।
কারয়ামাস যত্নেন পঞ্চবর্ষেত্ত সুন্দরী॥ ১৪॥
তস্যাস্তুচোভয়ং বংশং সাবধানাবধারয়।
শ্বশুরস্য বৃকস্যাপি বংশং পরম সুন্দরং॥ ১৫॥

ভাষা।

বৃকভানু গৃহস্থিতা রাধা কৃত্রিমা; পদ্মিনী; অযোনি সম্ভবা। হে মহেশানি! কৃত্রিম রাধার চরিত্র শ্রবণ কর॥ ১৩॥

মহাত্মা বৃকভানু পঞ্চমবর্ষ সময়ে যত্নপূর্ব্বক কৃত্রিম রাধার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন॥ ১৪॥

কৃত্রিম রাধার পিতৃকুল ও শ্বশুর বংশ বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর॥ ১৫॥

অন্বার্থঃ।

...॥ ১২॥ যেতি। বৃকভানুগৃহে যা রাধা সা কৃত্রিমা অযোনি সম্ভবা যাত্ত সা পদ্মিনী। হে মহেশানি কৃত্রিমায়া রাধায়াশ্চরিতং শৃণু॥ ১৩॥ বৃকেতি মহাত্মা বৃকভানুঃ পঞ্চবর্ষেত্ত পঞ্চমবর্ষ সময়ে তস্যা রাধায়া বৈবাহিকীং ক্রিয়াং বিবাহ সংস্কারং কারয়ামাস॥ ১৪॥ তস্যা ইতি তস্যা রাধায়াঃ শ্বশুরস্য বৃকস্য পিতুশ্চ উভয়ং বংশং সাবধানাবধারয় সাবধান মাকর্ণয়॥ ১৫॥ ঈশ্বর উবাচেতি। অতিমন্যুকঃ অমর্ষপূর্ণঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

শ্বশ্রূস্তু জটিলা খ্যাতা পতির্ম্মান্যো ঽভিমন্যুকঃ।
ননান্দা কুটিলা নাম্নী দেবরো দুর্ম্মদাভিধঃ।১৬
তিলকং স্মরমাদাখ্যং হরোহরি মনোহরঃ।
রোচনো রত্নতাড়ঙ্কৌ যুগে যুক্ত প্রভাকরো॥১৭
ছত্রংদৃষ্ট্বা প্রতিচ্ছায়ং পদ্মঞ্চ মদনাভিধং।
স্যমন্তকান্য পর্য্যায়ঃ শঙ্খচূড় শিরোমণিঃ॥ ১৮
পুষ্পবন্তোক্ষিপলকা সৌভাগ্য মণি রুচ্যতে।
কাঞ্চী কাঞ্চন চিত্রাঙ্গি নূপুরে চিত্র গোপুরে॥১৯

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, জটিলা শাশুড়ী পতি অতি ক্রোধ পরতন্ত্রঃ। ননান্দা কুটিলা, দেবর দুর্ম্মদ॥ ১৬॥

পদ্মিনী ভূষণ বিবরণ কহিতেছেন, স্মরমাদাখ্য তিলক। হরি নামাভিধ মনোহরহারও রোচনাখ্য তাড়ঙ্কযুগল॥ ১৭॥

প্রতি নামক ছত্র, মদনাভিধ পদ্ম স্যমন্তক মণি শোভিত শঙ্খচূড় নামে শিরোভূষণ মুকুট॥ ১৮॥

অক্ষি পলকে যেন পুষ্প প্রকাশ পায়, কাঞ্চন চিত্রিত কটী-সূত্র এবং বিচিত্র নূপুর॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

ননান্দা পতিস্বসা। দেবরঃ পতিভ্রাতা। দুর্ম্মদাভিধঃ দুর্ম্মদনামা॥ ১৬ রাধায়া ভূষণং বিবৃণোতি। স্মরমাদাখ্যং তিলকং নাশাভূষণং হরিনাম কোহারঃ। রোচন নামক তাড়ঙ্কঃ॥ ১৭॥ ছত্রমিতি স্যমন্তকো মণি বিশেষ॥ ১৮॥ পুষ্পেতি। অক্ষি পলকাশ্চয়ঃ সঞ্চারাঃ কাঞ্চিঃ

মধুসূদন মাবদ্ধে যয়োঃ সিঞ্চিত মাধুরী।
বাসো মেঘাম্বরং নাম কুরুবিন্দ নিভং সদা॥২০॥
আদ্যং সুপ্রিয় মভ্রাভং রক্তমন্ত্যং হরেঃ প্রিয়ং।
সুধাশো দর্পহরণো দর্পাণা মণি বান্ধবঃ॥২১॥
শলাকা নর্ম্মদা হৈমী স্বস্তিকা নাম কঙ্কতিঃ।
কন্দর্প কুহরী নাম কটিকা পুষ্প ভূষিতা॥২২॥

ভাষা।

যাহাদের রূপ মাধুরী মধুসূদনকেও মুগ্ধ করে; মাণিক্যবৎ অতি উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন॥ ২০॥

যে আদ্যবস্ত্র মেঘাম্বর অর্থাৎ নীলাম্বরী অতি মনোহর। দ্বিতীয় বস্ত্র রক্তবর্ণ তাহা হরির অতি প্রিয়। সুধাশ নামে দর্পণ তাহা অন্যের দর্পহারী॥ ২১॥

স্বর্ণনির্ম্মিত অঞ্জন শলাকা হস্তে আছে এবং স্বস্তিক নাম কঙ্কন, কন্দর্প কুহরী নাম পুষ্পময় কটী ভূষণ॥ ২২॥

অস্যার্থঃ।

কটিসূত্র॥ ১৯॥ মধুসূদনেতি। যয়ো রাধা পদ্মিন্যোঃ মাধুরী দেহ সৌন্দর্য্যং। কুরুবিন্দনিভং মাণিক্যবদুজ্জ্বলং। মেঘাম্বরং নাম বাসো বসনং॥ ২০॥ আদ্যমিতি। আদ্যং বাসঃ অভ্রাভং মেঘসদৃসং নীলাম্বরমিত্যর্থঃ। অন্ত্যং বসনং রক্তং সুধাশোনাম দর্পণং মণি বান্ধবঃ মণিখচিতঃ॥ ২১॥ শলাকেতি শলাকা অঞ্জন শলাকা হৈমী স্বর্ণময়ী। কঙ্কতিঃ কঙ্কনং কটিকা কটিভূষণং॥ ২২॥ স্বর্ণেতি স্বর্ণমুখী তড়িদ্বল্লীতি

স্বর্ণমুখী তড়িদ্বল্লী কুণ্ডাখ্যাতা স্বনামতঃ।
নীপানদী তটে যস্য রহস্য কথনস্থলী ॥ ২৩॥
মন্দারশ্চ ধনুঃ শ্রীশ্চ রাগো হৃদয় মন্দগৌ।
ছানিক্যং দয়িতা নিত্যং বল্লভা রুদ্র ধন্বকী॥২৪
সখ্যঃ খ্যাতাঃ সদা ভদ্র চারুচন্দ্রাবলী মুখাঃ।
গন্ধর্ব্বাস্তু কলাকণ্ঠী সুকণ্ঠী পিককণ্ঠিকা ॥২৫॥

ভাষা।

স্বর্ণমুখী তড়িদ্বল্লী নামে কদম্ব বন শোভিত নদী তটে রহস্য কথোপকথন স্থল ॥ ২৩ ॥

পারিজাত কুসুম ধনুঃ। এবং শরীর কান্তি ও অনুরাগ উভয়ই হৃদয় শোভন বল্লভা রুদ্র ধন্বকা নামে দুইটী প্রিয় সখী ॥ ২৪ ॥

অতঃপর চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীগণের বিবরণ বলিতেছি: গন্ধর্ব্বা, কলাকণ্ঠী, সুকণ্ঠী, পিককণ্ঠিকা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

স্বনামপ্রসিদ্ধা রহস্য কথনস্থলী গুপ্তভাষণ স্থলং। নীপানদীতটে কদম্বশোভিত নদীতীরে ॥ ২৩ ॥ মন্দারশ্চেতি। মন্দারঃ পারিজাতঃ ধনুঃ কার্ম্মুকং। শ্রীঃ কান্তিঃ রাগোঽনুরাগঃ উভৌ হৃদয়মন্দগৌ মনোলোভনীয়ৌ ॥ ২৪ ॥ সখীগণং বিবৃণোতি। চন্দ্রাবলী মুখাঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃতয়ঃ। গন্ধর্ব্বা কলাবতীত্যাদি স্বনাম প্রসিদ্ধাঃ ॥ ২৫ ॥ কলাবতীতি।

কলাবতী রসোল্লাসা গুণবত্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
যা বিশাখা কৃতাগীতি গায়ন্ত্যঃ সুখদা হরেঃ॥২৬॥
বাদয়ন্তস্থ শুষিরং তাললব্ধ ঘনস্তুপি।
মাণিক্যা নর্ম্মদা প্রেমবতী কুসুম পেষলাঃ॥২৭॥
দিবাকীর্ত্তি তনুহেত্ত সুগন্ধা নলিনী ত্যুভে।
মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গ বত্যাখ্যে রজকস্থ কিশোরিকে॥২৮॥

ভাষা।

কলাবতী, রসোল্লাসা ও গুণবতী, ইহারা রসকেলির সহকারিণী। বিশাখা নামে যে সখী সে সুসঙ্গীত দ্বারা কৃষ্ণের সুখ বর্দ্ধন করে॥ ২৬॥

নর্ম্মদা, প্রেমবতী, মাণিক্যা ও কুসুম পেষলা প্রভৃতি সখীগণ গগনস্পর্শী বংশীবাদনে কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করে॥ ২৭॥

দিবা ও কান্তি দুই সখী সুগন্ধা নলিনী দুই সখী মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী দুই সখী ইহারা সমান বয়স্যা ও পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সহচরীর কার্য্য করে॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

রসোল্লাসা রসবতী বিশাখাদিভির্গানেন শ্রীকৃষ্ণোঽতিপ্রীত ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥ বাদেতি। শুষিরং বংশীবাদ্যং বাদয়ন্তী বাদন তৎপরা তাললব্ধঘনঃ অ...চ্ছনাদং। মাণিক্যেত্যাদি স্বানামখ্যাতাঃ সং বিশেষাঃ॥ ২৭॥ দিবেতি। দিবাকীর্ত্তিতিদ্বয়ং সুগন্ধা নলিনীতিদ্বয়ং মঞ্জি রঙ্গবতীতিদ্বয়ং পৃথক্ পৃথক্ সখীভূতং॥ ২৮॥ পালীতি। পালিঃ

পালিন্ধী সম সৈরিন্ধ্রী বৃন্দা কন্দলতাদয়ঃ।
ধনিষ্ঠা গুণ বত্যাদ্যা ধন্বেশ্বর গেহগাঃ ॥ ২৯ ॥
কামদা নামধা প্রেয়ি সখী ভাব বিশেষ ভাক্।
লবঙ্গমঞ্জরী রাগমঞ্জরী গুণমঞ্জরী ॥ ৩০ ॥
শুভানুমত্যনুপমা সুপ্রিয়া রতিমঞ্জরী।
রাগলেখা কলাকেলী ভুরিদাদ্যাশ্চ নায়িকাঃ।৩১
নান্দীমুখী বিন্দুমুখী আদ্যাঃ সন্ধি বিধায়কাঃ।
সুহৃৎপক্ষ তয়াখ্যাতাঃ শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ॥৩২॥

ভাষা।

পালিন্ধা, সৈরিন্ধ্রী, বৃন্দা, কন্দলতা ধনিষ্ঠা গুণবতী ॥ ২৯॥

কামদা, লবঙ্গমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী ও গুণমঞ্জরীপ্রভৃতি সখীগণ সবিশেষ অনুরাগ ভাজন। ৩০ ॥

শুভা, অনুমতা, অনুপমা, সুপ্রিয়া, রতিমঞ্জরী, রাগলেখা, কলাকেলা ও ভুরিদাদ্যা প্রভৃতি নায়িকা ॥ ৩১ ॥

নান্দীমুখী, বিন্দুমুখী, শ্যামা ও মঙ্গলা প্রভৃতি সখীগণ অতি প্রিয়তর ও মেলনকারিণী। ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতয়ঃ সখ্যঃ স্বনামখ্যাতাঃ সখীবিশেষাঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ নান্দীতি। নান্দীমুখী বিন্দুমুখী আদ্যাঃ সন্ধিবিধায়িকাঃ মেলন সম্পাদিকাঃ ॥ ৩২ ॥ প্রতীতি। প্রতিপক্ষতয়া পরস্পর বৈরভাবেন। উক্ত

প্রতিপক্ষ তয়া শ্রেষ্ঠা রাধা চন্দ্রাবলী ত্ব্যভে।
সমূহাস্তুযয়োঃসন্তি কোটি সংখ্যা মৃগী দৃশাং॥
॥ ৩৩ ॥
তয়ো রপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে সর্ব্বমাধুর্য্যতোঽধিকা।
শ্রীরাধা ত্রিপুরা দূতী পুরাণ পুরুষপ্রিয়া ॥ ৩৪॥
অসমান গুণোদর্য্যা ধূর্য্যো গোপেন্দ্র নন্দনঃ।
যস্যাঃ প্রাণ পরার্দ্ধানাং পরার্দ্ধাদতি বল্লভঃ॥৩৫

ভাষা।

পরস্পর বৈরভাব হেতুক রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই সখী প্রধানা; এবং তাহাদের কোটি সংখ্য নারী সহচরী ছিল ॥৩৩॥

রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই সখীর মধ্যে পুরাণ পুরুষ প্রিয়া ত্রিপুরা দূতী রাধা সৌন্দর্য্যাতিশয় হেতু শ্রেষ্ঠা ॥ ৩৪ ॥

রাধিকা অসামান্য গুণগ্রামের একাধার, গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধিনায়ক। এবং তাহার অসংখ্য সখীগণ প্রাণাপেক্ষাও বল্লভা ছিল ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

রাধা চন্দ্রাবলীদ্বয়ং। যয়ো রাধা চন্দ্রাবল্যোঃ, মৃগীদৃশাং যুবতীনামিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ তয়োরিতি। তয়ো রাধা চন্দ্রাবল্যোর্ম্মধ্যে সর্ব্বমাধুর্য্যতঃ নিখিল সৌন্দর্য্যাৎ। শ্রীরাধা অধিক শ্রেষ্ঠা ॥ ৩৪ ॥ অসমানেতি। অসাধারণ গুণগ্রামবতা। ধূর্য্যঃ অধিনায়কঃ। গোপেন্দ্রনন্দনঃ। শ্রীনন্দ-

শ্রেষ্ঠা সা মাতৃকাদিভ্য স্তত্র গোপেন্দ্র গেহিনী
বৃষভানুঃ পিতা যস্যা বৃষভানু বিধো মহান্॥ ৩৬
রত্নগর্ভা ক্ষিতো খ্যাতা জননী কীর্ত্তিদা ক্ষয়া।
উপাস্যো জগতাং চক্ষুর্ভগবান্ পদ্মবান্ধবঃ॥৩৭॥
জপ্যঃ স্বাভীষ্ট সংসর্গে কাত্যায়ন্যা মহামনুঃ।
পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী॥৩৮

ভাষা।

নন্দ গোপগেহিনী যশোদা পঞ্চাশ মাতৃকাগণ হইতে শ্রেষ্ঠা। রাধিকার পিতা বৃষভানু ॥ ৩৬ ॥

রত্নগর্ভা কীর্ত্তিদাদেবী তাহার মাতা তিনি জগচ্চক্ষু ভগবান পদ্ম বান্ধব সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতেন ॥ ৩৭ ॥

এবং স্বাভীলাভের প্রত্যাশায় সর্ব্ব সৌভাগ্যদায়িনী ভগবতী কাত্যায়নীর মহামন্ত্র জপ করিতেন ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ।

স্তত্রঃ ॥ ৩৫ ॥ শ্রেষ্ঠেতি। মাতৃকাদিভ্যঃ। পঞ্চাশ মাতৃকাভ্যঃ। গোপেন্দ্র গেহিনা যশোদা। যস্যা রাধায়াঃ পিতা বৃষভানুঃ ॥ ৩৬ ॥ রত্নেতি। কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদা নাম্নী বৃষভানু গেহিনী। জগতাং চক্ষুঃ সূর্য্যঃ উপাস্যঃ আরাধ্যঃ ॥ ৩৭ ॥ জপ্যেতি। স্বাভীষ্ট সংসর্গে স্বাভিলষিত সিদ্ধি বিষয়ে মহামনুঃ মহামন্ত্রঃ জপ্যশ্চিন্তনীয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ পিত্রেতি

পিতামহো মহীভানু র্বিন্দু র্মাতামহোমতঃ
মাতামহী পিতামহ্যৌ সুখদা মোক্ষদা ভিধে॥৩৯
রত্নভানুঃ স্বভানুশ্চ ভানুশ্চ ভ্রাতরঃ পিতুঃ।
ভদ্রকীর্ত্তি র্মহাকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিচন্দ্রশ্চ মাতুলঃ॥৪০
স্বসা কীর্ত্তিমতী মাতু র্ভানুমুদ্রা পিতৃষসা।
পিতৃষসপতিঃ কাশ্যো মাতৃষসৃপতিঃ কৃশঃ॥৪১

ভাষা।

তাহার পিতামহ মহীভানু; মাতামহ বিন্দু, সুখদা পিতামহী মোক্ষদা মাতামহী॥ ৩৯॥

ভানু, রত্নভানু ও স্বভানু ইহারা পিতৃব্য। ভদ্রকীর্ত্তি মহাকীর্ত্তি ও চন্দ্রকীর্ত্তি এই সকল মাতুল॥ ৪০॥

কীর্ত্তিমতী মাতৃষসা অর্থাৎ মাসী; ভানুমুদ্রা পিতৃষসা অর্থাৎ পিশী। কাশ্য পিতৃষসৃপতি এবং কৃশ মাতৃষসৃপতি॥ ৪১॥

পিতামহঃ পিতুঃ পিতা মাতামহঃ মাতুঃ পিতা সুখদা পিতুর্মাতা মোক্ষদা মাতুর্মাতা॥ ৩৯॥ রত্নেতি। রত্নভান্বাদয়ঃ পিতৃব্যাঃ ভদ্রকীর্ত্তি প্রভৃতয়ো মাতুলাঃ॥ ৪০॥ মাতুঃস্বসা মাতৃ ভগিনী মাসীতি ভাষা। পিতুঃস্বসা পিতৃভগিনী পিশীতি লৌকিকঃ॥ ৪১॥ মাতুলী মাতুল ভার্য্যা

মাতুলী মেনকামেনা ষষ্ঠী ধাত্রীতু ধাতকী ।
শ্রীদামা পূর্ব্বজো ভ্রাতা কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী ॥৪২॥
পরম প্রেষ্ঠ সখ্যস্তু ললিতা চ বিশাখিকা ।
বিচিত্রা চম্পক লতা রঙ্গদেবী সুদেবিকা ॥৪৩॥
তুঙ্গ বেদ্যাঙ্গ লেখাচ ইত্যষ্টৌচ গণামতাঃ ।
প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী মণ্ডলী মানকুণ্ডলা ॥৪৪॥
মালতী চন্দ্রলতিকা মাধবী মদনালসা ।
মঞ্জুমেয়া শশিকলা সুমধ্যা মধুমেক্ষণা ॥ ৪৫ ॥

ভাষা ।

মেনকা ও মেনা মাতুলানী,ষষ্ঠী ও ধাত্রী এই দুই উপমাতা ।
শ্রীদাম পূর্ব্বজভ্রাতা কনিষ্ঠাভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী ॥ ৪২ ॥

ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী,সুদেবী ।৪৩।

তুঙ্গবেদ্যা অঙ্গলেখা এই অষ্ট সখী রাধিকার পরম প্রেমাস্পদ । কুরঙ্গাক্ষী, মণ্ডলী ও মানকুণ্ডলা প্রভৃতি রাধিকার প্রিয়সখী ॥ ৪৪ ॥

মালতী, চন্দ্রলতিকা, মাধবী,মদনা, অলসা, মঞ্জুমেয়া, শশিকলা, মধুমেক্ষণা ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ ।

মামী যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ । ধাত্রী উপমাতা ॥ ৪২ ॥ পরম প্রেষ্ঠ সখ্যঃ পরম প্রেমাস্পদী ভূতাঃ সহচর্য্যঃ । কান্তা ইত্যাহ ললিতেত্যাদি ॥ ৪৩ ॥

কমলা কামলতিকা কান্তচূড়া বরাঙ্গনা।
মধুরী চন্দ্রিকা প্রেম মঞ্জরী তনুমধ্যমা ॥৪৬॥
কন্দর্প সুন্দরী মঞ্জুকেশী চাপ্যাস্তু কোটিশঃ।
রক্তাজীবিত সাখ্যাতা কলিকা কেলিসুন্দরী॥৪৭
কাদম্বরী শশিমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়ম্বদা।
মদোন্মাদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী ॥৪৮॥
রত্নবেণী মালবতী কর্পূর তিলকাদয়ঃ।
এতা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ প্রায়ঃ সারূপ্যমাগতাঃ৪৯

ভাষা।

কমলা, কামলতিকা, কান্তচূড়া, বরাঙ্গনা, মধুরী, চন্দ্রিকা প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা ॥ ৪৬ ॥

কন্দর্পসুন্দরী ও মঞ্জুকেশী প্রভৃতি কোটি কোটি সখী ও কলিকা, কেলিসুন্দরী ॥ ৪৭ ॥

কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়ম্বদা, মদোন্মাদা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী ॥ ৪৮ ॥

রত্নবেণী, মালবতী ও কর্পূরতিলকা প্রভৃতি সখীগণ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার অংশরূপা ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ।

॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ কন্দর্পেতি। এতাঃ সখ্যঃ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা রাধায়া সারূপ্য মাগতা স্তম্যোত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ মনোজ্ঞা

নিত্য সখ্যস্তু কস্তূরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী।
সিন্দূরা চন্দনবতী কৌমুদী মুদিতাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥
কানানাদি গতা স্তস্যা বিহারার্থং কলাইব।
অথ তস্যাঃ প্রকীর্ত্তন্তে প্রেয়স্যঃ পরমাদ্ভুতাঃ॥
॥ ৫১ ॥
বনাদিভ্যোপ্যুরু প্রেম সৌন্দর্য্য ভব ভূষিতাঃ।
চন্দ্রাবলীচ পদ্মাচ শ্যামা সৈকাচ ভদ্রিকা॥৫২॥
তারা চিত্রাচ গন্ধর্ব্বা পালিকা চন্দ্রমালিকা।
মঙ্গলা বিমলা নীলা ভবনাক্ষী মনোরমা ॥৫৩॥

ভাষা।

কস্তুরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দূরা চন্দনবতী, কৌমুদী ও মুদিতা এই সকল রাধিকার নিত্য সখী ॥ ৫০ ॥

অনন্তর যে যে সখী বনবিহারার্থ সঙ্গিনী হইত তাহাদের বিবরণ করা যাইতেছে ॥ ৫১ ॥

তাহারা সকলেই পরমা সুন্দরী, নানাভরণ ভূষিতা ও রাধিকার প্রেমাশক্তা। যথা; চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শ্যামা, সৈকা ভদ্রিকা ॥ ৫২ ॥

তারা. চিত্রা, গন্ধর্ব্বা, পালিকা, চন্দ্রমালিকা. মঙ্গলা, বিমলা, নীলা, ভবনাক্ষী, মনোরমা ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ।

প্রভৃতয়স্তু নিত্য সখ্যঃ ॥ ৫০ ॥ অথ বনবিহারার্থং যাঃ সখ্যঃ কলাইব তাঃ কথ্যন্তে ॥ ৫১ ॥ আসাং উক্তানাং সখীনাং শতশো যূথানি

কল্পলতা তথা মঞ্জুভাষিণী মঞ্জুমেখলা।
কুমুদা কৈরবী পারী সারদাক্ষী বিসারদা ॥৫৪॥
শঙ্করী কুসুমা কৃষ্ণা সারাঙ্গী প্রবিনাশিনী।
তারাবলী গুণবতী সুমুখী কেলিমঞ্জরী ॥ ৫৫ ॥
হারাবলী চকোরাক্ষী ভারতী কামিনীতিচ।
আসাং যূথানি শতশঃ খ্যাতান্যন্যানি সুভ্রুবাং।
॥ ৫৬ ॥
লক্ষ সংখ্যাস্তু কথিতা যুথে যুথে বরাঙ্গনাঃ।
মুখ্যাস্তেষু যূথেষু কান্তাঃ সর্ব্ব গুণোত্তমাঃ॥৫৭

ভাষা

কল্পলতা, মঞ্জুভাষিণী, মঞ্জুমেখলা, কুমুদা, কৌরবী, পারী, সারদাক্ষী, বিশারদা ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করী, কুসুমা, কৃষ্ণা, সারাঙ্গী, প্রবিনাশিনী, তারাবলী, গুণবতী, সুমুখী, কেলিমঞ্জরী ॥ ৫৫ ॥

হারাবলী চকোরাক্ষী, ভারতী ও কামিনী ইত্যাদি শত শত সখীগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য রমণী রাধিকার প্রিয়সখী ছিল। ৫৬ ।

লক্ষ সংখ্যক বরাঙ্গনা রাধিকার প্রিয় সহচরী ছিল তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সখীগণ প্রধানা ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ।

স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ লক্ষ সংখ্যা বরাঙ্গনাঃ কথিতাঃ। তেষু সখা যূথেষু মধ্যে চন্দ্রাবল্যাদ্যা মুখ্যাঃ প্রধানাঃ। তাসাংজন্ম পূর্ণমাস এব ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ পুষ্যানক্ষত্র যুক্তে নবম্যাং শুক্লপক্ষে স্বয় প্রকৃতিরূপা পদ্মিনী জাতা। মহেশানি শুচিস্মিতে ইতি দ্বয়ং পার্ব্বতী

রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা পালিকাদয়ঃ।
জন্মনাম্নাথ সাখ্যাতা মধুমাসে বিশেষতঃ ॥৫৮॥
পুষ্যর্ক্ষেচ নবম্যাং বৈ শুক্লপক্ষে শুচিস্মিতে।
জাতা রাধা মহেশানি স্বয়ং প্রকৃতি পদ্মিনী॥৫৯
তাস্থরেমে মহেশানি স্বয়ং কৃষ্ণঃ শুচিস্মিতে।
রমণং বাসুদেবস্থ মন্ত্র সিদ্ধেস্তু কারণং ॥৬০॥

দেব্যুবাচ।

ভো দেবতাপসাং শ্রেষ্ঠ বিস্তারা দ্বদ ঈশ্বর।
কথং সা পদ্মিনী রাধা সদা পদ্মবনে স্থিতা॥
পিতরং মাতরং ত্যক্ত্বা আত্মতুল্যাং সসর্জসা॥৬১

ভাষা।

যথা; রাধা চন্দ্রাবলী, ভদ্রা, শ্যামলা ও পালিকা। ইহাদের সকলেই মধুমাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল॥ ৫৮॥

স্বয়ং প্রকৃতি পদ্মিনী রাধারূপে শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥ ৫৯॥

হে সুন্দরি! কৃষ্ণ স্বয়ং ঐ সকল স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন। কিন্তু কেবল মন্ত্রসিদ্ধিই ক্রীড়া কারণ॥ ৬০॥

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন. হে দেবাদিদেব! তুমি আমার নিকট সবিস্তর বর্ণন কর যে, কি কারণে সেই পদ্মিনী সদা পদ্মবনে অবস্থিতি করিয়া পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মতুল্যা রাধাকে পরিত্যাগ করিলেন॥ ৬১॥

অস্যার্থঃ।

সম্বোধনং ॥ ৫৭ ॥ তাসু সখীষু কৃষ্ণঃ স্বয়ং রেমে। তত্ররমণং মন্ত্রসিদ্ধি কারণ মিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ দেব্যুবাচেতি। দেবতাপসাং সুরতপস্বিনাং। পদ্মিনী কথং পিতরং মাতরঞ্চ ত্যক্ত্বা আত্মতুল্যাং

পদ্ম মাশ্রিত্য দেবেশ বৃন্দাবন বিলাসিনী।
সদাধ্যাস্তে মহেশানি এতদাখ্যাহি বদপ্রভো॥ ৬২

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
অষ্টম পটলঃ।

ভাষা।

বৃন্দাবন বিলাসিনী পদ্মিনী পদ্মবন আশ্রয় করিয়া সদা বাস করিতেন এই গুহ্য কথা আমার নিকট বল ॥ ৬২ ॥

ইতি অষ্টম পটলঃ।

অন্বয়ার্থঃ।

পদসজ্জেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ হে দেবেশ সা পদ্মিনী বৃন্দাবন বিলাসিনী সতী কথং সদা অধ্যাস্তে এতদাখ্যাহি বদেত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
অষ্টম পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

যা রাধা মৃগশাবাক্ষি পদ্মিনী বিষ্ণু বল্লভা।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী॥ ১॥
তস্যা দূতী মহেশানি পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী।
কৃষ্ণস্য দৃঢ়ভক্তাত্ত পদ্মিনী তস্য বল্লভা॥ ২॥
বৃকভানো র্মহেশানি দৃঢ়ভক্তিঃ শুচিস্মিতে।
দুহিতৃত্বং গতা দেবী পদ্মিনী গন্ধমালিনী॥ ৩

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, যে রাধা সেই বিষ্ণু বল্লভা পদ্মিনী। ত্রিপুরাদেবী মহামায়া জগৎকর্ত্রী ও পরমেশ্বরী॥ ১॥

হে মহেশানি! পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী ত্রিপুরাদেবীর দূতী বাসুদেবে নিতান্ত অনুরক্তা॥ ২॥

হে পার্ব্বতি! বৃকভানু অতি মহাত্মা ও কৃষ্ণভক্ত পদ্মিনী স্বয়ং যাহার দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন॥ ৩॥

অন্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। যা রাধা সা এব পদ্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়েতি ভাবঃ॥ ১॥ তস্যা ইতি। যা পরমেশ্বরী ত্রিপুরাদেবী তস্যা দূতী পদ্মিনী কৃষ্ণস্যাতি ভক্তা॥ ২॥ বৃকেতি পদ্মিনী যস্য দুহিতৃত্বং গতা স বৃকভানু রতিভক্ত

কৃত্বাতু স্তনপানং হি রাধামন্যাং সসর্জসা।
পদ্মষণ্ডং সমাশ্রিত্য যমুনা জলমধ্যতঃ ॥ ৪ ॥
মহাকাল্যা মহামন্ত্রং প্রজপে ন্নির্জ্জনেবনে।
অন্যা চন্দ্রাবলী রাধা বৃকভানুগৃহে স্থিতা ॥৫॥
পূর্ব্বোক্তং যদ্গুণং দেবি পদ্মিনী কমলেক্ষণে।
তৎসর্ব্বং পদ্মিনী সৃষ্টং নান্যয়া পরমেশ্বরি ॥৬॥

ভাষা।

রাধার স্তন পানের সময় অতীত হইলে পদ্মিনী পরিত্যাগ করিয়া যমুনা জলমধ্যে পদ্মবন আশ্রয় করিলেন ॥ ৪ ॥

এবং নির্জ্জন কাননে প্রবেশ করিয়া মহাকালীর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন অন্য পদ্মা বৃকভানু গৃহেই রহিলেন ॥ ৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বে যে যে গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা সকলই পদ্মিনী গুণ অন্যের নহে ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কৃত্বেতি। পদ্মষণ্ডং পদ্মবনং ॥ ৪ ॥ মহতি নির্জ্জনে বনে মহাকাল্যা মন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ। অন্যা রাধা চন্দ্রাবলী রূপেণ বৃক-ভানু গৃহে স্থিতেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বেতি পূর্ব্বোক্তং যদ্গুণং তৎ পদ্মিনী সৃষ্টং পদ্মিন্যা সৃষ্টাতে নান্যয়েত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ রাধিকেতি চন্দ্র

রাধিকা ত্রিবিধা প্রোক্তা চন্দ্রাতু পদ্মিনী তথা।
ন পশ্যেৎ পরমেশানি চন্দ্র সূর্য্যং শুচিস্মিতে॥৭
মানবানাং মহেশানি বরাকাণাং হি কা কথা।
আত্মনোপহ্নবং কৃত্বা পদ্মিনী পদ্মমাশ্রিতা।
ত্রিপুরায়া মহেশানি পদ্মিনী অনুচারিণী॥ ৮॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে।

নবম পটলঃ।

ভাষা

একা রাধিকা ত্রিবিধাকারে আবির্ভূতা হইলেন। রাধা পদ্মিনী তেজোময়ী। রাধা স্বয়ং কৃষ্ণ প্রিয়া, পদ্মিনী চন্দ্রবলী রূপে রহিলেন। তেজোময়ী যিনি তাহাকে চন্দ্রসূর্য্যও দেখিতে পান না॥ ৭॥

ক্ষুদ্র মনুষ্যের সাধ্য কি যে তাঁহার রূপ দেখে। তিনি আত্মগোপন করিয়া পদ্মবন আশ্রয় পূর্ব্বক ত্রিপুরা দেবীর সহচারিণী হইলেন॥ ৮॥

ইতি নবম পটলঃ।

অন্বার্থঃ

সূর্য্যং ন পশ্যেৎ অতি গোপনীয়েতিভাবঃ॥ ৭॥ মানবেতি। বরাকাণাং ক্ষুদ্রাণাং। মানবাঃ কদাপি নতাং পশ্যন্তীতিভাবঃ॥ ৮॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে

নবম পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অতঃপরং মহেশানি চরিতং পরমাদ্ভুতং।
উত্তমং বাসুদেবস্য নরলোক রসায়নং ॥ ১ ॥
নিগদামি বরারোহে সাবধানাবধারয়।
যৎশ্রুত্বা পরমেশানি শ্রব্যমন্যং নরোচ্যতে ॥২।

ঈশ্বর উবাচ।

ভারাবতারণং দেবি ছলং কৃত্বা শুচিস্মিতে।
আবিরাসীন্মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে ॥ ৩ ॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে মহেশানি! আমি অতঃপর পরমাশ্চর্য্য বাসুদেব চরিত বলিতেছি যাহাতে নরলোকের মঙ্গল সাধন হয় ॥ ১ ॥

হে পরমেশ্বরি! আমি বলিতেছি তুমি সাবধানে শ্রবণ কর। যে কথা শুনিলে অন্য কথাতে রুচি হয় না ॥ ২ ॥

পুনর্ব্বার মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! ভূভারহরণচ্ছলে রাধা মথুরা ব্রজমণ্ডলে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। অতঃপরং বাসুদেবস্য অদ্ভুতং চরিতং নিগদামীতি পরেণান্বয়ঃ। নরলোক রসায়নং মানব হিতকরং ॥ ১ ॥ নিগদামীতি। নিগদামি কথয়ামি। সাবধানাবধারয় সাবধান মাকর্ণয়েত্যর্থঃ। যদ্বাসুদেব চরিতং শ্রুত্বা অন্যংশ্রাব্যং নরোচ্যতে অন্যস্মিন্ শ্রাব্যে ন রুচির্ভবতীতিভাবঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। ভূভার হরণার্থং মথুরা ব্রজমণ্ডলে আবিরাসীৎ আবির্ভূতা ভবদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ মথুরেতি

মথুরা পরমেশানি মহামায়া জগন্ময়ী।
কেশপীঠং বরারোহে মথুরা ব্রজমণ্ডলং ॥ ৪ ॥
চন্দ্রাবলী মহামায়া রাধা পদ্মদলেক্ষণা।
যত্রাস্তে সততং দেবি মথুরা ব্রজমণ্ডলং ॥ ৫ ॥
অত্যন্ত মধুরং শান্তং সুস্নিগ্ধং সুমনোহরং।
আবিরাসীন্মহেশানি রাধা চন্দ্রাবলী প্রিয়ে॥ ৬॥
যূথে যূথে বরারোহে মথুরা ব্রজমণ্ডলে।
অন্যত্র বিরলাদেবী মথুরায়াং গৃহে গৃহে ॥ ৭ ॥

ভাষা।

হে মহেশানি! যেই মথুরা ব্রজমণ্ডলে মহামায়া আবির্ভূতা হইয়াছেন; সেই মথুরা ব্রজমণ্ডল কেশ পীঠ ॥ ৪ ॥

হে দেবি! যেখানে রাধা ও চন্দ্রাবলী সতত বিরাজমানা আছেন ॥ ৫ ॥

মথুরা ব্রজমণ্ডল অত্যন্ত মধুর, শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুমনোহর; সেখানে রাধা ও চন্দ্রাবলী আবির্ভূতা হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

মথুরা ব্রজমণ্ডলে যূথে যূথে রাধিকা বিদ্যমান আছে; অন্যত্র অতি বিরল। কিন্তু মথুরাতে প্রতি গৃহে রাধিকা আছেন ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

কেশপীঠং যত্র ভগবত্যাঃ কেশাঃ পতিতা স্তত্র যৎস্থান মুৎপন্ন মভবদিতি ॥ ৪ ॥ চন্দ্রেতি। যত্র চন্দ্রাবলী মহামায়া রাধাচাস্তে তদেব মথুরা ব্রজমণ্ডলমিতিভাবঃ ॥ ৫ ॥ অত্যন্তেতি। স্নিগ্ধ সুশীতলং আবিরাসীৎ আবির্ভূতা ॥ ৬ ॥ যূথেইতি। মথুরা ব্রজমণ্ডলে প্রতি গৃহমেব রাধা বিরাজমানা অন্যত্র সা বিরলা দুষ্প্রাপ্যা ॥ ৭ ॥ সর্ব্বেতি।

সর্ব্বশক্তিময়ে পীঠে মথুরায়াং শুচিস্মিতে।
যত্রাস্তে পরমেশানি সাক্ষাৎ কাত্যায়নীপরা ॥৮
কিমসাধ্যং মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে।
বসন্তাদ্যা মহেশানি ঋতবশ্চ গৃহে গৃহে ॥ ৯ ॥
নানাগন্ধ সুগন্ধেন মোদিতা মথুরা সদা ।
কিমসাধ্যং মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে ॥ ১০ ॥
যত্রাস্তে সা মহামায়া যশোদা গর্ভপঞ্জরে।
এতদ্বাহুল্য বৃত্তান্তং ভারতেষু প্রগীয়তে ॥ ১১॥

ভাষা।

মথুরা ব্রজমণ্ডল সর্ব্বশক্তিময় পীঠস্থান, যেখানে স্বয়ং কাত্যায়নী বাস করেন ॥ ৮ ॥

মথুরা ব্রজমণ্ডলে কিছুই অসাধ্য নাই। হে মহেশানি! এখানে সর্ব্বদা ছয় ঋতু বর্ত্তমান থাকে ॥ ৯ ॥

মথুরা স্থান সর্ব্বদা নানা সৌগন্ধ পরিপূর্ণ এবং এখানে কিছুই অসাধ্য নাই ॥ ১০ ॥

হে মহেশ্বরি! যেখানে সেই মহামায়া যশোদা গর্ভ মধ্যে অবস্থান করিতেন। এই সকল বাহুল্য বৃত্তান্ত ভারতে সবিশেষ বর্ণিত আছে ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

মথুরা পীঠং সর্ব্বশক্তি ময়মিতি ॥ ৮ ॥ কিমিতি মথুরা ব্রজমণ্ডলে ন কিমপ্যসাধ্যং সর্ব্বমেব সাধ্যমিত্যর্থঃ। বসন্তাদ্যা ঋতবঃ সদৈব গৃহে গৃহে বিরাজন্তে ॥ ৯ ॥ নানেতি। মথুরা সদৈব নানা সুরভি পূর্ণেতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ যত্রেতি। যশোদা গর্ভপঞ্জরে যশোদায়াঃ

ব্যাসোক্তমেতৎ সর্ব্বংহি ব্যাসো মম তনুঃ সদা।
মম দেহধরো ব্যাসঃ সততং পরমেশ্বরি ॥ ১২॥
ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে অষ্টম্যাংবরবর্ণিনি।
নিশ্যর্দ্ধে রোহিণীযুক্তে হরিরাবিরভূৎ প্রিয়ে॥১৩
যথা বিষ্ণু স্তথা মায়া আবির্ভূতা বরাননে।
মহামায়াতু যা দেবী কৃষ্ণবক্ষো নিবাসিনী॥১৪॥

ভাষা।

সমস্ত ভারত বেদব্যাস প্রণীত; ব্যাসদেব আমারঅংশ॥১২

হে সুন্দরি! ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে হরি আবির্ভূত হইলেন॥ ১৩॥

যেমন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন তেমন মহামায়াও আবির্ভূতা হইলেন॥ ১৪॥

অন্বয়ার্থঃ।

গর্ভান্তরে। ভারতেষু মহাভারতাদৌ প্রণীয়তে কীর্ত্ত্যতে॥ ১১॥
ব্যাসেতি যন্মহাভারতং ব্যাসেন কথিতং স ব্যাসঃ মমাংশভূতঃ॥ ১২॥
ভাদ্রইতি। ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টম্যা নিশর্দ্ধে হরির্জাতঃ॥ ১৩॥ যথা হরির্জাত
স্তথা মহামায়াপি জাতেত্যর্থঃ॥ ১৪॥ ঈশ্বর উবাচেতি। হরি

ঈশ্বর উবাচ।

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ বরে বর হিতপ্রিয়ে।
শরীরংহি মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী।
নিবৃত্ত বিগ্রহং মায়াং হরি র্জ্যোতির্ম্ময়ঃ সদা॥১৫
প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষং চতুর্ব্বাহু সমন্বিতং।
শ্রবণে কুণ্ডলোপেতং মকরাকৃতি সুন্দরং।
শ্রীবৎস কৌস্তুভোদ্দীপ্তং হৃদয়ং বজ্রসন্নিভং।
পীতাম্বর ধরং দেবং দলিতাঞ্জন চিক্কণং॥১৬॥

ভাষা।

মহাদেব পুনর্ব্বার বলিতেছেন, হেপ্রিয়ে পার্ব্বতি! বিষ্ণু ত্রিগুণাতীত তাঁহার শরীর প্রকৃতি রূপিণী। বাসুদেব জ্যোতির্ম্ময় শরীর পরিত্যাগ করিয়া মায়াময় শরীর ধারণ করিলেন॥ ১৫॥

বাসুদেবের কিবা মনোহর মূর্ত্তি; বিকশিত শ্বেত কমলের ন্যায় নয়নদ্বয়, কর্ণে মকরাকৃতি অতি মনোহর কুণ্ডল। চারিহস্ত, শ্রীবৎস চিহ্নিত অতি বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি দীপ্তি পাইতেছে; পীতাম্বর পরিধান, দলিতঅঞ্জনের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

নির্গুণ স্ত্রিগুণাতীতং নিবৃত্ত ত্যক্ত্বা বিগ্রহং শরীরং॥ ১৫॥ প্রফু-ল্লেতি। প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষং বিকশিত শ্বেতারবিন্দ নয়নং। মকরাকৃতি কুণ্ডলং মকর সদৃশ কর্ণভূষণং। শ্রীবৎসং চিহ্নবিশেষঃ কৌস্তভমণি বিশেষঃ তাভ্যা মুজ্জ্বল হৃদয়ং। চিক্কণং উদ্দীপ্তং॥ ১৬॥ সারদেতি।

সারদেন্দু প্রসন্নাস্যং শঙ্খচক্রাদি ধারিণং।
মালয়া শোভিতং দেবং চতুর্ব্বাহু ধরং সদা॥১৭॥
কিঙ্কিণীং কটি মধ্যেতু ধারয়ন্তং মনোহরং।
কেয়ূরাঙ্গদবলয়ৈ রতীব সুন্দরং প্রিয়ে।
ত্রিপুরয়া মহেশানি দত্তমালা মনোহরং॥১৮॥
এবং মায়া বিগ্রহঞ্চ ধৃত্বা কৃষ্ণঃ পরাৎপরঃ।
বসুদেবগৃহে দেবি দেবকী গর্ভ সম্ভবঃ।
আবিরাসীন্মহেশানি কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ॥১৯॥

ভাষা।

শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন বদন, ভুজ চতুষ্টয়ে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিরাজমান আছে। বনমালা শোভিত কলেবর॥ ১৭॥

কটিদেশে কিঙ্কিণীযুক্ত মনোহর কাঞ্চীগুণ, হস্ত চতুষ্টয় কেয়ূর বলয়াদি ভূষিত; ত্রিপুরাদেবীর প্রদত্ত মাতৃকা মালা ধারণ করাতে অতি রমণীয়॥ ১৮॥

পরাৎপর কৃষ্ণ উক্ত রূপ মায়াময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া বসুদেব গৃহে দেবকী গর্ভ্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

শরৎ পূর্ণচন্দ্রবৎ প্রসন্নবদনং। মালয়া বন কুসুম স্রজা॥ ১৭॥ কিঙ্কিণীমিতি কিঙ্কিণীং ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাং কটিমধ্যে ধারয়ন্তং। ত্রিপুরয়া প্রদত্ত মাতৃকা মালা ধারণেনাতি সুন্দরমিত্যর্থঃ॥ ১৮॥ এবমিতি এবং উক্ত রূপেণ মায়া বিগ্রহং মায়াময় শরীরং ধৃত্বা পরাৎপরঃ পদ্মলোচনঃ কৃষ্ণঃ বসুদেব গৃহে আবিরাসীৎ আবির্ভূতোঽভূদিত্যর্থঃ॥ ১৯॥ এবমিতি

এবং শব্দ ময়োভূত্বা কৃষ্ণস্তু পরমোঽব্যয়ঃ।
তএব মহেশানি শব্দ ব্রহ্ম হরিঃ সদা ॥ ২০ ॥
কার্য্যকারণয়োর্ম্মধ্যে মহামায়ান্বিতঃ সদা।
নকার্য্য কারণঞ্চাত্র ঈশ্বরঃ কমলেক্ষণঃ ॥ ২১ ॥
কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব মহামায়া জগন্ময়ী।
মায়া বিগ্রহ মাশ্রিত্য হরিরাবিরভূৎ স্বয়ং॥ ২২॥
ইদমাশ্চর্য্য রূপংহি দৃষ্টা বিস্ময় মাগতঃ।
পিতা মাতা মহেশানি আশ্চর্য্যং বিস্ময়ং গতাঃ
॥ ২৩ ॥

ভাষা।

এবং শব্দরূপী সনাতন বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করিলেন বলিয়া হরি শব্দ ব্রহ্ম বাচ্য হইল ॥ ২০ ॥

কার্য্য ও কারণ ও এই উভয়ের মধ্যে মহামায়ান্বিত হরিকেই কার্য্য কারণ বলা যায়। কিন্তু কেবল পদ্মলোচন কৃষ্ণ কার্য্য ও কারণ নয়। হরি মায়াময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বয়ং আবির্ভূ'ত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

পিতা মাতা প্রভৃতি সকলেই এইরূপ অদ্ভুত রূপ দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ।

শব্দময়ঃ শব্দরূপী। অব্যয়ো নিত্যঃ। অতএব কৃষ্ণঃ কার্য্য কারণরূপং সংপিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ কার্য্যেতি কার্য্য কারণয়ো র্মধ্যে নৈকমপি কৃষ্ণঃ অপিতু দ্বয় মেব মহামায়েতি। তস্য বিগ্রহএব মায়াময় ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ ॥ ২২ ॥ ইদমিতি ইদমুক্ত রূপং বিস্ময় মাগতো বিস্মিতোঽভূদিতি ॥ ২৩ ॥

বসুদেব উবাচ।

নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায় বৈকুণ্ঠ মেধসে।
এতদ্রূপং মহাবাহো সংহরাশু মহাবিভো ॥২৪॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বসুদেবস্য পার্ব্বতি।
বিধৃত্য প্রাকৃতং রূপং নরলোক বিড়ম্বনং ॥২৫॥
প্রাকৃতং হি মহেশানি বিগ্রহং যস্য সুন্দরি।
তদেব প্রাকৃতং মায়াং ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনীং পরাং।
॥ ২৬ ॥

ভাষা।

বসুদেব উক্ত প্রকার অদ্ভুতরূপধারী কুমার দেখিয়া ঈশ্বর বোধে স্তব করিতেছেন। হে ভগবন! বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার করি; হে বিভো! তুমি এইরূপ হরণকর॥২৪॥

ভগবান বসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয়রূপ অপহরণ পূর্ব্বক লোক বিড়ম্বনার্থ প্রাকৃত রূপ ধারণ করিলেন॥২৫॥

হে সুন্দরি! প্রাকৃত বিগ্রহে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে তাহাই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী মহামায়া॥ ২৬॥

অস্যার্থঃ।

বসুদেবঃ কুমার মদ্ভুত রূপং দৃষ্ট্বা ঈশ্বরোয়মিতি নিশ্চিত্য স্তৌতি বসুদেব উবাচেতি ॥ ২৪ ॥ এতদিতি বসুদেব বচন মাকর্ণ্য নরলোক মোহনীয় প্রাকৃতং রূপং দধৌ ॥ ২৫ ॥ প্রাকৃতমিতি হরের্যৎ প্রাকৃতং রূপং সৈব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী প্রকৃতিরূপিণী মায়েত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ বিধৃত্যেতি হরিঃ

বিধৃত্য প্রাকৃতং রূপং কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
বাল্য কৈশোর পৌগণ্ড কর্ম্মাপি হরি মেধসঃ॥২৭
দিবসে দিবসে দেবি যচ্চক্রে কমলেক্ষণঃ।
অত্যন্ত গোপনং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরং।
তত্তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ॥২৮॥

দেব্যুবাচ।

কৃষ্ণস্য বিগ্রহং দেব পরমেশ পুরাতন।
নানালক্ষণ সংযুক্তং নানারূপ ধরং সদা।
তৎসর্ব্বং পরমেশান বিস্তরং বদ শঙ্কর ॥ ২৯ ॥

ভাষা

পদ্ম লোচন কৃষ্ণ প্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া ক্রমতঃ বাল্য কৌশোর ও পৌগণ্ড কাল অতিবাহিত করিলেন। ২৭॥

হে দেবি! কৃষ্ণ প্রতিদিন যে যে ক্রীড়া করিয়াছেন তাহা অতি গোপনীয়, সেই সারতর গোপনীয় বিষয় আমি তোমার নিকট বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর॥ ২৮॥

পার্ব্বতী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহাদেব! নানা লক্ষণ সংযুক্ত বিবিধাকার কৃষ্ণদেহ আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন কর॥২৯।

অস্যার্থঃ।

প্রাকৃতং রূপমাস্থায় বাল্যাদি পৌগণ্ডান্তং কাল মতিবাহয়তীতার্থঃ॥ ২৭॥
দিবসেতি। বাসুদেবস্য প্রতিদিন কৃত ব্যাপারং তব কথয়ামীতিভাবঃ॥ ২৮॥
দেব্যুবাচেতি বিগ্রহং শরীরং পরমেশ পুরাতন ইতি মহাদেব সম্বো-

ঈশ্বর উবাচ।

ঊর্দ্ধরেখা যবশ্চক্রং ছত্রং পদ্ম ধ্বজাঙ্কুশং।
বজ্রং তথাষ্ট কোণঞ্চ স্বস্তিকানাঞ্চতুষ্টয়ং ॥৩০।
পঞ্চজম্বু ফলন্তত্র দক্ষিণে চরণে হরেঃ।
শঙ্খাম্বরং ধনুশ্চৈব গোষ্পদাখ্যং ত্রিকোণকং।
॥ ৩১ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রত্রয়ঃ কুম্ভো জম্বুফল চতুষ্টয়ং।
পাদমূলে তদালীনং দ্বাত্রিংশ দুপলক্ষণং ॥৩২॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! শ্রবণ কর আমি কৃষ্ণ দেহে যে যে লক্ষণ আছে তাহা বলিতেছি। দক্ষিণ পাদে ঊর্দ্ধ রেখা, যব, চক্র, ছত্র, ধ্বজ, পদ্ম, অঙ্কু, অষ্টকোণ বজ্র, স্বস্তিক চতুষ্টয়, পঞ্চজম্বুফল, শঙ্খ, অম্বর, ধনুঃ ও ত্রিকোণ গোষ্পদ ইত্যাদি বিবিধাকার চিহ্ন আছে ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

এবং বামপদে অর্দ্ধচন্দ্রত্রয়, কুম্ভ, জম্বুফল চতুষ্টয় ইত্যাদি দ্বাত্রিংশৎ চিহ্ন বিদ্যমান আছে ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

ধনং। বিস্তরং বদ বাহুল্যেনকথয় ॥ ২৯ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। হরেঃ দক্ষিণ চরণং ঊর্দ্ধরেখাদি চিহ্নিতং। যবো যবাকার রেখা বিশেষঃ। চক্রাদয়োপ্যেবং তত্তদাকার চিহ্নাঙ্কিত মিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ অর্দ্ধেতি। পাদমূলে বামপাদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি দ্বাত্রিংশৎ চিহ্নানি সূচিতানীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ অন্যদিতি। হে চার্ব্বঙ্গি সুন্দরি অন্যৎ উক্ত

অন্যচ্চ শৃণু চার্ব্বঙ্গি ব্রহ্ম বিগ্রহ কারণং।
কৃষ্ণস্য রূপং দেবেশি সর্ব্বশক্তি সমন্বিতং ॥৩৩॥
যবশ্চক্রং পুষ্পমালা বলয়া কাঞ্চিরুত্তমা।
মালা মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রং কমলঞ্চ ধ্বজন্তথা ॥৩৪॥
ঊর্দ্ধরেখা চার্দ্ধপাদে অঙ্কুশ ঞ্চরণাম্বুজে।
দক্ষেশঙ্খং মহেশানি মীনঞ্চ পদমূলয়োঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাষা।

হে সুন্দরি! ব্রহ্মদেহ সূচক আর যে যে চিহ্ন আছে তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। হে দেবি! কৃষ্ণ রূপে সর্ব্ব শক্তি বিরাজ মান রহিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ শরীরে যব, চক্র, পুষ্পমালা, বলয় ও কাঞ্চীগুণে শোভিত; মালামধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র, কমল ও ধ্বজ বর্ত্তমান আছে ॥ ৩৪ ॥

অর্দ্ধ পাদে ঊর্দ্ধ রেখা পাদ মূলে অঙ্কুশ চিহ্ন দক্ষিণ পাদে শঙ্খ উভয় পাদে মীন চিহ্ন ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

যব চিহ্নাদ্যধিকং ব্রহ্মশরীর নিরূপণং চিহ্নং শৃণু ॥ ৩৩ ॥ যবেতি পুষ্পমালা বনকুসুম শ্রক্। কাঞ্চী কটিভুষণং অর্দ্ধচন্দ্রং ধ্বজঞ্চমালা মধ্যে বর্ত্তমানাতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ ঊর্দ্ধেতি। পাদস্যার্দ্ধভাগে ঊর্দ্ধরেখা সমস্ত পাদে অঙ্কুশ চিহ্নমিত্যর্থঃ। দক্ষিণ চরণে শঙ্খং মীন চিহ্নঞ্চোভয় চরণয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ গদামিতি। তত্রপাদে গদাকার চিহ্নমপি বিদ্যতে।

গদাঞ্চ শোভনান্তত্র এবং সপ্তদশ প্রিয়ে।
এবং নানাবিধং ভদ্রে লক্ষণংপরমাদ্ভুতং॥৩৬
লক্ষণং পরমেশানি সর্ব্বশক্তি সমন্বিতং।
নানাজ্যোতির্ম্ময়ং দেহং প্রধানাং প্রকৃতিং পরাং
॥ ৩৭ ॥
জ্যোতিস্তু পরমেশানি নিত্য প্রকৃতিরূপিণী।
এবং নানাবিধং ভদ্রে শক্ত্যালক্ষণ লক্ষিতং॥৩৮

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
দশম পটলঃ।

ভাষা।

তাহাতে গদা চিহ্ন এবং সপ্তদশ প্রকার পরমাদ্ভুত বিবিধ প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

হে পরমেশ্বরি! কৃষ্ণদেহস্থিত চিহ্ন সকল সর্ব্ব শক্তিযুক্ত ও দেহ জ্যোতির্ম্ময় প্রকৃত স্বরূপ ॥ ৩৭ ॥

হে ঈশ্বরি! কৃষ্ণদেহ জ্যোতিঃ সাক্ষাৎ নিত্য প্রকৃত স্বরূপ। হে ভদ্রে! কৃষ্ণদেহ উক্ত বিবিধ লক্ষণে লক্ষিত ॥ ৩৮ ॥

ইতি দশম পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

এব মুক্ত প্রকার পরমাদ্ভুত নানাবিধ চিহ্নং হরিপাদে বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ লক্ষণমিতি হরের্দেহং নানা জ্যোতির্ম্ময়ং প্রধানাং প্রকৃতি ভূতা-মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ জ্যোতিরিতি। প্রকৃতি রেব হরি দেহে জ্যোতিরূপেণা-বিভাতীতিভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
দশম পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

রহস্যং পরমং গুহ্যং জগন্মোহন সংজ্ঞকং।
যৎ শ্রুত্বা পরমেশানি সাধকস্য চ যদ্ভবেৎ ॥১॥
শ্রুত্বাতু সাধক শ্রেষ্ঠো ইষ্টৈশ্বর্য্য মবাপ্নুয়াৎ।
তৎসর্ব্বং শৃণু চার্ব্বঙ্গি কথয়ামি তবানঘে ॥ ২ ॥
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং হৃদ্যং পরমানন্দ কারণং।
অত্যদ্ভুতং রহস্যানাং রহস্যং পরমং শিবং ॥৩॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, এই পরম রহস্য অতি গোপনীয় বিষয় ইহার ভাব কেহই বুঝিতে পারে না। হে ঈশ্বরি! এই রহস্য কথা শ্রবণ করিলে সাধকের অভিলষিত ফললাভ হয়। হে সুন্দরি সেই সকল কথা আমি তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ ২ ॥

এই বাসুদেব রহস্য অতি গোপনীয়, হৃদয়ঙ্গম, পরমানন্দ-প্রদ, অতি আশ্চর্য্যজনক ও পরম মঙ্গলকর ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। যদ্বাসুদেব রহস্যং শ্রুত্বা সাধকোঽভিলষিত ফলং লভতে পরমং গুহ্যং তৎকথয়ামি শৃণু ত্বমিতি শেষঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ গুহ্যেতি। ইদং তত্ত্বমতি গুহ্যং। হৃদ্যং হৃদয়ঙ্গমং পরমানন্দ জনকমিত্যর্থঃ। শিবং শ্রেয়স্করং ॥ ৩ ॥ দুর্ল্লভেতি। অতি দুষ্প্রাপ্যং কোঽপি নাস্য কারণং

দুর্ল্লভানাঞ্চ পরমং দুর্ল্লভং সর্ব্বমোহনং।
সর্ব্বশক্তিময়ং দেবি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং॥ ৪ ॥
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম সতীকেশোপরি স্থিতং।
পুনর্ব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দ মব্যয়ং ॥ ৫ ॥
বৈকুণ্ঠ সদৃশাকারং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি।
যচ্চ বৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্যং গোকুলে তৎপ্রতিষ্ঠিতং॥৬
বৈকুণ্ঠ বৈভবং দেবি দ্বারকায়াং প্রকাশিতং।
যদ্ব্রহ্ম শক্তি সংযুক্তং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ং॥৭॥

ভাষা

ত্রিভুবনের দুর্ল্লভ, সর্ব্বমোহনকারী. সর্ব্বশক্তিযুক্ত ও সকল তন্ত্রে গোপিত ॥ ৪ ॥

দক্ষসুতা সতী দেবীর কেশ পীঠোপরি বিনির্ম্মিত এই বৃন্দাবন স্থান নিত্য, নিত্যানন্দময় ও নিত্য সুখ সম্পৎ প্রদ ॥৫॥

এই বৃন্দাবন পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠ তুল্য স্থান। বৈকুণ্ঠে যে যে সুখ সম্পদ বিদ্যমান আছে গোকুলেও তাহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৬ ॥

বৈকুণ্ঠ বিভব সকলই বৃন্দাবনে প্রকাশিত; এবং সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মও বৃন্দাবনকে আশ্রয় করিয়াছে ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ

বুধ্যতে সর্ব্বএব মোহন্তীতিভাবঃ। এতন্ন কুত্রাপি তন্ত্রে প্রকাশিত মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ নিত্যমিতি সতী দক্ষকন্যা ভগবতী তস্যাঃ কেশ পীঠোপরি নির্ম্মিতং। ব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং নিত্যসুখ সম্পদ্যুক্তং ॥ ৫ ॥ বৈকুণ্ঠেতি। বৃন্দাবন স্থানং বৈকুণ্ঠবৎ সুখ কারণ মিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠে যদৈশ্বর্য্যাদিকং গোকুলেপি তদস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ বৈকুণ্ঠেতি। বৈভবং সম্পৎ। শক্তিসংযুতং ব্রহ্ম বৃন্দাবন এবাস্তীতিভাবঃ ॥ ৭ ॥ তদিতি।

তৎকুলে মাথুরং বৃন্দাবন মধ্যে বিশেষতঃ।
জম্বুদ্বীপে মহেশানি ভারতং বিষ্ণুমোহনং ॥ ৮ ॥
নিগূঢ়ং বিদ্যতে বিষ্ণুঃ পর্য্যন্ত মবধিষ্ঠিতং।
সহস্রপত্র কমলাকারং মাথুর মণ্ডলং ॥ ৯ ॥
শক্তি চক্রোপরি শ্রীমদ্ধাম বৈষ্ণব মদ্ভুতং ॥
কর্ণিকা পত্র বিস্তারং রম্যং বৈ কথিতং প্রিয়ে

ভাষা।

জম্বুদ্বীপ মধ্যে এই ভারতবর্ষ বিষ্ণুর অতি প্রিয়তম। বিশেষতঃ মথুরা মণ্ডল অতি প্রধান স্থান ॥ ৮ ॥

মথুরা মণ্ডল সহস্রদল পদ্মাকার। এই স্থানে বিষ্ণু সর্ব্বদা গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন ॥ ৯ ॥

শক্তি চক্রোপরিস্থিত শ্রীমদ্বিষ্ণুধাম অতি অদ্ভুতাকার; ইহার কর্ণিকা বিস্তার অতি মনোরম ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

বৃন্দাবন মধ্যে মথুরামণ্ডলমেব প্রধান মিত্যর্থঃ। এবং জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারতবর্ষাখ্যং স্থান মেব বিষ্ণুপ্রিয়মিতি ॥ ৮ ॥ নিগূঢ়মিতি। নিগূঢ়মিতি গুপ্তং যথা তথেতি ভারতবর্ষ প্রান্তস্থিতং মথুরামণ্ডলং সহস্রদল পদ্মাকার মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ শক্তীতি বিষ্ণুপ্রিয়ং শ্রীমদ্ধাম শক্তি চক্রোপরিস্থিত মিতি ॥ ১০ ॥ ক্রমেতি। পরম্পরং দ্বাদশ কৃষ্ণকেলি স্থান দ্বাদশ

ক্রমশো দ্বাদশারণ্যং নামানি কথয়ামিতে।
ভদ্র শ্রীলোহ ভাণ্ডীর মহাতাল খদিরকাঃ॥১১॥
বহুনা কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবন স্তথা।
বিশেষং শৃণু বক্ষ্যামি ক্রমং পরম সুন্দরি ॥১২॥
ভদ্রঞ্চ তাপসী মূর্ত্তি স্তাপিনী শ্রীবন স্তথা।
ধূম্রা লোহ বনং ভদ্রা ভাণ্ডীর মুত্তমং বনং ॥১৩॥
মহাতাল বনং ভদ্রে জ্বালিনী পরমা কুলা।
রুচিস্তু খদিরং ভদ্রে বনং পরম শোভনং॥১৪॥

ভাষা।

ক্রমশঃ দ্বাদশ বনের নাম তোমার নিকট বলিতেছি। ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন, বহুবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন। হে সুন্দরি! এই দ্বাদশ বনের বিশেষ তোমার নিকট বলিব ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

রাধিকার এক এক মূর্ত্তি এক এক বনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার বিশেষ এই। ভদ্রবন তাপসীমূর্ত্তি, শ্রীবন তাপিনী মূর্ত্তি, ধূম্রামূর্ত্তি লোহবন, ভদ্রামূর্ত্তি ভাণ্ডীরবন ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়ে! জ্বালিনীমূর্ত্তি মহাবন ও তালবন এবং রুচিমূর্ত্তি খদিরবন এই সকল বন অতি মনোহর ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

বন নামানি কথয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বহুনেতি দ্বাদশবনমধ্যে বৃন্দাবনস্য বিশেষং শৃণ্বিত্যর্থঃ। দ্বাদশবনানি যথা; ভদ্রবনং শ্রীবনং লোহবনং ভাণ্ডীর বনং মহাবনং তালবনং খদিরবনং বহুবনং কাম্যবনং কুমুদবনং বৃন্দাবনঞ্চেতি ॥ ১২ ॥ ভদ্রেতি। পদ্মিন্যা মূর্ত্তি বিশেষ এব বনরূপেণাবতীর্ণেতি।

সুসুম্না বহুনা ভদ্রে কুমুদং ভোগদা প্রিয়ে।
বিশ্বা মধুবনং প্রোক্তং বৃন্দাচ ধারিণী তথা॥১৫॥
কাম্যঞ্চ মালিনী দেবি মহদ্বনং ক্ষমা তথা।
বনমুখ্যা দ্বাদশৈতাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে১৬
অন্যচ্চো পবনং ভদ্রে কৃষ্ণক্রীড়া রসস্থলং।
কদম্ব খণ্ডিকং নন্দবনং নন্দীশ্বরং প্রিয়ে॥ ১৭॥
নন্দমানন্দ সুপ্তঞ্চ পলাশা শোক কেতকী।
সুগন্ধি মোদনং কৌল মমৃতং ভোজন স্থলং॥১৮

ভাষা।

সুসুম্নামূর্ত্তি বহুবন, ভোগদামূর্ত্তি কুমুদবন, বিশ্বামূর্ত্তি মধুবন, ধারিণীমূর্ত্তি বৃন্দাবন॥ ১৫॥

মালিনীমূর্ত্তি কাম্যবন, ক্ষমামূর্ত্তি মহাবন। এই দ্বাদশবন সর্ব্ববন প্রধান; কালিন্দীর পশ্চিম ভাগে বিদ্যমান॥ ১৬॥

কদম্ব খণ্ডিকা নন্দবন ও নন্দীশ্বর বন প্রভৃতি আর আর যে উপবন আছে তাহা কৃষ্ণের ক্রীড়া রসস্থান॥ ১৭॥

নন্দন ও আনন্দ নামে দুই বন কৃষ্ণের শয়ন স্থান। পলাশ অশোক ও কেতকী বনে কৃষ্ণ গন্ধামোদ সুখ সেবা করেন। কৌলবন অমৃতাস্বাদন স্থান॥ ১৮॥

অস্যার্থঃ।

পরিত্যা যা তাপসী মূর্ত্তি শুদেব ভদ্রবনং এব মন্যাত্রাপি' এতদ্দ্বাদশবন মেব প্রধানং তত্র কালিন্দ্যাঃ পশ্চিমেভাগে সপ্তবনং বিদ্যতে॥ ১৩॥ ॥ ১৪॥ ১৫॥ ১৬॥ অন্যদিতি অন্যৎ কদম্ব খণ্ডিকাদি দ্বাত্রিংশদ্বনং পরম কৃষ্ণক্রীড়া রসস্থলং মিত্যর্থঃ॥ ১৭॥ নন্দেতি। নন্দনবনং সুপ্তং

সুখ প্রসাধনং বৎস হরণং শেষ শায়িকং।
শ্যামপূর্য্যং দধিগ্রামং বৃষভানু পুরং তথা ॥১৯॥
সঙ্কেত দ্বিপদঞ্চৈব রাসক্রীড়ন্তু ধূষরং।
কেমুদ্রুমং সরোবীনং নবমং মুকচন্দনং ॥ ২০।
সংখ্যা বনস্য দ্বাত্রিংশ দিত্থং সাধন সিদ্ধিদাঃ।
পূর্ব্বোক্তং দ্বাদশারণ্যং প্রধানং বন মুত্তমং ॥২১॥
তত্রোত্তরে চতুর্থঞ্চ বনঞ্চ সমুদা হৃতং।
নানাবিধ রসক্রীড়া নানা লীলাময়ং স্থলং ॥২২॥

ভাষা।

বন প্রদেশে বৎসহরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুখ সেবায় কাল-কর্ত্তন করেন ॥ ১৯ ॥

সঙ্কেত, দ্বিপদ প্রভৃতি যে আর কতকগুলি বন আছে তাহাতে কৃষ্ণ রাসক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ আমোদ করিতেন॥২০॥

উক্ত দ্বাত্রিংশদ্বন সাধন সিদ্ধিপ্রদ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশবন সর্ব্ববন শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণের প্রিয়তম ॥ ২১ ॥

এই সকল বনের উত্তরে চতুর্থ বন নামে এক বন আছে তাহা সর্ব্ববন শ্রেষ্ঠ ও নানাপ্রকার রসলীলা স্থল ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

শয়নবনং। অমৃতবনং ভোজন স্থলং ॥ ১৮ ॥ সুখেতি সুখকর বৎস-হরণাদিক মিতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥ সঙ্কেতেতি সঙ্কেতবনং রাসক্রীড়া স্থল মিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ সংখ্যেতি। ইত্থং দ্বাত্রিংশদ্বনং তত্র পূর্ব্বোক্তং দ্বাদশ-বনং প্রধানমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ তত্রেতি। দ্বাত্রিংশদ্বনস্যোত্তরে নানা-

দল কেশর বিস্তার রহস্য মীরিতং ক্রমাৎ।
সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং শুচিস্মিতে॥
তৎকর্ণিকা মহদ্ধাম কৃষ্ণস্য স্থান মুত্তমং॥২৩॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
একাদশ পটলঃ।

ভাষা।

পদ্মেরদল কেশর বিস্তার রহস্য ক্রমত তোমার নিকট বলিয়াছি। গোকুল স্থান সহস্রদল কমল, তৎকর্ণিকা অতি প্রধান স্থান ও কৃষ্ণের অতিপ্রিয়॥ ২৩॥

ইতি একাদশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

ক্রীড়াস্থলং চতুর্ব্বনমিতি॥ ২২॥ দলেতি॥ পত্র কেশরাদীনাং রহস্যং ক্রমাৎ কথিতং। সহস্রদলং যৎকমলং তদেব গোকুলমিতি॥ ২৩॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
একাদশ পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণি মণ্ডপ মণ্ডিতে।
দক্ষিণাদি ক্রমাদ্দিক্ষু বিদিক্ষু দল মীরিতং ॥ ১ ॥
যদ্দলং দক্ষিণে প্রোক্তং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং প্রিয়ে
তত্রাবাসং মহাপীঠং নিগমাগম সুন্দরং ॥ ২ ॥
যোগীন্দ্রৈরপিদুষ্প্রাপ্যং সত্যং পুংসা মগোচরং
দলমাদৌ দ্বিতীয়ঞ্চ তদ্রহস্যং দ্বয়ং প্রিয়ে॥৩॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, তদুপরি মণি মণ্ডপ ভূষিত স্বর্ণপীঠে দক্ষিণাদি চতুর্দ্দিকে ও অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে অষ্টদল বিদ্যমান আছে ॥ ১ ॥

হে প্রিয়ে! দক্ষিণদিকে যে দল আছে তাহা অতি গোপনীয়; সেই দলোপরি অতি সুন্দর মহাপীঠ আছে ॥ ২ ॥

ঐ মহাপীঠ যোগিগণেরও দুষ্প্রাপ্য ও সর্ব্ব পুরুষের অগোচর। হে প্রিয়ে! আদ্যদল ও দ্বিতীয়দল উভয়ই অতি গোপনীয় ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। স্বর্ণপীঠে সুবর্ণাসনে মণ্ডিতে শোভিতে। দিক্ষু দক্ষিণাদি চতুর্দ্দিক্ষু বিদিক্ষু অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণেষু ॥ ১ ॥ যদ্দলমিতি। দক্ষিণদিগ্বর্ত্তিদলং অতি গোপনীয়ং ॥ ২ ॥ যোগীতি। প্রথমদলং দ্বিতীয়দলঞ্চ অতি গোপনীয়ং মুনি প্রধানৈ রপি দুষ্প্রাপ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বে-

পূর্ব্বেদলং তৃতীয়ঞ্চ তত্র কেশী নিপাতিতা।
গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থঞ্চ তদ্দলে সদাপুণং সদা॥৪॥
চতুর্থ দল মৈশান্যাং সিদ্ধ পীঠেপ্সিত প্রদং।
কাত্যায়ন্য র্চ্চনাদ্গোপী যত্র লেভে পতিংহরিং॥৫
বস্ত্রালঙ্কার হরণং তদ্দলে সমুদাহৃতং।
উত্তরে পঞ্চমং প্রোক্তং দলংসর্ব্ব দলোত্তমং॥৬॥

ভাষা।

পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি তৃতীয়দলে কেশীনামে অসুর নিপতিত হইয়াছে। এবং গঙ্গাদি নিখিল তীর্থ ঐ দলে বিদ্যমান আছে॥৪॥

ঈশানকোণে যে দল তাহা চতুর্থ, এই দল সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ। গোপীগণ এইদলে কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়া হরিকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিল॥ ৫ ॥

উত্তরে পঞ্চমদল ইহা সর্ব্বদল শ্রেষ্ঠ, এই দলে কৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্রালঙ্কার হরণ করিয়াছেন॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

তৃ। পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি তৃতীয়দলে গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থং সদা বিরাজত ইতিভাবঃ॥৪॥ চতুর্থেতি ঐশান্যাং চতুর্থদলং সিদ্ধক্ষেত্র মভিলষিত প্রদঞ্চেতি। যত্রদলে গোপী কাত্যায়নী মর্চ্চয়িত্বা হরিং পতিং লেভে॥ ৫ ॥ বস্ত্রেতি। চতুর্থদলএব কৃষ্ণঃ গোপীনাং বস্ত্রালঙ্কারাদি জহার। উত্তরে পঞ্চমং দলং সর্ব্বদল শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ॥ ৬ ॥ যত্রেতি যত্র পঞ্চমদলে দ্বাদশাদিত্যা স্থিত-

যত্রৈব দ্বাদশাদিত্যা দলঞ্চ কর্ণিকা সমং ।
বায়ব্যান্তু দলং ষষ্ঠং ভদ্রকালী হ্রদঃ স্মৃতঃ ॥৭॥
দলোত্তমোত্তমং দেবি প্রধানং দল মুচ্যতে ।
সর্ব্বোত্তমং দলশ্রেষ্ঠং পশ্চিমে সপ্তমং দলং ॥৮॥
যজ্ঞ পত্নীগণানাঞ্চ যদীপ্সিত বরপ্রদং ।
অম্বাসুরোপি নির্ব্বাণং লেভে যত্র দলে প্রিয়ে॥৯

ভাষা ।

বায়ুকোণে যে দল তাহা ষষ্ঠ, সর্ব্বদল প্রধান এই দলে দ্বাদশাদিত্য বিদ্যমান আছেন, ইহা কর্ণিকা তুল্য এবং ইহাকে কালীহ্রদ বলে ॥ ৭ ॥

পশ্চিমদিকে যে দল তাহা সপ্তমদল এই দল অতি প্রধান ও সর্ব্বদলোত্তম ॥ ৮ ॥

এই দলে যজ্ঞ পত্নীগণ অভীষ্ট লাভ করিয়াছিল এবং অম্বাসুর মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ ।

ন্তীতিশেষঃ ॥ এতদ্দলং কর্ণিকা তুল্যং ৷ বায়ব্যাং ষষ্ঠদলং তত্র ভদ্রকালী হ্রদঃ ॥ ৭ ॥ দলেতি পশ্চিমে সর্ব্বদলশ্রেষ্ঠং সপ্তমং দলং তিষ্ঠতীশেষঃ। ॥ ৮ ॥ যজ্ঞেতি । তত্র সপ্তমদলে যজ্ঞপত্নীগণা ইপ্সিতং বরং লেভিরে অম্বাসুরোপি নির্ব্বাণ মুক্তিং লেভে ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মেতি নৈর্ঋত্যাং

ব্রহ্মণো মোহনং তত্র দলং ব্রহ্ম হ্রদাবধি।
নৈঋর্তান্তু দলং প্রোক্তমষ্টমং ব্যোমঘাতনং॥১০
শঙ্খচূড়বধ স্তত্র নানাকেলি রসস্থলং।
এতদষ্ট দলং ভদ্রে বৃন্দাবনান্তর স্থিতং॥১১॥
শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং।
অধিষ্ঠাতা তত্র শম্ভু র্লিঙ্গং গোপীশ্বরাভিধং॥১২

ভাষা।

নৈঋর্তদিকে অষ্টমদল আছে ইহা ব্রহ্মমোহনকারী ও ব্রহ্ম হ্রদাবধি বিস্তৃত॥ ১০॥

এই দলে শঙ্খচূড় বধ হইয়াছিল ও নানাপ্রকার রসকেলি সম্পাদিত হইত। বৃন্দাবন মধ্যে এই অষ্টদল বিদ্যমান আছে॥ ১১॥

অতি রমণীয় শ্রীমদ্বৃন্দাবন ধাম যমুনার মধ্যগত। গোপী-শ্বর নামে শিবলিঙ্গ ইহার অধীশ্বর॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

ৎদষ্টমদলং তত্র ব্রহ্মমোহনং ব্রহ্মহ্রদাবধি বিস্তীর্ণ মিত্যর্থঃ॥ ১০॥ শঙ্খেতি। অত্রৈব দলে শঙ্খচূড়াসুরবধঃ। এতদ্দলং বৃন্দাবন মধ্যগতং নানা-রসস্থল মিত্যর্থঃ॥ ১১॥ শ্রীমদিতি। শ্রীমদ্বৃন্দাবন মতি রমণীয়ং তস্যা-ধিষ্ঠাতা শম্ভু র্গোপীশ্বরাখ্য লিঙ্গরূপেণ বিরাজতে॥ ১২॥ তদিতি। এত

তদ্বাহ্যে ষোড়শদলে মাহাত্ম্য ক্রম ঈর্য্যতে।
নৈঋর্ত্যাদি ক্রমাৎপ্রোক্তংপ্রাদক্ষিণ্যং যথাতথা
॥ ১৩ ॥
মহৎপদং মহদ্ধাম প্রধানং ভদ্র ষোড়শ।
প্রথমঞ্চ দলং শ্রেষ্ঠং মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমং॥১৪॥
তদ্দলে মধুবনং প্রোক্তং তত্র প্রাদুরভূদ্ধরিঃ।
আদ্যং কেশর মাপূজ্যং ত্রিগুণাতীত মীশ্বরং॥১৫

ভাষা।

এই অষ্টদলের বহির্ভাগে ষোড়শ দল আছে তাহার মায়া অতি আশ্চর্য্য। নৈঋর্ত্যাদি ক্রমে এই ষোড়শদল আছে ॥ ১৩ ॥

এই ষোড়শদলের প্রথমদল মহৎপদ ও মহদ্ধাম এবং কর্ণিকা সম ॥ ১৪ ॥

এই দলে মধুবন আছে এবং এখানেই হরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আদ্য কেশর সকলের পূজ্য ও ত্রিগুণাতীত ঈশ্বর স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

দষ্টদল বাহ্যে ষোড়শদলস্য মাহাত্ম্যং কথ্যতে। এতৎ ষোড়শদলং নৈঋর্ত্যাদি ক্রমেণ যথাযথং স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ মহদিতি এতৎ ষোড়শদলং মহৎস্থানং প্রধানং। প্রথমং দলং কর্ণিকা তুল্যং ॥ ১৪ ॥ তদিতি। প্রথমদল এব মধুবনং তত্র হরিঃ প্রাদুরভুৎ ॥ ১৫ ॥ চতুর্ভুজ-

চতুর্ভুজং মহাবিষ্ণুং সর্ব্ব কারণ কারণং।
অধিষ্ঠিতং দেব দেবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলোত্তমে ॥১৬॥
যত্র ক্ষেত্রপতি র্দেবো ভূতেশ্বর উমাপতিঃ।
দলং দ্বিতীয় মাখ্যাতং কিঞ্চিল্লীলা রসস্থলং॥১৭
খদিরঞ্চেতি তত্রৈব দলঞ্চ সমুদাহৃতং।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলংপ্রোক্তং মাহাত্ম্যংকর্ণিকা সমং॥১৮

ভাষা।

সর্ব্বপ্রধান দলোত্তমে সর্ব্বকারণ দেব দেব চতুর্ব্বাহু মহাবিষ্ণু অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৬ ॥

যেই ক্ষেত্রের অধিপতি ভূতেশ্বর উমাপতি মহাদেব। বিখ্যাত দ্বিতীয় দল লীলা রসস্থল ॥ ১৭ ॥

এই দলেতে খদিরবনে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ রসকেলি করিতেন। এই দল সর্ব্বপ্রধান ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকা সম ॥১৮॥

অন্বয়ার্থঃ।

[illegible]িতি। সর্ব্বকারণং জগদ্বীজং। অধিষ্ঠিতং আসীনমিত্যর্থঃ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [illegible]মে প্রধানদলে ॥ ১৬ ॥ যত্রেতি। যত্রদলে উমাপতিঃ শিবঃ [illegible]ধীশ্বরঃ লীলারসস্থলং ক্রীড়া কৌতুকাগার মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ খদিরেতি। তত্রৈব দ্বিতীয়দলে খদির বনমাসীদিতিভাবঃ। কর্ণিকা সমং কর্ণিকাতুল্য মাহাত্ম্যং ॥ ১৮ ॥ [illegible]েতি। দ্বিতীয়দলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে

তত্র গোবর্দ্ধন গিরৌ নিত্যং রম্য ফলাদিকং।
দলং তৃতীয়কং ভদ্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমং॥১৯॥
হরি র্যস্য পতিঃ সাক্ষাদ্ গোবর্দ্ধন মহীভৃতঃ।
চতুর্থং দলমাখ্যাতং মহাদ্ভুত রসস্থলং ॥২০॥
কদম্ব ভাণ্ডী তত্রৈব পূর্ণানন্দ রসাশ্রয়ঃ।
স্নিগ্ধং হৃদ্যং প্রিয়ং রম্যং দলঞ্চ সমুদাহৃতং॥২১॥

ভাষা।

এই দলমধ্যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে হরি নিত্য রম্য ফলাদি ভোগ করেন। হে সুন্দরি! তৃতীয়দল সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বো-ত্তম ॥ ১৯ ॥

বিখ্যাত চতুর্থদল রহস্য রসকেলি স্থান। গোবর্দ্ধনধারী হরি যাহার সাক্ষাৎ অধিপতি ॥ ২০ ॥

পঞ্চমদলে কদম্ব ভাণ্ডীর প্রভৃতি পূর্ণানন্দ রসাশ্রয় বিবিধ কৃষ্ণকেলি বন বিদ্যমান আছে; এই স্থান অতি স্নিগ্ধ, মনোহর

অস্যার্থঃ।

বহুতরং রম্যফল মস্তীতি। তৃতীয়ং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং ॥ ১৯ ॥ হরিরিতি। গোবর্দ্ধনধারী হরি র্যস্যাধীশ্বরঃ। চতুর্থদল মাশ্চর্য্য রসস্থানং ॥ ২০ ॥ কদম্বেতি। তত্রৈব চতুর্থদলে কদম্ববনং ভাণ্ডীরবনঞ্চেতি। স্নিগ্ধং সুশী-তলং হৃদ্যং মনোরমং ॥ ২১ ॥ নন্দীশ্বরমিতি। নন্দীশ্বরাভিধ পঞ্চম-

নন্দীশ্বরং দলশ্রেষ্ঠং তত্র নন্দালয়ং প্রিয়ে।
কর্ণিকা সম মাহাত্ম্যং পঞ্চমং দলমুচ্যতে ॥২২॥
তদধিষ্ঠাতৃ গোপালো ধেনুপালন তৎপরঃ।
দলং ষষ্ঠং যদ ক্ষোভং তত্র বৃন্দাবনং স্মৃতং॥২৩
সপ্তমং বহুনা রম্যং দলং রম্যং প্রকীর্ত্তিতং।
দলাষ্টমং তালবনং তত্র ধেনু বধঃ স্মৃতঃ ॥২৪॥

ভাষা।

ও প্রিয়তর; ইহার বিশেষ নাম নন্দীশ্বর দল। এখানে নন্দরাজের ভবন ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকা তুল্য ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

ষষ্ঠদল নির্ভয় স্থান তাহাতে বৃন্দাবন বিদ্যমান আছে; ইহার অধিপতি ধেনুপালন তৎপর গোপালরূপী স্বয়ং হরি॥২৩॥

সপ্তমদল অতি রম্য ও সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিত আছে। অষ্টমদল কৃষ্ণ ক্রীড়া রসস্থান এবং এখানে ধেনু নামক অসুরের বিনাশ হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ

দলে নন্দালয় মাসীদিত্যর্থঃ। অস্যাপি মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমমিতি ॥ ২২
তদিতি। ধেনুপালন তৎপরঃ গোচারণ নিরতঃ। গোপালরূপী হরি
ষষ্টদলস্যাধিপতি রিত্যর্থঃ। অত্রৈব দলে বৃন্দাবন মস্তীতিভাবঃ ॥ ২৩
সপ্তমমিতি। সপ্তমদল মতি মনোহরং। অষ্টমদলে তালবন মাসী

নবমং কুমুদারণ্যং দলং রম্যং শুচিস্মিতে।
কাম্যারণ্যং দলং হৃদ্যং প্রধানং সর্ব্বকারণং॥২৫॥
ব্রহ্মস্থানং দলং তত্র বিষ্ণু বৃন্দ সমন্বিতং।
কৃষ্ণক্রীড়া রসস্থানং দশমং দলমুচ্যতে ॥২৬॥
দলমেকাদশং প্রোক্তং ভক্তানুগ্রহ কারণং।
সেতুবন্ধস্য নির্ম্মাণং নানারত্ন রসস্থলং॥ ২৭ ॥

ভাষা।

নবমদলে কুমুদবন আছে ইহা অতি রমণীয় স্থান এবং এখানেই কাম্যবন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দল অতি মনোহর ও সর্ব্বকারণ ॥ ২৫ ॥

দশমদল ব্রহ্মস্থান এই দলে বিষ্ণু বিবিধরূপে বিরাজ করিতেছেন। এবং ইহাকেই কৃষ্ণ ক্রীড়া রসস্থান বলে ॥ ২৬ ॥

একাদশদল ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছা পূর্ণ করে। এখানে সেতুবন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণ নানারূপ রসকেলি করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

দিতি॥ ২৪ ॥ নবমমিতি। নবমদলে কুমুদবনং কাম্যবনঞ্চেতি। হৃদ্যং মনোহরং। সর্ব্বকারণং সর্ব্বহেতু ভূতমিতি॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মেতি। দশমদলং ব্রহ্মস্থানং অত্রৈব দলে বিষ্ণুঃ বহুবিধং রসক্রীড়াং চকারেতি॥ ২৬ ॥ দলমিতি। একাদশদলে হরির্ভক্ত মনোরথং পুরয়ামাস সেতুবন্ধাদিকং নানারসক্রীড়াং চকারেতি॥ ২৭ ॥ ভাণ্ডীরেতি। যদ্ভাণ্ডীরবনং তদেব

ভাণ্ডীরং দ্বাদশদলং বনং রম্যং মনোহরং।
কৃষ্ণঃ ক্রীড়ারস স্তত্র কুসুমাদি সহায়তঃ ॥২৮॥
ত্রয়োদশ দলং শ্রেষ্ঠং তত্র ভদ্রবনং স্মৃতং।
চতুর্দ্দশ দলং প্রোক্তং সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদং স্থলং॥২৯
শ্রীবনং তত্র রুচিরং সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্য কারণং।
কৃষ্ণলীলাময় দলং শ্রীকান্তি কীর্ত্তিবর্দ্ধনং॥৩০॥

ভাষা।

দ্বাদশদলে ভাণ্ডীর বন আছে,ইহা অতি রমণীয় স্থান, এবং কৃষ্ণ এখানে নানাবিধ কুসুম সহায়ে রসকেলি করেন ॥ ২৮ ॥

ত্রয়োদশদল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে ভদ্রবন আছে। চতুর্দ্দশদল সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া বর্ণিত আছে ॥ ২৯ ॥

পঞ্চদশদলে অতি মনোহর সর্ব্ব সম্পৎপ্রদ শ্রীবন আছে। ইহা কৃষ্ণলীলা রসময় স্থান এবং শ্রী,কান্তি ও কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী ॥

অস্যার্থঃ

দ্বাদশদলং। অত্র কৃষ্ণঃ কুসুমাদি সহায়েন নানারসক্রীড়া মকরো-দিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ত্রয়োদশমিতি। ত্রয়োদশদলং ভদ্রবনং। চতুর্দ্দশদলং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং ॥ ২৯ ॥ শ্রীতি। তত্রৈব চতুর্দ্দশদলে শ্রীবন মতি মনোহরং শ্রীকান্ত্যাদিবর্দ্ধনং। সর্ব্বসম্পৎ প্রদমিতি। ৩০ ॥ দলমিতি।

দলং পঞ্চদশং শ্রেষ্ঠং তত্র নৌহরণং শুভং।
কথিতং ষোড়শদলং মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমং॥৩১
মহাবনং দলং প্রোক্তং তত্রান্তে গুহ্য মুত্তমং।
বাল্যক্রীড়া রসস্তত্র বৎসবালৈঃ সমাবৃতঃ॥৩২॥
পূতনাদি বধ স্তত্র যমলার্জ্জুন ভঞ্জনং।
অধিষ্ঠাতা তত্রবালো গোপালঃপঞ্চমাব্দিকঃ॥৩৩

ভাষা।

এই দলে কৃষ্ণ নৌকাহরণ কেলি করিয়াছেন। ষোড়শদল সর্ব্বপ্রধান ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকা তুল্য॥ ৩০ ॥ ॥ ৩১ ॥

এই দলেতে মহাবন নামে বন আছে, এখানে কৃষ্ণ গুহ্য-ক্রীড়া করিতেন। এবং বৎস বালকগণের সহিত বাল্যক্রীড়া এখানেই হইত॥ ৩২ ॥

গোপাল পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া পূতনা ও যমলার্জ্জুন নামে অসুর বিনাশ করেন॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

পঞ্চদশদলং শ্রেষ্ঠং তত্র পঞ্চদশদলে নৌকাহরণাদি ক্রীড়ারসঃ। ষোড়শদলং কর্ণিকা সম মাহাত্ম্যমিতি॥ ৩১ ॥ মহেতি। অত্র দলে কৃষ্ণঃ বৎসৈ র্ব্বালৈশ্চ মিলিতঃ সন্ অতি গুহ্যং বাল্যক্রীড়া রস মুপাগতঃ ইতিভাবঃ॥ ৩২ ॥ পূতনেতি। অত্রৈব দলে পঞ্চমাব্দিকো বাল গোপালঃ পূতনাবধং যমলার্জ্জুন বধ মকরোদিতি ভাবঃ॥ ৩৩ ॥ নাম্নেতি নাম্না

নাম্নাদামোদরঃ প্রোক্তঃ প্রেমানন্দ রসার্ণবঃ।
প্রসিদ্ধ দলমাখ্যাতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলোত্তমং ॥৩৪॥
কৃষ্ণক্রীড়া রস স্তত্র বিহার দলমুচ্যতে।
সিদ্ধি প্রধান কিঞ্জল্কং বনঞ্চ সমুদাহৃতং ॥৩৫॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বৃন্দাবনস্থ মাহাত্ম্যং রহস্যং বা কিমদ্ভুতং।
রসং প্রেমতথানন্দং সর্ব্বমে কথয় প্রভো ॥৩৬॥

ভাষা।

হরি দামোদর নামে প্রেমানন্দ রসাস্বাদে নিরত ছিলেন। এই বিখ্যাত দল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম ॥ ৩৪ ॥

এইদলে নিয়ত কৃষ্ণ ক্রীড়া হয় এই জন্য ইহাকে বিহারদল বলে। এইদল কেশর সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা রূপে বর্ণিত ॥ ৩৫ ॥

পার্ব্বতী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বৃন্দাবনের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য ও প্রেমানন্দ রস আমার নিকট বাহুল্যরূপে বর্ণন কর ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

দামোদরঃ দামোদরাখ্যঃ প্রেমানন্দরসার্ণবঃ প্রেমানন্দ পূর্ণঃ ॥ ৩৪ ॥ কৃষ্ণেতি। তত্রদলে কৃষ্ণক্রীড়া রসঃ কৃষ্ণঃ ক্রীড়া সুখ মুপভুক্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচেতি। অদ্ভুতং বৃন্দাবন মাহাত্ম্যং প্রেমরস মানন্দ রসঞ্চ মে কথয়েতিভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ যত্রেতি।

যত্র বৃন্দাদি পুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষিতং।
কিং পুনশ্চেতনাযুক্তৈর্বিষ্ণুভক্তিঃকি মুচ্যতে৩৭
কথিতংতে প্রিয়তমং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং প্রিয়ে।
রহস্যানাং রহস্যঞ্চ দুর্ল্লভানাঞ্চ দুর্ল্লভং ॥৩৮॥
ভারতে গোপিতং দেবি কেশপীঠং মনোহরং।
ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিতং স্থানং দেবগন্ধর্ব্ব সেবিতং॥৩৯॥

ভাষা ঃ

যেখানে তরুলতা প্রভৃতি অচেতন পদার্থও প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষণ করে ; সেখানে চেতনাযুক্ত মানবাদির আর কথা কি ? কৃষ্ণ ভক্তির কি অপার মহিমা ॥ ৩৭ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে প্রিয়ে পার্ব্বতি ! তোমার নিকট অতি দুর্ল্লভ রহস্য কথা বলিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

হে দেবি! কেশপীঠ ভারতে অতি গোপনীয় স্থান। ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা ইহা বাঞ্ছা করেন, এবং দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সদা সেবা করে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

যত্র বৃন্দাবনে প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষিতং পাতিতং চেতনাবতাং যা বিষ্ণুভক্তি সা কিমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ কথিতেতি। তে তব প্রিয়তমং গোপনীয়ং দুর্ল্লভং রহস্যং কথিত মিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ভারতেতি। ভারতে ভারতবর্ষে। এতৎ কেশপীঠং বৃন্দাবনং গোপনীয়ং। যৎ পীঠং ব্রহ্মাদয়োপি বাঞ্ছন্তি ॥ ৩৯ ॥

পঞ্চাশন্মাতৃকাযুক্তং নিত্যানন্দময়ং প্রিয়ে।
যত্র কাত্যায়নী মায়া মহামায়া জগন্ময়ী ॥৪০॥
কিমসাধ্যং মহেশানি পূজ্যা তত্র বরাননে।
লতাকন্দং মহেশানি বৃন্দেতি কথিতং প্রিয়ে॥৪১
লতাকন্দং মহেশানি স্বয়ং কাত্যায়নী পরা।
অতএব মহেশানি যোগেন্দ্রৈঃ পরিসংস্তুতং ॥৪২

ভাষা।

এই স্থান পঞ্চাশন্মাতৃকাযুক্ত ও নিত্যানন্দ ধাম। যেখানে মহামায়া জগন্ময়ী কাত্যায়নী বিরাজমানা আছেন ॥ ৪০ ॥

এই কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করিলে কিছুই অসাধ্য থাকে না। হে মহেশ্বরি! বৃন্দা শব্দের অর্থ লতা ও কন্দ ॥৪১ ॥

হে মহেশানি! বৃন্দাবনে কত্যায়নী স্বয়ং লতাকন্দ রূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। অতএব যোগীগণ সদা স্তব করিয়া থাকে॥ ৪২ ।

অন্বার্থঃ।

পঞ্চেতি। অকারাদি পঞ্চশন্মাতৃকাবর্ণ যুক্তং কেশপীঠং নিত্যানন্দময়ং যত্র মহামায়া কাত্যায়নী বিরাজতে॥ ৪০ ॥ কিমিতি। তত্র বৃন্দাবনে কাত্যায়নী পুজ্যাচেৎ ন কিমপ্য সাধ্যং স্যাদিতি। বৃন্দা শব্দেন লতাকন্দ মভিধীয়তে ॥ ৪১ ॥ লতেতি। বৃন্দাবনস্থিতং যং লতাকন্দং তদেব কাত্যায়না অতএব বৃন্দাবনং যোগীন্দ্রৈঃ সেব্যতে ইতি ভাবঃ॥ ৪২ ।

অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈ র্নৃত্য গীতং নিরন্তরং।
শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দ রসাশ্রয়ং ॥৪৩॥
ভূমি চিন্তামণিস্তোয়ং সততং রস পূরিতং ॥৪৪॥
বৃক্ষঃ সুরদ্রুম স্তত্র সুরভী বৃন্দ সেবিতং।
পূর্ণস্তু পরমেশানি পঞ্চাশৎ কলয়াযুতং ॥৪৫॥
আনন্দো যস্তু দেবেশি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী।
যা ভূমিঃ পরমেশানি সাতু পৃথ্বী বরাননে ॥৪৬॥

ভাষা

শ্রীমদ্বৃন্দাবনধামে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ সদা নৃত্য গীত করিয়া থাকে। এখানে প্রেমানন্দ সাক্ষাৎ বিরাজমান আছে। বৃন্দাবন ভূমি চিন্তামণি স্বরূপ, ও জল অমৃত রস পূর্ণ ॥৪৩॥৪৪॥

বৃন্দাবনের বৃক্ষ সকল কল্প বৃক্ষ তুল্য নানারূপ সৌগন্ধ পরিপূর্ণ। এবং বৃন্দাবন স্থান পঞ্চাশৎ কলাযুক্ত ও নিত্যানন্দ ধাম ॥ ৪৫ ॥

হে দেবেশি! প্রকৃতি দেবী বৃন্দাবনের মূর্ত্তিমান আনন্দ; বৃন্দাবন ভূমি স্বয়ং ভূতধাত্রী পৃথিবী ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ।

অপ্সর ইতি। অপ্সরো গন্ধর্ব্বাদিভি র্নৃত্য গীত পূর্ণং বৃন্দাবনং নিত্য সুখাশ্রয় মিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ভূমীতি। ভূমি র্বৃন্দাবন ভূমিশ্চিন্তামণি রভিলষিত ফলপ্রদঃ। তোয়ং জলং রস পূরিতং সর্ব্বরস পূর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ বৃক্ষইতি। বৃক্ষঃ বৃন্দাবন বৃক্ষঃ সুরদ্রুমঃ কল্পবৃক্ষঃ। পঞ্চাশৎ কলয়া পঞ্চাশ ন্মাতৃকা বর্ণরূপয়া ॥ ৪৫ ॥ আনন্দ ইতি। যা পদ্মিনী সা এব আনন্দ ময়ীতি। যা ভূমিঃ সা এব পৃথিবী। বরাননে ইতি পার্ব্বতী সম্বোধনং ॥৪৬॥

তোয়ং রসং বরারোহে স্বয়ং প্রকৃতিরুত্তমা।
দ্রুমস্তু প্রকৃতির্মায়া তরুভিশ্চণ্ডিকা স্বয়ং॥৪৭॥
স্ত্রীলক্ষ্মীঃ পুরুষোবিষ্ণুস্তদ্দশাংশ সমুদ্ভবঃ।
বিষ্ণুস্তু পরমেশানি জ্যেষ্ঠা শক্তি রিতীরিতা॥৪৮
অংশাস্তু পরমেশানি কলা প্রকৃতিরূপিণী।
বয়ঃ কৈশোরকং তত্র নিত্যমানন্দ বিগ্রহং॥৪৯॥

ভাষা।

হে সুন্দরি বৃন্দাবন জল অমৃত স্বরূপ। বৃন্দাবন বৃক্ষ সকল মায়াময় প্রকৃতিরূপা স্বয়ং চণ্ডিকা॥ ৪৭॥

বৃন্দাবন স্ত্রীগণ স্বয়ং লক্ষ্মী। পুরুষগণ সকলই বিষ্ণুর অংশ। এবং ভগবান বিষ্ণু আদ্যাশক্তি॥ ৪৮॥

হে ঈশানি! বিষ্ণুর অংশ হইতে প্রকৃতির উদ্ভব হয়। কৃষ্ণের বাল্য কৈশোর প্রভৃতি বয়স মূর্ত্তিমান আনন্দ স্বরূপ॥ ৪৯॥

অস্যার্থঃ।

তোয়মিতি। যদ্রসং তদেবতোয়ং প্রকৃতিরূপা মায়াময়ী চণ্ডিকা দ্রুমরূপেণাবতীর্ণা॥ ৪৭॥ স্ত্রীতি। বৃন্দাবন স্ত্রিয়ো লক্ষ্মীরূপাঃ। বিষ্ণোরংশাঃ পুরুষাঃ। জ্যেষ্ঠাশক্তি রাদ্যাশক্তি রিত্যর্থঃ॥ ৪৮॥ অংশাইতি। অংশা বিষ্ণোরংশা বাল্যকৈশোরাদিকং যদ্বয় স্তং সকলমেব নিত্যানন্দ বিগ্রহ মিত্যর্থঃ॥ ৪৯॥ গতিরিতি। গতিঃ স্বাভাবিক গমনমেব নাট্যং নৃত্যং কথা আলাপএব গানং। নিরন্তরং সদৈব হাস্য

গতির্নাট্যং কথা গানং স্মিতবক্ত্রং নিরন্তরং।
শুদ্ধসারৈঃ প্রেমপূর্ণং মানবৈ স্তদ্বনাশ্রয়ৈঃ॥৫০॥
পুনর্ব্রহ্ম মুখে মগ্নং স্ফুর ন্মূর্ত্তিত তন্ময়ং।
গত্যাদি স্মিতবক্ত্রান্তং শুদ্ধসত্ত্বাদিকঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বং কুরুতে রূপং সততং কমলেক্ষণে॥৫১॥
যত্তু কোকিল ভৃঙ্গাভ্যাঃ কুজৎ কলং মনোহরং।
কপোত শুক সঙ্গীত মুন্মত্তানি সহস্রকং।
ভুজঙ্গ শক্র নৃত্যাঢ্যং সকান্তামোদ বিভ্রমং॥৫২

ভাষা।

শ্রীকৃষ্ণের গমনে নৃত্য দর্শন হয়, কথা শ্রবণে গান শ্রবণ হইয়া থাকে। তাঁহার বক্ত্র সর্ব্বদাই মধুর হাস্য পূর্ণ। বৃন্দাবন-বাসি মানবগণ তাঁহার বদন সদা প্রেমপূর্ণ অবলোকন করে॥৫০

শ্রীকৃষ্ণের মুখ কমলে সতত পূর্ণব্রহ্মের আভা স্ফুরিত হয়। তাঁহার গতি, কথা ও হাস্যবদন সর্ব্বদা শুদ্ধ সত্ত্বসারময়। তাঁহার রূপ অনুপম॥ ৫১ ॥

কোকিল, ভৃঙ্গ ও শুক প্রভৃতি যে মধুর সঙ্গীত করে তাহারাও কৃষ্ণ মুখ নির্গত বাক্যে উন্মত্ত হয়। এবং ভুজঙ্গ নক্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও কৃষ্ণরূপে মোহিত হয়॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ।

পূর্ণং বদনং মিত্যর্থঃ। তদ্বন বাসিনো মানবাঃ প্রেমপূর্ণাঃ॥ ৫০ ॥ পুনরিতি। স্ফুরন্মূর্ত্তিত তন্ময়ং ব্রহ্মময় মূর্ত্তিঃ প্রকাশিতেত্যর্থঃ। গত্যাদি গমন কথনং স্মিত বক্ত্রং সহাস্যবদনং এতৎ সকলমেব ব্রহ্মণো রূপমিত্যর্থঃ॥৫১॥ যত্ত্বিতি। কূজং পক্ষিনাদঃ কলং অব্যক্ত মধুরং অন্যৎ সুখ দুঃখাদিকঞ্চ

নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্বনং পরিপূরিতং।
সুখং দুঃখং মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী॥৫৩॥
কোকিলাদ্যাশ্চ যা প্রোক্তা মধুনি কুসুমান্তকাঃ।
তাঃ সর্বাঃ পরমেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মণঃ কারণং শিবা ॥৫৪॥
মন্দ মারুত সংযুক্তং বসন্তবাত সংযুতং।
পূর্ণেন্দু নিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দাংশু সেবিতং॥৫৫

ভাষা।

নানাবিধ বর্ণ কুসুম সকল বৃন্দাবন পূর্ণ করিয়াছে। সুখ ও দুঃখ স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ৫৩ ॥

বসন্তকালে কোকিল প্রভৃতি যে মত্ত হইয়া গান করে তাহাও প্রকৃতি। হে মহেশ্বরি! অতএব প্রকৃতি ব্রহ্মেরও কারণ ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দাবনে সদা কাল মন্দ বসন্ত বায়ু বহিতেছে। পূর্ণচন্দ্র সর্ব্বদা উদিত আছেন এবং সূর্য্যদেব মন্দ কিরণে বৃন্দাবন সেবা করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ।

সকলমেব প্রকৃতি রিত্যর্থ ॥ ৫২ ॥ নানেতি। নানাবর্ণৈঃ কুসুমৈ স্তদ্বৃন্দাবনং পূরিত মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ কোকিলা ইতি। কোকিলাদ্যা বৃন্দাবন বিহঙ্গাঃ সমস্তাএব স্বয়ং প্রকৃতি রিত্যর্থং। প্রকৃতে র্জগৎস্বরূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ কারণ মিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ মন্দেতি। ঈষৎ পবন হিল্লোলযুতং বসন্ত বাত পূর্ণং। সদৈব পূর্ণেন্দুরুদেতি সূর্য্যামন্দং যথা তপতি বৃন্দাবন মিত্যর্থঃ॥৫৫॥

অদুঃখং লোক বিচ্ছেদ জরা মরণ বর্জ্জিতং।
অক্রোধং গত মাৎসর্য্য মভিন্নং নিরহঙ্কৃতং॥৫৬
পূর্ণানন্দামৃত রসং পূর্ণ প্রেম সুধার্ণবং।
গুণাতীতং মহদ্ধাম পূরিতং পূর্ণ শক্তিভিঃ।
গুহ্যাদ্‌ গুহ্যতমং গূঢ়ং মধ্য বৃন্দাবনস্থিতং॥৫৭॥
গোবিন্দাঙ্ঘ্রি রজঃ স্পর্শান্নিত্যং বৃন্দাবনং ভুবি।
যস্য স্পর্শন মাত্রেণ পৃথ্বী ধন্যাচ ভারতে॥৫৮॥

ভাষা।

বৃন্দাবনে কাহারও দুঃখ নাই, বিচ্ছেদ নাই এবং জরা মরণ নাই। এবং ক্রোধ নাই মত্ততা নাই, সকলেই অভিন্নহৃদয় ও অহঙ্কার শূন্য॥ ৫৬॥

বৃন্দাবন পূর্ণানন্দ অমৃত রস স্থান ও পূর্ণ প্রেমার্ণব স্বরূপ ত্রিগুণাতীত মহদ্ধাম সর্ব্বশক্তি পূর্ণ। এই স্থান অতি গোপনীয়॥ ৫৭॥

বৃন্দাবন ভূমি শ্রীকৃষ্ণ পদ রজঃস্পর্শে সর্ব্বদা পবিত্র। যাঁহার স্পর্শে পৃথিবী মধ্যে ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে॥ ৫৮॥

অস্যার্থঃ।

বৃন্দাবনে দুঃখং জরামরণাদিকং নাস্তি ক্রোধ মাৎসর্য্যাদিক মপিতথা অভিন্ন মপৃথগ্ভাবঃ নিরহঙ্কৃত মহঙ্কার শূন্যমিত্যর্থঃ॥ ৫৬॥ পূর্ণেতি বৃন্দাবনং পূর্ণানন্দ রসাস্পদং প্রেমামৃত সাগরস্বরূপং সর্ব্ব শক্তিভিঃ পরিপূর্ণমতি গোপনীয় মিত্যর্থঃ॥ ৫৭॥ গোবিন্দেতি যস্য পাদ রজঃস্পর্শাৎ পৃথিবী ধন্যাভবতি তদ্গোবিন্দ পাদরজঃ স্পর্শেনং বৃন্দাবনে সদৈব সম্ভব-

মহাকল্প তরুচ্ছায় গোবিন্দ স্থান মব্যয়ং।
মুক্তি স্তদ্বন সংস্পর্শা মাহাত্ম্যাদ্ধি বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা দেবি হৃদিস্থং কুরু তদ্বনং॥৫৭

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
দ্বাদশ পটলঃ।

ভাষা।

বৃন্দাবন গোবিন্দের বসতি স্থান কল্পদ্রুম চ্ছায়ায় অতি মনোহর। বৃন্দাবন স্পর্শে মুক্তিলাভ হয়, ইহার মাহাত্ম্যে লোক মায়া বিমুক্ত হইয়া থাকে। হে দেবি! এই বৃন্দাবন স্থানকে সদা হৃদয়ে রাখ॥ ৫৭॥

ইতি দ্বাদশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

শীতি ভাবঃ॥ ৫৮॥ মহেতি গোবিন্দ স্থানং বৃন্দাবনং মহাকল্পদ্রুম চ্ছায়া শীতলং। বৃন্দাবন সংস্পর্শাদেব মুক্তির্ভবতি মাহাত্ম্যাদ্বৃন্দাবন মাহাত্ম্যাৎ বিমুচ্যতে মায়াবিচ্ছিন্নোভবতি॥ ৫৭॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
দ্বাদশ পটলঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

যদি বৃন্দাবনং দেব জরা মরণং বর্জ্জিতং।
অদুঃখ শোক বিচ্ছেদমক্রোধং যদি শূলভৃৎ॥১॥
তৎকথং পরমেশান পূতনা নিধনং গতা।
বৃষাসুরশ্চ কেশীচ শঙ্খ দূতাদয়ো পরে॥ ২ ॥
তৎকথং পরমেশান কৃষ্ণঃ ক্রোধ মবাপ্তবান্।
যদ্যেবং পরমেশান সততং ব্রজ মণ্ডলং॥৩॥

ভাষা।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহাদেব! বৃন্দাবন স্থান যদি জরা মরণ বর্জ্জিত হয় ও তথাতে শোক, দুঃখ, বিরহ ও ক্রোধাদি না থাকে। হে পরমেশ্বর! তবে কেন পূতনা বৃষাসুর, কেশী, শঙ্খাসুরাদি দৈত্যগণ বৃন্দাবনে নিধন প্রাপ্ত হইল॥ ১ ॥ ২ ॥

হে ঈশ্বর! ক্রোধহীন বৃন্দাবনে কৃষ্ণের কেন ক্রোধ হইল; ব্রজমণ্ডল ক্রোধ রহিত ও সর্ব্বশক্তিময়॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচেতি। পার্ব্বতী মহাদেবং পৃচ্ছতি। যদি বৃন্দাবনং জরামরণ শোকবিচ্ছেদাদি রহিত মিতি। শূল ভৃদিতি মহাদেব সম্বোধনং॥ ১ ॥ তদিতি॥ হে পরমেশান তৎকথং পূতনা বৃষাসুরাদি নিধনং বৃন্দাবনে সম্ভবতীতি ভাবঃ॥ ২ ॥ তদিতি। কৃষ্ণঃ কথং ব. ক্রোধ পরো ভবতি। এবং উক্তরূপং জরামরণাদি রহিতং॥ ৩ ॥

সর্ব্বা বাধানি নির্ম্মুক্তং সর্ব্ব শক্তিময়ং সদা।
সর্ব্বানন্দময়ং দেব কেশ পীঠং মনোহরং ॥ ৪ ॥
তৎকথং পরমেশান উৎপাতং ব্রজ মণ্ডলে।
গোপীনাং পরমেশান কথং কামোদ্ভবঃপ্রভো।
কৃষ্ণো বা দেবকীপুত্রঃ সদাকাম যুতঃ কথং॥৫॥
যমুনায়া মহাদেব জলঞ্চামৃত পূরিতং।
এতদ্ধি সংশয়ং ছিন্ধি মহাদেব দয়ানিধে ॥৬॥

ভাষা।

হে মহাদেব! কেশ পীঠ ব্রজধাম সর্ব্ব শক্তিযুক্ত সর্ব্বানন্দময় ও মনোহর এখানে কোন রূপ বিঘ্ন সম্ভাবনা নাই ॥ ৪ ॥

হে পরমেশ্বর! তবে বৃন্দাবনে বিবিধ উৎপাত হইল কেন; কেনই বা গোপীদিগের কামোদ্ভব হইয়াছিল। এবং দেবকী পুত্র কৃষ্ণই বা কেন এত কামাতুর হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

এবং যমুনার জল কেন অমৃত পূর্ণ হইয়াছিল হে দয়ানিধে আমার এই সকল সংশয় ছেদ কর ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

সর্ব্বেতি। সকল বিঘ্ন রহিতং সর্ব্ব শক্তিময়ঞ্চ বৃন্দাবন মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ তদিতি। হে পরমেশান শম্ভো কথং ব্রজ মণ্ডলে উৎপাত মমঙ্গলং গোপীনাং কামোদ্ভবশ্চ কথমিতি ভাবঃ কৃষ্ণো বা কামাতুর ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ যমুনেতি। যমুনাজ্জলং কথমমৃত পূর্ণ মিত্যাদি সংশয়ং ছিন্ধি খণ্ডয়। দয়ানিধে ইতি মহাদেব সম্বোধনং ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। হে ভদ্রে!

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

সাধু প্রষ্টং ত্বয়াভদ্রে রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
রহস্যং শৃণু দেবেশি গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং পরং ॥৭॥
কার্য্যঞ্চ কারণং দেবি জাগ্রদাদিষু বর্ত্ততে।
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিঞ্চ তুরীয়ং পরমং পদং ॥৮॥
তুরীয়ং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং মহাবিষ্ণুঃ শুচিস্মিতে।
সদা জ্যোতির্ম্ময়ং শুদ্ধং কার্য্য কারণ বর্জ্জিতং॥৯

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে সুন্দরি! তুমি অতি আশ্চর্য্য রহস্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এই গুহ্যতম বিষয় আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা প্রভেদে জগতের কার্য্য কারণ হইয়া থাকে। উক্ত অবস্থা সকল অচৈতন্যের কার্য্য ॥ ৮ ॥

অচৈতন্য নাশ হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানও হয় হইলেই লোক ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যিনি ঈশ্বর তিনি জ্যোতির্ম্ময় কার্য্য কারণ বর্জ্জিত ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

সাধু শীলে ত্বয়া সাধু প্রষ্টং মহান্ প্রশ্নঃ কৃতঃ। অতি গুপ্ত মদ্ভুত রহস্যং শৃণ্বিত্যর্থং ॥ ৭ ॥ কার্য্যেতি। কার্য্যং অবয়বী ভূতং কারণং হেতুঃ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিষু সদৈব বর্ত্ততে। তুরীয়ং উপস্থিত চৈতন্যস্যাধার ভূত মনুপস্থিত চৈতন্যং ॥ ৮ ॥ তুরীয়মিতি ব্রহ্ম নির্ব্বাণং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারঃ। জ্যোতির্ম্ময়ং যৎ তৎ কার্য্য কারণ বর্জ্জিতং নিত্য মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

নিরীহং নিশ্চলং দেবি সততং বিষ্ণুরূপধৃক।
বসুদেবোঽপি দেবেশি বিষ্ণোরংশাত্মকঃ সদা॥১০
ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদেন পদ্মিনী সঙ্গমাগতঃ।
কৃষ্ণরূপং সমাশ্রিত্য বৃন্দাবন কুটীরকে॥ ১১॥
কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃত্তি বাচকঃ।
তয়োরৈকং যদাযাতি শুদ্ধসত্বাত্মকো হরিঃ॥১২

ভাষা।

হে দেবি! ঈশ্বরের কোন চেষ্টা নাই গতি নাই। বিষ্ণুরূপধারী বসুদেব তনয় সত্বগুণান্বিত সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ত্রিপুরাদেবী প্রসাদে বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ আশ্রয় করিয়া পদ্মিনীর সহিত সঙ্গ করিয়াছেন॥ ১০॥॥ ১১॥

কৃষ্ণ এই শব্দের বর্ণার্থ বলিতেছি। কৃষি শব্দে ভূমি বোধ হয় ও ণকার নিবৃত্তি বাচক এই উভয় যোগে কৃষ্ণ এই শব্দ হইয়াছে॥ ১২॥

অস্যার্থঃ।

নিরীহেতি বিষ্ণুরূপধৃক যদ্ব্রহ্ম তন্নিশ্চলং। বাসুদেবো বিষ্ণোরংশঃ ত্রিপুরা প্রসাদেন কৃষ্ণরূপ মাশ্রিত্য বৃন্দাবন কুটীরে পদ্মিনী সঙ্গং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ॥ ১০॥ ১১॥ কৃষ্ণ শব্দস্যার্থমাহ কৃষিরিতি কৃষিশব্দো ভূবাচকঃ ণকারো নিবৃত্তি বোধক স্তয়োঃ কৃষিণকারয়ো র্যদৈকং কৃষ্ণ ইতি পদং শুদ্ধ তত্বগুণাত্মকঃ॥ ১২॥ তত্রেতি। তত্র কৃষ্ণে ব্রহ্ম শব্দ বাচ্যং

তত্রৈব সহসা দেবি ব্রহ্ম শব্দ ময়ং স্মৃতং।
ব্রহ্ম শব্দস্তু দেবেশি কৃষ্ণঃ সত্ব গুণাশ্রয়ঃ ॥১৩॥
তুরীয়ং যদি দেবেশি প্রকৃত্যা সহ সঙ্গতং।
পুরুষঃ কূট রূপস্তু কার্য্য কারণ বর্জ্জিতঃ ॥১৪॥
তস্মাত্তু পুরুষো বিষ্ণুঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
প্রকৃতিঃ পরমেশানি কার্য্য কারণ বিগ্রহঃ ॥১৫॥

ভাষা।

হে দেবি। এই কৃষ্ণ পদাভিধ ব্যক্তিতেই ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত হয়। অতএব কৃষ্ণই স্বয়ং ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥

হে দেবেশি! যখন ব্রহ্ম প্রকৃতি সহিত যুক্ত হন তখন তাহাকে কূটস্থ কার্য্য কারণ বিহীন পুরুষ বলা যায়। ১৪ ॥

অতএব সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষ বিষ্ণু স্বয়ং প্রকৃতি কার্য্য কারণ রূপ ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

নং তদেব কৃষ্ণঃ ইত্যর্থঃ॥ ১৩ ॥ তুরীয়মি। যদা অন্তর্হিস্থিত চৈতন্য প্রকৃত্যাসহ মিলিতং তদা কার্য্য কারণ বর্জ্জিতঃ কূটস্থঃ পুরুষ উচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ১৪ ॥ তস্মাদিতি। বিষ্ণুর্নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপঃ প্রকৃতিঃ কার্য্য কারণ রূপেতি॥ ১৫ ॥ নেতি। ঈশ্বরঃ স্বয়ং কার্য্য কারণ রহিতঃ

ন কার্য্যং কারণং দেবি ঈশ্বরস্তু কদাচন।
প্রকৃত্যা সহযোগেন কার্য্য কারণ ঈশ্বরঃ ॥১৬॥
দুর্ধ্যেয়া পরমেশানি তব মায়া সনাতনী।
তব কেশোদ্ভবা দেবি নিত্য ব্রজ পুরী সদা॥১৭
যদ্‌যদুক্তং মহেশানি কাম ক্রোধাদিকং প্রিয়ে।
তৎ সর্ব্বং পরমেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী॥১৮॥

ভাষা।

হে দেবি! ঈশ্বর স্বয়ং কখনও কার্য্য কারণ নহেন কিন্তু প্রকৃতির সহযোগে কার্য্য ও কারণ উভয়ই তিনি ॥ ১৬ ॥

হে পরমেশানি! মায়ার মায়া কেহ বুঝিতে পারে না। হে দেবি! ব্রজপুরী তোমার কেশ পীঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

হে প্রিয়ে! বৃন্দাবনে কামক্রোধাদির বিষয় যাহা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা কেবল মায়াময়ী প্রকৃতির কার্য্য॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

কিন্তু প্রকৃত্যা সহযোগেন কার্য্য কারণতা ভাগ্‌ভবতীতি ভাবঃ॥ ১৬ ॥ দুর্ধ্যেয়েতি দুর্ধ্যেয়া দুজ্ঞের্য়া জ্ঞাতুমশক্যেতি যাবৎ। সনাতনা নিত্যা। তবকেশোদ্ভবা বৃন্দাবনপুরী ব্রহ্ম নিকেতন মিত্যর্থঃ॥ ১৭ ॥ যদিতি। বৃন্দাবন বাসিনাং কামক্রোধাদিকং বদ্ যদুক্তং তৎ সর্ব্বং প্রকৃতের্ম্মাহাত্ম্য মিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ বাসুদেবস্তেতি। হে লোলেচপলে। অল্পমেধশি

বাসুদেবস্য যজ্জন্ম শৃণু লোলেঽল্পমেধসি।
তৎ সর্ব্বং পরমেশানি বিদ্যা সিদ্ধেস্তু কারণং॥১৯
যস্য যস্যচ দেবেশি বিদ্যা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্য তস্যচ দেবেশি দেবত্বং পরমেশ্বরি ॥২০॥
ভূলোকে পরমেশানি কেশ পীঠে বরাননে।
কুলাচারস্য সিদ্ধ্যর্থং পদ্মিনী সঙ্গমাগতঃ ॥২১॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ত্রয়োদশ পটলঃ।

ভাষা।

আর বাসুদেব যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কেবল বিদ্যা সিদ্ধিই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ॥ ১৯ ॥

হে দেবি ! যাহার যাহার বিদ্যা সিদ্ধ হইয়াছে তাহারাই দেবত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন ॥ ২০ ॥

হে দেবি ! কেবল কুলাচার সিদ্ধি কামনাতেই বাসুদেব মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া পদ্মিনী সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন।২১।

ইতি ত্রয়োদশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

সম্যগনালোচিতবত্তি। বাসুদেবো বিদ্যাসিদ্ধ্যার্থমেব জন্ম লেভে ইতি ভাবঃ॥ ১৯ ॥ যস্যেতি যো যো বিদ্যাসিদ্ধঃ সএব দেব ইত্যর্থঃ ॥২০॥ নৃলোকে ইতি। নৃলোকে পৃথিব্যাং কেশপীঠে বৃন্দাবনে। কুলাচার সিদ্ধিলাভায়ৈব বাসুদেবঃ পদ্মিনী সঙ্গং গত ইত্যর্থঃ॥ ২১ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
ত্রয়োদশ পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

সহস্র পত্রে পদ্মস্য বৃন্দারণ্যং বরাটকং।
অক্ষয়ং নিত্যমানন্দং গোবিন্দ স্থান মব্যয়ং।
সতীকেশাৎ সমুদ্ভূতং পূর্ণ প্রেম সুখাশ্রয়ং ॥১॥
অন্যান্যেষুচ স্থানেষু বাল্য পৌগণ্ড যৌবনং।
বৃন্দারণ্য বিহারেষু কৃষ্ণ কৈশোর বিগ্রহং ॥২॥
কালিন্দী তরণানন্দি ভঙ্গ সৌরভ মোহিতং।
পদ্মোৎ পলাদ্যৈঃ কুসুমৈ নানাবর্ণ সমুজ্জ্বলং॥৩

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, সহস্রদল পদ্ম মধ্যে বৃন্দাবন অতি প্রসিদ্ধ স্থান। সতীর কেশ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে সর্ব্বদা মূর্ত্তিমান আনন্দ ও পূর্ণ প্রেমরসসুখ বিদ্যমান আছে ॥ ১ ॥

অন্যান্য স্থানে শ্রীহরির বাল্য পৌগণ্ডাদি কাল গত হইয়াছে বৃন্দাবনে হরি কৈশোরাবস্থাতেই বিহার করিয়াছেন ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীতরণে অতি আনন্দ অনুভব করিতেন। যমুনা জল নানা সৌরভে আমোদিত ও পদ্ম উৎপল প্রভৃতি কুসুমে শোভমান ছিল ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। বৃন্দাবনং সহস্রদল পদ্মস্য বরাটকং ধ্বজং। আনন্দং আনন্দময়ং। সতী কেশাৎ পার্ব্বতী চিকুরাৎ সমুদ্ভূত মুৎপন্ন মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ অন্যেতি। বৃন্দাবন ভিন্নে স্থানে কৃষ্ণস্য বাল্যাদিক সময়ঃ বৃন্দাবন বিহারেতু কৈশোর সময়োঽতিবর্ত্ততে ॥ ২ ॥ কালিন্দীতি।

চক্র বাকাদি বিহগৈ র্নানা মঞ্জু কলস্বনৈঃ
শোভমানং জলং রম্যং অতীব সুমনোহরং ॥৪॥
তস্যোভয় তটীরম্যা শুদ্ধ কাঞ্চন নির্ম্মিতা।
গঙ্গা কোটী গুণং পুণ্যং যত্রস্পর্শো বরাটকং॥৫
কর্ণিকা মহিমা কিন্তু যত্র ক্রীড়া রতো হরিঃ।
কালিন্দী কর্ণিকা কৃষ্ণমভিন্নমেক বিগ্রহং।
যোজানীয়াৎ সবৈধন্যো দেবিতে কথিতং ময়া।
॥ ৬ ॥

ভাষা।

চক্র বাকাদি বিহগগণের মঞ্জু কলস্বনে পরিপূর্ণ কালিন্দী জল অতি মনোহর ও সুশোভিত ॥ ৪ ॥

যমুনার উভয় তটস্থ কাঞ্চন নির্ম্মিত, ও তাহার জলস্পর্শ গঙ্গাজল স্পর্শ হইতে কোটীগুণ পুণ্য প্রদ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ ক্রীড়া স্থান যমুনা কর্ণিকা সম মাহাত্ম্যবতী। কালিন্দী কর্ণিকা ও কৃষ্ণ দেহ যে এক বলিয়া জানে সে এই মহীতলে ধন্য এই বাক্য আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

কৃষ্ণবিগ্রহং বিশিনষ্টি। কালিন্দী তরণানন্দি যমুনাপার কৌতুকবং ॥ ৩ ॥ চক্রেতি। কালিন্দী জলং মঞ্জু কলস্বনৈ রব্যক্ত মধুরনদদ্ভিশ্চক্র বাকাদিভি-র্বিহগৈঃ শোভমানা মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ তস্যেতি। উভয় তটী উভয়তীরং। শুদ্ধ কাঞ্চননির্ম্মিতা সুবর্ণ গঠিতা কালিন্দী জলস্পর্শো গঙ্গাজলস্পর্শ কোটি-গুণ সুকৃতি কৃদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ কর্ণিকেতি। যত্র কৃষ্ণং ক্রীড়ারত স্তত্রৈব কর্ণিকা মাহাত্ম্যং। কালিন্দী কর্ণিকয়ো র্মাহাত্ম্যং যো জানীযাৎ স ধন্যঃ ॥

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব রহস্যং বদ শঙ্কর।
কঃ কৃষ্ণঃ পরমেশান কালিন্দীকা বৃষধ্বজ ॥৭॥
কর্ণিকাকা মহেশান বিস্তারাদ্বদ শঙ্কর।
এতত্তত্ত্বং মহাদেব কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৮ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

কালিন্দী কালিকা সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্যানুগ্রহায়বৈ।
কুণ্ডলাকৃতি রূপেণ ব্রজং ব্যাপ্যহি তিষ্ঠতি ॥৯॥

ভাষা।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে দেবদেব! এই রহস্য কথা আমার নিকট বল যে,কেবা কৃষ্ণ এবং কেইবা কালিন্দী॥৭॥

এবং কর্ণিকাকে এই রহস্য কথার যথার্থ আমার নিকট সবিস্তর বর্ণন কর ॥ ৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন স্বয়ং কালিকাদেবী কৃষ্ণানুগ্রহার্থ কালিন্দীরূপ ধারণ করিয়া কুণ্ডলাকারে ব্রজধাম ব্যাপী আছেন ॥ ৯ ॥

॥ ৬ ॥ দেব্যুবাচেতি কৃষ্ণঃ কঃ. কালিন্দী চ কা ইতি রহস্যং বদেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ কর্ণিকা কা হে মহেশান এতত্তত্ত্বং বিস্তরাদ্বাহুল্যেন কথয়েতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। কালিকা কালিকা দেবী আদ্যাশক্তি রিত্যর্থঃ। কুণ্ডলাকৃতি রূপেণ মণ্ডলাকারস্থিত্যা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ ইতি।

কৃষ্ণস্তু পরমেশানি প্রকৃতিঃ পুরুষঃ সদা।
কর্ণিকা জগতাং মাতা মহামায়া জগন্ময়ী।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ কৃষ্ণত্ব মাগতঃ।
তস্মাত্তু কালিকা দেবি কালিন্দী পরমেশ্বরী॥১১
কর্ণিকা কুণ্ডলী নিত্যা কৃষ্ণঃ সত্য ময়ো হরি।
কৃষ্ণ শব্দো মহেশানি নিবৃত্তেঃ সঙ্গ মাত্রতঃ॥
একত্বং জায়তে দেবি তদা কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ॥১২॥

ভাষা।

হে ঈশ্বর! কৃষ্ণ স্বয়ং প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম; জগন্মাতা মহামায়া কর্ণিকা রূপ ধরণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

হে পরমেশ্বরি! এই হেতু বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং কালিকা দেবী কালিন্দীরূপা হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

কর্ণিকা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, কৃষ্ণ সত্য ময়, হে মহেশানি! সংসার সঙ্গ নিবৃত্তি হইয়া যখন ঐক্য বোধ হয় তখন কৃষ্ণ শব্দের ভাবার্থ জানা যায়। ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

হে মহেশানি! কৃষ্ণঃ পুরুষঃ কালিকা প্রকৃতি রিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ অত-এবেতি। অতএব প্রকৃত্যানু রোধ তএব। কালিকা দেবী কালিন্দীরূপ মাস্থায় ব্রজে তিষ্ঠতীতিভাবঃ ॥ ১১ ॥ কর্ণিকেতি কালিকা পদ্ম কর্ণিকা কুণ্ডলী কুলকুণ্ডলিনীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ দেব্যুবাচেতি। গোবিন্দস্য সৌন্দর্য্যং

দেব্যুবাচ।

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যং বয়সাকৃতিঃ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতু মিচ্ছামি কথয়স্ব দয়ানিধে॥১৩
মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জু মন্দার শোভিতে।
যোজনাবৃত তদ্বৃক্ষৈঃ শাখা পল্লব বিস্তৃতৈঃ॥১৪॥
মহৎ পদং মহদ্ধাম মহানন্দ রসাশ্রয়ং।
পুরাণ কুসুমৈ র্গন্ধৈ র্মত্তানি বৃন্দ সেবিতে॥১৫॥

ভাষা।

পুনর্ব্বার দেবি বলিতেছেন, গোবিন্দ রূপের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সৌন্দর্য্য, বয়স ও আকৃতি এই সকল আমার শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে তাহা বল॥ ১৩॥

বৃন্দাবন মধ্যে এক যোজন বিস্তৃত অতি মনোহর মন্দার পাদপ শোভিত স্থান আছে॥ ১৪॥

ঐ স্থানে মুক্তিপদ লাভ হয় এবং ঐ মহদ্ধাম সর্ব্বানন্দ রসের একাধার, বিবিধ সুগন্ধি কুসুম শোভিত পারিজাত বৃক্ষ শ্রেণী বিশিষ্ট॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ।

বয়ঃ আকৃতিঞ্চ শ্রোতু মিচ্ছামি তদ্বাহুল্যেন বদেত্যর্থঃ॥ ১৩॥ মধ্য ইতি। মঞ্জুমন্দার শোভিতে মনোহর কল্পদ্রুম ভূষিতে। তদ্বৃক্ষৈঃ কল্পবৃক্ষৈরিত্যর্থঃ॥ ১৪॥ মহদিতি। মহৎপদং শুদ্ধস্থানং মহানন্দ রসাশ্রয়ং নিত্যানন্দময় মিত্যর্থঃ॥ ১৫॥ তত্রেতি। তত্রবৃন্দাবনে

তত্রাধঃস্থে সিদ্ধপীঠে সতী কেশ বিনির্ম্মিতে।
সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতি মৃগ্যং নিরন্তরং ॥১৬॥
তত্র শুদ্ধং হেম পীঠং মণি মণ্ডিত মণ্ডপং।
তন্মধ্যে মঞ্জু রত্নঞ্চ যোগ পীঠং সমুজ্জ্বলং ॥১৭॥
তদষ্টকোণ নির্ম্মাণং নানা দীপ্তি মনোহরং।
তত্রোপরিচ মাণিক্য স্বর্ণ সিংহাসন স্থিতং॥১৮॥

ভাষা।

তাহার অধোদেশে সতীকেশ বিনির্ম্মিত সিদ্ধ পীঠ আছে, তাহা সপ্ত আবরণে আবৃত। ঐ স্থান বেদেরও অনু সন্ধানীয় ॥ ১৬ ॥

তদুপরি বিশুদ্ধ স্বর্ণ পীঠ ও মণিভূষিত মণ্ডপ আছে, তন্মধ্যে রত্ন নির্ম্মিত অতি সমুজ্জ্বল মনোহর যোগ পীঠ আছে ॥ ১৭ ॥

ঐ যোগ পীঠ অষ্টকোণ বিশিষ্ট নানা উজ্জ্বল পদার্থে দীপ্যমান। তদুপরি মাণিক্য সিংহাসন ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

অধঃস্থে অধোদেশে পার্ব্বতী কেশ রচিতে সিদ্ধ ক্ষেত্রে। শ্রুতি মৃগ্যং বেদবিবেচিতং ॥ ১৬ ॥ তত্রেতি। তত্র সিদ্ধ পীঠে। মণিভূষিত মণ্ডপমস্তি তত্র হেম পীঠং স্বর্ণাসনং। তন্মধ্যে হেম পীঠোপরি যোগপীঠং যোগাসনমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ তদিতি। তদ্ যোগাসনং অষ্টকোণ নির্ম্মাণং অষ্টকোণ বিশিষ্টং। তত্রোপরি যোগাসনোপরি ॥ ১৮ ॥ গোবিন্দেতি।

গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে।
শ্রীগোবিন্দং তত্র সংস্থং বল্লরীবৃন্দ সেবিতং॥১৯॥
দিব্য ব্রজ বয়োরূপং বল্লরী প্রিয় বল্লভং।
ব্রজেন্দ্র নিয়তৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈক বল্লভং॥২০॥
যৌবনে ভিন্ন কৈশোরং সুবেশাকৃতি বিগ্রহং।
শান্তানন্দং পরং জ্যোতির্দলিতাঞ্জন চিক্কণং॥২১

ভাষা।

এই স্থান গোবিন্দের অতিশয় প্রিয়তর সুতরাং ঐ স্থানের মহিমা আর কি বর্ণন করিব। ঐ স্থানে গোবিন্দ লতাবৃন্দে পরিসেবিত হইয়া সদা বিরাজ করেন ॥ ১৯ ॥

ঐ গোবিন্দ, দিব্য ব্রজ বয়োরূপধারী বৃন্দাবনের মহৈশ্বর্য্য ও ব্রজ বালকগণের অতি প্রিয় ॥ ২০ ॥

ঐ মূর্ত্তির যৌবন সময়ে ও কৈশোর রূপ প্রকাশিত থাকে। উহা অতি সুন্দর শরীরধারী, শান্ত, মূর্ত্তিমান আনন্দ স্বরূপ, ও দলিত অঞ্জনের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

গোবিন্দ প্রিয়স্থানস্য মহিমা মাহাত্ম্যং কিমুচ্যতে। বল্লরীবৃন্দ সেবিতং বিবিধলতাকন্দ শোভিতং ॥ ১৯ ॥ দিব্যেতি। দিব্যরূপেণ বয়সাচ মনোহর মিত্যর্থঃ। ব্রজবালৈক বল্লভং ব্রজবালক প্রিয়ং ॥ ২০ ॥ যৌবন ইতি। যৌবন সময়েপি কৈশোররূপমাবিষ্কৃত মিত্যর্থঃ। দলিতাঞ্জন চিক্কণং দলিত কজ্জলবৎ সমুজ্জ্বল মিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ অনাদিমিতি।

অনাদিমাদি প্রাণেশং নন্দ গোপ প্রিয়াত্মজং।
স্মৃতি মগ্র্যমজং নিত্যং গোপীকুল মনোহরং॥২২
পরং ধাম পরং রূপং দ্বিভুজং গোপীকেশ্বরং।
বৃন্দাবনেশ্বরং ধ্যায়েৎ নির্গুণস্যৈককারণং॥২৩॥
নবীন নীরদ শ্রেণী সুস্নিগ্ধং মঞ্জু মঞ্জুলং।
ফুল্লেন্দীবর সৎকান্তি সুখস্পর্শং সুখাশ্রয়ং॥২৪॥
দলিতাঞ্জন পুঞ্জাভ চিক্কণং শ্যাম মোহনং।
সুস্নিগ্ধ নীল কুটিলাশেষ সৌরভ কুণ্ডলং॥২৫॥

ভাষা।

অনাদি জগদাদি প্রাণেশ্বর গোবিন্দ নন্দ রাজার অতি প্রিয় পুত্র গোপীজনের কুল মনোহারী॥ ২২॥

পরমধাম দ্বিভুজ গোপীকেশ্বর ত্রিগুণাতীত বৃন্দাবনেশ্বর॥ ২৩॥

নবীন নীরদ শ্রেণীর ন্যায় অতি মনোহর সুস্নিগ্ধ প্রফুল্ল কমলের ন্যায় মুখ কমল, শরীর স্পর্শ অতি সুখ কর॥ ২৪॥

শ্যামের মোহন মূর্ত্তি দলিত অঞ্জনের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ এবং নীল বক্র কুন্তলে অতি শোভমান॥ ২৫॥

অস্যার্থঃ।

আদি রহিতং সর্ব্বাদ্যং প্রাণেশং পরমাত্মানং॥ ২২॥ পরমিতি। পরধাম ব্রহ্মরূপং ত্রিগুণস্যৈক কারণং সত্ত্বরজস্তমো গুণাতীতং॥ ২৩॥ নবীনেতি। নবীন জলধর শ্যামং প্রফুল্ল পদ্মবৎ কান্তিযুতং সুখস্পর্শং কোমলাঙ্গং সুখাশ্রয়ং। সর্ব্বসুখনিকেতনমিত্যর্থঃ॥ ২৪॥ দলিতেতি। [দলিতা]ঞ্জন পুঞ্জবৎ শ্যাম কলেবর মিত্যর্থঃ। কুটিলালক শোভিত কুণ্ডলে[ন] নাতি মনোহরং॥ ২৫॥ তদিতি কুণ্ডলস্যোর্দ্ধে দক্ষিণভাগেবক্রীকৃত

তদূর্দ্ধ দক্ষিণে ভাগে তির্য্যক্ চূড়া মনোহরা।
নানারত্নোজ্জ্বলং রাজচ্ছিখণ্ডদল মণ্ডিতং॥২৬॥
ময়ূর পুচ্ছ গুচ্ছাঢ্যং চূড়া চারু বিভূষিতং।
ক্বচিদ্বর্হ দল শ্রেণী মনোজ্ঞ মুকুটান্বিতং॥২৭॥
নানাভরণ মাণিক্য কিরীট ভূষিতং কটিং।
লোলালকাবৃতং রাজৎ কোটীন্দু সদৃশাননং।
॥ ২৮ ॥

ভাষা।

মস্তকোপরি দক্ষিণভাগে মনোহর চূড়া বক্রভাবে রহিয়াছে। ঐ চারু চূড়া নানা রত্নে সমুজ্জ্বল ও শিখণ্ডি পুচ্ছে ভূষিত॥ ২৬॥

কখন বা ময়ূর পুচ্ছ শোভিত চূড়াধারী, কখনও বর্হিপুচ্ছ ভূষিত মুকুটধারী॥ ২৭॥

ঐ কিরীট নানাবিধ মাণিক্য সজ্জিত; চঞ্চল অলকাবৃত মুখ, কোটি শশী সদৃশ॥ ২৮॥

অস্যার্থঃ।

চূড়া বিশ্রুতে ইতিশেষঃ। নানারত্নেন সমুজ্জ্বলং শিখিপুচ্ছ শোভিতঞ্চেত্যর্থঃ॥ ২৬॥ মঞ্জীরেতি। মঞ্জীরং নূপুরং। কচিন্ময়ূর পুচ্ছান্বিত মনোহর মুকুট শোভিতং॥ ২৭॥ নানেতি কটিদেশস্থ নানাভরণস্থিত মাণিক্যেন ভূষিতমিতি। চঞ্চলালক শোভিত বদনমিত্যর্থঃ॥ ২৮॥ কস্তূরীতি মৃগনাভিকৃত নাসারাগং। গোরোচনা লিপ্ত

কস্তূরী তিলকং ভ্রাজন্মঞ্জু গোরোচনাচিতং।
নীলেন্দীবর সুস্নিগ্ধ সুদীর্ঘ দল লোচনং ॥ ২৯॥
উন্নত ভ্রূলতাশেষ স্মিতসাচী নিরীক্ষণং।
সুচারূন্নত সৌন্দর্য্য নানারূপ নিরূপণং।
নাসাগ্র গজমুক্তাংশু মুগ্ধীকৃত জগতত্রয়ং॥৩০।
সিন্দূরারুণ সুস্নিগ্ধ ওষ্ঠাধর মনোহরং।
নানারত্নোল্লসৎস্বর্ণ মকরাকৃতি কুণ্ডলং ॥ ৩১।

ভাষা।

ললাটে কস্তূরীতিলক, সর্ব্বাঙ্গ গোরোচনালিপ্ত। সুস্নিগ্ধ নীলেন্দীবর সদৃশ সুদীর্ঘ নয়ন। ২৯ ॥

ঈষদ্বক্র উন্নত ভ্রূযুগল, কিবা ভঙ্গিপূর্ণ দৃষ্টি, দেহ সৌন্দর্য্য বচনাতীত। নাসাগ্রস্থিত গজমুক্তা ত্রিজগৎ স্নিগ্ধ করিয়াছে ॥৩০॥

মনোহর ওষ্ঠাধর বিশুদ্ধ সিন্দূরের ন্যায় অরুণ বর্ণ। কর্ণ যুগলে নানারত্ন খচিত মকরাকৃতি সুবর্ণ কুণ্ডল। ৩১ ॥

অস্যার্থঃ।

বিগ্রহ মিত্যর্থঃ। নীলেন্দীবরবৎ সুস্নিগ্ধায়ত নয়নং ॥ ২৯ ॥ উন্নতেতি। উন্নত ভ্রূলতয়াতির্য্যগ্বীক্ষণং। নানারূপ নিরূপণং বিবিধরূপ ধারিণং। নাসাগ্রস্থয়া গজমুক্তয়া ত্রিভুবনং সুস্নিগ্ধীকৃত মিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ সিন্দূরেতি। ওষ্ঠাধরং সিন্দূরবদতি লোহিতং। নানারত্নেন উল্লসৎস্বর্ণ নির্ম্মিত মকরাকার কুণ্ডল যুত মিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ কর্ণেতি। কর্ণস্থিত উৎপল

কর্ণোৎপল সুমন্দার কুসুমোত্তম ভূষিতং।
ত্রৈলোক্যাদ্ভুতসৌন্দর্য্যংতির্য্যগ্‌গ্রীবা মনোহরং
॥ ৩২ ॥
প্রস্ফুরন্মঞ্জুমাণিক্য কম্বুকণ্ঠ বিভূষিতং।
শ্রীবৎস কৌস্তুভোরস্কংমুক্তাহারলসৎশ্রিয়ং।
॥ ৩৩ ॥

ভাষা।

এবং কুসুমশ্রেষ্ঠ পারিজাত কর্ণোৎপলরূপে শোভমান হইতেছে। ত্রিভূবনে এরূপ সৌন্দর্য্য অসম্ভব; বক্র গ্রীবায় অতি মনোহর শোভা হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

গলদেশে মাণিক্য দীপ্তি পাইতেছে এবং রেখাত্রয় অতি মনোহর। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তুভ মণি শোভিত হইতেছে এবং লম্বমান মুক্তাদাম শোভা পাইতেছে ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

মন্দারাভ্যামতি ভূষিত মিত্যর্থঃ। ত্রিভূবনে ঈদৃশাদ্ভুত সৌন্দর্য্য মন্যৎ নাস্তীতিভাবঃ। তির্য্যক্‌গ্রীবয়া অতি মনোরমং ॥ ৩২ ॥ প্রেতি উজ্জ্বলমনোহর মাণিক্য শোভিত ত্রিরেখান্বিত কণ্ঠং। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নং কৌস্তুভ মণিশ্চাস্তীতি ॥ ৩৩ ॥ কদম্বেতি। সুমনঃ কুসুমং! কদম্বাদিভিঃ পুষ্পৈর্ভূষিত মিতি যাবৎ। করে কঙ্কন কেয়ূরং কট্যাং

কদম্ব মঞ্জু মন্দার সুমনোদার ভূষিতং।
করে কঙ্কন কেয়ূর কিঙ্কিনী কটি শোভিতং॥৩৪॥
মঞ্জু মঞ্জীর সৌন্দর্য্য শ্রীমদঙ্ঘ্রি বিরাজিতং।
কর্পূরাগুরু কস্তূরী বিলসৎ চন্দনাঙ্কিতং॥৩৫॥
গোরোচনাদি সংমিশ্র দিব্যাঙ্গ রাগ চিত্রিতং।
গম্ভীর নাভী কমলং লোমরাজিলতাস্রজং॥৩৬॥

ভাষা।

কদম্ব মন্দার প্রভৃতি মনোহর কুসুম সকল সর্ব্বাঙ্গে বিন্যস্ত রহিয়াছে। হস্তদ্বয় কেয়ূর ও কঙ্কন ভূষিত, কটিদেশে কিঙ্কিনী যুক্ত কাঞ্চীগুণ ॥ ৩৪ ॥

মনোহর নূপুর সৌন্দর্য্যে পাদদ্বয় শোভিত হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গে কর্পূর, অগুরু, চন্দন ও কস্তূরী প্রলেপন ॥ ৩৫ ॥

গোরোচনা মিশ্রিত বিবিধ রঞ্জনদ্রব্যে অঙ্গ চিত্রিত। গম্ভীর নাভিদেশ; তথা হইতে মালার ন্যায় লোমরাজী উত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

কিঙ্কিনী ভূষণ মিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ মঞ্জু ইতি মনোহর নূপুরেণ শোভিত চরণং কর্পূরাদি রাগলিপ্তগাত্র মিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ গোরোচনেতি। গোরোচনয়া কৃতদিব্যাঙ্গ রাগং। গম্ভীরং নিম্নং লোমশ্রেণী লতয়াধৃত মালঃ ॥ ৩৬ ॥ সুবৃত্তেতি। জানুদ্বয়ং সুবলিতং। পাদপদ্মং পদ্ম

সুবৃত্ত জানু যুগলং পাদ পদ্ম মনোহরং।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজ করাঙ্ঘ্রি তল শোভিতং ৩৭
নখেন্দু কিরণ শ্রেণী পূর্ণ ব্রহ্মৈক কারণং।
যোগীন্দ্রৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ তদেবাকৃতি চিন্ত্যতে
॥ ৩৮ ॥
ত্রিভঙ্গ ললিতাশেষ লাবণ্য সারনির্ম্মিতং।
তির্য্যগ্ গ্রীব জিতানন্ত কোটি কন্দর্প সুন্দরং ৩৯

ভাষা

জানু যুগল সুবলিত, বৃত্তবৎ ও পাদপদ্ম অতি মনোহর তাহাতে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন আছে॥ ৩৭॥

নখ চন্দ্রের কিরণ রাজীতে বোধ হয় এই দেহ পূর্ণ ব্রহ্মেরও কারণ। এই আকৃতি যোগীন্দ্র দেবেন্দ্রগণ সদা চিন্তা করেন॥৩৮॥

ত্রিভঙ্গ দেহ যেন জগতের লাবণ্যসারে নির্ম্মিত। এবং বক্র গ্রীবাদেশের শোভা কোটি কন্দর্প শোভাকে জয় করিয়াছে॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ।

বজ্রাদি চিহ্নযুত মিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥ নখেতি। নখেন্দু কিরণ শ্রেণ্যা-পূর্ণ ব্রহ্মাহয়মিতি প্রতীয়তে॥ ৩৮॥ ত্রিভঙ্গেতি। ত্রিভঙ্গাকারেণ নিখিল লাবণ্য নির্ম্মিতমিতি জ্ঞায়তে। সৌন্দর্য্যেণ কোটি কন্দর্প জিত মিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥ বামেতি। বামগণ্ডার্পিত স্ফুরৎস্বর্ণ কুণ্ডলং। অপা-

বামাং শার্পিত সদগণ্ডস্ফুরৎ কাঞ্চন কুণ্ডলং।
অপাঙ্গেনতু সস্মের কোটি মন্মথ মন্মথং ॥৪০॥
কুঞ্চিতাধর বিন্যস্ত বংশী মঞ্জু কলস্বনৈঃ।
জগত্রয়ং মোহয়ন্তং মগ্নং প্রেম সুখার্ণবে॥ ৪১॥

দেব্যুবাচ।

দেব দেব মহাদেব সংসারার্ণব তারক।
ধ্যানং পরম গোপ্যং হি বিষ্ণোরমিত তেজসঃ।
॥ ৪২ ॥

ভাষা।

বাম গণ্ডস্থলে কাঞ্চন কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। অপাঙ্গ বীক্ষণে কোটি কোটি কামদেবেরও মনোলোভ হয়॥ ৪০॥

কুঞ্চিত অধরে মনোহর বংশী রহিয়াছে; তাহার মধুর কলস্বনে ত্রিজগৎ মোহিত হইয়া সুখার্ণবে মগ্ন হয়॥ ৪১॥

দেবি বলিতেছেন, হে সংসারার্ণব তারক দেবাদিদেব মহাদেব! অমিততেজা বিষ্ণুর ধ্যান অতি গোপনীয়॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ

ঙ্গেন নেত্রপ্রান্তবীক্ষণেন। কোটি মন্মথ মন্মথং কোটি কন্দর্পাদতি সুন্দরং॥ ৪০॥ কুঞ্চিতেতি। অধর বিন্যস্ত বংশীবাদনৈঃ সুখার্ণবে মগ্নং ত্রিভুবনং মোহয়ন্তমিত্যর্থঃ॥ ৪১॥ দেব্যুবাচেতি। গোপ্যং গোপনীয়ং। অমিত তেজসঃ অসীম মাহাত্ম্যস্য॥ ৪২॥ এতদিতি এতং সর্ব্বং

এতৎ সর্ব্বং মহাদেব বিস্তারাদ্বদ শঙ্কর।
কৃপয়া কথয়েশান কুলাচারস্য সাধনং ॥৪৩॥

ঈশ্বর উবাচ।

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে বাসুদেবস্য নির্ণয়ং।
সাঙ্গোপাঙ্গেন সহিতং নিগদামি শৃণু প্রিয়ে॥৪৪
ত্বাং বিনা পরমেশানি জগচ্ছ্রজ ময়ং যথা।
তথৈব পরমেশানি কৃষ্ণস্য বর বর্ণিনি।
কুলাচার নিমিত্তং হি এতৎ সর্ব্বং বরাননে॥৪৫॥
ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে চতুর্দ্দশ পটলঃ

ভাষা।

হে মহাদেব! এই সকল আমার নিকট বিস্তার রূপ বল এবং কৃপা করিয়া কুলাচার সাধন আমাকে জানাও ॥ ৪৩ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে সুন্দরি! সাঙ্গোপাঙ্গ বাসুদেব নির্ণয়, আমি তোমার নিকট সমস্ত বলিব তুমি শ্রবণ কর ॥৪৪॥

হে সুন্দরি! যেমন মায়াময়ী তুমি বিনা এই জগৎ সংসার মালাবৎ নিশ্চেষ্ট, তেমন কৃষ্ণের কুলাচার ব্যতিরেকে জগতে সকলই নিষ্ফল ॥ ৪৫ ॥ ইতি চতুর্দ্দশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

ধ্যানং কুলাচার সাধনঞ্চেতি ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। প্রৌঢ়ে প্রাজ্ঞে সাঙ্গোপাঙ্গেন সহিতং সকলাবয়বান্বিতং ॥ ৪৪ ॥ ত্বামিতি। স্রজময়ং মালাবৎ। কুলাচার নিমিত্তং কৃষ্ণস্যেতদিতি॥ ৪৫ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে চতুর্দ্দশ পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

ধ্যান তত্ত্বং মহেশানি সাবধানাবধারয়।
শরীরং হি বিনা দেবি নহি ধ্যানং প্রজায়তে॥১॥
শরীরং প্রকৃতে রূপং পূর্ণ ব্রহ্মৈক কারণং।
বৃন্দালতা সমাখ্যাতা তবকেশ সমুদ্ভবা ॥২॥
মন্দারং পরমেশানি কল্প বৃক্ষং মনোহরং।
সুরভিঃ প্রকৃতির্যাত্ত কল্প বৃক্ষময়ং প্রিয়ে ॥৩॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! আমি ধ্যান তত্ত্ব বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর। শরীর ব্যতিরেকে ধ্যান হইতে পারে না॥ ১ ॥

শরীর প্রকৃতির রূপ, পূর্ণ ব্রহ্মের প্রধান কারণ। তোমার কেশেই প্রসিদ্ধ বৃন্দালতার উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ২ ॥

মন্দার মনোহর কল্পবৃক্ষ। কল্পবৃক্ষময় যে সুরভি তাহা প্রকৃতি স্বরূপ ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। ধ্যান তত্ত্বং ধ্যান যাথার্থ্যং। শরীরং বিনা ধ্যানং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ॥ ১ ॥ শরীরমিতি। ব্রহ্মময়স্য প্রকৃতিরূপমেব শরীর মিত্যর্থঃ॥ ২ ॥ মন্দারমিতি। কল্প বৃক্ষং মন্দার শব্দ বাচ্যং। সুরভিঃ সুগন্ধঃ ॥ ৩ ॥ তত্রেতি। বৃন্দাবন শাখাপল্লবাদি

তত্র শাখাপল্লবানি মাতৃকাদ্যক্ষরাণি চ।
তত্র মত্তানি পুঞ্জানি প্রকৃতিং বিদ্ধি সুন্দরি॥৪॥
সিদ্ধ পীঠং বরারোহে সর্ব্বশক্তিময়ং সদা।
সপ্তাবরণকং তত্তু সাক্ষাৎ প্রকৃতি মুত্তমাং ॥৫॥
যোগ পীঠং মহেশানি উজ্জ্বলং বা বরাননে।
যদুক্ত মষ্টকোণঞ্চ যোনি রূপা সনাতনী॥ ৬ ॥

ভাষা।

মাতৃকার অক্ষর সকল তাহার শাখা পল্লব। হে সুন্দরি! এই সকলই প্রকৃতি॥ ৪ ॥

হে দেবি! সর্ব্ব শক্তিময় যে সিদ্ধপীঠ তাহা সপ্তাবরণ সংযুক্ত স্বয়ং প্রকৃতি॥ ৫ ॥

হে মহেশানি! যোগ পীঠ অতি সমুজ্জ্বল। পূর্ব্বে যে অষ্টকোণ যোগপীঠ বলিয়াছি, তাহা নিত্য যোনি রূপ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

মাতৃকা বর্ণানীত্যর্থঃ॥ বিদ্ধি জানীহি॥ ৪ ॥ সিদ্ধেতি। সিদ্ধ পীঠং সিদ্ধক্ষেত্রং সর্ব্বশক্তিময়ং সর্ব্বশক্ত্যাত্মকমিত্যর্থঃ। সপ্তাবরণকং সপ্তাচ্ছাদন পরিবৃতং॥ ৫ ॥ যোগেতি। যোগপীঠং যোগাসনং। উজ্জ্বলং তেজস্বি। সাক্ষাৎ প্রকৃতিং স্বয়ং প্রকৃতি রূপ মিত্যর্থঃ॥ ৬ ॥

মাণিক্য রচিতং দেবি সিংহাসন মনুত্তমং।
দলমষ্টং মহেশানি তবৈব অষ্ট নায়িকা॥ ৭॥
গোবিন্দস্য প্রিয়ং যত্তু সুখ মত্যন্ত মদ্ভুতং।
প্রিয়ং প্রীতির্ম্মহেশানি সততং শক্তি রূপিণী॥৮
বল্লরী গোপিকা বৃন্দং কৃষ্ণ কার্য্যকরী সদা।
কলারূপা মহেশানি গোপিকা শক্তি রূপিণী॥৯॥

ভাষা।

হে দেবি! অতি উত্তম সিংহাসন, মাণিক্য রচিত; তাহার যে অষ্টদল আছে তাহা তোমার অষ্ট নায়িকা॥ ৭॥

গোবিন্দের প্রিয় যে সুখ তাহা অতি অদ্ভুত। হে মহেশানি শক্তিরূপিণী প্রকৃতিতে গোবিন্দের সমধিক প্রীতি আছে। ৮॥

বল্লরীবৃন্দ সদা কৃষ্ণের কার্য্য সাধনী শক্তি রূপিণী, গোপিকাগণ প্রকৃতির অংশ॥ ৯॥

অস্যার্থঃ

মাণিক্যেতি। মাণিক্য রচিত সিংহাসনে যদষ্টকোণং দলং সৈবাষ্ট নায়িকঃ শক্তিঃ সহচারিণী॥ ৭॥ গোবিন্দস্যেতি। গোবিন্দস্য যৎপ্রিয়ঃ প্রীতি ভাজনং প্রীতিঃ সন্তোষঃ সকলমেব শক্তিরিত্যর্থঃ। ৮॥ বল্লরীতি বৃন্দা গোপীগণোপি কৃষ্ণ কার্য্যং সাধয়তীত্যর্থঃ। শক্তিঃ কলারূপেণ গোপিকা রূপা॥ ৯॥ বয় ইতি। কৃষ্ণস্য বয়োলাবণ্যা

বয়োলাবণ্য রূপঞ্চ সর্ব্বং প্রকৃতি রুচ্যতে।
বাল পৌগণ্ড কৈশোরং সর্ব্বং প্রকৃতি ময়ংস্মৃতং।
॥ ১০ ॥

এতত্তু পরমেশানি স্বয়ং শক্তি রভূৎ প্রিয়ে।
যদুক্তং পরমেশানি দলিতাঞ্জন চিক্কণং ॥ ১১ ॥
মহাকালী মহামায়া স্বয়ং বর্ণ স্বরূপিণী।
অনাদি প্রকৃতিং বিদ্ধি আদিশ্চ প্রকৃতিঃ স্বয়ং।
॥ ১২ ॥

ভাষা।

গোবিন্দের বয়োলাবণ্য প্রভৃতি সকলই প্রকৃতি, এবং বাল পৌগণ্ড প্রভৃতি অবস্থাও, প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥

হে প্রিয়ে! এই সকলই স্বয়ং শক্তি স্বরূপ। হে পরমেশানি! দলিতাঞ্জন চিক্কণ যে কৃষ্ণের রূপ বলিয়াছি, তাহা বর্ণ রূপিণী মহামায়া মহাকালী। এবং আদি ও অনাদি সকলই প্রকৃতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

দিকং বাল্য পৌগণ্ডাদিকং সর্ব্বমেব প্রকৃতিম্বিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ এতদিতি। এতদ্বয়োরূপাদিকং শক্তিরূপ মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ মহেতি। স্বয়ং মহাকালী এব গোবিন্দস্য শরীরং বর্ণঞ্চ অতএব দলিতাঞ্জন চিক্কণং গোবিন্দ শরীরমিতি ॥ ১২ ॥ নন্দেতি। কৃষ্ণঃ সদৈব নন্দ গোপপ্রিয়ঃ। আত্মনা

নন্দ গোপস্য দেবেশি কৃষ্ণস্তু সর্ব্বদা প্রিয়ঃ।
আত্মনা জায়তে যস্তু আত্মজঃ স উদাহৃতঃ॥১৩
পুষ্ট পুত্র ইতি খ্যাতো নন্দস্য বর বর্ণিনি।
এতৎ সর্ব্বং বরারোহে শক্তিরূপং মনোহরং॥১৪
মনশ্চ পরমেশানি স্বয়ং শক্তি রভূৎ প্রিয়ে।
নবীন নীরদোযস্তু সএব কালিকা তনুঃ ॥১৫॥

ভাষা।

হে দেবেশি! কৃষ্ণ সর্ব্বদা নন্দগোপের অতি প্রিয়। আত্মা হইতে যে জন্মে তাহাকেই আত্মজ বলে॥ ১৩॥

গোবিন্দ নন্দগোপের পালকপুত্র। হে দেবি! মনোহর শক্তি রূপই সকলের কারণ॥ ১৪॥

হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! গোবিন্দের মন স্বয়ং শক্তি রূপ, আর নবীন নীরদের ন্যায়, যে গোবিন্দের শরীর তাহা কালিকা তনু॥ ১৫॥

অস্যার্থঃ।

স্বদেহেন আত্মজঃ পুত্রঃ॥ ১৩॥ পুষ্ট ইতি। পুষ্ট পুত্রঃ পালিত পুত্র ইতি। এতৎ সকল মেব প্রকৃতি রূপ মিত্যর্থঃ॥ ১৪॥ মম ইতি। মনঃ শক্তিরভূৎ যো নবীন নীরদঃ নূতন মেঘঃ সএব কালিকাতনুঃ কালী শরীর মিত্যর্থঃ॥ ১৫॥ স ইতি। স নবীন নীরদ দেহঃ। হে দেবি!

সাতকান্তি কলাজ্ঞেয়া প্রকৃতিঃ পরমা পরা।
দলিতাঞ্জন পুঞ্জাভং যদুক্তং পরমেশ্বরি ॥১৬॥
শক্তিরূপা বরারোহে সততং মোহিনী কলা।
মোহিনী প্রকৃতির্ম্মায়া কলারূপা শুচিস্মিতে॥১৭
সএব পরমেশানি কলা মায়া স্বরূপিণী।
তির্য্যক্ চূড়ং মহেশানি যদুক্তং বর বর্ণিনি॥১৮॥

ভাষা।

পরম প্রধানা যে শক্তি তাহা তোমার কান্তি, তাহাতেই গোবিন্দের দেহ দলিত অঞ্জনের অতি উজ্জ্বল হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

হে দেবি! মোহিনীকলা সর্ব্বদা শক্তি রূপা প্রকৃতি, তাহাতেই জগত মোহিত হইয়া আছে ॥ ১৭ ॥

আর সেই কলারূপা মহামায়াই গোবিন্দের শিরোপরি তির্য্যক্ ভাবে চূড়া হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

তে তব কান্তিকলা। দলিতাঞ্জনাদিকং যৎশ্যাম রূপ মুক্তং সা মোহিনী শক্তিঃ। মোহিনী শক্তিরূপিণী তব কলারূপা মহামায়া প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। ॥ ১৬॥ ১৭॥ সএবতি। হে মহেশানি! তির্য্যক্ চূড়াদিকং যদুক্তং সা মায়ারূপিণী তব কলা॥ ১৮ ॥ সেতি! সা মায়াময়ীকলা বিশ্বমোহন

সা দূতী প্রকৃতির্ম্মায়া সততং বিশ্ব মোহিনী ।
কুণ্ডলী শক্তি সংযুক্তা যোনি মুদ্রা সমন্বিতা॥১৯
যদুক্তং মালতী মালা সা সদা মালতী কলা ।
চূড়ায়া বন্ধনী যা তু কুণ্ডলী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥২০॥
নীলকণ্ঠস্য পুচ্ছন্তু যোনি মুদ্রা বরাননে ।
মুকুটং পরমেশানি সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী॥২১॥

ভাষা।

সেই মায়াময়ী প্রকৃতি দেবী গোবিন্দের দূতী হইয়া বিশ্ব সংসার মোহিত করিয়াছে। ঐ কুল কুণ্ডলিনী শক্তি যোনি মুদ্রাযুক্ত ॥ ১৯ ॥

মালতী মালা যে বলিয়াছি তাহা মালতী কলা। আর চূড়া বন্ধনী শক্তিও স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী ॥ ২০ ॥

গোবিন্দ বেশ সম্পাদক যে ময়ূর পুচ্ছ ও মুকুট তাহাও স্বয়ং যোনি মুদ্রারূপ শক্তি ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ।

কারিণী প্রকৃতিঃ কুণ্ডলী শক্তিযুক্তা যোনি মুদ্রারূপা তব দূতী স্বরূপেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ যদিতি। মালতীমালা যদুক্তা সা মালতীকলা। যা চূড়ায়া বন্ধিনী সা কুণ্ডলিনীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ নীলেতি। নীলকণ্ঠস্য ময়ূরস্য। কৃষ্ণ ভূষণং যন্ময়ূর পুচ্ছ মুকুটাদিকং তদপি শক্তি স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

লোলালকা বৃতং যত্তং কোটীন্দু সদৃশাননং।
সাক্ষাৎ শক্তির্ম্মহেশানি চন্দ্রস্য পরমা কলা॥২২
কলা ষোড়শ সংযুক্তা চন্দ্রমা বরবর্ণিনি।
অতএব মহেশানি চন্দ্রমা শক্তি রূপিণী ॥২৩॥
কস্তূরীতিলকং যত্তু রোচনাতিলকং প্রিয়ে।
দীপ্তি শক্তিং মহেশানি প্রকৃতিং পরমেশ্বরীং ॥
॥ ২৪ ॥

ভাষা।

চঞ্চল অলকাবৃত কোটী চন্দ্র সদৃশ যে আনন, তাহা চন্দ্রের পরমা কলারূপ শক্তি ॥ ২২ ॥

হে সুন্দরি ! ষোড়শ কলাপূর্ণ যে চন্দ্র তাহাও চন্দ্রমারূপী তোমার শক্তি ॥ ২৩ ॥

হে মহেশানি ! গোবিন্দ ললাটে যে কস্তূরী তিলক, ও গোরোচনা প্রলেপ, তাহাও তোমার দীপ্তি শক্তি প্রকৃতি ॥২৪॥

অস্যার্থঃ।

লোলেতি। কোটীন্দু সদৃশং লোলালক ভূষিতং যৎকৃষ্ণাননং সৈব চন্দ্রস্য কলারূপা শক্তিরিতি ॥ ২২ ॥ কলেতি। ষোড়শকলা সংযুক্তশ্চন্দ্রমাঃ শক্তিরূপিণী স্বয়ং শক্তিরিতি ॥ ২৩ ॥ কস্তূরীতি। কস্তূরী তিলকং গোরোচনাদিকঞ্চ দীপ্তিশক্তিঃ তেজঃ শক্তিরূপা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নীলেন্দী বরসুস্নিগ্ধং যদুক্তং দীর্ঘলোচনং।
কলামুগ্ধী কৃতং দেবি পূর্ব্বোক্তা পরমেশ্বরি।
উন্নভ্রং মহেশানি পূর্ব্বোক্তং পরমেশ্বরি ॥২৫॥
কলা মুগ্ধং সদা জ্ঞেয়ং ব্রহ্মণঃ কারণং পরা।
কিমন্যদ্বহুনা দেবি সর্ব্বশক্তিময়ং প্রিয়ে ॥২৬॥
এতত্তু পরমেশানি বিগ্রহং যদুদাহৃতং।
কৃষ্ণস্য পরমেশানি গুণাতীতস্য চ প্রিয়ে।
এতত্তু পরমেশানি স্বয়ং শক্তিরভূৎপরা॥২৭॥

ভাষা।

হে দেবি! নীলেন্দীবর সদৃশ যে সুস্নিগ্ধ আয়ত লোচন বলিয়াছি, তাহা তোমার জগন্মুগ্ধকারী প্রকৃতি রূপা মোহিনী কলা॥ ২৫ ॥

হে দেবি! তোমার কলা সকল ব্রহ্মের কারণ ও মুগ্ধকারী। আর অধিক কি বলিব, হে প্রিয়ে! সকলই তোমার শক্তি ॥২৬॥

হে পরমেশ্বরি! ত্রিগুণাতীত কৃষ্ণের যে শরীর বলিয়াছি তাহা স্বয়ং শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ

নীলেতি। নীলেন্দীবর সদৃশং যৎ সুস্নিগ্ধায়ত লোচনং তৎ পূর্ব্বোক্তা প্রকৃতি রূপা শক্তি রিত্যর্থঃ। মুগ্ধীকৃতং ভুবন মোহনং॥ ২৫ ॥ কলেতি। হে দেবি! বহুনা বাহুল্যেন কিং কথয়ামি সর্ব্বমেব শক্তিময় মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ এতদিতি। এতৎ যৎকৃষ্ণ বিগ্রহ মুক্তং যদুদাহৃতং ময়েতি শেষঃ। গুণাতীতস্য নির্গুণস্য। কৃষ্ণস্য যৎশরীর মুক্তং তদেব প্রধানা শক্তি রিত্যর্থঃ॥ ২৭ ॥ নিরিতি। যদা বিষ্ণু র্বিগ্রহরহিতশ্চিন্ময়ঃ শরীর

নিরক্ষরা মহেশানি কারণং পরমেশ্বরী।
বিগ্রহ রহিতো বিষ্ণুর্যদা ভবতি সুন্দরি ॥২৮॥
তদৈব অক্ষরং ব্রহ্ম সততং নগনন্দিনি।
স বিগ্রহো যদা বিষ্ণুঃ শব্দব্রহ্ম তদাভবেৎ।
সর্ব্বেষাং কারণঞ্চৈব শব্দ ব্রহ্ম পরাৎপরং॥২৯॥
শব্দ ব্রহ্মণি দেবেশি পর ব্রহ্মণি চৈবহি।
সততং কারণং দেবি পরা প্রকৃতি রূপিণী॥৩০॥

ভাষা।

হে মহেশ্বরি! যখন কৃষ্ণ শরীর রহিত হন, তখন তাঁহাকে নিরক্ষর ব্রহ্ম বলা যায়॥ ২৮॥

আর যখন তিনি শরীর ধারী হন, তখন তাঁহাকে অক্ষর রূপী শব্দ ব্রহ্ম কহে। এই শরীর পরাৎপর ও এই জগদুৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ॥ ২৯॥

হে দেবি! শব্দ ব্রহ্ম ও পরং ব্রহ্ম উভয়েই সর্ব্বদা জগৎ কারণীভূত প্রকৃতি রহিয়াছেন॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ।

হীন স্তদৈব নিরক্ষরং ব্রহ্ম ভবতি। যদা পুনঃ শরীরযুত স্তদা অক্ষরং কার্য্যকারণ রূপং মায়াময়মিতি॥ ২৮॥ তদৈবেতি। যদাবিষ্ণুঃ স বিগ্রহঃ স শরীরস্তদা অক্ষরং সর্ব্বেষাং কারণং। পরাৎপরং সর্ব্বোত্তমং॥ ২৯॥ শব্দেতি। শব্দ ময়ে স বিগ্রহে ব্রহ্মণি পরং ব্রহ্মণি চিদ্রূপেচ সততং সর্ব্বস্মিন্নপি প্রকৃতিরস্তীতি ভাবঃ॥ ৩০॥ পরমেতি। প্রকৃতি

পরমানন্দ সন্দোহ বিগ্রহঃ প্রকৃতি স্তনুঃ ।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
গুণাতীতং সদা দেবি নহি প্রাকৃত মর্হতি॥৩১॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
পঞ্চদশ পটলঃ ।

ভাষা ।

গোবিন্দের প্রকৃতিময় তনু পরমানন্দ প্রবাহ স্বরূপ, অতএব পদ্ম লোচন গুণাতীত বিষ্ণু প্রাকৃত রূপ গ্রহণ করেন না ॥৩১॥

ইতি পঞ্চদশ পটলঃ ।

অস্যার্থঃ ।

ময়ং ব্রহ্ম শরীরং পরমানন্দজনকং গুণাতীতং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রাকৃতং প্রকৃতি সংসর্গং নহি ভজতে ॥ ৩১ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
পঞ্চদশ পটলঃ ।

দেব্যুবাচ।

পরমং কারণং কৃষ্ণো গোবিন্দেতি পরাৎপরং।
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈক কারণং ॥১॥
তস্যাদ্ভুতস্য মাহাত্ম্যং সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্য মেবচ।
তদ্বহি দেব দেবেশ শ্রোতু মিচ্ছাম্যহং প্রভো॥২॥

ঈশ্বর উবাচ।

যদঙ্ঘ্রি নখচন্দ্রাংশু মহিমানেহ বিদ্যতে।
তন্মাহাত্ম্যং কিয়দ্দেবি প্রোচ্যতে ত্বং সদাশৃণু॥৩

ভাষা।

দেবি বলিতেছেন, পরাৎপর পরম কারণ কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বর নির্গুণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয় কারণ ॥ ১ ॥

সেই অদ্ভুত মাহাত্ম্যশালী গোবিন্দের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। হে দেবেশ শঙ্কর! তাহা আমার নিকট বল ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! যাহার চরণ নখ চন্দ্র কিরণ মাহাত্ম্যও অন্য কাহার নাই, তাহার মাহাত্ম্য আর কি বলিব? তবে যথামতি কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

দেব্যুবাচেতি। বৃন্দাবনেশ্বরং কৃষ্ণরূপি ব্রহ্ম সর্ব্ব কারণ মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ তস্যেতি। তস্য বৃন্দাবনেশ্বরস্য অদ্ভুত মাহাত্ম্যং আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যাদিকমহং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। যদিতি। যস্য নখচন্দ্র মাহাত্ম্যমপি নবিদ্যতে জায়তে। তস্য মাহাত্ম্যং কিয়ৎ যথাশক্তি উচ্যতে শৃণু ॥ ৩ ॥ তদিতি। তস্য কলাকোট্যাং সাএব ব্রহ্ম

তৎকলা কোটি কোট্যংশা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ
সৃষ্টি স্থিত্যাদিনা যুক্তা স্তিষ্ঠন্তি তস্যবৈ ভবাৎ॥৪
তদ্দেহ বিলসৎ কান্তি কোটি কোট্যংশ চন্দ্রমাঃ।
তৎশ্যাম দেহ কিরণঃ পরানন্দ রসামৃতঃ ॥৫॥
পরমাত্মা ক্বচিদ্রূপী নির্গুণস্যৈক কারণং।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজ শ্রীমন্নখ চন্দ্র সম প্রভং।
আহুঃ পূর্ণং ব্রহ্মণোপি কারণং দেব দুর্ল্লভং॥
॥ ৬ ॥

ভাষা।

সেই গোবিন্দের কলার কোটী কোটী অংশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন॥৪॥

তাঁহার দেহ শোভাকর কান্তির কোটী কোটী অংশ শশধর, ও সেই শ্যাম দেহ কিরণ পরমানন্দ রসামৃত স্বরূপ ॥ ৫ ॥

গোবিন্দ কদাচিৎ পরমাত্মা রূপী হন। ত্রিগুণাতীত গোবিন্দের অঙ্ঘ্রিপদ্ম মোহন চন্দ্র। অতএব তাঁহাকেই দেব দুর্ল্লভ পূর্ণ ব্রহ্ম কারণ বলে॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

বিষ্ণু মহেশরাঃ সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তারঃ সন্তি তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ॥ ৪ ॥ তদ্দেহ ইতি। তদ্দেহ কান্তি কোট্যং সএব চন্দ্রমাঃ পূর্ণচন্দ্রঃ। তস্য শ্যামদেহ কিরণঃ পরমানন্দ রসামৃত স্বরূপঃ॥ ৫ ॥ পরমেতি। পরমাত্মা কদাচিৎরূপী রূপবান্। নির্গুণস্য গুণাতীতস্য ব্রহ্মণঃ কারণং তস্যাঙ্ঘ্রি পদ্মশ্রিয়ং ব্রহ্মণঃকারণ মাহুঃ ॥ ৬ ॥ তদিতি। তস্য স্পর্শমাত্র ত এব

তৎস্পর্শ পুষ্প গন্ধাদি নানা সৌরভ সম্ভবঃ।
তৎপ্রিয়া পদ্মিনী দূতী রাধিকা কৃষ্ণ বল্লভা।
তৎকলা কোটি কোট্যংশা ললিতাছা বরাননে।
॥ ৭ ॥

দেব্যুবাচ।

দেব দেব মহাদেব শূলপাণে পিনাক ধৃক।
এতদ্রহস্যং পূর্বোক্তং বিস্তার্য্য কথয় প্রভো॥৮॥

ভাষা।

তাঁহার স্পর্শেতেই পুষ্পগণ সৌরভ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রিয়া পদ্মিনী দূতী, কৃষ্ণ বল্লভা রাধিকা। ও সেই পাদ্মনীর কলা কোটী কোটী অংশ ললিতাদি সখীগণ॥ ৭॥

দেবী বলিতেছেন, হে দেবাদিদেব! পিনাকধারী শূলপাণি মহাদেব পূর্ব্বোক্ত এই রহস্য বিস্তাররূপে আমার নিকট বল॥৮॥

অস্যার্থঃ।

পুষ্পাদীনাং নানা সুগন্ধ সম্ভবঃ। তস্য প্রিয়া দূতী পদ্মিনী কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকেত্যর্থঃ। তস্যাঃ পদ্মিন্যাঃ কোটিকোট্যংশাঃ কলাএব ললিতাছাঃ সখ্য ইত্যর্থঃ॥ ৭ ॥ দেব্যুবাচেতি হে মহাদেব! এতৎ কৃষ্ণ রহস্যং প্রপঞ্চেন কথয়েতি ভাবঃ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। মাতৃকাদেব্যা

ঈশ্বর উবাচ।

কলাবতী যাতু দেবী মাতৃকা যা বরাননে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থিতা ॥৯॥
ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থা যা মালা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী।
পদ্মিনী চিত্রিণীচৈব হস্তিনী কামিনী পরা ॥১০॥
পদ্মিনী পরমাশ্চার্য্য রূপ লাবণ্য শালিনী।
পদ্মিনী তু মহেশানি স্বয়ং ব্রহ্ম প্রকাশিনী ॥১১॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে সুন্দরি! কলাবতী যে মাতৃকা দেবী তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ও ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থিতা ॥৯॥

হে দেবি! ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থিতা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী, পদ্মিনী, চিত্রিণী, হস্তিনী ও কামিনী এই চতুর্ব্বিধ মালা আছে ॥ ১০ ॥

পদ্মিনী মালা পরমাশ্চর্য্য রূপ লাবণ্যবতী! হে মহেশানি! পদ্মিনী মালা স্বয়ং ব্রহ্ম প্রকাশিনী শক্তি ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

যা কলাবতী শক্তিঃ সা এব সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ত্রিপুরা কণ্ঠ বাসিনীত্যর্থঃ ॥৯॥ ত্রিপুরেতি। ত্রিপুরাকণ্ঠ সংস্থিতা যা মাতৃকা মালা সা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী। পদ্মিনী চিত্রিণ্যাদি পঞ্চবিধা মালা পূর্ব্ব মুক্তেতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মিনীতি। পদ্মিনী নাম্না যা মালা সা পরমাশ্চর্য্য রূপলাবণ্যবতী ব্রহ্ম প্রকাশিনা মায়া শক্তিঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মণ ইতি। ব্রহ্মণঃ পরমাকলা যা পদ্মিনী

ব্রহ্মণঃ পরমেশানি পদ্মিনী পরমা কলা।
তস্যাদেব্যাশ্চ পদ্মিন্যা ব্রহ্মাণ্ডাঃকোটিকোটিশঃ
॥ ১২ ॥
প্রসাদাৎ পরমেশানি রুদ্র বিষ্ণু পিতামহাঃ।
সৃষ্টিস্থিত্যাদি সংহারৈ স্তিষ্ঠন্তি সততংপ্রিয়ে১৩
তদ্দেহ বিলসৎকান্তিঃ পরা প্রকৃতি রূপিণী।
তস্যাস্তু কোটি কোট্যংশ শ্চন্দ্রমা প্রকৃতিঃপরা
॥ ১৪ ॥

ভাষা।

ব্রহ্মের পরমকলা যে পদ্মিনী তাঁহা হইতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়॥ ১২॥

এবং তাঁহার প্রসাদতই রুদ্র, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা সংহার পালন ও সৃষ্টি কার্য্যে নিয়ত আছেন॥ ১৩॥

পদ্মিনীর দেহ কান্তিই প্রকৃতি এবং তাহার কোটী কোটী অংশ চন্দ্রমা॥ ১৪॥

অন্বয়ার্থঃ।

তস্যাঃ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডা আসন্নিত্যর্থঃ॥ ১২॥ প্রসাদাদিতি। রুদ্র বিষ্ণু পিতামহাঃ শিববিষ্ণু বিরিঞ্চয়ঃ সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তারঃ সন্তঃ তস্যাঃ পদ্মিন্যাঃ প্রসাদাত্তে তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ॥ ১৩॥ তদিতি। পদ্মিনী দেহ কান্তিরেব প্রকৃতিঃ। তস্যাঃ কোটি কোট্যংশএব চন্দ্রমা ইত্যর্থঃ॥ ১৪॥

কৃষ্ণস্য শ্যাম দেহস্তু স্বয়ং কালী জগন্ময়ী।
তদ্দেহ কিরণৈর্দ্দেবি পরমানন্দ রসামৃতৈঃ॥১৫॥
আহুঃ পূর্ণং ব্রহ্মণোঽপি কারণং দেব দুর্গমং।
কৃষ্ণস্যাঙ্গে মহেশানি সৌরভং যদুদাহৃতং।
কলা সৌরভ বিজ্ঞেয়া সাক্ষাৎ প্রকৃতি রূপিণী
॥ ১৬ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

আহুঃ পুন র্ব্রহ্মণোপি কারণত্বং হি দুর্গমং।
তৎকথং পরমেশান কৃষ্ণঃ পূর্ণঃ পরাৎপরঃ॥১৭॥

ভাষা।

কৃষ্ণের যে শ্যামদেহ তাহা স্বয়ং জগন্ময়ী কালিকা দেবী। হে দেবি! তাহার দেহ কিরণ পরমানন্দ রস স্বরূপ॥ ১৫ ॥

হে দেবি! কৃষ্ণের যে অঙ্গসৌরভ বলিয়াছি তাহা দেবের দুর্গম পূর্ণব্রহ্মের কারণ সৌরভ কলা প্রকৃতি॥ ১৬॥

পার্ব্বতী বলিতেছেন, হে মহাদেব! পূর্ণব্রহ্মের কারণ যদি এতই দুর্ব্বোধ হইল তবে কিরূপে কৃষ্ণ পরাৎপর ব্রহ্ম হইলেন॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

কৃষ্ণস্যেতি। কৃষ্ণস্য শ্যামদেহঃ সা স্বয়ং কালীত্যর্থঃ। তদ্দেহ কিরণৈঃ পদ্মিনী দেহ জ্যোতির্ভিঃ। পরমানন্দ রসামৃতৈ পরমানন্দ জনকৈঃ॥ ১৫ ॥ আহুরিতি। আহুঃ কথয়ন্তি। দেব দুর্গমং দেবাদীনা মপি দুর্জ্জেয়ং। কৃষ্ণস্যাঙ্গ সৌরভং প্রকৃতি রিত্যর্থঃ॥ ১৬ ॥ পার্ব্বত্যুবাচেতি। ব্রহ্মণঃ কারণত্বং যদি দুর্গমং দুর্জ্জেয়ং তৎকথং কৃষ্ণঃ পূর্ণব্রহ্মেতি॥ ১৭ ॥ বেদ-

বেদ গম্যং মহেশান যদি নস্যাৎ পিনাক ধৃক।
পরং ব্রহ্মণি বেদেচ ভেদো নাস্তি কদাচন ॥১৮॥
যো বেদঃ স পরং ব্রহ্ম তদেব বেদ রূপ ধৃক্ ॥
বেদে ব্রহ্মণি চৈকত্বং পূর্ণব্রহ্ম ইদং স্মৃতং ॥১৯॥
নিরীহো নিশ্চলো বেদঃ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ।
বেদস্তু প্রকৃতির্ম্মায়া ব্রহ্মণঃ কারণং পরা ॥২০॥

ভাষা।

হে পিনাকধারিন্! যদি ব্রহ্ম বেদগম্য না হয়, তবে পরং ব্রহ্ম ও বেদেতে কি প্রভেদ আছে ॥ ১৮ ॥

যে বেদ,সেই পরং ব্রহ্ম, ও যেই পরং ব্রহ্ম, সেই বেদ রূপ-ধারী; অতএব বেদ ব্রহ্মের যে ঐক্য তাহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলে॥১৯

বেদ নিশ্চেষ্ট নিশ্চল সনাতন পূর্ণব্রহ্ম। এবং বেদই মায়াময় প্রকৃতি ও ব্রহ্মের কারণ ॥ ২০ ॥

গম্যমিতি। যদি পরং ব্রহ্ম বেদগম্যং বেদবোধ্যং নস্যাত্তদাবেদে ব্রহ্মণি ভেদোনাস্তীতি ভাবঃ॥ ১৮ ॥ য ইতি। যো বেদ স্তদেব পরং ব্রহ্ম যৎপরং ব্রহ্ম স এব বেদঃ অতএব বেদ ব্রহ্মণো র্ভেদো নাস্তি ॥ ১৯ ॥ নিরীহ ইতি। নিরীহঃ নিশ্চেষ্টঃ নিশ্চলঃ স্পন্দ রহিতঃ। বেদঃ ব্রহ্মণঃ কারণ মায়াময়ী প্রকৃতি রিত্যর্থঃ॥ ২০ ॥ তদিতি। বেদগম্যং বেদ

তৎকথং পরমেশান বেদগম্যং পুরাতনং।
এতদ্ধি হৃদয়ে দেব সংশয়ং শল্য মুদ্ধর ॥২১॥

ঈশ্বর উবাচ।

অক্ষরং নির্গুণং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে।
সগুণং স্যাৎ সদা ব্রহ্মশব্দ ব্রহ্ম তদুচ্যতে॥২২॥
গুণস্তু প্রকৃতির্ম্মায়া নির্গুণা যদি জায়তে।
তদাস্যাৎ সগুণং ব্রহ্ম অন্যথা নিশ্চলংসদা॥২৩॥

ভাষা।

হে দেব ঈশ্বর! তবে কি প্রকারে সনাতন ব্রহ্ম, বেদ বলিয়া প্রাচীন প্রবাদ হইয়াছে। আমার মনে এই সংশয় হইয়াছে তাহা তুমি সমূলে উদ্ধার কর॥ ২১॥

মহাদেব বলিতেছেন, যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম তাহাকে অক্ষর বলা যায়। আর যিনি সগুণ ব্রহ্ম তাঁহাকে শব্দ ব্রহ্ম বলে॥ ২২॥

মায়াময়ী প্রকৃতি ব্রহ্মের গুণ; যখন ব্রহ্ম সপ্রকৃতি হন, তখন তিনি সগুণ অন্যথা নিশ্চল॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

বোধ্যং। এতৎ সংশয়রূপং হৃদয় শৈল্যং উদ্ধর সবিস্তর কথনেন সংশয়ঃ ছিন্ধি। ২১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। য নির্গুণ মক্ষরং ব্রহ্ম তদেব পরং ব্রহ্ম যৎসগুণং ব্রহ্ম তৎশব্দ ব্রহ্ম উচ্যতে॥ ২২ ॥ গুণ ইতি। ব্রহ্মণো গুণ এব প্রকৃতিঃ। যদা ব্রহ্ম মায়াময়ং তদৈব সগুণং অন্যথা নিশ্চল মিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ নিশ্চল মিতি। নিশ্চলং ব্রহ্ম কস্য জ্ঞেয়ং ভবেৎ

নিশ্চলং হি মহেশানি কস্য গম্যং কদা ভবেৎ।
গম্যেন পরমেশানি তেন কিং ভবতি প্রিয়ে ॥২৪
বেদগম্যং যদা ব্রহ্ম নির্গুণং সগুণং সদা।
বেদাগম্যং হি যদ্ব্রহ্ম তদেব নিশ্চলং সদা ॥২৫॥
শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মদ্বয় মিহোচ্যতে।
শব্দ ব্রহ্ম বিনা দেবি পরন্তু শব রূপবৎ ॥২৬॥

ভাষা।

হে মহেশ্বরি! নির্গুণ ব্রহ্ম কাহারও বোধ গম্য হইতে পারে না। সুতরাং অগম্য নির্গুণ ব্রহ্মের আরাধনা হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

বেদ গম্য ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ, ঐ ব্রহ্ম নিশ্চল নিরীহ জ্ঞানময় ॥ ২৫ ॥

শব্দ ব্রহ্ম ও পরং ব্রহ্ম এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম যে বর্ণিত হইল তন্মধ্যে শব্দ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কেবল পরং ব্রহ্ম যিনি তিনি শববৎ নিশ্চল ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

অপিত নেত্যর্থঃ। গম্যেন বোধ্যেন্ তেন ব্রহ্মণা কিং ভবতি। ব্রহ্মজ্ঞানেন কিন্তবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ বেদেতি। সগুণং ব্রহ্মবেদগম্যং নির্গুণং ব্রহ্মবেদাগম্যং নিশ্চলং ॥ ২৫ ॥ শব্দেতি। শব্দ ব্রহ্মপরং ব্রহ্মেতি দ্বিতয়ং ব্রহ্মোচ্যতে। শব্দ ব্রহ্ম বিনাপরং ব্রহ্মাপি শববৎ নিশ্চেষ্ট মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ তস্যাদিতি। তস্মাৎ পরংব্রহ্ম মাতৃকাবর্ণ

তস্মাৎ শব্দং মহেশানি মাতৃকাক্ষর সংযুতং।
মাতৃকা পরমারাধ্যা কৃষ্ণস্য জননী পরা ॥২৭॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ষোড়শ পটলঃ

ভাষা।

হে মহেশ্বরি! অতএব মাতৃকাক্ষর সংযুক্ত ব্রহ্মই শব্দব্রহ্ম মাতৃকা দেবী পরমারাধ্যা ও কৃষ্ণ জননী ॥ ২৭ ॥

ইতি ষোড়শ পটলঃ।

অস্যার্থঃ

সংযুতং। পরমারাধ্যা মাতৃকাদেবী কৃষ্ণস্য জননী ॥ ২৭ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
ষোড়ষ পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

পদ্মিন্যঙ্ঘ্রি রজঃ স্পর্শাৎ কোটীডিম্বংপ্রজায়তে
পদ্মিনী ত্রিপুরাদূতী কৃষ্ণ কার্য্যকরী সদা ॥১॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

গোবিন্দাবরণং দেব তথা পারিষদঃ প্রভো।
তৎসর্ব্বং বদ দেবেশ কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

রাধয়া সহ গোবিন্দং রত্নসিংহাসন স্থিতং।
পূর্ব্বোক্ত রূপলাবণ্যং দিব্যস্রগম্বরং প্রিয়ে ॥৩॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, ত্রিপুরা দূতী কৃষ্ণ কার্য্য সাধিনী, পদ্মিনীর চরণ রেণু স্পর্শে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় ॥১॥

পার্ব্বতী বলিতেছেন, হে পরমেশ্বর! গোবিন্দ চরণ মাহাত্ম্য ও তাঁহার সমস্ত পরিবার আমার নিকট বল ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! পূর্ব্বোক্ত রূপলাবণ্যশালী গোবিন্দ দিব্য মালা ও বসন পরিধান করিয়া রাধার সহিত রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। কৃষ্ণ কার্য্য সাধিন্যাঃ পদ্মিন্যা শ্চরণ রজঃস্পর্শাৎ কোটী ব্রহ্মাণ্ড মুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ পার্ব্বত্যুবাচেতি। হে প্রভো! গোবিন্দাবরণং গোবিন্দস্য সংসর্গিগণং পারিষদঃ পারিষদগণাম্ বদ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। রাধা সহিতং রত্ন সিংহাসন স্থিতং পূর্ব্বোক্ত রূপলাবণ্যাতিতে গোবিন্দং ॥ ৩ ॥ ত্রিভঙ্গেতি।

ত্রিভঙ্গ রূপ সুস্নিগ্ধং গোপীলোচন চাতকং ।
তদ্বাহ্যে যোগ পীঠেচ রত্নসিংহাসনাবৃতৌ॥৪॥
প্রত্যঙ্গ রভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কুঞ্জ বল্লভাঃ ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যষ্টৌ পদ্মিনী রাধিকাদ্বয়ং॥৫
সম্মুখে ললিতা দেবী শ্যামাচ তস্যচোত্তরে ।
উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা ঈশানেচ হরিপ্রিয়া ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

তাঁহার ত্রিভঙ্গ সুস্নিগ্ধ রূপে গোপীগণের লোচন চকোর পরিতৃপ্ত হয় । তদ্বহির্ভাগে যোগ পীঠোপরি, রত্নসিংহাসনে সর্ব্বাঙ্গে ক্রীড়া বেশ ভূষিত কুঞ্জবয়স্যগণ ও ললিতাদি অষ্টসখী এবং পদ্মিনী ও রাধা উপবিষ্টা আছেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সম্মুখে ললিতা সখী বসিয়া আছে, তদুত্তরে শ্যামা সখী । উত্তরদিকে শ্রীমতী, ঈশানকোণে হরিপ্রিয়া ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ ।

ত্রিভঙ্গরূপং ত্রিধা বক্রবিগ্রহং । রাধিকালোচন চাতকং রাধিকালোচন প্রিয়ং । তদ্বাহ্যে গোবিন্দস্য পার্শ্বাদি বহির্ভাগে ॥ ৪ ॥ প্রত্যঙ্গেতি । সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদেন ক্রীড়াবেশ ধারিণ্যঃ ললিতাদ্যাঃ অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ রাধিকা পদ্মিনীদ্বয়মপি বিশন্তীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ সম্মুখে ইতি । কৃষ্ণস্য সম্মুখে ললিতা সখী । তস্য ললিতা শক্তিরূপস্য । ঈশানে ঈশান্ দিগ্বিভাগে ॥ ৬ ॥ বিশেতি । বিশাখা বিশাখা নাম্নীসখী নৈঋর্তি

বিশাখাচ তথা পূর্ব্বে কৃষ্ণস্য প্রিয় দূতিকা।
পদ্মাচ দক্ষিণে ভদ্রা নৈঋ‍র্তি ক্রমশঃ স্থিতা।
এতস্তু পরমেশানি পদ্মিন্যা অষ্টনায়িকা ॥ ৭ ॥
অপরং শৃণু চার্ব্বঙ্গি কুলাচারস্য সাধনং।
যোগ পীঠস্থ কোণাগ্রে চারু চন্দ্রাবলী প্রিয়া।
প্রধানাঃপ্রকৃতিশ্চাষ্টৌকৃষ্ণস্থকার্য্যসিদ্ধিদাঃ॥৮

ভাষা।

বিশাখা সখী পূর্ব্বদিকে যিনি কৃষ্ণের দৌত্যকার্য্য করিয়া থাকেন, দক্ষিণদিকে পদ্মা সখী, নৈঋ‍র্তকোণে ভদ্রা সখী আছে, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে পদ্মিনীর অষ্টনায়িকা অষ্টদিকে আছে ॥ ৭ ॥

হে সুন্দরি! তোমার নিকট আর কুলাচার সাধন বলিতেছি শ্রবণ কর। যোগপীঠের কোণাগ্রে পরম রূপবতী চন্দ্রাবলী বসিয়া আছে। চন্দ্রাবলী প্রধানা সখী, কৃষ্ণের কার্য্য সিদ্ধি প্রদা ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

ক্রমশঃ নৈঋ‍র্ত্যাদি ক্রমতঃঅষ্টসখ্যঃ সমুপবিষ্টাইত্যর্থঃ। ৭ ॥ অপরমিতি। হে চার্ব্বঙ্গি সুন্দরি! অপরং অন্যৎপ্রোক্তাধিকং কুলাচার সাধনং শৃণু। যোগপীঠস্য অগ্রে চন্দ্রাবলী আসীদিত্যর্থঃ কৃষ্ণকার্য্যসাধিন্যঃ

পদ্মিনী ত্রিপুরা দূতী সা রাধা কৃষ্ণমোহিনী।
চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চিত্রা মদন মঞ্জরী।
প্রিয়াচরী মধুমতী শশীরেখা হরিপ্রিয়া ॥ ৯ ॥
সম্মুখাদি ক্রমাদ্দিক্ষু বিদিক্ষু চ যথাস্থিতাঃ।
ষোড়শ প্রকৃতি শ্রেষ্ঠাঃপ্রধানাঃকৃষ্ণবল্লভাঃ॥১০
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণস্যা ভয়দায়িনী।
অভিন্ন গুণ লাবণ্যা সৌন্দর্য্যাতীব বল্লভা ॥ ১১

ভাষা।

যে রাধিকা স্বীয়রূপে কৃষ্ণের মনোমোহন করেন, তিনি ত্রিপুরা দূতী পদ্মিনী। চন্দ্রাবলী, চন্দ্ররেখা, চিত্রা, মদন-মঞ্জরী, মধুমতী, শশীরেখা ও হরিপ্রিয়া ॥ ৯ ॥

এই সকল কৃষ্ণের প্রিয়সখী সম্মুখাদি ক্রমে, দিক্‌বিদিকে যথা স্থানে স্থিত আছে, এতন্মধ্যে ষোড়শ প্রকৃতি প্রধানা, কৃষ্ণের অতি প্রিয়া ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের অভয়দাত্রী বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা, কৃষ্ণের অভিন্ন রূপ, লাবণ্যবতী ও স্বীয় দেহ সৌন্দর্য্যে অতি প্রিয়তমা ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

প্রধানা অষ্টৌসখ্যঃ ॥ ৮ ॥ পদ্মিনীতি। যা ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী সৈব রাধা কৃষ্ণ মনোমোহিনীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ সম্মুখেতি। চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা প্রভৃতয়ঃ সখ্যঃ কৃষ্ণস্য সম্মুখাদিক্রমেণ দিক্ষুবিদিক্ষু চ স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ বৃন্দেতি। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণস্যাভিন্নগুণ লাবণ্যবতী। সৌন্দর্যে দেহ শোভয়া বল্লভা প্রিয়তমা ॥ ১১ ॥ মনোহরেতি। স্নিগ্ধবেশা

মনোহরা স্নিগ্ধ বেশা কিশোরী বয়সোজ্জ্বলা।
নানাবর্ণ বিচিত্রাভাঃ কৌষেয় বসনোজ্জ্বলাঃ।
এতাস্তু পরমেশানি ষোড়শ স্বর মূর্ত্তয়ঃ।
যা পূর্ব্বোক্তা ষোড়শৈকা মহামায়া জগন্ময়ী॥১২॥
তদ্বাহে গৃহমধ্যস্থে যোগ পীঠাসনে শুভে।
সম্মুখে তত্র সাধন্যো গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥১৩

ভাষা

রাধিকা, কৃষ্ণের মনোহারিণী স্নিগ্ধবেশা ও নবযৌবন সম্পন্না, সখীগণও নানাবর্ণ চিত্রিত বসন পরিধান করিয়া সমুজ্জল শোভাধারণ করিয়াছে। হে পরমেশ্বরি! এই ষোড়শ সখী প্রধানা বলিয়া কীর্ত্তিত হইল ইহারা স্বরমূর্ত্তি; যাহা পূর্ব্বে জগন্ময়ী মহামায়া বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ১২॥

তদ্বহির্দ্দেশে গৃহমধ্যে যোগ পীঠোপরি শুভাসনে সহস্র সহস্র গোপকন্যা সম্মুখে রহিয়াছে॥ ১৩॥

অন্বয়ার্থঃ।

রমণীয়বেশা কিশোরীবয়সা যৌবন পূর্ব্ববয়সা। কৌষেয় বসনোজ্জ্বলা পট্টবস্ত্র পরিধানাঃ। ষোড়শ স্বরমূর্ত্তয়ঃ মাতৃকান্তর্গত ষোড়শ স্বরা যে সহচারিত্বে নাবির্ভূতাঃ॥ ১২॥ তদ্বাহ্ ইতি। তদ্বহির্ভাগে যোগ পীঠাসনে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে সহস্রতেতি গোপকন্যা আসন্নিতার্থঃ॥ ১৩॥

শুদ্ধ কাঞ্চন বর্ণাভাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুলোচনাঃ।
কোটি কন্দর্প লাবণ্যাঃ কিশোরবয়সান্বিতাঃ॥১৪
দিব্যালঙ্কার ভূষাভির্নাসাগ্র গজ মৌক্তিকাঃ।
বিচিত্র কেশাভরণা শ্চারু চঞ্চল কুন্তলাঃ ॥১৫॥
কৃষ্ণমুগ্ধী কৃতাকারাঃ সদ্বৃত্তি কৃষ্ণলালসাঃ।
কৃষ্ণ গূঢ় রহস্যানি গায়ন্ত্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥১৬

ভাষা।

তাহারা সকলেই শুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট প্রসন্ন ও সুলোচনা। তাহাদের যৌবন রূপ লাবণ্যে কোটী কন্দর্প পরাজিত হয়॥ ১৪ ॥

ঐ সকল সখীগণ সকলেই দিব্য অলঙ্কার ভূষিত। নাসাগ্রে গজমুক্তা শোভিত এবং বিবিধ ভূষণে কবরী শোভা পাইতেছে ও চঞ্চল মনোহর কেশ শোভা অতি অতুল॥ ১৫ ॥

তাহাদের আকারে কৃষ্ণ মোহিত হন। তাহাদের চিত্ত বৃত্তি অতি উত্তম, কেবল কৃষ্ণ প্রাপ্তিই তাহাদের অভিলাষ। সর্ব্বদা কৃষ্ণের গুপ্তলীলা গান করিতে করিতে বিহ্বল হয়॥১৬॥

অস্যার্থঃ।

শুদ্ধেতি। শুদ্ধকাঞ্চন বদত্যুজ্জ্বলাং। কোটি কন্দর্পাদধিক লাবণ্যবত্যঃ সর্ব্ব এব কিশোরবয়সঃ॥ ১৪ ॥ দিব্যেতি। বিবিধ ভূষাভির্ভূষিতাঃ নাসাগ্রে গজমৌক্তিক ধারিণ্যঃ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণেতি। তাসামাকারৈরেব কৃষ্ণো মুগ্ধো ভবতীতিভাবঃ। সদ্বৃত্ত্যা সদনুষ্ঠানেন কৃষ্ণে লালসা অভিলাষো যাসাং তা গুপ্তোক্তাঃ প্রেম বিহ্বলা কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধাঃ॥ ১৬ ॥

নানা বৈদগ্ধি নিপুণা দিব্যবেশ ধরান্বিতাঃ।
সৌন্দর্য্যস্যূর্য্যলাবণ্যাঃকটাক্ষাতি মনোহরাঃ॥১৭
একান্তাসক্তা গোবিন্দে তদঙ্গ স্পর্শনোৎসুকাঃ
লাবণ্য ললিতা দীপ্তা কৃষ্ণধ্যান পরায়ণাঃ॥১৮॥
তাসান্তু সম্মুখে ধন্যা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
শ্রুতি কন্যা মহেশানি সহস্রাযুত সংযুতাঃ।১৯

ভাষা।

তাহারা নানা প্রকার চাতুর্য্যে অতি শিক্ষিত, এবং দিব্য বেশধারী। সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে জগত মোহিত হয়, কটাক্ষ অতি মনোহর॥ ১৭॥

গোবিন্দে নিতান্ত আসক্তা ও গোবিন্দাঙ্গ স্পর্শনে সমুৎসুকা। মনোহর শরীর লাবণ্যে দীপ্তি বিশিষ্টা। কৃষ্ণ চিন্তায় রত॥ ১৮॥

তাহাদের সম্মুখে সহস্র সহস্র গোপকন্যা ও কোটী কোটী শ্রুতি কন্যা রহিয়াছে॥ ১৯॥

অন্বয়ার্থঃ।

নানেতি।· বৈদগ্ধিনিপুণাঃ নানা চাতুর্য্য কুশলাঃ। সৌন্দর্য্যেণ শরীর কান্ত্যা সূর্য্যবল্লাবণ্যবত্যঃ। কটাক্ষেণ দৃষ্টিভঙ্গ্যা অতি মনোহারিণ্যঃ॥ ॥ ১৭ ॥ একান্তেতি গোবিন্দে নিতান্তানুরক্তাঃ। গোবিন্দাঙ্গ স্পর্শন সমুৎসুকাঃ। লাবণ্য ললিতাঃ কান্তি মনোহরাঃ। কৃষ্ণচিন্তন তৎপরাঃ॥ ১৮ ॥ তাসামিতি। তসাং সম্মুখেপি সহস্রশো গোপ কন্যাঃ সন্তীতিভাবঃ। হে মহেশানি এতাঃ কোটি কন্যা সহিতাঃ॥ ১৯॥

তৎপৃষ্ঠে মুনিকন্যাশ্চ সৌম্য রূপা মনোহরাঃ।
রাধায়াং মগ্ন মনসঃ স্মিত সাচী নিরীক্ষণাঃ॥২০॥
মন্দিরস্য ততো বাহ্যে প্রিয় পারিষদান্বিতে।
তৎ সমান বয়োবেশাঃ সমান বল পৌরুষাঃ॥২১
সমান রূপ সম্পন্নাঃ সমানা গুণ কর্ম্মভিঃ।
সমান স্বর সংগীত বেণুবাদন তৎপরাঃ।
স্বর্ণ বেদ্যন্ত রস্থে চ স্বর্ণাভরণ ভূষিতাঃ॥২২॥

ভাষা।

তৎ পশ্চাদ্ভাগে মুনিকন্যা; তাহাদের অতি মনোহর সৌম্য মূর্ত্তি। নিরন্তর রাধার প্রতি মন নিবেশিত করিয়া স্মিতমুখে সরল দৃষ্টি করিতেছে॥ ২০॥

তৎপরে মন্দিরের বহির্ভাগে কৃষ্ণের সমান বর্ণ বিক্রমশালী পারিষদগণ রহিয়াছে॥ ২১॥

তাহারা সকলেই কৃষ্ণের সমান রূপলাবণ্য সম্পন্ন ও সমান গুণ কর্ম্ম শীল, এবং সমান স্বরসংযোগে বংশীবাদন করিয়া স্বর্ণবেদী মধ্যে নানা আভরণে ভূষিত হইয়াছে॥২২॥

অস্যার্থঃ।

তদিতি। শ্রুতিকন্যা পশ্চাদ্ভাগে মুনিকন্যাঃ শান্তরূপাঃ। রাধায়াং নিয়তচিত্তাঃ॥ ২০॥ মন্দিরেতি। ততো মন্দিরবাহ্যে বহির্ভাগে। সমান বেশাঃ তুল্যবেশাঃ। সমান বল বিক্রমাঃ॥ ২১॥ সমানেতি। সমান রূপ লাবণ্য বত্যঃ সমান গুণ কর্ম্মশালিন্যঃ। সমান স্বর সংযোগেন কৃত সংগীতাঃ। স্বর্ণ বেদ্যন্তরস্থে স্বর্ণবেদি মধ্যস্থিতে॥ ২২॥

স্তোত্রং কৃষ্ণ সুভাদ্রাদ্যৈ গোঁপালৈ রম্যতাম্বৈতৈঃ
শৃঙ্গ বেত্র বেণু বীণা বয়োবেশাকৃতি স্বনৈঃ।
তদ্গুণ ধ্যান সংযুক্তৈ গীয়তে রসবিহ্বলৈঃ॥২৩
তদ্বাহ্যে সুরভী বৃন্দৈঃ সবৎস রসবিহ্বলৈঃ।
চিত্রার্পিতৈশ্চ তদ্রূপৈঃ সদা নন্দাশ্রু বর্ষিভিঃ॥
॥ ২৪ ॥

ভাষা।

কৃষ্ণ সুভদ্র প্রভৃতি গোপালগণ শৃঙ্গ, বংশী প্রভৃতি বাদ্য বাদন করিয়া নানা বেশ ভূষায় শোভিত হইয়া স্বর সংযোগে কৃষ্ণ গুণানুবাদ গান করে। তদ্বহির্ভাগে সুরভী প্রভৃতি গাভী-গণ স্ব স্ব বৎসগণে পরিবৃত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় তদ্রূপ দেখিতে দেখিতেও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

স্তোত্র মিতি। স্তোত্র মল্প মল্পং যথাতথেতি কৃষ্ণ সুভদ্রাদ্যৈ গোঁপালৈঃ শৃঙ্গ বেণু প্রভৃতি বাদনেন তদগুণ সংকীর্ত্তনং ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ॥ ২৩ ॥ তদ্বাহ্যে ইতি। সুরভী বৃন্দৈ গাভী সমূহৈঃ বৎস সহ রসমূগ্ধৈঃ চিত্রা র্পিতৈঃ চিত্র পুত্তলিকা বন্নিশ্চলৈঃ আনন্দাশ্রু বার্ষিভিঃ কৃষ্ণ প্রেমানন্দ বাষ্প নবস্রজদ্ভিঃ॥ ২৪ ॥ পুলকেতি। পুলকেন প্রেমানন্দেন আকুলাঙ্গৈঃ

পুলকাকুল সর্ব্বাঙ্গৈ র্যোগীন্দ্রৈ রিববিস্মিতাঃ।
ক্ষরৎ পয়োভি র্গোবিন্দৈ র্লক্ষলক্ষৈ রূপান্বিতঃ
॥ ২৫ ॥
তদ্বাহ্যে প্রাচীরে দেবি কোটি সূর্য্য সমুজ্জ্বলে।
চতুর্দ্দিক্ষু মহোদ্যান নানা সৌরভ মোহিতে॥২৬
পশ্চিমে সম্মুখে শ্রীমৎ পারিজাত দ্রুমালয়ে।
তত্রাধঃস্থে স্বর্ণপীঠে স্বর্ণ মন্দির মণ্ডিতে॥২৭॥

ভাষা।

ঐ গাভী সকলের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া যোগীন্দ্রগণের ন্যায় বিস্মিত চিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদের দুগ্ধধারা পড়িতেছে॥ ২৫ ॥

তদ্বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে মনোহর সৌরভ পূর্ণ পুষ্পোদ্যান, তদ্বাহ্যে কোটী সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণ প্রাচীর আছে॥২৬॥

পশ্চিমদিকে অতি উজ্জ্বল পারিজাত দ্রুমালয়, তাহার অধোদেশে সুবর্ণ মন্দিরে যোগপীঠ আছে॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ

বিবশ শরীরৈঃ। ক্ষরৎ পয়োভিঃ মুঞ্চৎ ক্ষীরৈঃ ॥ ২৫ ॥ তদ্বাহ্যে ইতি। সূর্য্য সমুজ্জ্বলে সূর্য্য বদতি তেজস্বিনি। নানাসৌরভ মোহিতে নানাসুগন্ধি মোদিতে॥ ২৬॥ পশ্চিমে ইতি। পারিজাত দ্রুমালয়ে কলপ বৃক্ষ নিকেতনে তত্রাধঃস্থে পারিজাত তরুমূলে॥ ২৭॥ তন্মধ্যে ইতি।

তন্মধ্যে মণি মাণিক্য রত্নসিংহাসনোজ্জ্বলং।
তত্রোপরি পরানন্দং বাসুদেবং জগদ্গুরুং॥২৮॥
ত্রিগুণাতীত চিদ্রূপং সর্ব্বকারণ কারণম্।
ইন্দ্রনীল মণি শ্যাম নীল কুঞ্চিত কুন্তলং ॥২৯॥
পদ্মপত্র বিশালাক্ষং মকরাকৃতি কুণ্ডলং।
চতুর্ভুজং মহদ্ধাম জ্যোতিরূপং সনাতনং ॥৩০॥

ভাষা।

ঐ যোগ পীঠোপরি সমুজ্জ্বল মাণিক্য খচিত রত্ন সিংহাসন; তদুপরি পরমানন্দ স্বরূপ ত্রিগুণাতীত জগদ্গুরু সর্ব্বকারণ জ্ঞানময় বাসুদেব আছেন। তাহার সমুজ্জ্বল দেহ ইন্দ্র নীলমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ ও নীল কুটিল কেশ॥ ২৮। ২৯॥

পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাললোচন, কর্ণে মকরাকৃতি সুবর্ণ কুণ্ডল, ঐ বাসুদেব মূর্ত্তি চতুর্ব্বাহু জ্যোতির্ম্ময়। যিনি মহদ্ধাম সনাতন॥ ৩০॥

অস্যার্থঃ।

স্বর্ণ মন্দিরমধ্যে মাণিক্য নির্ম্মিত রত্নখচিতাসনে। পরানন্দং পরমানন্দ স্বরূপং॥ ২৮ ॥ ত্রিগুণাতীত মিত্যাদি শ্লোক ত্রয়েণ রত্নসিংহাসনস্থং বাসুদেবং বিশিনষ্টি তদপিমিত্যর্থঃ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ রুক্মিণীতি।

আদ্যন্তরহিতং নিত্যং প্রধানং পুরুষেশ্বরং।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারিণং বনমালিনং।
পীতাম্বর মতি স্নিগ্ধং দিব্যভূষণ ভূষিতং ॥৩১॥
রুক্মিণী সত্যভামাচ নাগ্নজিত্যাচ লক্ষণা ॥৩২॥
মিত্রবিন্দা সুনন্দাচ তথা জাম্বুবতী প্রিয়া।
সুশীলাচাষ্ট মহিষী বাসুদেবো বৃতাস্ততঃ॥৩৩॥
উদ্ধবাদ্যাঃ পারিষদাবৃতা স্তদ্ভক্তি তৎপরাঃ।
উত্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দন সঙ্গিতে॥৩৪॥

ভাষা।

আদ্যন্তরহিত, নিত্য, প্রধান পুরুষেশ্বর, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী, বনমালা বিভূষিতগাত্র, পীতাম্বর পরিধান ও দিব্যভূষণে ভূষিত ॥ ৩১ ॥

রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিত্যা, লক্ষণা মিত্রবিন্দ্যা, সুনন্দা, জাম্বুবতী, ও সুশীলা প্রভৃতি অষ্ট মহিষী বাসুদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

উত্তরদিকে হরিচন্দন চর্চ্চিত দিব্য উদ্যানে, উদ্ধবাদি কৃষ্ণ পারিষদগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া স্তব করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ।

রুক্মিণী সত্যভামাদ্যাঃ সখ্যঃ কৃষ্ণমহিষ্যঃ। তা এব বাসুদেবং পরিবৃত্য স্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ উদ্ধবেতি। উদ্ধবাদয় স্তদ্ভক্তি পরায়ণাঃ পারিষদাঃ পরিবারত্বেন সহচরাঃ হরিচন্দন সঙ্গিতে কস্তূরী সুগন্ধ পূর্ণে

তত্রাধস্ত স্বর্ণ পীতে মণি মণ্ডপ মণ্ডিতে।
তস্য মধ্যেতু মাণিক্য দিব্য সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥
॥ ৩৫ ॥

তত্রোপরি চ রেবত্যা সহিতঞ্চ হলায়ুধং।
ঈশ্বরস্য প্রিয়ানন্ত মভিন্ন গুণ রূপিণং ॥ ৩৬ ॥

ভাষা।

তাহার অধঃ স্থলে, মণি মণ্ডপ ভূষিত স্বর্ণ পীঠ মধ্যে, মাণিক্য ভূষিত সমুজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন ॥৩৫ ॥

তদুপরি রেবতী সহিত হলায়ুধ ঈশ্বর প্রিয়, অভিন্ন রূপী অনন্ত দেব বলরাম ॥ ৩৬ ॥

অস্যার্থঃ।

॥ ৩৪ ॥ তত্রেতি। পীতে পীতবর্ণে। মণি মণ্ডপ মণ্ডিতে মণি নির্ম্মিত মণ্ডল ভূষিতে। মাণিক্য রচিত দিব্য সিংহাসনে ॥ ৩৫ ॥ তত্রেতি। তদুপরি রেবত্যা সহিতং বলরামং। অনন্তং হলায়ুধং ঈশ্বরাভিন্ন রূপ শালিনং ॥ ৩৬ ॥ শুদ্ধেতি হলায়ুধং বিশিনষ্টি। শুদ্ধ স্ফটিক বদতি

শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাসং রক্তাম্বুজ দলেক্ষণং।
নীল পদ্মাম্বর ধরং দিব্য গন্ধানু লেপনং।
কুণ্ডলাযুক্ত সদগণ্ডং দিব্য ভূষাস্রগম্বরং ॥৩৭॥
মধুপান সদাসক্তং সদা ঘূর্ণিত লোচনং।
জগম্মোহন সৌন্দর্য্যং সাধক শ্রেণী বেষ্টিতং।
॥৩৮॥

ভাষা।

শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র দেহ, রক্তপদ্ম দলের ন্যায় লোহিত লোচন, নীলপদ্ম ও নীলাম্বর ধারী; দিব্য গন্ধানুলেপনে সর্ব্বাঙ্গ প্রলিপ্ত, গণ্ড স্থলে কুণ্ডল, দিব্য ভূষণ, ও বনমালা পরিধান করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

সদা মধুপানে আসক্ত চিত্ত হওয়াতে,লোচন ঘূর্ণিত হইতেছে, দেহ সৌন্দর্য্যে ত্রিজগত মোহিত হয়, চতুর্দ্দিকে সাধক শ্রেণী বেষ্টিত আছে ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ।

শুভ্রং রক্তনেত্রং। নীলপদ্ম বস্ত্রং পরিদধানং। দিব্য চন্দন লিপ্তাঙ্গং গণ্ডস্থলে দিব্য কুণ্ডলং॥ ৩৭ ॥ মধ্বিতি। মধুপানেন সদা ঘূর্ণিত লোচনং। দেহ শোভয়া বিশ্বমোহনং। ভক্ত বৃন্দপরিবেষ্টিতং ॥ ৩৮ ॥ অসিতেতি।

অসিতাম্বুজ পূর্ণাভ মর বিন্দদলেক্ষণং।
দিব্যালঙ্কার ভুষাঢ্যং দিব্য মাল্যানু লেপনং॥৩৯
জগন্মুগ্ধী কৃতাশেষ সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্য বিগ্রহং।
পূর্ব্বোদ্যানে মহারম্যে সুরদ্রুম সমাশ্রয়ে॥ ৪০॥
তস্য মধ্যে স্থিতে রাজ দিব্য সিংহাসনোজ্জ্বলে।
শ্রীমত্যা উষয়া শ্রীমদনিরুদ্ধং জগৎপতিং॥৪১॥

ভাষা।

অসিত পদ্মের ন্যায় দেহ আভা, অরবিন্দদলের ন্যায় দিব্য লোচন, দিব্য অলঙ্কারে শোভিত সর্ব্ব গাত্রে অনুলেপন প্রলেপ॥ ৩৯॥

মহারম্য সুরদ্রুম শোভিত পূর্ব্বোদ্যান মধ্যে সমুজ্জ্বল দিব্য সিংহাসনোপরি শ্রীমতী উষার সহিত, জগৎপতি অনিরুদ্ধ আছেন, তাহার দেহ শোভায় ত্রিজগত মুগ্ধ হয়॥ ৪০॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।

নীলপদ্ম বদ্দেহ সৌভাগ্যং পদ্মদলেক্ষণং দিব্যালঙ্কার শোভিতং দিব্য মালাধারিণং। অনুলেপেন লিপ্ত শরীরং॥ ৩৯॥ জগদিতি। অশেষ দেহ শোভয়া জগন্মোহয়তীত্যর্থঃ। অতি মনোহর পূর্ব্বোদ্যানা ধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ॥ ৪০॥ তস্যেতি দিব্য সিংহাসনোপরি উষয়া সার্দ্ধং জগৎপতি মনিরুদ্ধং॥ ৪১॥ সান্দ্রেতি। অনিরুদ্ধং বিশিনষ্টি। ঘনশ্যামং

সান্দ্রানন্দং ঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধং নীল কুন্তলং।
নীলোৎপল দল স্নিগ্ধং চারুচঞ্চল লোচনং॥৪২॥
সুভ্রূন্নতা লতাভঙ্গ সুকপোলং সুনাসিকং।
সুগ্রীবং সুন্দরং বক্ষঃ সুস্বরং সুমনোহরং।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কণ্ঠ ভূষাদি ভূষণং॥৪৩॥
মঞ্জু মঞ্জীর মাধুর্য্য মাশ্চর্য্য রূপ শোভিতং।
পূর্ণব্রহ্ম সদানন্দং শুদ্ধং সত্ত্বাত্মকং প্রভুং॥৪৪॥

ভাষা।

ঐ অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিমান আনন্দ স্বরূপ, ঘন নীরবৎ শ্যাম দেহ কান্তি; কর্ণে সুস্নিগ্ধ কুণ্ডল, নীলোৎপল দলের ন্যায় সুস্নিগ্ধ চারু চঞ্চল লোচন॥ ৪২॥

উন্নত ভঙ্গুর ভ্রূযুগল,মনোহর নাসিকা ও গণ্ডস্থল, গ্রীবাদেশ অতি সুন্দর, বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত। অতি মনোহর স্বর; কিরীট, কুণ্ডল ও বিবিধ কণ্ঠ ভূষায় সুশোভিত॥ ৪৩॥

মনোহর নূপুর শোভায় শোভিত হইয়া পূর্ণ ব্রহ্ম সদানন্দ শুদ্ধ সত্ত্ব গুণোপেত প্রভু অধিষ্ঠিত আছেন॥ ৪৪॥

অস্যার্থঃ।

ঘনবৎশ্যাম কলেবরং নীলকুন্তল ধারিণং চঞ্চল লোচনং॥ ৪২॥ সুভ্রূ ইতি। ভ্রূযুগলং ভঙ্গুর প্রায়মিত্যর্থঃ। সুগ্রীবং গ্রীবাদেশমতি সুন্দরং সুস্বরং মধুর স্বরেণ গীয়মানং॥ ৪৩॥ মঞ্জু ইতি। মনোহর নূপুর শোভয়া অদ্ভুত রূপ ধারিণমিত্যর্থঃ। শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকং বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণো-

তস্যোর্দ্ধে চান্তরীক্ষে চ বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং।
অনাদি মাদি চিদ্রূপং চিদানন্দং পরং বিভুং।
॥ ৪৫ ॥

ত্রিগুণাতীত মব্যক্তং অক্ষরং নিত্য মব্যয়ং।
সস্মের পুঞ্জ মাধুর্য্যং সৌন্দর্য্যং শ্যাম বিগ্রহং।
॥ ৪৬ ॥

ভাষা।

তদূর্দ্ধভাগে নভোমণ্ডলে, অনাদি, চিদ্রূপ, চিদানন্দ স্বরূপ, জগদাদিভূত হরি রহিয়াছেন॥ ৪৫॥

ইনি ত্রিগুণাতীত, অব্যক্ত, সনাতন, অব্যয় ও নিশ্চল পুরুষ। সস্মিত মুখ পদ্মের শোভা অতি মনোহর। সৌন্দর্য্যের তুলনা-হীন শ্যাম রূপী স্বয়ং নারায়ণ॥ ৪৬॥

অস্যার্থঃ।

পতং। প্রভুমীশ্বরং॥ ৪৪॥ তস্যেতি। অন্তরীক্ষে আকাশ মণ্ডলে। অনাদিং আদ্যহীনং আদিং জগদাদিভূতং। চিদ্রূপং জ্ঞানময়ং॥ ৪৫॥ ত্রিগুণেতি। সত্ত্ব রজ স্তমোগুণত্রিতয় হীনং। অক্ষরং নিশ্চলং অব্যয়ং নিত্যং অব্যক্তং অপ্রকাশিতমিতি। সস্মিত বদনং শোভাপূর্ণং। শ্যাম বিগ্রহং নীল কলেবরং॥ ৪৬॥ অরবিন্দেতি। পদ্মদলস্থং সুদার্দ

অরবিন্দ দলস্নিগ্ধ সুদীর্ঘ লোল লোচনং।
কিরীট কুণ্ডলোদ্ভাসি জগত্রয় মনোহরং ॥৪৭॥
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্মোপ শোভিতং।
কঙ্কণাঙ্গদ কেয়ূর কিঙ্কিনী কটিশোভিতং ॥৪৮॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভং রাজদ্বনমালা বিভূষিতং।
মঞ্জু মুক্তা ফলোদার হারদ্যোতিত বক্ষসং।
হেমাম্বুজ ধরং শ্রীমদ্বিনতা সুত বাহনং ॥৪৯॥

ভাষা।

অরবিন্দ দলের ন্যায় সুদীর্ঘ চঞ্চল লোচন। শিরোপরি মুকুট, গণ্ডস্থলে মনোহর কুণ্ডল, দেহ কান্তিতে ত্রিজগৎ সমুজ্জ্বল হইয়াছে॥ ৪৭॥

চতুর্ভুজে শঙ্খচক্র গদা ও পদ্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। কঙ্কন ও অঙ্গদ শোভিত হস্ত, কটিদেশ কিঙ্কিনীযুক্ত কাঞ্চীগুণ॥ ৪৮॥

শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ চিহ্নিত বক্ষঃস্থলে বনমালা শোভা পাইতেছে। তাহাতে মনোহর মুক্তাহার লম্বমান রহিয়াছে। হেম পদ্মধারী সনাতন বিষ্ণু বিনতানন্দ গরুড়োপরি অধিষ্ঠিত॥৪৯॥

স্নিগ্ধনেত্রং কিরীটেন মুকুটেন কুণ্ডলেন কর্ণ ভূষয়াচ উদ্ভাসি সমুজ্জ্বলং॥ ৪৭॥ চতুরিতি। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোভিতং চতুর্হস্তং কঙ্কণ বলয়াদি ভূষিতঞ্চ। কট্যাং ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা শোভিত কাঞ্চীগুণং॥ ৪৮॥ শ্রীতি শ্রীবৎসঃচিহ্ন বিশেষঃ কৌস্তুভমণি বিশেষঃ। লম্বমান মনোহর মুক্তাহারেণ শোভিত বক্ষঃস্থলং। বিনতাসুত গরুড় স্তদুপরি স্থিতমিত্যর্থঃ॥ ৪৯॥ উভয়

লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রিতো ভয় পার্শ্বকং।
পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্যং পূর্ণানন্দ রসাশ্রয়ং ॥৫০॥
মুনীন্দ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানং দেব পার্শ্বদ বেষ্টিতং।
সর্ব্ব কারণ কার্য্যেশং স্মরে দ্যোগেশ্বরে শ্বরং।
॥ ৫১ ॥
ত্রাধো দেবি পাতালে আধার শক্তি সংযুতে
মণি মণ্ডপ মধ্যেতু মণি সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥৫২॥

ভাষা।

উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিরাজিতা আছেন, নিত্য সুখ সম্পদ উপভোগে, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ পূর্ণানন্দ রসের আশ্রয়॥৫০॥

নারদাদি মুনিগণ সদা স্তব করিতেছেন। দেবগণ পারিষদ-রূপে চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন। সেই সর্ব্ব কারণ সর্ব্ব কার্য্যে-শ্বর নারায়ণকে সকলে স্মরণ করে॥ ৫১ ॥

হে দেবি পার্ব্বতি! তদধোভাগে পাতালে আধার শক্তি আছে। তদুপরি মণিমণ্ডপ মধ্যে সমুজ্জ্বল রত্ন সিংহাসন আছে॥ ৫২ ॥

অস্যার্থঃ।

পার্শ্বে লক্ষ্মীঃ সরস্বতীচ সমুপবিষ্টেত্যর্থঃ॥ ৫০ ॥ মুনীতি। মুনিন্দ্রাদ্যৈঃ দেবর্ষিভী রাজর্ষিভিশ্চ। দেব পারিষদগণ বেষ্টিতং নিখিল কার্য্যকারণ কর্ত্তার মিত্যর্থঃ॥ ৫১ ॥ তত্রেতি। তস্যাধোভাগে পাতালে আধার শক্তি সহিতে উজ্জ্বলে মণি নির্ম্মিত সিংহাসন ইত্যর্থঃ॥ ৫২ ॥ তদ্বাহ্য

তদ্বাহ্যে স্ফটিকাদ্যুচ্চৈঃ প্রাচীরাদি মনোহরৈঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু বৃতে দিব্যে প্রতিবিম্ব সমুজ্জ্বলে॥৫৩॥
উদ্যানে পুষ্প সৌরভ্য মুগ্ধীকৃত জগত্রয়ে।
আস্তে সুরাসুরগণৈঃ সিদ্ধ চারণ সেবিতে॥৫৪॥
দিব্যাঙ্গ মঞ্জু সৌন্দর্য্য যথা ভুষণ বাহনৈঃ।
যথেপ্সিত বর প্রার্থৈ স্তদঙ্ঘ্রি ভজনোৎসুকৈঃ
॥ ৫৫ ॥

ভাষা।

তাহার বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চ মনোহর স্ফটিক প্রাচীর, তাহাতে সমস্ত বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে মনোহর শোভা হইয়াছে॥ ৫৩॥

তাহার মনোহর উদ্যান, পুষ্প সৌগন্ধে জগত্রয় মোহিত হইতেছে। সুর, অসুর, সিদ্ধ ও চারণগণ নিয়ত সেবা করিতেছে॥ ৫৪॥

মনোহর সৌন্দর্য্যশালী দিব্যাঙ্গধারী দেবগণ, বরপ্রার্থী হইয়া, তাহার পাদপদ্ম ভজন লালসায়, স্ব স্ব ভুষণ বাহনে শোভিত হইয়া আগমন করিতেছেন॥ ৫৫॥

অন্বয়ার্থঃ।

ইতি। স্ফটিকাদি নির্ম্মিত উচ্চ মনোহর প্রাচীরৈ শ্চতুর্দ্দিক্ষু আবৃতে॥ ৫৩॥ উদ্যান ইতি। পুষ্প সৌগন্ধেন জগত্রয় মুগ্ধীকৃতে উদ্যানে। সিদ্ধগণৈ-শ্চারণগণৈশ্চ সেবিতে॥ ৫৪॥ দিব্যেতি। স্বস্বাভিলষিত বরেচ্ছুভি স্তৎপাদ ভজনাভিলাষৈ রিত্যর্থঃ॥ ৫৫॥ তদিতি। এতেষাং দক্ষিণে

তদ্দক্ষিণে মুনিগণৈঃ শুদ্ধ সত্ত্বান্বিতাত্মভিঃ।
তদ্ভক্তি সাধনাধর্ম্মৈর্বাঞ্ছ্যতে ভক্তি তৎপরৈঃ।
॥ ৫৬ ॥
তৎপৃষ্ঠে যোগিমুখ্যৈশ্চ সনকাদ্যৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
আত্মারামৈশ্চ চিদ্রূপৈ স্বস্মূর্ত্তিস্ফূর্ত্তি তৎপরৈঃ।
॥ ৫৭ ॥

ভাষা।

তাহার দক্ষিণ ভাগে, শুদ্ধ সত্ত্ব গুণান্বিত মুনিগণ, ভজনা সাধনার্থ ভক্তি তৎপর হইয়া স্ব স্ব ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

তৎপৃষ্ঠদেশে সনকাদি মহাত্মা যোগিগণ, চিদ্রূপী আত্ম-চিন্তা করিতেছেন, ও তাঁহাদের জ্ঞান নেত্রে সেই চিদ্রূপ মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

শুদ্ধসত্ত্ব গুণযুক্তৈ স্তদ্ভজন পরায়ণৈঃ। বাঞ্ছ্যতে প্রার্থ্যতে হরিভজন মিতি শেষঃ॥ ৫৬ ॥ তদিতি। তৎপৃষ্ঠে তেষাং মুনিগণানাং পশ্চাদ্ভাগে। আত্মারামৈঃ আত্মতত্ত্ব বিচারয়দ্ভি রিত্যর্থঃ॥ ৫৭ ॥ হৃদয়েতি।

হৃদয়ারূঢ় তদ্ধ্যানৈর্নাসাগ্র ন্যস্ত লোচনৈঃ।
সসাধ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব্বৈঃ স বিদ্যাধর কিন্নরৈঃ॥
তদঙ্ঘ্রি ভজনা কামৈর্ব্বাঞ্ছ্যতে হৃষ্ট মানসৈঃ।
॥ ৫৮ ॥
তদগ্রে বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বৈচান্তরীক্ষে সুখাসনে।
পদ্মাদলা বদাদ্যাশ্চ কুমার শুক উদ্ধবাঃ॥ ৫৯॥

ভাষা।

সাধ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ, নাসাগ্রে লোচন-ন্যস্ত করিয়া, তদ্ধ্যানে একাগ্র চিত্ত হইয়া হৃষ্টমনে ঐ পাদপদ্ম ভজনা বাঞ্ছা করিতেছেন॥ ৫৮ ॥

তাহার অগ্রভাগে পদ্মাদল, অবদ, কুমার, শুক ও উদ্ধব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আকাশ প্রদেশে সুখাসনে আসীন আছে॥ ৫৯॥

অন্বয়ার্থঃ।

হৃদয়ে মনসি আরূঢ়ং জনিতং তস্যেশ্বরস্যধ্যানং যেষাং তথোক্তৈঃ নাসাগ্রে ন্যস্তানি অর্পিতানি লোচনানি যেষাং তৈঃ এতেন তেষাং মনঃ স্থিরত্ব মায়াতং। সাধ্য সিদ্ধগন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর কিন্নরগণৈশ্চ সহিতৈ রিত্যর্থঃ। বাঞ্ছ্যতে প্রার্থ্যতে। হৃষ্টমানসৈঃ সন্তুষ্টৈ রিত্যর্থঃ॥ ৫৮ ॥ তদিতি। তেষাং সিদ্ধগণানামগ্রে অন্তরীক্ষে আকাশে পদ্মাদলাবদাদ্যাঃ বৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবগণাঃ॥ ৫৯ ॥ পুলকেতি। পুলকিত সর্ব্বগাত্রৈঃ প্রকাশিত

পুলকাঙ্কুর সর্ব্বাঙ্গৈঃ স্ফুরৎ প্রেম সমাকুলৈঃ।
রহস্য প্রেম সংযুক্তৈ বর্ণ যুগ্মাক্ষরো মনুঃ ॥৬০॥
মন্ত্রচূড়ামণিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ব মন্ত্রৈক কারণং।
সর্ব্ব দেবস্য মন্ত্রাণাং কৃষ্ণ মন্ত্রস্তু জীবনং ॥ ৬১ ॥
শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্ব মন্ত্রাণাং কৃষ্ণ মন্ত্রস্তু কারণং।
সর্ব্বেষাং কৃষ্ণ মন্ত্রাণাং কৈশোরমতি হেতুকং।
কৈশোরং সর্ব্ব মন্ত্রাণাং হেতু চূড়ামণিং মনুঃ।
॥ ৬২ ॥

ভাষা।

তাহারা কৃষ্ণ প্রেম রসে সমাকুল হওয়াতে, সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঙ্কুরিত হইয়াছে, এবং ঐ বৈষ্ণবগণ পূর্ণ বর্ণদ্বয়াত্মক অতি গোপনীয় মন্ত্র, মানসে উচ্চারণ করিতেছে ॥ ৬০ ॥

ঐ দ্ব্যক্ষর মন্ত্র সর্ব্ব মন্ত্রের চূড়ামণি স্বরূপ, ও সর্ব্ব মন্ত্রের কারণ। যেহেতু কৃষ্ণমন্ত্র অন্যান্য দেব মন্ত্রের জীবন বলিয়া বর্ণিত আছে ॥ ৬১ ॥

যেমন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব দেবের কারণ, তদ্রূপ কৃষ্ণমন্ত্রও সর্ব্ব মন্ত্রের কারণ স্বরূপ। বিশেষতঃ সর্ব্ব প্রকার কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে, এই দ্ব্যক্ষর কৈশোর মন্ত্র সমাধিক মাহাত্ম্য যুক্ত, এবং এই কৈশোর মন্ত্রকেই সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রের কারণ বলা যায় ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ।

প্রেমোন্মত্তৈরিত্যর্থঃ। বর্ণ যুগ্মাক্ষরঃ বর্ণদ্বয়াত্মকঃ মনুর্মন্ত্রঃ ॥ ৬০ ॥ মন্ত্রেতি। মন্ত্রচূড়ামণির্মন্ত্ররাজঃ। কৃষ্ণমন্ত্রঃ সর্ব্ব মন্ত্রস্য জীবনং কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ ইতি। শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্ব মন্ত্রাধিপতিঃ কৃষ্ণস্য

মনসৈব প্রকুর্ব্বন্তি পূর্ণ প্রেম সুখাত্মনঃ।
বাঞ্ছতি তৎপাদাম্ভোজং নিশ্চলং প্রেম সাধনং
॥ ৬৩।

তদ্বাহ্যে স্ফটিকাদ্যুচ্চৈঃ প্রাচীরে সুমনোহরে।
পুষ্পৈশ্চ শ্বেত রক্তাদ্যৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমুজ্জ্বলে।
॥ ৬৪ ॥

ভাষা।

ঐ বৈষ্ণবগণ পূর্ণ প্রেম সুখাভিলাষী হইয়া, মানসে চিন্তা করিতেছেন। এবং প্রেম ভক্তি সাধন, কৃষ্ণ পাদপদ্ম বাঞ্ছা করিতেছেন॥ ৬৩ ॥

তাহার বহির্ভাগে, স্ফটিক নির্ম্মিত অতি উচ্চ মনোহর প্রাচীর; তাহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত, রক্তাদি মনোহর কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া সমুজ্জ্বল শোভাধারণ করিতেছে॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ।

কৈশোরং মন্ত্রং সর্ব্ব মন্ত্রকারণ মিত্যর্থঃ॥ ৬২ ॥ মনসেতি। প্রেম-সুখাত্মানো বৈষ্ণবা মনসা কৃষ্ণ পাদাম্ভোজং বাঞ্ছন্তি। প্রেম সাধনং প্রেমভক্তি কারণং॥ ৬৩ ॥ তদ্বাহ্যে ইতি। তেষাং বহির্ভাগে স্ফটিক নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত বিবিধ কুসুম শোভিত ইত্যর্থঃ॥ ৬৪ ॥ শুক্ল

শুক্লং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং পশ্চিম দ্বারপালকং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম কিরীটাদিভিরাবৃতং॥ ৬৫॥
রক্তং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদাধরং।
কিরীট কুণ্ডলোদ্দীপ্তং দ্বারপালক মুত্তরে॥৬৬॥
গৌরং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদাযুধং।
কিরীট কুণ্ডলাদ্যৈশ্চ শোভিতং বনমালিনং।
পূর্ব্বদ্বারে প্রতিহারং নানাভরণ ভূষিতং॥৬৭॥

ভাষা।

ঐ সিদ্ধ ক্ষেত্রে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কিরীটাদি ভূষিত চতুর্ভুজ বিষ্ণু, পশ্চিমদ্বারে দৌবারিকরূপে অধিষ্ঠিত আছেন॥৬৫॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কিরীট কুণ্ডলাদি ভূষিত রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণু, উত্তরদ্বারে দ্বারপাল রহিয়াছেন॥ ৬৬॥

কিরীট কুণ্ডলাদি ভূষণে শোভমান, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালাদি নানাভরণ ভূষিত গৌরবর্ণ বিষ্ণু, পূর্ব্বদ্বারে প্রতিহারী রূপে বিরাজিত আঁছেন॥ ৬৭॥

অন্বয়ার্থঃ।

মিতি। পশ্চিমদ্বারপালং পশ্চিমদ্বারস্থিতং কিরীটাদিভির্ম্মুকুটাদিভি-রিতি॥ ৬৫॥ উত্তরদ্বারপালং রক্তবর্ণং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারিণমিত্যর্থঃ॥ ৬৬॥ গৌরমিতি। পূর্ব্বদ্বারপালং গৌরবর্ণং বিষ্ণুং। বনমালিনং বনমালাধারিণং॥ ৬৭॥ কৃষ্ণমিতি। দক্ষিণ

কৃষ্ণবর্ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রাদি ভূষিতং।
দক্ষিণ দ্বারপালন্তু শ্রীবিষ্ণুং চিন্তয়েদ্ধরিং ॥৬৮॥
ইত্যে তৎ পরমেশানি সপ্তাবরণ মুত্তমং।
সপ্তাবরণ সংযুক্তাং রাধিকাং পদ্মিনীং পরাং।
এতদাবরণং ভদ্রে সপ্তশক্তিঃ স্বয়ং প্রিয়ে ॥৬৯

ইতি বাসুদেব রহস্থে রাধাতন্ত্রে
সপ্তদশ পটলঃ।

ভাষা।

কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ব্বাহু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু, দক্ষিণদ্বারে দ্বারপাল রূপে আছেন। এইরূপে ভগবান বিষ্ণুকে চিন্তা করিতেছে ॥ ৬৮ ॥

হে পরমেশানি! এই উত্তম সপ্তাবরণ সংযুক্ত বৃন্দাবন স্থান কেশপীঠ। ঐরূপ সপ্তাবরণ যুক্তা রাধিকা পদ্মিনী। আর এই সপ্তাবরণ যাহা বলিলাম; হে সুন্দরি! তাহা স্বয়ং শক্তি স্বরূপ ॥ ৬৯ ॥

ইতি সপ্তদশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

দ্বারপালং কৃষ্ণবর্ণং বিষ্ণুং। চক্রাদিধারিণং চিন্তয়েদিতি সর্ব্বেষামন্বয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ সপ্তেতি। রাধিকা সপ্তাবরণ সংযুতা সপ্তাবরণং প্রকৃতি শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
সপ্তদশ পটলঃ।

দেব্যুবাচ।

অপরৈকং মহা প্রেম্না পৃচ্ছামি বৃষভধ্বজ।
একোবিষ্ণুর্ব্বাসুদেব একা প্রকৃতিরীশ্বরী।
তৎকথং তস্য নানাত্বং দৃশ্যতে পরমেশ্বর॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্য মতি গোপনং।
একোবিষ্ণুর্ম্মহেশানি নানাত্বং গতবান্ যথা॥২॥

ভাষা।

পার্ব্বতী বলিতেছেন, হে বৃষবাহন! আমার প্রতি তোমার সাতিশয় কৃপা প্রদর্শন দেখিয়া, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে পরমেশ্বর! মহাবিষ্ণু বাসুদেব এক এবং প্রকৃতি ঈশ্বরীও এক, তবে কেন তাহাদের নানারূপ দেখিতেছি; আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বল॥ ১ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! এক বিষ্ণু ও এক প্রকৃতি, কি প্রকারে নানারূপী হইয়াছেন, এই গোপনীয় রহস্য কথা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

দেব্যুবাচেতি। মহাপ্রেম্না ত্বয়ি মম নিরতিশয় প্রেমত্বাৎ। অপরং একং প্রশ্নং করোমীত্যর্থঃ। বাসুদেবস্য প্রকৃতেরেকত্বাৎ নানাত্বং অনেক রূপত্বং কথং দৃশ্যতে বদেতিশেষঃ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। হে দেবি বিষ্ণুর্যথা নানাত্বং গতবান্ এতদ্রহস্যং বদামি শৃণ্বিত্যর্থঃ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী যস্মাৎ প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী।
স্ত্রীপুং ভাবেন দেবেশি সর্ব্বং ব্যাপ্য জগন্ময়ী।
॥ ৩ ॥
সা স্ত্রী পুরুষরূপেণ সর্ব্বং ব্যাপ্য বিজৃম্ভতে।
বাসুদেবো মহাবিষ্ণু গুণাতীতঃ পরমেশ্বরঃ॥৪॥
যদ্রূপং বাসুদেবস্য তৎ সত্যং কমলেক্ষণে।
যদুক্তং কৃষ্ণরূপং হি বিদ্যাসিদ্ধেহি কারণং ॥৫॥

ভাষা।

হে ঈশ্বরি! ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী প্রকৃতি দেবি, স্ত্রী পুরুষ ভাবে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩ ॥

সেই স্ত্রীরূপা প্রকৃতি দেবি, পুরুষরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতেছেন। মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর ॥ ৪ ॥

হে কমলাক্ষি! বাসুদেবের যে রূপ দেখিতেছ, তাহা কেবল বিদ্যা সিদ্ধির নিমিত্ত, অন্যথা তাহার কোন অকৃত্রিম রূপ নাই ॥৫॥

অন্বয়ার্থঃ।

ব্রহ্মাণ্ডেতি। প্রকৃতির্যতো ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী অতঃ স্ত্রীপুং ভাবেন জগদ্ব্যাপ্য তিষ্ঠতীতিভাবঃ ॥ ৩ ॥ সেতি। সা স্ত্রীপ্রকৃতিঃ পুরুষরূপেণ সর্ব্বং জগদ্ব্যাপ্য বিজৃম্ভতে প্রকাশতে। বিষ্ণুস্তুগুণাতীতঃ পরমেশ্বরঃ প্রকৃতিরেব সর্ব্বমিতিভাবঃ ॥ ৪ ॥ যদ্রূপমিতি। বাসুদেবস্য রূপধারণং তদ্বিদ্যাসিদ্ধ্যর্থমেবেতি। কমলেক্ষণে ইতি পার্ব্বতী সম্বোধনং ॥ ৫ ॥

সা রাধা পদ্মিনীজ্ঞেয়া ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে।
অন্যাশ্চ নায়িকা যাস্তু তাজ্ঞেয়া অষ্টনায়িকাঃ॥৬
বাসুদেবো মহাবিষ্ণু স্ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদতঃ।
নানাদেহ ধরোভূত্বা নানা কর্ম্ম সমাচরন্॥ ৭ ॥
কৃষ্ণ মূর্ত্তিং সমাশ্রিত্য পদ্মিন্যা সহ সুন্দরি।
জপেদ্বিদ্যাং মহেশানি মহাকালীং সুরেশ্বরীং।
॥ ৮ ॥

ভাষা।

যে রাধিকাকে দেখিয়াছ তিনি ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী। আর তাহার যে অন্য নায়িকাগণ তাহারাও ত্রিপুরাদেবীর অষ্ট-নায়িকা॥ ৬॥

মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিপুরাদেবীর অনুগ্রহে, নানাদেহধারী হইয়া নানা কার্য্য সাধন করিতেছেন॥ ৭॥

বাসুদেব কৃষ্ণমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া পদ্মিনীর সহযোগে মহা-কালী মহাবিদ্যার আরাধনা করেন॥ ৮॥

অন্বয়ার্থঃ।

সেতি। যা রাধা সা ত্রিপুরায়াদূতী পদ্মিনী অন্যা যা রাধাসখ্যস্তা ত্রিপুরায়া অষ্টনায়িকা ইত্যর্থঃ॥ ৬ ॥ বাসুদেব ইতি। বাসুদেব ত্রিপুরায়া অনুগ্রহেণৈব নানা দেহধারীভূত্বা নানা কার্য্যমাচরন্ কৃষ্ণ-মূর্ত্তিমাশ্রিত্য পদ্মিন্যাসহ মহাকালীং বিদ্যাং জপেদিত্যর্থঃ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

এবং বৃন্দাবনং ভদ্রে আশ্রিত্য সততং হরিঃ।
বাসুদেবো হরিঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽভূৎ কমলেক্ষণঃ
॥ ৯ ॥

আবির্ভূয় মহাবিষ্ণু র্ম্মথুরায়াং বরাননে।
চতুর্বাহু যুতো বিষ্ণু রাবিরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ॥১০॥
দ্বারে দ্বারে তথা ঊর্দ্ধে অধোভাগে চ পার্ব্বতি।
দ্বারকায়াং বসন্ কৃষ্ণ স্তনুত্যাগং যদাচরৎ।
বাসুদেব মহাবিষ্ণৌ কৃষ্ণতেজোঽবিষত্তদা॥১১॥

ভাষা।

হে সুন্দরি! এই রূপে হরি বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া, বসুদেব গৃহে কৃষ্ণরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ৯ ॥

চতুর্ব্বাহুধারী মহাবিষ্ণু, মথুরাতে আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন॥ ১০ ॥

হে পার্ব্বতি! কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ও মথুরাতে দ্বারে দ্বারে, ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে বিহার করিয়া, দ্বারকাপুরে বসতি পূর্ব্বক, যখন দেহত্যাগ করেন, তৎসময়ে কৃষ্ণতেজ মহাবিষ্ণুতে লীন হয়১১

অস্যার্থঃ।

এবমিতি। উক্ত প্রকারেণ হরির্ব্বৃন্দাবন মাশ্রিত্য স্বয়ং হরিঃ কৃষ্ণরূপো ভূদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ আবিরিতি। মহাবিষ্ণুঃ স্বরূপ হরিঃ আবির্ভূয় মথুরায়া মাবিরাসীৎ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ দ্বার ইতি। মথুরায়াং প্রতিদ্বারে ঊর্দ্ধে অধোভাগে চ বসন্ বসতিং কুর্ব্বন্ হরির্যদা তনুত্যাগ-মচরৎ দেহং জহাবিত্যর্থঃ। তদাদেহত্যাগ সময় এব মহাবিষ্ণৌ মহাবিষ্ণু

অতএব মহেশানি বাসুদেবং বিনাপ্রিয়ে।
ব্রহ্মত্ব মন্যদেবেষু নহি যাতি কদাচন ॥ ১২ ॥
নানাত্বং ভজতে দেবি বাসুদেবঃ সদাব্যয়ঃ।
যদ্রূপং দৃশ্যতে তস্য বাসুদেবস্য সুন্দরি।
তদ্রূপঞ্চ সগত্বাবৈ নানাত্বং ভজতে হরিঃ ॥১৩
কায়ব্যূহং মহেশানি ধৃত্বা সত্ত্বর মচ্যুতঃ।
গুহ্য দেহং সমাশ্রিত্য ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ ॥১৪

ভাষা।

হে মহেশানি! এই কারণেই বাসুদেব ভিন্ন অন্যদেবে কদাচ ব্রহ্মত্ব নাই, কেবল বাসুদেবই পরং ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥

হে দেবি! এক নিত্যানন্দরূপী বাসুদেব নানারূপী হইয়াছেন। হে সুন্দরি! তাহার যে নানা রূপ দেখিতে পাও তাহার আর কোন কারণ নাই। কেবল বাসুদেব কৃষ্ণই নানা কারণে নানা রূপী হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

হরি ত্রিপুরা পাদার্চ্চন প্রভাবে অতি গুহ্যতর বিবিধদেহ ধারণ করিয়া নানা রূপী হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

তেজসি কৃষ্ণতেজঃ অবিষং মহাবিষ্ণুতেজঃ কৃষ্ণতেজসো রৈক্য মভবদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ নানেতি। অব্যয়ো নিত্যঃ বাসুদেবঃ সদা নানাত্বং ভজতে বহুরূপ মাশ্রয়েদিত্যর্থঃ। হে সুন্দরি! বাসুদেবস্য যদ্রূপং দৃশ্যতে স হরি শুদ্ধাসুদেবরূপং গত্বা প্রাপ্য নানাত্বং ভজতে আশ্রয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ কায়েতি। অচ্যুতঃ কায়ব্যূহং দেহসমূহং ধৃত্বা আশ্রিত্য ত্রিপুরাপাদার্চ্চনাদেব নানারূপোঽভবদিতিভাবঃ ॥ ১৪ ॥ যদিতি।

যদ্‌যদুক্তা মহেশানি সনকাদ্যা বরাননে।
যদ্‌যদুক্তা মহেশানি বিষ্ণু সংহা স্তথা পরে।
তে সর্ব্বে কুল শাস্ত্রজ্ঞা মন্ত্রসাধন তৎপরাঃ॥১৫॥
যা যা উক্তা নায়িকাস্তা কুলশাস্ত্র প্রকাশিকাঃ।
যদ্‌যদুক্তং বরারোহে কুলশাস্ত্র প্রকাশকং।
গৌরং কৃষ্ণং তথারক্তং শুক্লঞ্চ নগনন্দিনি।
তে সর্ব্বে বাসুদেবস্য গৌরাদ্যা অংশরূপিণঃ॥১৬

ভাষা।

হে মহেশানি! সনকাদি মুনিগণও, নানা প্রকার বিষ্ণু যাহা বলা হইয়াছে,ইহারা মন্ত্র সাধনের জন্য কুলাচার তৎপর হইয়াছেন॥ ১৫॥

আর কুলশাস্ত্র প্রকাশিকা, যে যে নায়িকা বর্ণিত হইয়াছে, এবং কুলশাস্ত্র প্রকাশক গৌর,শুক্ল,রক্ত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল বর্ণ কথিত হইয়াছে তাহা সমস্তই কৃষ্ণের অংশ॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

সনকাদ্যাঃ সনকাদয়ো বিষ্ণুসংহা বিষ্ণু সমূহা যদুক্তাস্তেএব কুলশাস্ত্রজ্ঞা মন্ত্রসাধন নিরতাঃ। মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থমেব বিষ্ণু র্নানারূপধরোঽভবদিতি-ভাবঃ॥ ১৫॥ যা যা ইতি। যা অষ্টনায়িকা উক্তা স্তাএব কুলাচার প্রকাশ কারিণ্যঃ। কৃষ্ণস্য গৌররক্তাদিকং যদ্বহুরূপমুক্ত তদপি কুলাচার সাধন হেতু ভূতং। তে গৌরাদ্যা গৌররূপাদয়োঽপি বাসুদেবস্যাংশা। ॥ ১৬ ॥ বাসুদেব ইতি। কৃষ্ণ স্ত্রিপুরাপদমর্চ্চয়িত্বা বাসুদেবোঽভু-

বাসুদেবঃ স্বয়ং কৃষ্ণ স্ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ।
রেবত্যাদ্যাস্তয়াঃপ্রোক্তারুক্মিণ্যাদ্যষ্টকং প্রিয়ে
উষয়া সহদেবেশি অনিরুদ্ধ উষোচ্যতে ॥১৭॥
বলরামো যস্তু দেবো দেবি শক্তিধরঃ স্বয়ং।
যদ্‌যদুক্তং মহেশানি যাশ্চান্যাবর বর্ণিনি।
তৎ সর্ব্বং পরমেশানি মাতৃকা বিশ্বমোহিনী॥১৮
বাসুদেবো মহাবিষ্ণু র্নিগুর্ণঃ সততং প্রিয়ে।
সাধয়ে দ্বিবিধাং বিদ্যাং পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপিণীং।
॥ ১৯ ॥

ভাষা।

ত্রিপুরা পদ পূজন প্রভাবে,কৃষ্ণ স্বয়ং বাসুদেব হইয়াছেন। রেবতী, রুক্মিণী প্রভৃতি, স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ১৭ ॥

হে দেবেশি! বলরাম স্বয়ং শক্তিধর। আর অন্যান্য যেসকল নায়িকা বলা হইয়াছে, ইহারা সকলেই বিশ্বমোহিনী মাতৃকার মাহাত্ম্য ॥ ১৮ ॥

ত্রিগুণাতীত বাসুদেব মহাবিষ্ণু সর্ব্বদা পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপিণী মহাবিদ্যা সাধনা করেন ॥ ১৯ ॥

।

দিত্যর্থঃ। রেবত্যাদ্যা যা উক্তা রুক্মিণ্যাদয়ো যা অষ্টনায়িকা উক্তা উষয়াসহ অনিরুদ্ধোয় উচ্যতে। বলরামো য উক্তঃ অন্যানি যানি উক্তানি তানি সর্ব্বাণি বিশ্বমোহন মাতৃকাক্ষরাণীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ বাসুদেব ইতি। মহাবিষ্ণুর্ব্বাসুদেবঃ সদৈব নিগুর্ণঃ। পূর্ণব্রহ্মরূপিণীং

নির্গুণং সততং বিষ্ণু গুণস্তু প্রকৃতিঃ পরা।
ততস্তু সগুণো বিষ্ণুঃ প্রকৃত্যাঃ সঙ্গমাশ্রিতঃ॥২০
বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
এতদ্ধি ভূষণং দেবি বিগ্রহঃ প্রকৃতেঃ সদা।
নিরিন্দ্রিয়ো মহাবিষ্ণু স্তস্যাংশঃ কৃষ্ণ এব চ।
॥ ২১ ॥

ভাষা।

বিষ্ণু সর্ব্বদা নির্গুণ, পরমা প্রকৃতি গুণ স্বরূপ। যখন বাসুদেব প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত হন, তখন তিনি সগুণ হইয়া থাকেন॥ ২০॥

মহাবিষ্ণু বাসুদেব যে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারণ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃতির বিগ্রহ। তিনি স্বয়ং নিরিন্দ্রিয়, তাহার অংশ কৃষ্ণ॥ ২১॥

অন্বয়ার্থঃ।

বিবিধাং বিদ্যাং সাধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ নির্গুণ ইতি। বাসুদেবঃ সদৈব নির্গুণঃ প্রকৃতিরেব গুণস্বরূপঃ যদা প্রকৃত্যা সহিতোবিষ্ণু স্তদৈব সগুণঃ অন্যথা নির্গুণঃ॥ ২০ ॥ বাসুদেব ইতি। মহাবিষ্ণোর্ব্বাসুদেবস্য শঙ্খচক্রাদি যদ্ভূষণং তৎসকলমেব প্রকৃতের্নতু বাসুদেবস্য। মহাবিষ্ণু নিরিন্দ্রিয়ঃ নিরবয়বঃ তস্যাংশঃ কৃষ্ণোঽপি নিরিন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ॥ ২১ ॥

দেব্যুবাচ।

বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণৈক কারণং।
ভো দেব তাপসশ্রেষ্ঠ কথমেবং ব্রবীষিমে ॥২২॥

ঈশ্বর উবাচ।

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে সন্দেহং তব সুন্দরি।
বৃন্দাবনেশ্বরো যস্তু বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥২৩
শরীরং হি মহেশানি মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
তত্রাত্মাচ মহাবিষ্ণু র্মনোরুদ্রো বরাননে ॥২৪॥

ভাষা।

দেবি বলিতেছেন, হে দেবতাপস শ্রেষ্ঠ! যদি বৃন্দাবনধাম নিত্য ও নির্গুণের এক কারণ, তবে কেন তুমি আমার নিকট এইরূপ বলিতেছ ॥ ২২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে যুবতি! শ্রবণ কর, আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি। যিনি বৃন্দাবনেশ্বর, তিনি বিষ্ণুর অংশ ॥ ২৩ ॥

তাঁহার শরীর মূলপ্রকৃতি,আত্মা মহাবিষ্ণু, মন স্বয়ং রুদ্র. হে সুন্দরি! এইরূপে বিষ্ণু বিগ্রহধারী হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

দেব্যুবাচেতি। দেবতাপসশ্রেষ্ঠ দেবতপস্বি প্রধান। বৃন্দাবনেশ্বরস্য নির্গুণস্যৈক কারণস্য এবং বৃন্দাবন ক্রীড়াদিকং কথং কিম্প্রকারং ব্রবীষি কথয়সি ॥ ২২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। প্রৌঢ়ে যুবতি। যো বৃন্দাবনেশ্বরঃ সঃ বিষ্ণোরংশঃ। প্রকীর্ত্তিতঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২৩ ॥ শরীরমিতি। কৃষ্ণ শরীরং প্রকৃতিঃ। আত্মা কৃষ্ণাত্মা মহাবিষ্ণুঃ মনঃ কৃষ্ণ মনঃ রুদ্র-

কৃষ্ণদেহ মিদং ভদ্রে স্বয়ং কালী স্বরূপিণী।
রাধা তু পরমেশানি পদ্মিনী পরম কলা ।
দ্বয়োঃ সংযোগ মাত্রেণ কৃষ্ণঃ পূর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
॥ ২৫ ॥
কেশ পীঠে মহেশানি ব্রজে মধুবনে প্রিয়ে।
অতএব মহেশানি বাসুদেবস্য পার্ব্বতি ॥ ২৬ ॥

ভাষা।

আর এই যে কৃষ্ণ দেহ দেখিতেছ,ইহা স্বয়ং কালীস্বরূপিণী, রাধা পদ্মিনীর কলাস্বরূপ, এই উভয়ের সংযোগ মাত্রে কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

হে মহেশানি! সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, কেশপীঠ ব্রজধাম ও মথুরাতে বাস করেন বলিয়া, ঐ উভয় স্থান তাঁহার অতিশয় প্রিয়তর ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বরঃ॥ ২৪ ॥ কৃষ্ণ ইতি। হে ভদ্রে! সাধুশীলে। কৃষ্ণদেহঃ স্বয়ং কালী পদ্মিনী পরমাকলা রাধা। দ্বয়োর্মহাকালী পদ্মিন্যোঃ সংযোগ মাত্রেণৈব কৃষ্ণঃ পূর্ণত্বং গতবানিত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥ কেশ ইতি। কেশপীঠে পার্ব্বত্যা কেশপতিত স্থানে। ব্রজে বৃন্দাবনে মধুবনে মথুরায়াং বাসুদেবস্যাংশঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবান অভূৎ আবির্ব্বভৌ। ব্রহ্মসৃষ্টৌ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টে জগতি ভগং বিনা নবিদ্যতে। ভগব্যতিরেকেণ ব্রহ্ম সৃষ্টির্ন ভব

অংশোঽভূৎ পরমেশানি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ভগং বিনা মহেশানি ব্রহ্ম সৃষ্টৌ নবিষ্যতে॥২৭
তবকেশ নিমিত্তং হি এতৎ সর্ব্বং বিড়ম্বনং।
তবকেশং মহেশানি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে॥২৮॥
সদা ব্রহ্মাণি দেবেশি তব কেশ বিড়ম্বনং।
তবকেশ সুগন্ধেন নিশ্চলং সচলং ভবেৎ ॥২৯॥

ভাষা।

হে পরমেশানি! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানের অংশস্বরূপ। হে মহেশানি! ব্রহ্ম সৃষ্টি ভগ বিনা, সম্ভবিতে পারে না॥ ২৭॥

হে দেবি! তোমার কেশ নিমিত্ত এই সমস্ত জগৎ হইয়াছে। তোমার কেশ কেহ বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৮॥

হে দেবেশি! তোমার কেশে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহিত হইয়াছে এবং তোমার কেশ-সুগন্ধেই সকল ভূবন নিশ্চল হইয়াছে॥ ২৯॥

অস্যার্থঃ।

ভাত্যর্থঃ॥ ১৬ ॥ ২৭ ॥ তবেতি। তব কেশং বর্ণিতুং ন শক্যতে। তব কেশ মাহাত্ম্য মদ্ভুত মিত্যর্থঃ॥ ২৮ ॥ সদেতি। তবকেশ সুগন্ধেনৈব নিশ্চলমপি সচলং ভবেদিত্যর্থঃ॥ ২৯ ॥ এতদিতি। এতদ্রাধাতন্ত্রং ভাগবতং ভগবতোবিষ্ণোঃ সম্বন্ধীয়ং। বাসুদেবস্য রহস্যং

এত দ্ভাগবতং তন্ত্রং রাধাতন্ত্র মিদং স্মৃতং।
বাসুদেবস্য দেবেশি রহস্য মতি গোপনং॥৩০॥
বাসুদেবো মহাবিষ্ণু র্ভগবান্ প্রকৃতিঃ স্বয়ং।
প্রকৃতের্বাসুদেবস্য কৃষ্ণোংশ ইতি কীর্ত্তিতঃ৩১

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
অষ্টাদশ পটলঃ

ভাষা।

হে দেবেশি! এই ভাগবত তন্ত্রই রাধাতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। বাসুদেব রহস্য অতি গোপনীয় ও অতি দুর্ল্লভ॥ ৩০॥

বাসুদেব, মহাবিষ্ণু ও প্রকৃতির মিলনে, কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কৃষ্ণ, বাসুদেবও প্রকৃতির অংশ॥ ৩১॥

ইতি অষ্টাদশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

অতি গোপনং॥ ৩০ ॥ বাসুদেব ইতি। ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বয়ং, প্রকৃতি রিত্যর্থঃ। কৃষ্ণঃ প্রকৃতে র্বাসুদেবস্যচাংশ ইত্যর্থঃ॥ ৩১ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
অষ্টাদশ পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

কৃষ্ণাহি পরমেশানি বাসুদেবাংশ সংজ্ঞকাঃ।
কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশং গৌরং বিষ্ণুং তথাপ্রিয়ে।
শুক্লং রক্তং তথাদেবি শ্রীবিষ্ণুঞ্চ শুচিস্মিতে॥১
বাসুদেবস্য যঃ শঙ্খঃ শুক্লোবিষ্ণুঃ স উচ্যতে।
চক্রঞ্চ বাসুদেবস্য গৌরং তৎপরি কীর্ত্তিতং॥২

ভাষা

মহাদেব বলিতেছেন, হে পরমেশানি! বাসুদেবের অংশ-সম্ভূত অনেকপ্রকার কৃষ্ণ আছে, এইজন্যই বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, শুক্লবর্ণ, গৌরবর্ণ ও কখন বা রক্তবর্ণ এই প্রকারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া এক বিষ্ণু অনেকরূপ হইয়াছেন॥ ১॥

বাসুদেবের যে শঙ্খ তাহাই শুক্লবর্ণ বিষ্ণু, বাসুদেবের যে চক্র তাহাই গৌরবর্ণ বিষ্ণু বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ২॥

অন্বয়ার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। কৃষ্ণা অনেক কৃষ্ণরূপিণঃ বাসুদেবস্য অংশাঃ। কৃষ্ণস্যানেকত্বমাহ। বৃন্দাবনেশ্বরং কৃষ্ণং গৌরং গৌরাঙ্গং শুক্লং শুক্লবর্ণং রক্তং রক্তবর্ণ মিত্যাদি॥ ১॥ শুক্ল রক্তাদিকং কৃষ্ণং বিবৃণোতি। বাসুদেবস্য যঃ শঙ্খঃ স এব শুক্ল কৃষ্ণঃ। বাসুদেবস্য যচ্চক্রং তদেব গৌর

যৎপদ্মং পরমেশানি রক্তো বিষ্ণুঃ স এব হি।
সা গদা পরমেশানি বিষ্ণোরমিত তেজসঃ।
সাচৈব পরমেশানি শ্রীবিষ্ণু র্বিশ্বমোহনঃ ॥৩॥
কৃষ্ণশ্চ দ্বিভুজো বিষ্ণুঃ সততং পদ্মিনী প্রিয়ঃ
বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শক্তিদ্বয়ঃ সমন্বিতঃ ॥৪॥
লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ সংযুতঃ সর্ব্বদা হরিঃ।
পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব অতএব বরাননে ॥৫॥

ভাষা।

বাসুদেবের করকমলস্থিত যে পদ্ম তাহাই রক্তবর্ণ বিষ্ণু। আর বাসুদেবের যে গদা তাহাই পীতবর্ণ কৃষ্ণ ও বিশ্বমোহন॥৩॥

যিনি দ্বিভুজ কৃষ্ণ তিনি পদ্মিনীর অতি প্রিয়। মহাবিষ্ণু বাসুদেব শক্তিদ্বয়যুক্ত ॥ ৪ ॥

হরি সর্ব্বদা লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহিত মিলিত থাকেন, অতএব বাসুদেব পূর্ণব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

কৃষ্ণং ॥ ২ ॥ যদিতি। বাসুদেবস্য যৎপদ্মং স রক্তোবিষ্ণুরুচ্যতে। অতুলতেজসো বিষ্ণোর্যাগদা সাএব কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণস্চেতি। কৃষ্ণস্য যো দ্বিভুজঃ সএব পদ্মিনীপ্রিয়ো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ। বাসুদেবঃ শক্তিদ্বয় যুক্তঃ॥ ৪ ॥ বাসুদেব শক্তিদ্বয়ং বিবৃণোতি লক্ষ্মীতি। হরিঃ লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাং শক্তিদ্বয়াভ্যাং যুক্ত ইত্যর্থঃ। অতএব শক্তি যোগাদেব ॥ ৫ ॥

বাসুদেবো মহেশানি স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরী।
জ্যেষ্ঠাতু প্রকৃতির্মায়া বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ॥৬

দেব্যুবাচ।

দেব দেব মহাদেব শূলপাণে পিণাকধৃক।
যৎসূচিতং মহাদেব রাধাপদ্ম বনাশ্রিতা।
চন্দ্রাবলীতু যা রাধা বৃকভানু গৃহেস্থিতা।
তৎসর্ব্বং পরমেশান বিস্তার্য্য কথয় প্রভো॥৭॥

ভাষা।

হে মহেশানি! বাসুদেব স্বয়ং ঈশ্বরী প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা শক্তি, বাসুদেব স্বয়ং হরি॥ ৬॥

দেবী বলিতেছেন, হে দেবদেব শূলপাণে! তুমি যে পূর্ব্বে বলিয়াছ,রাধা পদ্মবন আশ্রয় করিয়াছেন এবং চন্দ্রাবলীও বৃন্দা· বনে বিহার করিতেছেন ও রাধিকা বৃকভানু আলয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই সকল বিষয় বিস্তাররূপে আমার নিকট বল॥৭॥

অস্যার্থঃ।

বাসুদেব ইতি। বাসুদেবঃ স্বয়ং প্রকৃতিঃ। জ্যেষ্ঠা বৃদ্ধতমা। মায়া সর্ব্বস্যানতিক্রমণীয়া॥ ৬ ॥ দেব্যুবাচেতি। হে শূলপাণে। পূর্ব্বং সূচিতং অঙ্গীকৃতং তদ্বিস্তার্য্য কথয়েত্যন্বয়ঃ। তৎসূচন মেব কিমিত্যাহ

কৃষ্ণেন সহদেবেশ রাধা সংসর্গ মাশ্রিতা ।
ইমং হি সংশয়ং দেব ছিন্ধি ছিন্ধি কৃপানিধে॥৮

ঈশ্বর উবাচ ।

এত ভাগবতং তন্ত্রং রাধাতন্ত্রং মনোহরং ।
অতীব সুন্দরং শুদ্ধং নির্ম্মলং পরমং পদং ॥৯॥

ভাষা ।

আর রাধিকা যে কৃষ্ণের সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন, আমার এই সকল বিষয়ে অনেক সংশয় আছে,হে কৃপাকর ! তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা চ্ছেদ কর ॥ ৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, মনোহর রাধাতন্ত্র অতি বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। এই পরমপদ রাধাতন্ত্রে ভগবত্তত্ত্ব সবিশেষ বর্ণিত আছে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ ।

রাধেতি ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণেনেতি। রাধাচন্দ্রাবলী কেন প্রকারেণ কৃষ্ণেন সহ সংসর্গমাগতা প্রাপ্তা এতৎ সংশয়ং ছিন্ধি সদুত্তরদানেন সংশয় নিরাসং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। এতদিতি। ভাগবতং ভগবচ্চরিত প্রকাশকং। নির্ম্মলং বিশুদ্ধং পরমং পদং অতিপবিত্রং ॥ ৯ ॥

যচ্ছ্রুত্বা পরমেশানি সাধকাঃ সুরবিগ্রহাঃ।
হৃদয়ে সংপুটে কৃত্বা নবাঞ্ছন্ত্যন্য দেবহি ॥ ১০॥
এতত্তন্ত্রং মহেশানি সুশ্রাব্যং সুখ বর্দ্ধনং।
এতদ্ধি পরমং গুহ্যং সারাৎ সারতরং প্রিয়ে।
এতদ্ধি পদ্মিনী তন্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং স্মৃতং॥১১॥
যেষু যেষু চ শাস্ত্রেষু গায়ত্রী বর্ত্ততে প্রিয়ে।
পঞ্চবিষ্ণোরুপাখ্যানং যত্রতন্ত্রেষু দৃশ্যতে।
পাদ্মিন্যাশ্চ গুণাখ্যানং তদ্ধিভাগবতং স্মৃতং॥১২

ভাষা।

হে পরমেশানি! যাহা শুনিবামাত্র সুরাসুর সাধকগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অন্য বাঞ্ছা পরিত্যাগ করে ॥ ১০ ॥

হে পরমেশানি! এই রাধাতন্ত্র সুশ্রাব্য ও সুখবর্দ্ধন। হে প্রিয়ে! অতি গুহ্য পরমপদ সারাৎসারতর এই রাধাতন্ত্র পদ্মিনী তন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১১ ॥

হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! যে যে তন্ত্রেতে গায়ত্রী বিদ্যমান আছে, পঞ্চ বিষ্ণুর উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, এবং পদ্মিনী গুণাখ্যান বর্ণিত আছে, সেই সেই তন্ত্রকে ভাগবত বলা যায় ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

যদিতি। যৎরাধাতন্ত্রং হৃদয়সংপুটে হৃদিমধ্যে কৃত্বা সাধকাঃ কিঞ্চিদন্যং নবাঞ্ছন্তি অভিলষন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ এতদিতি। সুশ্রাব্যং শ্রবণেন্দ্রিয় সুখ সাধকং। গুহ্যং গোপনীয়ং সারাৎসারং অতিশ্রেষ্ঠং। পদ্মিনী তন্ত্রং পদ্মিন্যুপাখ্যান বিশিষ্টং ॥ ১১ ॥ ভাগবতলক্ষণং কথয়তি। যেষ্বিতি। যেষু যেষু শাস্ত্রে গায়ত্রী বিদ্যতে। পঞ্চ বিষ্ণোরুপাখ্যানং দৃশ্যতে পদ্মিন্যা গুণাখ্যানঞ্চ যত্র দৃশ্যতে ইতি শেষঃ তদেব ভাগবত মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যেষু যেষু পুরাণেষু তন্ত্রেষু বর বর্ণিনি।
নাস্তিচেৎ পূর্ণ গায়ত্রী তথাচ প্রকৃতেগুর্ণঃ।
পঞ্চবিষ্ণোরুপাখ্যানং যেষু তন্ত্রেষু দৃশ্যতে।
তদ্বৈভাগবত শ্রেষ্ঠ মন্যচ্চৈব বিড়ম্বনং ॥ ১৩॥
বাসুদেবো মহাবিষ্ণু র্মথুরায়াং বরাননে।
আবিরাসীন্মহাবিষ্ণু স্ত্রিপুরা পদ পূজনাৎ ॥১৪॥
আবির্ভূতা মহামায়া প্রথমং পরমেশ্বরী।
ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে হরিরাবিরভূৎ স্বয়ং।
॥ ১৫ ॥

ভাষা।

হে সুন্দরি! যে যে পুরাণে, কি তন্ত্রে, পূর্ণ গায়ত্রী ও প্রকৃতির গুণ বর্ণিত নাই,সেই সেই তন্ত্র ও পুরাণ বিড়ম্বনা মাত্র। যে তন্ত্রেতে পঞ্চবিষ্ণুর উপাখ্যান আছে, সেই তন্ত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

মহাবিষ্ণু বাসুদেব, ত্রিপুরা পদার্চ্চন প্রভাবে মথুরাতে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

প্রথমতঃ মহামায়া প্রকৃতি দেবী আবির্ভূতা হইলেন, তৎপরে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে হরি আবির্ভূত হইলেন॥১৫

অস্যার্থঃ।

যেম্বিতি। যেষু যেষু তন্ত্রেষু পূর্ণগায়ত্রী প্রকৃতেগুর্ণঃ পঞ্চ বিষ্ণোরুপাখ্যানঞ্চ ন দৃশ্যতে তন্ন ভাগবতং তৎশাস্ত্রং লোকবিড়ম্বনং লোকমোহ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ বাসুদেব ইতি। মহাবিষ্ণুর্ব্বাসুদেব স্ত্রিপুরাপদং পূজয়িত্বা মথুরায়া মাবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ আবিরিতি। প্রথমং পূর্ব্বমেব মহামায়া আবির্ভূতা ততো ভাদ্রেমাসি হরিঃ স্বয়মাবির্ভূত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তথেতি। চৈত্রে চৈত্রেমাসি পদ্মগন্ধিনী পদ্মসৌগন্ধ

তথা চৈত্র পদেমাসি শুক্ল পক্ষে চ পদ্মিনী।
আবির্ভূতা মহেশানি পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী।
বৃকভানু গৃহে দেবিতথা চন্দ্রাবলী প্রিয়ে ॥১৬॥
কালিন্দী গহ্বরে দেবী নানা পদ্ম সমাবৃতে।
শুক্লৈ রক্তৈস্তথাপীতৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈঃ সুশোভনৈঃ
অন্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্নানাবর্ণৈঃ সুবাসিতৈঃ
হংস কারণ্ডবাকীর্ণৈঃ শুক পক্ষৈশ্চ শোভিতৈঃ
গন্ধর্ব্বামর সংঘৈশ্চ বেষ্টিতে কমলাননে ॥১৭॥

ভাষা।

তৎপরে চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী বৃকভানু গৃহে চন্দ্রাবলী রূপে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ১৬ ॥

হে কমলাননে! কালিন্দী গহ্বর মধ্যে নানা পদ্ম সমাবৃত শুক্ল রক্ত পীত কৃষ্ণপ্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ সুশোভন পুষ্প শোভিত, হংস কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গমগণে অলঙ্কৃত ও দেব গন্ধর্ব্বগণে সেবিত স্থানে পদ্মিনী আবির্ভূতা হইলেন ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

ন্তী বৃকভানু গৃহে চন্দ্রাবলীরূপেণাবির্ভূতা ॥ ১৬ ॥ কুত্র পদ্মিনী আবির্ভূতা ইত্যাহ কালিন্দীতি। রক্ত পীতাদি বিবিধ পদ্মসমাকুলে। অন্যৈঃ কৃষ্ণরক্তাদি বিবিধ সুগন্ধ কুসুমৈশ্চ শোভমানে। হংস কারণ্ডবাদি নানাবিহগ শোভিতে গন্ধর্ব্বদেবগণৈশ্চ বেষ্টিতে কালিন্দী গহ্বরে পদ্মিনী আবির্ভূতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ মৃদঙ্গেতি। শঙ্খবীণাদি বিবিধবাদ্য বাদন্ক

মৃদঙ্গ শঙ্খবীণাভি র্নাদেন পরিপূরিতে।
তন্মধ্যে রত্ন পর্য্যঙ্কে নানারত্ন বিচিত্রিতে॥১৮॥
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং সাক্ষাদ্দাতরি চিন্ময়ে।
তন্মধ্যে পরমেশানি রত্নসিংহাসনং মহৎ।
পঞ্চাশন্মাতৃকাযুক্তং চতুর্ব্বেদ যুতং সদা।
নারদাদ্যৈ র্ম্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্ব্বেষ্টিতং পরমেশ্বরি॥১৯॥

ভাষা।

তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান মৃদঙ্গ ভেরী শঙ্খপ্রভৃতি বাদ্য শব্দে পূরিত হইল। নানারত্ন বিচিত্রিত স্বর্ণ খট্টাতে পদ্মিনী উপবেশন করিলেন॥ ১৮ ॥

ঐ স্থানে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গপ্রদ অতিমহৎরত্ন সিংহাসন ছিল। ঐ রত্ন সিংহাসন পঞ্চাশন্মাতৃকাযুক্ত চতুর্ব্বেদ সমন্বিত। নারদাদি মুনিগণ স্তব করত, ঐ সিংহাসনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিয়াছেন॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

পূরিতে। রত্নপর্য্যঙ্কে স্বর্ণখট্টায়াং॥ ১৮ ॥ ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গপ্রদে। চিন্ময়ে অভৌতিকে। রত্নসিংহাসনং রত্ন-নির্ম্মিত মাসনং পঞ্চাশন্মাতৃকা বর্ণযুতং চতুর্ব্বেদ যুতঞ্চেত্যর্থঃ। নার-দাদিভির্ম্মুনিগণৈ র্ব্বেষ্টিতং॥ ১৯ ॥ তত্রাস্তেতি। তত্র রত্নাসনে কাত্যা-

তত্রাস্তে পরমেশানি নিত্যা কাত্যায়নী শিবা।
কাত্যায়ন্যা বামভাগে সিংহমাশ্রিত্য পদ্মিনী।
তদধ্যাস্তে মহেশানি যাবৎ কৃষ্ণ সমাগমঃ ॥২০
সংপূজ্য বিধিবল্লিঙ্গং পার্থিবং পরমেশ্বরং।
পূজয়ে দ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈরুপচারৈ র্মনোহরৈঃ।
সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা প্রজপেন্মন্ত্র মুত্তমং॥২১॥
কাত্যায়ন্যা মহামন্ত্রং শৃণুষ্ব নগনন্দিনি।
ওঁ হ্রীঁ কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি
নন্দগোপসুতং কৃষ্ণং পতিং মে কুরুতে নমঃ।
॥ ২২ ॥

ভাষা।

সেই সিংহাসনে সনাতনী কাত্যায়নী দেবী অধিষ্ঠিত আছেন, কাত্যায়নীর বামভাগে পদ্মিনী সিংহ আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণসমাগম পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন ॥ ২০ ॥

পদ্মিনী বিধানক্রমে পার্থিব শিবলিঙ্গ বিবিধ মনোহর পুষ্পোপচারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া প্রগাঢ় ভক্তি পূর্ব্বক কাত্যায়নী মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

হে নগনন্দিনি! কাত্যায়নী মহামন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। এই বলিয়া পার্ব্বতীর নিকট কাত্যায়নী মন্ত্র বলিলেন ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ।

তত্র আস্তে বিষ্ঠতে। কাত্যায়ন্যা বামভাগে পদ্মিনী সিংহমধিষ্ঠায় কৃষ্ণাগমন কালপর্য্যন্ত মধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ সংপূজ্যেতি পার্থিবং মৃণ্ময়ং শিবলিঙ্গং বিবিধৈঃ পুষ্পাদ্যুপহারৈঃ পূজয়েৎ। বিধিবৎ পূজয়িত্বা উত্তমং মন্ত্রং প্রজপেদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ কাত্যায়ন্যাইত্যাদি। শৃণুষ্ব আকর্ণয় ওঁ হ্রীঁমিত্যাদি কুরুতে নমঃ ইত্যন্ত এব কাত্যায়নী মন্ত্রঃ ॥ ২২ ॥

হ্রীঁ ওঁ এতদ্ভাগবতীং বিদ্যাং কাত্যায়ন্যাং
প্রতিষ্ঠিতাং।
প্রজপেৎ সততং বিদ্যাং পদ্মিনীপদ্মমালিনী॥২৩
কতিচিদ্দিবসে দেবি আবিরাসীজ্জগন্ময়ী।
কাত্যায়নী মহাবিদ্যা স্বয়ং মহিষমর্দ্দিনী॥২৪॥

কাত্যায়ন্যুবাচ।

কা ত্বং কুঞ্জ পলাশাক্ষি কথমেকাকিনীপ্রিয়ে।
কিমর্থ মাগতাভদ্রে সাম্প্রতং কথয় প্রিয়ে॥২৫॥

ভাষা।

পদ্মিনী এই মন্ত্র এবং অন্য আর এক মন্ত্র এই উভয় মন্ত্রই জপ করিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

কতিপয় দিবস মধ্যেই মহিষমর্দ্দিনী জগন্ময়ী মহাবিদ্যা কাত্যায়নী দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন॥ ২৪॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন। হে কুঞ্জপলাশাক্ষি তুমি কে ? কি নিমিত্ত একাকিনী এখানে আসিয়াছ॥ ২৫॥

অন্বয়ার্থঃ।

হ্রীঁমিতি। হ্রীঁং ওঁ ইতি মন্ত্রান্তরং। এতন্মন্ত্রেণ ভাগবতীং বিদ্যাং কাত্যায়নীং জপেৎ পদ্মিনীতিশেষঃ॥ ২৩॥ কতিচিদিতি। কতিচিৎ কতিপয় দিনাভ্যন্তর এব কাত্যায়নী স্বয়ং তস্যাবিভূ'বেত্যর্থঃ মহিষমর্দ্দিনী মহিষাসুর বিঘাতিনী॥ ২৪॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি। কাত্যায়নী সাক্ষাদ্ভূত্বৈব পদ্মিনীমাহ কাত্বমিতি একাকিনী কাত্বং কিমর্থমাগতা তৎকথয়েত্যর্থঃ॥ ২৫॥ পদ্মিন্যুবাচেতি। হে মহামায়ে! কাত্যায়নি ভূয়ো-

পদ্মিন্যুবাচ।

কাত্যায়নি মহামায়ে নমস্তে হর বল্লভে।
কৃষ্ণমাত র্নমস্তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহং॥২৬॥
কঃ পিতা মম দেবেশি কস্যাহং পরমেশ্বরি।
ত্রিপুরা জগতাং মাতাহং তস্যাঃ পরিচারিকা॥২৭
মম নাম মহেশানি পদ্মিনী পরমেশ্বরি।
বাসুদেবস্য চার্বঙ্গি কদা মে দর্শনং ভবেৎ॥২৮

কাত্যায়ন্যুবাচ।

মাভয়ং কুরুষেপুত্রি কৃষ্ণং প্রাপ্স্যসি সাম্প্রতং

ভাষা।

পদ্মিনী বলিতেছেন। হে মহামায়ে! হে হর বল্লভে! হে কৃষ্ণ জননি! হে কাত্যায়নি! তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি॥২৬॥

কে পিতা কে মাতা আমি কাহার; এ সকল কিছুই জানি না। আমি জগন্মাতা ত্রিপুরাদেবীর পরিচারিকা॥২৭॥

হে পরমেশানি! আমার নাম পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী। কত দিনে আমার কৃষ্ণ দর্শন হইবে॥ ২৮॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন। হে পুত্রি! তুমি ভয় করিও না

অস্যার্থঃ।

ভূয়ঃ পুনঃ পুনস্ত্বাং নমামীত্যর্থঃ॥ ২৬ ॥ ক ইতি। হে দেবি! মম পিতা কঃ মাতাপি কেতি নজানে অহং ত্রিপুরা পরিচারিকা পদ্মিনী ইত্যেব জানামি॥ ২৭ ॥ মমেতি হে দেবি! মম নাম পদ্মিনী কদা বাসুদেবস্য দর্শনং ভবেত্তং কথয়েত্যর্থঃ॥ ২৮ ॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি। হে পুত্রি!

হেমন্তে চ শিতে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং শুচিস্মিতে
বাসুদেবেন দেবেশি তব সঙ্গো ভবিষ্যতি॥২৯॥
অকার্য্যং বাসুদেবস্য তবসঙ্গং বিনা প্রিয়ে।
তব সঙ্গাদ্ধি চার্ব্বঙ্গি কৈবল্যং পরমং পদং॥৩০॥
ভাদ্রে মাস্যাসিতে পক্ষে রোহিণ্যামষ্টমীতিথৌ
আবিরাসান্মহাবিষ্ণুর্নান্যথা গদিতং মম।
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩১॥

ভাষা।

শীঘ্রই কৃষ্ণলাভ হইবে। হেমন্তকালে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাসিতে তোমার কৃষ্ণ সঙ্গ হইবে ॥ ২৯ ॥

তোমার সঙ্গ বিনা কৃষ্ণের কোন কার্য্য নাই। হে সুন্দরি! তোমার সঙ্গেত কৈবল্য পদ লাভ হয় ॥ ৩০ ॥

ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে রোহিণী নক্ষত্রযুত অষ্টমী তিথিতে মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইবেন। মহামায়া কাত্যায়নী এই রূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থ।

ত্বং ভয়ং মাকুরুষে। শীঘ্রমেব কৃষ্ণং প্রাপ্স্যসীতি। হেমন্তে হেমন্তকালে। শুচিস্মিতে ইতি পার্ব্বতী সম্বোধনং ॥ ২৯ ॥ অকার্য্যমিতি। বাসুদেবেন তব সঙ্গোবিনা কিমপি ন কর্ত্তব্যমিতিভাবঃ। তব সঙ্গাদেব মুক্তিলাভো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ভাদ্র ইতি। ভাদ্রেমাসি কৃষ্ণপক্ষে রোহিণীনক্ষত্রে কৃষ্ণ আবির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ কাত্যায়নী ইতি উক্তা অন্তর্হিতাভূদিতি ॥ ৩১ ॥ তত ইতি। ততঃ কাত্যায়নী বচনাদের

ততোহৃষ্ট মনাভূত্বা পদ্মিনী কমলেক্ষণা।
সিংহাসনং সমাশ্রিত্য কাত্যায়ন্যাঃ শুচিস্মিতে
সংস্থিতা পদ্মিনীরাধা যাবৎ কৃষ্ণ সমাগমঃ॥৩২
অন্যাভি র্গোপকন্যাভি র্বর্দ্ধমানা গৃহে গৃহে।
তাঃ সর্ব্বাঃ পরমেশানি দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ॥৩৩
কৃষ্ণস্তু দেবকীপুত্রো নন্দগেহেচ সুন্দরি।

ভাষা।

তদনন্তর পদ্মিনী হৃষ্টমনা হইয়া কাত্যায়নীর সিংহাসন আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ সমাগম পর্য্যন্ত রহিলেন ॥ ৩২ ॥

অন্যান্য গোপকন্যাগণের সঙ্গে পদ্মিনী নিজ গৃহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পদ্মিনীর সহচরীকন্যাগণ সকলই দেবকন্যা ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ।

হৃষ্টমনা সানন্দচেতাঃ কাত্যায়ন্যাঃ সিংহাসন মাশ্রিত্য কৃষ্ণসমাগমং যাবৎ তস্থৌ ইতি ভাবঃ॥ ৩২ ॥ অন্যাভিরিতি। অন্যাভি র্গোপকন্যাভিঃ সহেত্যর্থঃ। বর্দ্ধমানা বর্দ্ধতে। তাঃ সর্ব্বাগোপাকন্যাঃ সর্ব্বাএব দেবকন্যাঃ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণইতি। দেবকীপুত্রঃ কৃষ্ণঃ নন্দগোপ-

দিনে দিনে মহেশানি বৰ্দ্ধতে কমলেক্ষণে।
বাল্যপৌগণ্ড কৌশোর বয়সা কমলেক্ষণে॥৩৪॥
ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ঊনবিংশতি পটলঃ।

ভাষা।

হে সুন্দরি! দেবকীপুত্র কৃষ্ণ নন্দ গৃহে দিনে দিনে বৰ্দ্ধনশীল হইয়া বাল্য পৌগণ্ড ও কৌশোর সময় অতিবাহিত করিলেন॥ ৩৪ ॥

ইতি ঊনবিংশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

গেহে বাল্যপৌগণ্ড কৌশোর বয়সা দিনে দিনে বৰ্দ্ধতে বৰ্দ্ধিতো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩৪ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
ঊনবিংশ পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ

রহস্যং পরমং গুহ্যং সুন্দরং সুমনোহরং।
নিগদামি বরারোহে সাবধানাবধারয় ॥ ১ ॥
কৃষ্ণস্য পরমেশানি পরিবারান্ শৃণু প্রিয়ে।
মান্যোভ্রাতা ভুবোদাস্যো বয়স্যাঃ সেবকাদয়ঃ
গোষ্ঠে সহচরাশ্চৈবপ্রেয়স্যশ্চ পুরঃ ক্রমাৎ॥২॥
বরিষ্ঠো ব্রজগোষ্ঠানাং সকৃষ্ণস্য পিতামহঃ।
বরীয়সীতি বিখ্যাতা মহীমান্যা পিতামহী॥৩॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি। অতি মনোহর পরম গোপনীয় বাসুদেব রহস্য তোমাকে বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! ভ্রাতা বয়স্য সেবক ও গোষ্ঠ সহচর প্রভৃতি কৃষ্ণের পরিবারগণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

যিনি ব্রজবাসিগণের বৃদ্ধ তিনি কৃষ্ণদেবের পিতামহ ও ব্রজমান্যা মহীনাম্নী ব্রজবৃদ্ধা কৃষ্ণের পিতামহী ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। হে সুন্দরি! পরমং রহস্যং নিগদামি ব্রবীমি সাবধানাবধারয় সাবধানং শৃণু ॥ ১ ॥ কৃষ্ণস্য ইতি। কৃষ্ণস্য পরিবারান্ পিত্রাদি পরিবার বর্গান্ শৃণু। কৃষ্ণপরিবারান্ বক্ষ্যামি ইতি॥ ২ ॥ বরিষ্ঠ ইতি। য কৃষ্ণস্য পিতামহঃ পিতৃপিতা স ব্রজগোষ্ঠানাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ। যা পিতামহী সা বরীয়সী মান্যা ॥ ৩ ॥

মাতামহো মহোৎসাহঃ স্যাদস্য সুমুখীভিধঃ
খ্যাতা মাতামহী গোষ্ঠে পাটলানাম ধেয়তঃ॥৪॥
পিতা ব্রজার্পিতানন্দো নন্দোভুবন বন্দিতঃ।
মাতাগোপ যশোদাত্রী যশোদা মোদ মেদুরা॥৫॥
উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ।
পিতৃব্যোত্তু কনীয়াংসৌস্যা তাংনন্দসনন্দনৌ॥৬
পিতৃষস্বৃ পতির্নীলো নন্দিনীতু পিতৃষসা।
মাতৃষস্বৃ পতির্নন্দঃ স্বসামাতু র্যশস্বিনী॥ ৭॥

ভাষা।

মহোৎসাহ মাতামহ; যিনি মাতামহী তিনি সুমুখী নামে বৃন্দাবনে বিখ্যাত॥ ৪॥

ব্রজবাসীগণের আনন্দবর্দ্ধন, ত্রিভুবন মান্য নন্দরাজ তাঁহার পিতা ও গোপ বৃন্দের যশোদাত্রী যশোদা কৃষ্ণের মাতা॥ ৫॥

উপনন্দ ও অভিনন্দ দুই ব্যক্তি কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত, ও নন্দ সনন্দ নামা দুই জন কনিষ্ঠ পিতৃব্য॥ ৬॥

নন্দিনী পিতৃষসা অর্থাৎ পিসী, নীল পিতৃষস্ব পতি। মাতৃষস্ব পতিনন্দ ও যশস্বিনী মাতৃষসা অর্থাৎ মাসী॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

মাতামহ ইতি। মহোৎসাহঃ কৃষ্ণস্য মাতামহঃ মাতুঃ পিতা পাটলা নাম্না মাতামহী॥ ৪॥ পিতেতি। নন্দঃ পিতা যশোদা মাতা। ব্রজার্পিতানন্দঃ ব্রজে বৃন্দাবনে অর্পিতোঽন্যস্ত আনন্দোয়েন সঃ। যশোদাত্রী যশস্বিনী॥ ৫॥ উপইতি। উপনন্দাভিনন্দৌ পিতৃব্যৌ পিতৃভ্রাতরৌ। কনিষ্ঠ পিতৃব্যোতু নন্দসনন্দনৌ তন্নামানৌ॥ ৬॥ পিতৃ ইতি। পিতুর্ভগিনীপতির্নীলঃ পিতুর্ভগিনী নন্দিনী। মাতুর্ভগিনী পতির্নন্দঃ মাতৃষসা যশস্বিনী॥ ৭॥ তারুণ্যেতি। তারুণ্যা জটিলা

তারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা।
ঘর্ঘরা মুখরাঘোরা ঘণ্টা মাতামহীসমাঃ ॥ ৮ ॥
পিঙ্গলঃ কপিলঃ পিঙ্গোমাঠরঃ পীঠপট্টিশৌ
শঙ্করঃ সঙ্গবোভৃঙ্গো বিঙ্গাদ্যাজনকোপমাঃ ॥৯॥
তরঙ্গাক্ষী তরণিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা।
বৎসলা কুশলাতালী মেদুরাদ্যাঃ প্রসূপমাঃ ॥১০
অম্বাথ অম্বিকাচৈব ধাতৃকা স্তন্যদায়িনী।
সুলতাগোমতীযামী চণ্ডীকাদ্যা দ্বিজস্ত্রিয়ঃ ॥১১।

ভাষা।

তারুণ্ডা, জটিলা, ভেলা, করালা, করবালিকা, ঘর্ঘরা, মুখরা, ঘোরা ও ঘণ্টা এই বৃদ্ধা রমণীগণ কৃষ্ণের মাতামহী তুল্য ॥ ৮ ॥

পিঙ্গল, কপিল, পিঙ্গ, মাঠর, শঙ্কর, শঙ্গব ও ভৃঙ্গ তাহারা কৃষ্ণের পিতৃতুল্য ॥ ৯ ॥

তরঙ্গাক্ষী, তরণিকা, শুভদা, মালিকা, অঙ্গদা, বৎসলা, কুশলা, তালী ও মেদুরা ইহারা কৃষ্ণের মাতৃতুল্য ॥ ১০ ॥

অম্বা, অম্বিকা, ধাতৃকা, সুলতা, গোতমী, যামী ও চণ্ডিকা প্রভৃতি দ্বিজ স্ত্রীগণ কৃষ্ণের স্তনদায়িনী ॥ ১১ ॥

ঃ।

প্রভৃতয়ো মাতামহীসমা মাতামহীতুল্যাইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ পিঙ্গল ইতি। পিঙ্গলকপি লাদয়ঃ জনকোপমাঃ পিতৃতুল্যাঃ ॥ ৯ ॥ তরঙ্গাক্ষীতি। তরঙ্গাক্ষীতরণিকাদয়ঃ প্রসূপমাঃ মাতৃতুল্যাঃ ॥ ১০ ॥ অম্বেতি। অম্বা অম্বিকাদয়ঃ স্তন্যদায়িনী। সুলতা গোতমী প্রভৃতয়ঃ দ্বিজস্ত্রিয়ঃ প্রতিবাসি দ্বিজভার্য্যাঃ ॥ ১১ ॥ অগ্রেতি। বয়স্যানাং সমবয়স্ক

অগ্রগামী বয়স্যানাং প্রলম্ব স্তস্যচাগ্রজঃ।
সমুদ্রঃ কুণ্ডলোদণ্ডী মণ্ডলোমী পিতৃব্যজাঃ ॥১২
বয়স্যাঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য স্ফুটমত্র চতুর্ব্বিধা।
সুহৃৎসখা প্রিয়সখা প্রিয়নর্ম্মসখা স্তথা ॥১৩॥
সুহৃদো মণ্ডলী ভদ্র ভদ্র বর্দ্ধন গোভটাঃ।
কুলবীরো মহাভীমো দিব্যশক্তিঃ সুরপ্রভঃ॥১৪
বনস্থিরাদয়ো জ্যেষ্ঠকল্পাঃ সংরক্ষণায় বৈ।
বিশাল বৃষভো জম্বি দেবপ্রস্থবরূথপাঃ।
মন্দার কুসুমাপীড় মণিবন্ধকরাঃ সমা ॥ ১৫ ॥

ভাষা।

কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্যগণ চারিভাগে বিভক্ত। যথা সুহৃদ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা ॥ ১২ ॥

প্রলম্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণের বয়স্যবর্গের প্রধান। সমুদ্র, কুণ্ডল, দণ্ডী ও মণ্ডলোমী ইহারা পিতৃব্য পুত্র ॥ ১৩ ॥

মণ্ডলী, ভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, কুলীর, মহাভীম, দিব্য-শক্তি ও সুরপ্রভঃ ইহারা কৃষ্ণের সুহৃদ্ ॥ ১৪ ॥

বিশাল, বৃষভ, জম্বী, দেবপ্রস্থ ও বরূথপ ইহারা অগ্রজের ন্যায় বনে বনে রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মন্দার কুসুমাপীড় হইয়া, হস্তে মণি বন্ধন করেন ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

বন্ধুনাং অগ্রগামী প্রধানঃ প্রলম্বঃ প্রলম্বনামা। পিতৃব্যজাঃ পিতৃব্য-পুত্রাঃ ॥ ১২ ॥ বয়স্যা ইতি। কৃষ্ণস্য চতুর্ব্বিধা বয়স্যাঃ আসন্নিত্যর্থঃ। প্রিয়নর্ম্মসখা কেলিব্যাপার বন্ধুঃ ॥ ১৩ ॥ সুহৃদ ইতি। মণ্ডলী-ভদ্র প্রভৃতয়ঃ সুহৃদঃ বান্ধবাঃ ॥ ১৪ ॥ বনস্থিরা ইতি। জ্যেষ্ঠতুল্য-বান্ধবাঃ সংরক্ষণায় রক্ষণার্থং বনে বনে ভ্রমন্তীতি। বিশালেতি সর্ব্বএব

মন্দারশ্চন্দনঃ কুন্দঃ কলিন্দ কুলিকাদয়ঃ
কনিষ্ঠকল্পাঃ সেবায়াংসখায়োরিপুনিগ্রহাঃ।১৬
অথ প্রিয়সখা দাম সুদাম বসুদামকাঃ।
শ্রীদামাত্মাঃ সদাযত্র শ্রীদামানন্দবর্দ্ধকঃ।
সমস্ত মিত্রসেনানাং ভদ্রসেনশ্চ ভূপতিঃ॥১৭॥
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভিঃ র্বিবিধৈরমী।
নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈরপি কেশবং॥১৮॥

ভাষা।

মন্দার চন্দন, কুন্দ কলিন্দ ও কুলিক ইহারা কনিষ্ঠের ন্যায় সেবা কার্য্যে রত আছে, এবং শত্রু বিনাশে পরম সুহৃদ ॥ ১৬ ॥

দাম, সুদাম, বসুদাম, ও শ্রীদাম ইহারা আনন্দ বর্দ্ধনকারী প্রিয়সখা, এবং ভদ্রসেন সমস্ত মিত্রসেনাদিগের অধীশ্বর ॥ ১৭ ॥

প্রিয় সুহৃদগণ সদা বিবিধকেলি, ও যুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিত ॥ ১৮ ॥

অন্বার্থঃ।

মন্দার কুসুমেন ধৃত মণিবন্ধাঃ ॥ ১৫ ॥ মন্দার ইতি। মন্দার প্রভৃতয়ঃ কনিষ্ঠা বান্ধবাঃ সেবায়াং সেবাকার্য্যে নিরতা ইত্যর্থঃ। রিপুনিগ্রহাঃ শত্রুনিগ্রহকারিণঃ॥ ১৬ ॥ অথেতি। দামসুদামাদয়ঃ প্রিয়সখায়ঃ। সমস্তমিত্রসেনানাং অধিপতি রধিনায়কঃ মিত্রসেনঃ॥ ১৭ ॥ রময়ন্তীতি। অমী শ্রীদামাত্মাঃ প্রিয়সখাঃ বিবিধৈ র্বহুপ্রকারৈঃ কেলিভিঃ ক্রীড়াভিঃ নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈশ্চ কেশবং কৃষ্ণং রময়ন্তি ক্রীড়য়ন্তে॥ ১৮ ॥ সুবলেতি। সুবলার্জ্জুন প্রভৃতয়ঃ স নন্দন বিদগ্ধাভ্যাং সহ প্রিয়নর্ম্মসখাঃ

সুবলার্জ্জুন গন্ধর্ব বসন্তোজ্জ্বল কোকিলাঃ ।
সনন্দন বিদগ্ধাভ্যাং প্রিয়নর্ম্মসখাঃ স্মৃতাঃ॥১৯॥
তদ্রহস্যন্তু নাস্ত্যেব যদমীষাং ন গোচরঃ ।
শ্রীদাম নন্দনস্তত্র সৌহৃদানন্দ সুন্দরঃ ।
বিলাসি শেখরো যস্য বিলাসন বশীকৃতঃ ॥২০॥
মধুমঙ্গল পুষ্পাঢ্যা পরিহাস বিদূষকাঃ ।
বিবিধাঃ সেবকাস্তস্যৈক সখ্য পরায়ণাঃ ॥২১॥
রক্তকঃ পত্রকঃ পাত্রী মধুকাণ্ঠা মধুব্রতঃ ।
তদ্বেণুশৃঙ্গ মুরলী যষ্টি পাশাদি ধারিণঃ ॥ ২২॥

ভাষা ।

সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব ও বসন্তোজ্জ্বল কোকিলগণ ইহারা আমোদ কার্য্য কৌশলে কৃষ্ণের নর্ম্ম সখা ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এমন কোন রহস্য কার্য্য ছিল না, যে শ্রীদাম প্রভৃতি বয়স্যগণ না জানিত । উক্ত প্রিয় সুহৃদগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত, এবং কৃষ্ণ ইহাদের বিলাসে বশ্য ছিলেন ॥ ২০ ॥

মধু মঙ্গল প্রভৃতি কতিপয় বয়স্য কৃষ্ণের বিদূষক, এবং শ্রীকৃষ্ণের অনেক বয়স্য, ভৃত্য কার্য্য সাধনে নিযুক্ত ছিল ॥ ২১ ॥

রক্তক, পত্রক, পাত্রী, মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত ইহারা কৃষ্ণদেবের মুরলী, শৃঙ্গ, যষ্টি ও পাশাদি বহন করিত ॥ ২২ ॥

অস্যার্থঃ ।

প্রিয়া নর্ম্মসখাশ্চ ॥ ১৯ ॥ তদ্রহস্যেতি । শ্রীকৃষ্ণস্য এবম্ভূতং রহস্যং নাস্তি যদ্রহস্যং অমীষাং শ্রীদামাদীনাং নগোচরঃ অজ্ঞাতঃ ॥ ২০ ॥ মধুমঙ্গলেতি । মধুমঙ্গলাঢ্যাঃ বিদূষকাঃ পরিহাস কৌতুক কারিণঃ । তস্য কৃষ্ণস্য বিবিধাঃ সেবকা আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ রক্তকইতি । রক্তক পাত্র প্রভৃতয়ঃ সদৈব বেণুশৃঙ্গ মুরলী পাশান্ ধারয়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ২২

পৃথুকাঃ পার্শ্বণাঃ কেলি কলালাপ কলাঙ্কুরাঃ।
পল্লবো মঙ্গলঃ ফুল্লঃ কোমলঃ কপিলাদয়ঃ।
সুবিলাক্ষ বিশালাক্ষ রসাল রস শালিলঃ ॥২৩॥
জম্বুনদ্যাশ্চ তাম্বূল পরিষ্কার বিচক্ষণাঃ।
পয়োদ বারিদাদ্যাস্তু নীর সংস্কার কারিণঃ।
বস্ত্রোপস্কার নিপুণাঃ সারঙ্গ কুবলাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥
প্রেমকন্দ মহাগন্ধ সৈরিন্ধ্রি মধু কন্দলাঃ।
মকরন্দা দয়শ্চামী শৃঙ্গার রস কারিণঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষা।

পৃথুক ও পার্শ্বণ ইহারা কেলি সম্পাদক। পল্লব, মঙ্গল, ফুল্ল, কোমল, কপিল, সুবিলাক্ষ ও বিশালাক্ষ ইহারা কৃষ্ণের বিবিধ রস সম্পাদক ছিল ॥ ২৩ ॥

জম্বুনদ্য প্রভৃতি ভৃত্যগণ তাম্বূল সংস্কারে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, ও পয়োদাদি ভৃত্যবর্গ জলসংস্কার চতুর, এবং সারঙ্গ কুবলাদি ইহারা বস্ত্রসংস্কারে নিযুক্ত ছিল ॥ ২৪ ॥

প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৌরিন্ধ্রি, মধুকন্দল, ও মকরন্দ ইহারা শৃঙ্গাররস বর্দ্ধক ছিল ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ।

পৃথুকা ইতি। পৃথুক পার্শ্বকাদয়ো রসপূর্ণালাপ কারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ জম্বুনদ্যা ইতি। জম্বুনদ্যাদয় স্তাম্বূল পরিচারকাঃ তাম্বুলাদি ধৌত কর্ম্মণি বিচক্ষণাঃ নিপুণাঃ। পয়োদ! বারিদাদ্যাদয়ো জলসংস্কার কারিণঃ জলশুদ্ধি বিধায়িনঃ। সারঙ্গ কুরঙ্গাদয়ঃ বস্ত্রসংস্কার সাধিনঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ প্রেমেতি। প্রেমকন্দাদয়স্তু শৃঙ্গাররস সম্পাদকাঃ; অনীশৃঙ্গার রসাদ্যু কুলতাং সম্পাদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ সুমন ইতি। সুমনঃ

সুমনঃ কুসুমোল্লাস পুষ্পহাস হরাদয়ঃ।
গন্ধাঙ্গ রাগ মাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতি কারিণঃ॥২৬॥
দক্ষাঃ সুরঙ্গ ভদ্রাঙ্গ কর্পূর কুসুমাদয়ঃ।
নাপিতাঃ কেশ সংস্কারে মর্দ্দনে দর্পণার্পণে॥২৭॥
কোষাধি কারিণঃ স্বচ্ছ সুশীতল গুণাদয়ঃ।
বিমলঃ কমলাদ্যাশ্চ স্থালী পীঠাধি কারিণঃ॥২৮
ধনিষ্ঠা চন্দন কলা গুণ মালা রতি প্রভা।

ভাষা।

সুমন, কুসুমোল্লাস ও পুষ্পহার ইহারা গন্ধমালা ও পুষ্পাদি দ্বারা, কৃষ্ণের অঙ্গরাগ ও অলঙ্কৃতি কার্য্য সম্পাদন করিত॥২৬॥

সুরঙ্গ, ভদ্রাঙ্গ প্রভৃতি নাপিতগণ কেশসংস্কার, অঙ্গমর্দ্দন ও দর্পণ প্রদানে বিশেষ চতুর ছিল॥ ২৭॥

অন্যান্য কতিপয় সদ্গুণশালী বয়স্যগণ, কৃষ্ণের কোষাধিকারে নিযুক্ত, ও কমল বিমল প্রভৃতি পাকাদিপাত্রে, এবং পীঠাদি আসনাধিকারে নিযুক্ত ছিল॥২৮॥

অস্যার্থঃ।

কুসুমোল্লাসাদয়ঃ গন্ধাঙ্গরাগঃ গন্ধেন চন্দনাদিনা অঙ্গরাগঃ অঙ্গানুলেপণং মাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ মাল্যাদিনা পুষ্পেণচ অলঙ্কৃতি রঙ্গালঙ্করণং এতানি কর্ত্তুং শীলমেষ্যাং তথোক্তাঃ। ২৬॥ দক্ষা ইতি। সুরঙ্গাদয়ো নাপিতাক্ষৌর কারিণঃ। কেশসংস্কারে কুন্তলপরিষ্কারে মর্দ্দনে সম্বাহনে দর্পণার্পণে আদর্শদানে দক্ষাঃ পারগাঃ॥ ২৭॥ কোষেত্যাদি। স্বচ্ছসুশীতল গুণাদয়ঃ কোষাধি কারিণঃ ধনাগার রক্ষকাঃ। বিমল কমলাদয়ঃ স্থালী পীঠাধিকারিণঃ পাত্রাসনাদি রক্ষকাঃ॥ ২৮॥ ধনিষ্ঠেত্যাদি। ধনিষ্ঠা প্রভৃতয়ো নার্য্যঃ গৃহ-

ভবানীন্দু প্রভা শোভা রম্ভাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ।
গৃহ সংমার্জ্জনে দক্ষাঃ সর্ব্ব কার্য্যেষু কোবিদাঃ।
চেট্যঃ কুরঙ্গী ভৃঙ্গারী সুলম্বা লম্বিকাদয়ঃ ॥২৯॥
চতুরশ্চারণো ধীমান্ পেশলাদ্যাশ্চরোত্তমাঃ।
চরন্তি গোপ গোপীষু নানাবেশেন যে সদা॥৩০॥
বৃন্দাবৃন্দারিকমেনা সুবলাদ্যাশ্চ দূতিকাঃ।
কুঞ্জাদি সংস্ক্রিয়াভিজ্ঞা বৃন্দা তাসু বরীয়সী॥৩১

ভাষা।

ধনিষ্ঠা, চন্দনকলা, গুণমালা, রতিপ্রভা, ভবানী, ইন্দুপ্রভা শোভা, ও রম্ভাদি পরিচারিকাগণ গৃহসংমার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যে অতি সুচতুরা ছিল। কুরঙ্গী ও ভৃঙ্গারী দুই সখী, কৃষ্ণের দাস্য কার্য্য করিত ॥ ২৯ ॥

চতুর চারণ ও পেশল প্রভৃতি কৃষ্ণের উৎকৃষ্ট চর। ইহারা সর্ব্বদা নানারূপ বেশধারণ করিয়া গোপ গোপীগণের নিকট বিচরণ করে ॥ ৩০ ॥

বৃন্দা, বৃন্দারিকা, ও সুবলা ইহারা কৃষ্ণের দূতি। যাহারা কুঞ্জাদি সংস্কার করে। ইহাদের মধ্যে বৃন্দা প্রধানা ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ।

সংমার্জ্জনে গৃহশুদ্ধি কর্ম্মণি সর্ব্বকার্য্যেষু অন্যান্য বিবিধ ব্যাপারেষু কোবিদাঃ নিপুণাঃ কুরঙ্গীভৃঙ্গী প্রভৃতয়শ্চেট্যঃ দাস্য ইত্যর্থঃ। ২৯ ॥ চতুর ইতি। ধীমান্ তদাখ্যো গোপঃ চারণঃ দূতঃ। পেশলাদ্যা শ্চত্বারশ্চর প্রধানাঃ সদা নানাবেশেন গোপগোপীষু চরন্তি স্বচ্ছন্দং ব্রজন্তি ॥ ৩০ ॥ বৃন্দেতি। বৃন্দা বৃন্দারিকাদ্যাঃ দূতিকাঃ কুঞ্জাদি সংস্কার কর্ম্মণি দক্ষাঃ তাসু দূতিকাসু মধ্যে বৃন্দাবরীয়সী পূর্ণ যুবতী ॥ ৩১ ॥

নর্ত্তকাশ্চন্দ্র হাসেন্দু হাসচন্দ্র সুখাদয়ঃ।
সুধাকর সুধাদান সারঙ্গাদ্যা মৃদঙ্গিনঃ ॥৩২॥
কালান্তরস্থো দেবেশি বাদ্য সৌগুণ সাগরাঃ।
কালকণ্ঠঃ সুধাকণ্ঠঃ শূককণ্ঠা দয়োপ্যমী ॥৩৩
সর্ব্ব প্রবন্ধ নিপুণা রসজ্ঞা স্তানকারিণঃ।
নির্লেজকস্তু সুমুখো দুর্লভো রঞ্জনাদয়ঃ ॥৩৪॥
পুণ্যঃ পুঞ্জ স্তথা ভাজ্য বাসিনদ্যাশ্চ ডিণ্ডিমঃ।
বর্দ্ধকি বর্দ্ধমানাখ্যাঃ খট্টাদি কটকারকাঃ ॥৩৫॥

ভাষা।

চন্দ্রহাস, ইন্দুহাস ও চন্দ্র সুখ ইহারা কৃষ্ণদেবের নর্ত্তক এবং সুধাকর, সুধাদান ও সারঙ্গ ইহারা মৃদঙ্গাদি বাদ্যধারণকরে॥৩২॥

কালকণ্ঠ সুধাকণ্ঠ ও শূককণ্ঠ ইহারা সময়ানুযায়ী বাদ্য বাদন করে ॥ ৩৩ ॥

নির্লেজ, সুমুখ, দুর্লোভ ও রঞ্জনপ্রভৃতি ভৃত্যগণ নানাপ্রকার প্রবন্ধ রচনা করিত ও সংগীতকালে তান ধারণ করে ॥ ৩৪ ॥

পুণ্য, পুঞ্জ, ভাগ্যরাশি ; ডিণ্ডিম, বর্দ্ধকি ও বর্দ্ধমান ইহারা খট্টাদি রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

নর্ত্তকা ইতি। চন্দ্রহাসাদ্যা নর্ত্তকা নৃত্যকার্য্য সম্পাদকাঃ। সুধাকরাদ্যা মৃদঙ্গিণঃ মৃদঙ্গ বাদন তৎপরাঃ ॥ ৩২ ॥ কালান্তরেতি। অমী কালকণ্ঠাদয়ঃ কালান্তরস্থাঃ কালপর্য্যায় মবলম্ব্য স্থায়িনঃ। বাদ্যসৌগুণসাগরাঃ বাদ্যকর্ম্ম কুশলাঃ। ৩৩ ॥ সর্ব্ব ইতি। নির্লেজকাদয়ঃ সর্ব্ব প্রবন্ধ নিপুণাঃ সর্ব্বস্মিন্ প্রবন্ধে কাব্যাদৌ নিপুণা দক্ষাঃ॥ ৩৪ ॥ পুণ্য ইতি। পুণ্যাদ্যাঃ ডিণ্ডিমাঃ বাদ্য বিশেষ বাদকাঃ। বর্দ্ধক্যাদয়ঃ খট্টাদৌ তল্পবিধায়িনঃ॥ ৩৫ ॥ সুচিত্রেতি। সুচিত্র বিচিত্রৌ

সুচিত্রশ্চ বিচিত্রশ্চ চিত্র কর্ম্মকরা বুভৌ।
সর্ব্বকর্ম্মকরাঃ কুণ্ডকণ্ডোলকটুনাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
ধূমলা পিঙ্গলা গঙ্গা পিশাঙ্গী মানকস্তনী।
হংসী বংশী ত্রিরেখাদ্যা বৈচিক্যস্তস্য সুপ্রিয়াঃ
পদ্মগন্ধ পিশঙ্গাক্ষ্যৌ বলীবর্দ্ধারতিপ্রিয়া ॥৩৭॥
সুরঙ্গাস্যঃ কুরঙ্গাস্য দধিকো নাভিধঃ কপিঃ।
ব্যাঘ্র ভ্রমরকাশ্চালৌ রাজহংসঃ কলস্বনঃ॥৩৮॥
বৃন্দাবনং মহোদ্যানং শ্রেয়োসিঃ শ্রেয়সায়চ।
ক্রীড়াগিরির্যথার্থাখ্যঃ শ্রীমান্‌গোবর্দ্ধনোযতঃ৩৯

ভাষা।

সুচিত্র ও বিচিত্র এই দুই জন চিত্র কর্ম্মকারক। কুণ্ড, কণ্ডোল ও করণ্ডক ইহারা সর্ব্ব কর্ম্মকারক ॥ ৩৬ ॥

ধূমলা, পিঙ্গলা, গঙ্গা, পিশাঙ্গী, মানকস্তনী, হংসী, বংশী, ত্রিরেখা ও বৈচিকী এই সকল দাসীগণ কৃষ্ণের অতি প্রিয়॥৩৭॥

কুরঙ্গাস্য, সুরঙ্গাস্য, দধিকোন, ও কপি প্রভৃতি প্রিয় ভৃত্য। এবং বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল ও রাজহংসর্ব্বদা কলস্বন করিত॥৩৮

মহোদ্যান বৃন্দাবন মুক্তির প্রধান কারণ, যেখানে শ্রীমান গোবর্দ্ধন গিরি ক্রীড়া স্থান ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

দ্বৌ চিত্রকর্ম্মকারকৌ। কুণ্ডকাদয়ঃ সর্ব্বকর্ম্ম কারিণঃ॥ ৩৬ ॥ ধূমলাতি। ধূমলা প্রভৃতয়ঃ কৃষ্ণস্য সুপ্রিয়াঃ প্রীতি সম্পাদিকাঃ॥ ৩৭ ॥ সুরঙ্গাস্য ইতি। সুরঙ্গাস্যাদয়ঃ কৃষ্ণস্য প্রিয়তরাঃ সেবকা ইতি শেষঃ। ॥ ৩৮ ॥ বৃন্দাবন মিতি। মহোদ্যানং বৃন্দাবনং নিঃশ্রেয়সায় মোক্ষায় শ্রীমঙ্গল প্রদঃ। যতো অস্মিন্ বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনঃ ক্রীড়াগিরিঃ ক্রীড়াপর্ব্বতঃ॥ ৩৯ ॥ ঘাট ইতি। মানস গঙ্গায়া পবজোনাম ঘাটঃ

ঘাটোমানস গঙ্গায়াঃ পবঙ্গোনাম বিশ্রুতঃ।
সুবিকাশ তরানাম তরির্যত্র বিরাজতে।
নাম্নানন্দীশ্বরং দেবি মন্দিরং স্ফুরদিন্দিরং ॥৪০॥
আস্থালী মণ্ডপস্তত্র গণ্ডশৈলা মনোজ্জ্বলঃ।
আমোদ বৰ্দ্ধনোনাম পবনোমোদ বাসিতঃ॥৪১॥
কুঞ্জাঃ কাম মহাভীম মন্দারমনিলাদয়ঃ।
ন্যগ্রোধ রাজভাণ্ডীর কদম্ব কদলীগণাঃ ॥৪২।

ভাষা।

বৃন্দাবনে মানস নামে গঙ্গার ঘাট বিদ্যমান আছে। ঐ ঘাটে সুবিকাশ নামে তরণী ও ঘাটোরি নন্দিকেশ্বর নামে মন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে॥ ৪০ ॥

বৃন্দাবনে আস্থালী নামে মণ্ডপ সমুজ্জ্বল গণ্ডশৈল সকল আছে। আমোদ বৰ্দ্ধন নামে পবন সদা সুগন্ধ বহন করিতেছে॥ ৪১ ॥

কদম্ববন, মহাবন, বৃন্দাবন, ন্যগ্রোধবন ও ভাণ্ডীরবন প্রভৃতি কুঞ্জ সকল কৃষ্ণ বিহার স্থল॥ ৪২ ॥

অস্যার্থঃ।

অবতরণ স্থানং। যত্র মানস গঙ্গায়া সুবিকাশ তরানাম. তরি নৌকা বিরাজতে। নন্দীশ্বরং নাম মন্দির মিত্যর্থঃ॥ ৪০ ॥ আস্থালীতি। আস্থালীনাম মণ্ডপঃ বিশ্রাম গৃহঃ। গণ্ডশৈলঃ উজ্জ্বলাসনং। মোদবাসিতঃ সৌগন্ধপূর্ণঃ আমোদ বৰ্দ্ধনোনাম পবনঃ॥ ৪১ ॥ কুঞ্জা ইতি। কাম মহাভীমাদয়ঃ কুঞ্জাঃ কৌতুক স্থানানি॥ ৪২ ॥ যমুনেতি। মহাতীর্থং মহাতীর্থভূতা যা যমুনা সা খেলাতীর্থং। যত্র যমুনায়াং

যমুনা যা মহাতীর্থং খেলাতীর্থ মিহোচ্যতে।
পরম প্রেষ্ঠয়াসার্দ্ধং সদাযত্র সুখেরতিঃ ॥৪৩॥
লীলাপদ্ম সদাস্মেরং গেণ্ডু কশ্চিত্র কারকঃ।
শিঞ্জিনী মঞ্জুলশরং মানবদ্ধাটনীযুগং।
বিলাস কর্ম্মিকং নাম কার্ম্মুকং স্বর্ণচিত্রিতং ॥৪৪॥
মন্ত্রঘোষো বিষাণোঽস্য বংশী ভুবনমোহনঃ।
রাধাকৃষ্মীন বড়িশী মহানন্দাভি ধাপিচ।
ষড়ুন্ধ্র বন্ধনো বেণুখ্যাতো মদনবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৫ ॥

ভাষা।

মহাতীর্থ যে যমুনা তাহা কৃষ্ণের জল ক্রীড়া স্থান। যেখানে কৃষ্ণচন্দ্র সদা পরম প্রেয়সী সখীগণ সঙ্গে নানাবিধ রতি করেন ॥ ৪৩ ॥

লীলাপদ্ম কৃষ্ণের বিলাস কর্ম্মিক নামক বিচিত্র ধনুকের শর। ধনুকের কোটিদ্বয় সিঞ্জিনী গুণে আবদ্ধ ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্রঘোষ নামে কৃষ্ণের শৃঙ্গ, বংশী ভুবন মোহনকারী, তাহার রাধা রাধা এই শব্দে বড়িশের ন্যায় জগতকে আকর্ষণ করে। এবং ঐ বংশী যে ছয়টী চন্দ্র আছে, তাহার শব্দে ত্রিভুবনের মদন বর্দ্ধন হয় ॥ ৪৫ ॥

পরম প্রেষ্টয়া পরম প্রেয়স্যাসহ সুখেরতিঃ সুখরমণ মিতিভাবঃ ৪৩ ॥ লীলেতি। লীলাপদ্মং ক্রীড়াকমলং সদাস্মেরং সদৈব প্রস্ফুটিতং। শিঞ্জিনী ধনুগুণঃ। অটনীযুগং কোটিদ্বয়ং। কার্ম্মুকং ধনুঃ। স্বর্ণচিত্রিতং সুবর্ণ ভূষিতং। ৪৪ ॥ মন্ত্র ইতি। বিষাণঃ শৃঙ্গঃ ভুবনমোহন ত্রিজগন্মুগ্ধকারী বংশী তস্য সপ্তরন্ধ্রাণি রাধারূপ মীনস্য মদন বর্দ্ধন বাড়িশী ভূতানীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ পাণাবিতি। পাণৌহস্তে পশুবশীকারো দোহনা

পাণৌপশু বশীকারৌ দোহন্য মৃতদোহনী।
অৰ্দ্ধাপাতি সহোরস্কা নবরত্নাঙ্কিতাভুজে।
অঙ্গদৈরঙ্গদাভিক্ষে চিক্কণেনাম কঙ্কণে॥ ৪৬॥
কিঙ্কিণীরুণ ঝঞ্কার মঞ্জীরৌ হংসগঞ্জনৌ।
কুরঙ্গনয়নাচিত্ত কুরঙ্গহর শিঞ্জিতৌ॥ ৪৭॥
হারস্তারা বলীনাম মণিমালা তড়িৎপ্রভঃ।
বদ্ধরাধা প্রতিকৃতি নিষ্কোহ্নদয় মোদনঃ।
কৌস্তুভাখ্যোমণির্য্যেনপ্রবিষ্টেহ্নদিশোভনঃ ৪৮

ভাষা।

কৃষ্ণের হস্তে যে দোহন পাত্র আছে তাহা পশুবর্গের বশী-করণ করে। রত্ন নির্ম্মিত নব কঙ্কণে অতি মনোহর শোভা বৰ্দ্ধন করিতেছে॥ ৪৬॥

কিঙ্কিণী ও নূপুরের রুণু ঝুণু শব্দে হংস তিরস্কৃত হয় এবং কুরঙ্গ নয়নাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করে॥ ৪৭॥

তারাবলী নামে যে হার কৃষ্ণের গলদেশে লম্বমান আছে তাহা বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল। কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা নামাঙ্কিত এক নিষ্ক আছে. এবং বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ নামে মণি রহি-য়াছে॥ ৪৮॥

অন্বয়ার্থঃ।

অমৃতদোহন্যৌ দোহনপাত্রৌ। ভুজঙ্গবাহৌ চিক্কণে সমুজ্জ্বলে কঙ্কণে হস্ত ভূষণে ইত্যর্থঃ॥ ৪৬॥ কিঙ্কিণীতি। হংসগঞ্জন্যৌ হংসরব বিনিন্দকৌ মঞ্জীরৌ নূপুরৌ। কুরঙ্গনয়নানাং চিত্তকুরঙ্গাণি শিঞ্জি-তানি যয়ো স্তৌ॥ ৪৭॥ হারেতি। তারা বলীনাম হারঃ কণ্ঠভূষণং তড়িৎ প্রভঃ বিদ্যুৎ সমুজ্জ্বলঃ মালা মণিগ্রথিত হারঃ॥ ৪৮॥

কুণ্ডলে মকরা কারে রতিরাগাদি বৰ্দ্ধনে।
কিরীটং রত্নরূপাখ্যং চূড়াচামর ডামরং।
নানারত্ন বিচিত্রাখ্যং মুকুটংশ্রীহরের্ব্বিভুঃ ॥ ৪৯ ॥
পত্রপুষ্পময়ী মালা বনমালা পদাবধি।
বৈজয়ন্তীতু কুসুমৈঃ পঞ্চবর্ণৈ র্ব্বিনির্ম্মিতা ॥৫০
কাশ্চিৎ কৃষ্ণগণাশ্চান্যাঃ পরিবার তয়াযুতাঃ।
গাঙ্গীমুখ্যশ্চব্রহ্মাণ্যশ্চেটোভৃঙ্গারিকাদিকাঃ॥৫১

ভাষ্য।

কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল তাহাতে সকলের রতিরাগ বৰ্দ্ধন হয়। চূড়া শোভিত মুকুট মস্তকে শোভা পাইতেছে ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণচন্দ্রের গললম্বিত পত্র পুষ্প রচিত মালা পদাবধি দুলিতেছে এবং পঞ্চবর্ণে চিত্রিত কুসুম পতাকা উড্ডীন হইতেছে ॥ ৫০ ॥

সাঙ্গী, ব্রহ্মাণীও ভৃঙ্গারিকা প্রভৃতি কতিপয় স্ত্রী কৃষ্ণের পোষ্য বর্গ বলিয়া পরিগণিত ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ।

কুণ্ডল ইতি। মকরাকারে মকরবদতি ভঙ্গিমতী। কুণ্ডলে কর্ণভূষণে। রতিরাগাদি বৰ্দ্ধনে রত্যনুরাগোদ্দীপকে। কিরীটং মুকুটং॥ ৪৯ ॥ পত্রেতি। পদাবধি পাদাবলম্বি বনপত্র পুষ্পময়ী মালালম্বতে ইত্যর্থঃ। পঞ্চবর্ণৈঃ কুসুমৈঃ বিনির্ম্মিতা রচিতা বৈজয়ন্তী পতাকা ইত্যর্থঃ॥ ৫০ ॥ কাশ্চিদিতি। অন্যাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণগণা অপর পরিবারযুতাঃ তেষামপি পরিবারো বিদ্যতে॥ ৫১ ॥ পূর্ণেতি। পূর্ণা বংসতরী প্রভৃতয়ঃ অন্যাঃ

পূর্ণাবৎসতরী তুঙ্গী ককৃখটীনাম কৰ্ক্টী।
কুরঙ্গী রঙ্গিনীখ্যাতা চকোরী চারুচন্দ্রিকা॥৫২॥
অহোরাত্রং চরিত্রাণি ললিতা বিশ্বনাথয়োঃ।
পঠন্তী চিত্রয়াবাচা যাচিত্রং কুরুতে সখী।
নিবহন্তি নিজেকুঞ্জে মৃদঙ্গ বেণুরাধিকা ॥৫৩॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
বিংশতি পটলঃ।

ভাষা।

পূর্ণা, বৎসতরী, তুঙ্গী, ককৃখটী, কৰ্ক্টী, কুরঙ্গী, রঙ্গিণী চকোরী ও চন্দ্রিকা প্রভৃতি সখীগণ, অহোরাত্র সুললিত বাক্যে রাধাকৃষ্ণের চরিত গান করে,এবং ললিতা সখী চিত্র পটে প্রতি-মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া, উভয়ের প্রীতি বৰ্দ্ধন করে ও রাধিকাকে কুঞ্জে লইয়া যায়॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

ইতি বিংশতি পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

সখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ অহো রাত্রমিতি। ললিতাসখী অহোরাত্র দিবানিশি বিশ্বনাথয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়ো শ্চরিতানি পঠন্তী চিত্রং রাধাকৃষ্ণ মুর্ত্তি লেখনং কুরুতে॥ ৫৩ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
বিংশতি পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণুদেবি পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্য যোগিনি।
অত্যন্ত মধুরং শান্তং সর্ব্বজ্ঞানোত্তমোত্তমং॥১॥
মোহস্তত্ত্বা জ্ঞতা রৌক্ষং বশতা কামতন্মনঃ।
লোলতা মদমাৎসর্য্যং হিংসাখেদ পরিশ্রমাঃ।
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা চিত্তবিভ্রমঃ
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥২॥
অষ্টাদশ মহাদোষ রহিতাভগবত্তনুঃ।
সর্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যা বিজ্ঞানানন্দ রূপিণী॥৩॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! পরমতত্ত্ব বাসুদেব রহস্য বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা অতি মনোহর ও সর্ব্ব জ্ঞানের কারণ॥১॥

মোহ, তত্ত্বাজ্ঞতা, রৌক্ষ, বশতা, কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, চিত্তবিভ্রম, বিষমতা ও পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশ প্রকার দোষ কথিত আছে॥২॥

ভগবান কৃষ্ণ শরীর এই অষ্টাদশ দোষ রহিত সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়, নিত্য ও নিত্য জ্ঞানানন্দ রূপী॥৩॥

ঈশ্বর উবাচেতি। হে যোগিনি! বাসুদেবস্যসর্ব্বজ্ঞানোত্তমং তত্ত্বং শৃণু॥১॥ মোহ ইতি। মোহাদয়ো অষ্টাদশ প্রকারা দোষা দোষত্বেন গ্রাহ্যা॥২॥ অষ্টাদশ ইতি। ভগবত্তনুঃ ভগবচ্ছরীরং উক্তাষ্টাদশদোষহীনা। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী অনিমাদ্যষ্ট শক্তি যুক্তা॥ ৩ ॥ নেতি। তস্যভগবতো মাংস মেদঃ

নসত্যপ্রকৃতা মূর্ত্তি র্মাংস মেদোস্থি সম্ভবা।
যোগাচ্চৈব মহেশানি সর্ব্বাত্মা নিত্য বিগ্রহঃ॥৪॥
যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং বাসুদেবস্য পার্ব্বতি
তংদৃষ্ট্বা প্যথবা স্পৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ॥৫॥

ঈশ্বর উবাচ।

ত্রিবিস্তীর্ণং ত্রিগম্ভীরং ত্রিখর্ব্বং সুমনোহরং।
পঞ্চদীর্ঘং পঞ্চ সূক্ষ্মং ষট্‌তুঙ্গং সপ্ত রক্তিমা॥৬॥
বিগ্রহে লক্ষণং জ্ঞেয়ং বাসুদেবস্য পার্ব্বতি।

ভাষা।

কৃষ্ণ শরীর মাংস শোণিত মেদ ও অস্থি নির্ম্মিত প্রাকৃত নহে। তিনি যোগ বলে নিত্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি ভগবান কৃষ্ণ দেহকে ভৌতিক বোধ করে,তাহাকে দর্শন কিম্বা স্পর্শ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ ভাগী হয় ॥ ৫ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, কৃষ্ণ শরীরে তিনটী স্থান বিস্তীর্ণ, তিনটী গম্ভীর, তিনটী খর্ব্ব, পঞ্চ দীর্ঘ, পঞ্চ সূক্ষ্ম, ছয়টী উচ্চ এবং সপ্তস্থান রক্তিম আছে ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ শরীরের এই লক্ষণ বলিলাম, হে পার্ব্বতি! বিস্তীর্ণ গম্ভীরাদি যাহা বলিয়াছি তাহার বিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর।

অস্যার্থঃ।

সম্ভবা তনুর্নাস্তি স সর্ব্বাত্মা সর্ব্বময়ঃ যোগাৎ নিত্য বিগ্রহঃ নিত্য-শরীরঃ ॥ ৪ ॥ য ইতি। যো জনঃ বাসুদেবস্য ভৌতিকং পঞ্চভূতাত্মকং দেহং বেত্তি জানাতি। তং ঈশ্বরস্য পঞ্চভূতাত্মকদেহ স্বীকর্ত্তারং দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা বা ব্রহ্মহত্যাং ব্রহ্ম বধজনিত পাপং অবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। বাসুদেবশরীরে ত্রিণিস্থানানি বিস্তীর্ণানি প্রপঞ্চানি। ত্রিণি গম্ভীরাণি ত্রিণি খর্ব্বাণি পঞ্চদীর্ঘাণি পঞ্চ সূক্ষ্মাণি তুঙ্গং উচ্চং সপ্ত-রক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ বিগ্রহে ইতি। বিগ্রহে শরীরে। কপোলৌ

নাভিকণ্ঠং কপোলৌচ তথাবক্ষঃ স্থলং হরেঃ।
ত্রিবিস্তীর্ণং ত্রিগম্ভীরং ত্রিখর্ব্ব ত্বং হুরের্ব্বিদূঃ ॥৭॥
খর্ব্বতা ত্রিষু বিজ্ঞয়া নখ কেশাধরেষু চ।
নাভৌ হস্তেচ নেত্রেচ গাম্ভীর্য্যং কবয়ো বিদুঃ৮
পাণিপাদৌচ হস্তেচ নেত্রয়ো ইস্তয়ো স্তথা।
দীর্ঘতাপঞ্চ বিজ্ঞেয়া বাসুদেবস্য পার্ব্বতি ॥ ৯ ॥
গ্রীবায়াং মধ্যদেশেতু জঙ্ঘায়াং দন্ত কুন্তলে।
সূক্ষ্মতা পঞ্চ বিজ্ঞেয়া বাসুদেবস্যকামিনি ॥১০॥

ভাষা।

নাভি, কণ্ঠ, কপোল ও বক্ষঃস্থলাদি স্থান বিশেষের কোন কোন স্থানত্রয় বিস্তীর্ণ কোন স্থান বা গম্ভীর এইরূপ খর্ব্ব দীর্ঘ ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

পণ্ডিতগণ কৃষ্ণের নখে, কেশে ও অধরে খর্ব্বতা, নাভি হস্ত ও নেত্রে গাম্ভীর্য্য বর্ণন করিয়া থাকেন। ৮ ॥

হে পার্ব্বতি! হস্ত পাদ ও নেত্র প্রভৃতি পঞ্চ স্থান দীর্ঘ বাসুদেব শরীরের এই লক্ষণ জানিবে ॥ ৯ ॥

গ্রীবা, কটিদেশ, জঙ্ঘা ও কেশ বাসুদেবের এই পঞ্চস্থান সূক্ষ্ম ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

গম্ভৌ। বিদুর্জানন্তি ॥ ৭ ॥ খর্ব্বতেতি। নখকেশাধরেষু ত্রিষুস্থানেষু খর্ব্বতা। নাভৌ হস্তে নেত্রেচ গাম্ভীর্য্যং গভীরত্বং। বিদুঃ জানন্তি। কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ ॥ ৮ ॥ পাণীতি। পাণ্যাদিষু পঞ্চসু স্থানেষু দীর্ঘতা। বাসুদেবস্য পাণিপাদাদয়ো দীর্ঘা ইত্যর্থঃ ॥৯॥ গ্রীবায়ামিতি। গ্রীবায়াং গলদেশে মধ্যদেশে কট্যাং জঙ্ঘায়াং দন্তে কুন্তলে কেশেচ সূক্ষ্মতা বিজ্ঞেয়া জানীয়াং ॥ ১০ ॥ পাদয়োরিতি। পাদদ্বয়ে কর্ণদ্বয়ে নাভৌ

পাদয়োঃ কর্ণয়োর্নাভৌ বক্ত্রে নাসা পুটদ্বয়ে।
নেত্রয়োঃ কর্ণয়োশ্চৈব হরেঃ সপ্তসু রক্তিমা॥১১
নাসাগ্রীবাস্কন্ধ বক্ষঃ শিরঃ কটিষু পার্ব্বতি।
তুঙ্গত্বং বাসুদেবস্যদ্বাত্রিংশৎকায় লক্ষণং।
শরীরং পরমেশানি এতল্লক্ষণ সংযুতং॥ ১২॥
এতৎ সর্ব্বং বরারোহে স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরী।
বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ প্রদীপ কলিকা ইব।
ইদং শরীর মাশ্রিত্য নানালক্ষণ সংযুতং॥১৩॥
বিষ্ণুস্তু সগুণোভূত্বা নির্গুণোপি শুচিস্মিতে।

ভাষা।

পাদ, কর্ণ, নাভি, বক্ত্র, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ বাসুদেবের এই সপ্ত স্থানে রক্তিমা প্রকাশিত হয়॥ ১১॥

নাসা, গ্রীবা, স্কন্ধ, বক্ষ, মস্তক, ও নিতম্ব, হে পার্ব্বতি! বাসুদেবের এই কয়েকটী স্থান উচ্চ। হে পরমেশানি! দ্বাত্রিংশৎ চিহ্ন লক্ষিত বাসুদেব শরীর জগৎ কারণ॥ ১২॥

হে সুন্দরি! এই সকলই স্বয়ং প্রকৃতি। মহাবিষ্ণু বাসুদেব প্রদীপ কলিকাকর শরীর আশ্রয় করিয়াছেন॥ ১৩॥

অন্বয়ার্থঃ।

বক্ত্রে, নাসিকাদ্বয়ে নেত্রদ্বয়ে কর্ণদ্বয়েচ এতেষু সপ্তসু স্থানেষু রক্ত বর্ণত্বং॥ ১১॥ নাসেতি। হে পার্ব্বতি! বাসুদেবস্য নাসাদিষট্সু স্থানেষু তুঙ্গত্বং উচ্চতা। কৃষ্ণ শরীর মেতদ্দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ সংযুতং বিজ্ঞেয়ং॥ ১২॥ এতদিতি। এতৎ সর্ব্বং বাসুদেবস্য শরীরাদিকং স্বয়ং প্রকৃতিঃ মহাবিষ্ণু র্ব্বাসুদেবঃ স্বয়ং নিঃশরীরঃ প্রদাপ কলিকা-ইব॥ ১৩॥ বিষ্ণুরিতি। নির্গুণো বিষ্ণুঃ সগুণো ভূত্বৈব কর্ম্মকর্ত্তা

কর্ম্মকর্ত্তা সদা বিষ্ণু রন্যথা নিশ্চলঃ সদা।
শরীরং কালিকাসাক্ষাৎ বাসুদেবস্য নান্যথা॥১৪
বৃন্দাবন রহস্যং যৎমহামায়া স্বয়ং প্রিয়ে।
শক্তিং বিনা মহেশানি পরং ব্রহ্ম শবাকৃতি॥১৫
কৃষ্ণস্য নখচন্দ্রভা কোটিব্রহ্ম সমপ্রভা
কিমসাধ্যং মহেশানি বাসুদেবস্য কামিনি॥১৬
একৈক নখচন্দ্রেষু কোটিব্রহ্ম সমপ্রভং।
সর্ব্বং হি কৃষ্ণদেবস্য ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ॥১৭॥

ভাষা।

নির্গুণ বাসুদেব প্রকৃতির আশ্রয়ে সগুণ হইয়া, কর্ম্ম কর্ত্তা হইয়াছেন। প্রকৃতি সহায় ব্যতিরেকে বিষ্ণু নিশ্চল। বিষ্ণু শরীর সাক্ষাৎ কালিকা দেবী॥ ১৪ ॥

বৃন্দাবন রহস্য যাহা দেখিতেছ সকলই প্রকৃতির কার্য্য, প্রকৃতি ব্যতিরেকে পরং ব্রহ্মও শবাকৃতি॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণের নখ চন্দ্রাভা কোটি ব্রহ্ম সম। হে কামিনি! এই ত্রিভুবনে বাসুদেবের কিছুই অসাধ্য নাই॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণের এক এক নখে কোটি ব্রহ্ম সম উজ্জ্বল জ্যোতি। হে দেবি! কৃষ্ণের এই সকল মাহাত্ম্যই ত্রিপুরা পূজনের ফল॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

অন্যথা নির্গুণশ্চেৎ নিরিন্দ্রিয়ঃ। ১৪ ॥ বৃন্দাবনেতি। যৎবৃন্দাবন রহস্যাদিকং তৎস্বয়ং মহামায়া। শক্তিং বিনাপরংব্রহ্ম শববন্নিশ্চেষ্টং ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণস্যেতি। কৃষ্ণ নখচন্দ্রদীপ্তয়ঃ কোটিব্রহ্মসমাঃ। হে কামিনি! বাসু-দেবস্য কিমপি না সাধ্যং বিদ্যতে॥ ১৬ ॥ একৈকেতি। কৃষ্ণস্যতন্মাহা-ত্ম্যাদিকং ত্রিপুরাপদপূজন ফল মিত্যর্থঃ॥ ১৭ ॥ দেব্যুবাচেতি।

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণব তারক।
কৃপয়া কথ্যতাং দেব পদ্মিনী তত্ত্ব মুত্তমং।
কথ্যতাং পদ্মিনী তত্ত্বং কৃপয়াপরমেশ্বর ॥১৮॥

ঈশ্বর উবাচ।

পদ্মিনী রাধিকাদূতী ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে।
প্রত্যহং কুরুতে দেবি কুলাচারং সুদুর্লভং॥১৯
নানাতন্ত্রেষু যচ্চোক্তং কুলাচরণ মুত্তমং।
তৎসর্ব্বং পরমেশানি পদ্মিনী পরমাদ্ভুতং ॥২০॥

ভাষা।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে সংসারার্ণবতারক মহাদেব কৃপাকরিয়া পদ্মিনী তত্ত্ব আমার নিকট বল ॥ ১৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী রাধিকারূপে, প্রত্যহ অতি গোপনীয় পরম দুর্লভ কুলাচার সাধন করেন ॥ ১৯ ॥

যে সকল কুলাচার নানা তন্ত্রে গোপিত, হে পরমেশানি! পদ্মিনী সেই সকল কুলাচার সাধন করেন ॥ ২০ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

হে মহাদেব! কৃপয়া মদনুগ্রহেণ পদ্মিনী তত্ত্বং কথ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি হে পার্ব্বতি! ত্রিপুরায়া দূতী পদ্মিনী রাধিকারূপেণাবতীর্ণা সতী প্রতিদিনং কুলাচার সাধনং কুরুতে ॥ ১৯ ॥ নানেতি। নানা তন্ত্রেষু যৎকুলাচার মুক্তং তৎসর্ব্বমেব পদ্মিনী কুরুতে ইতিভাবঃ। ২০ ॥

বিসৃজ্য বহুধা মূর্ত্তিং নায়িকাং পদ্মমালয়া।
কোটিশস্তু মহেশানি সৃষ্টাবৈ পদ্মিনীপ্রিয়ে॥২১॥
পদ্মিনী পরমাশ্চার্য্যা রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী।
হেমন্তে প্রথমেমাসি হেমান্তং নগনন্দিনি।
যথেচ্ছয়া মহেশানি কুলাচারং করোতিহি ॥২২
কায়ব্যূহং সমাশ্রিত্য পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ।
রেমেগোগোপগোপীষু পদ্মিনীসৃষ্টিষু ক্রমাৎ ॥২৩
কৃষ্ণোপি বহুধামেনে আত্মানং কুলসাধনে।

ভাষা।

হে প্রিয়ে! পদ্মিনী পদ্ম মালাতে স্বীয় মূর্ত্তি বিসর্জ্জন করিয়া রাধারূপ সৃষ্টি করিলেন॥ ২১॥

পরমাশ্চর্য্যা পদ্মিনী, কৃষ্ণমোহন রাধা শক্তি ধারণ করিয়া, হেমন্তের প্রথম মাসে যথেচ্ছ রূপে কুলাচার সাধন করিতে লাগিলেন॥২২॥

পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ বহুরূপ ধারণ করিয়া গো,গোপ ও গোপী-গণের সহিত বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

বিসৃজ্যেতি। হে প্রিয়ে পার্ব্বতি! পদ্মমালায়ং বহুধা মূর্ত্তিং পরিত্যজ্য কোটিশো মূর্ত্তিঃ সৃষ্টা উৎপাদিতা॥ ২১॥ পদ্মিনীতি। কৃষ্ণমোহিনী পদ্মিনী হেমন্তে প্রথমে মাসি যথেচ্ছয়া কুলাচার সাধনং করোতীতি-ভাবঃ॥ ২২॥ কায়েতি। কায় ব্যূহং বহুশরীরং পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ সিতপদ্মনেত্রঃ। রেমে ক্রীড়তি॥ ২৩॥ কৃষ্ণ ইতি। বাসুদেবোপি কুলাচার সাধনার্থং আত্মানং স্বস্বরূপং বহুধামেনে। পূর্ব্বোক্ত। তন্ত্রাসু-

বহুকামং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
পূর্ব্বোক্ত তন্ত্রবৎসর্ব্বং কুলাচারং করোতিসঃ॥২৪
নায়িকাপরমাশ্চার্য্যা পীঠাষ্টক সমন্বিতা।
নায়িকাপূজনাদ্দেবিকালিকাপূজিতাভবেৎ॥২৫॥
সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্ত্বাসিদ্ধীশ্বরোহরিঃ।
পদ্মিনীং বামভাগেতু সংস্থাপ্য বরবর্ণিনী॥২৬॥
কামাখ্যাভি মুখোভূত্বা ব্যাপকং ন্যাসমদ্ভুতং।
পীঠদেবীং প্রপূজ্যাথ পদ্মিন্যাদেহ যষ্টিষু॥২৭॥

ভাষা

কৃষ্ণ কুলাচার সাধনে আত্মাকে নানারূপ বোধ করিলেন। এবং কমললোচন কৃষ্ণ, বহু কাম আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত তন্ত্রানুসারে কুলাচার সাধন করিতেন॥ ২৪ ॥

পরমাশ্চর্য্য অষ্টকোণ পীঠ সমন্বিতা অষ্টনায়িকা পূজা করিলেন। অষ্টনায়িকা পূজনে কালিকা পূজিত হন॥ ২৫॥

কৃষ্ণদেব সপ্তপীঠে পদ্মিনীকে বাম ভাগে রাখিয়া সপ্তলক্ষ জপ করিয়া সিদ্ধ হইলেন॥ ২৬॥

কৃষ্ণ পদ্মিনীর দেহ যষ্টিতে কামাখ্যাভিমুখী হইয়া ব্যাপক-ন্যাস করিয়া পীঠদেবীর পূজা করিলেন॥ ২৭॥

অস্যার্থঃ।

সারেণ কুলাচার সাধনং করোতি॥ ২৪॥ নায়িকেতি। অষ্টপীঠ স্থিতানা মষ্টনায়িকানাং পূজনাদেব কালিকাপূজনং ভবেদিতি ভাবঃ॥ ২৫॥ সপ্তেতি। হে বরবর্ণিনি! পদ্মিনীং বামভাগে সংস্থাপ্য সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্ত্বাসিদ্ধীশ্বরো ভবেদিতি॥ ২৬ কামাখ্যেতি। কামাখ্যা যোনি পীঠং তদভি মুখোভূত্বা পদ্মিন্যাঃ শরীরে ব্যাপক ন্যাস মাচরেৎ ইতি ভাবঃ॥ ২৭॥ যেষ্বিতি। যেষু যেষু তন্ত্রেষু যৎকুলাচার সাধন

যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যদ্‌যদুক্তং শুচিস্মিতে।
সংপূজ্য বিধিবদ্‌গন্ধৈ রূপচারৈর্মনোহরৈঃ।
ইষ্টদেবীং মহাকালীং সংপূজ্য বিধিবত্তদা॥২৮॥
সংপূজ্য বিধিবদ্দেবীং পদ্মিন্যা অঙ্গযষ্টিষু।
লক্ষৈকং তত্রজপ্ত্বা তু ওড়্‌ডিয়ানং ততোবিশেৎ২৯
তৎপীঠং যোনিমুদ্রাখ্যং সংপূজ্য প্রজপেদ্ধরিঃ।
নিজেষ্টদেবীং সংপূজ্য জপেল্লক্ষং সমাহিতঃ॥৩০॥
ওড়্‌ডিয়ানঞ্চোরুযুগং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলং।
কামরূপং ততোগত্বা তত্রকাত্যায়নীং শিবাং৩১

ভাষা।

যে যে তন্ত্রেতে যে যে রূপ কুলাচার সাধন ক্রম বর্ণিত আছে, হৃষীকেশ সেই সেই বিধানানুসারে গন্ধপুষ্প ধূপ দিপাদি বিবিধ উপচারে ইষ্টদেবী মহাকালীর অর্চ্চনা করিলেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণদেব বিধানক্রমে, পদ্মিনী শরীরে মহাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া, লক্ষসংখ্যক জপ করিলেন তদনন্তর কামরূপে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৯ ॥

কামরূপে যে যোনিপীঠ আছে তাহাতে নিজেষ্টদেবীর অর্চ্চনা করিয়া সমাহিত চিত্তে লক্ষ জপ করিলেন ॥ ৩০ ॥

তদনন্তর সিদ্ধক্ষেত্র যোনি মণ্ডলাধিষ্ঠিত কামাখ্যাতীর্থে কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ

মুক্তং তেনমতৈর্নবপ্রকারেণ গন্ধপুষ্পাদিভি রুপচারৈর্মহাকালী মিষ্টবিত্যাং জপতিতি ॥ ২৮ ॥ সংপূজ্যেতি। পদ্মিন্যা অঙ্গ যষ্টিষু পদ্মিন্যা অষ্ট নায়িকাসু। যোগপীঠং যোগাসনং। অত্র ওড়্‌ডিয়ানমিতি পাঠান্তরং ॥ ২৯ ॥ তদিতি। তৎপীঠং যোগপীঠং। যোনিমুদ্রাখ্যং যোনিচক্রাকারং। সমাহিতঃ সুসংযতঃ ॥ ৩০ ॥ ওড়্‌ডিয়ানমিতি।

কামরূপং মহেশানি ব্রহ্মণো মুখমুচ্যতে।
তত্রলক্ষং মহেশানি প্রজপ্য বিধিবদ্ধরিঃ ॥৩২॥
ততোজালন্ধরং গত্বা কৃষ্ণঃসংপূজ্য ঈশ্বরীং।
জালন্ধরং মহেশানি স্তনদ্বয় মুদাহৃতং।
তত্রৈব লক্ষং জপ্ত্বা বৈকৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥৩৩
ততঃ পূর্ণগিরৌ গত্বা চণ্ডীং সংপূজ্য সত্বরং।
তত্রলক্ষং হরির্জপ্ত্বা মস্তকে বরবর্ণিনি ॥৩৪॥

ভাষা।

হে পরমেশ্বরি! যোনিমণ্ডল কামাখ্যা অতি মহাতীর্থ, সেই স্থলে বিধানক্রমে দেবীর পূজা সমাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥

তদনন্তর জালন্ধরে গমন পূর্ব্বক ইষ্টদেবীর আরাধনা করিলেন। জালন্ধরে ভগবতীর স্তনদ্বয় পতিত হইয়াছিল সেই স্থানে কৃষ্ণ লক্ষজপ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর পূর্ণ গিরিতে গমন পূর্ব্বক চণ্ডীর অর্চ্চনা করিলেন। এবং ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে যাইয়া পদ্মিনী মস্তকে জপ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

ওড়্ডিয়ানং সিদ্ধক্ষেত্র বিশেষঃ। কাত্যায়নীং শিবাং জপেদিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥ কামরূপমিতি। কামরূপং যোনিপীঠং। তত্র কামরূপে লক্ষং জপেদিতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ তত ইতি। জালন্ধরং পীঠ বিশেষঃ। তত্র ভগবত্যাস্তনদ্বয়ং পতিত মাসীৎ। তত্রাপি লক্ষং মন্ত্রং জপেদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তত ইতি। পূর্ণ গিরৌ পূর্ণাখ্যে পর্ব্বতে চণ্ডীং সংপূজ্য মস্তকে চণ্ডী মস্তকোপরি লক্ষং জপেদিতি ভাবঃ। বর বর্ণিনীতি পার্ব্বতী সম্বোধনং ॥ ৩৪ ॥ মূলেতি। পদ্মিন্যাদেহ ষষ্টিষু পদ্মিনীশরীরেষু

মূলদেবীং প্রপূজ্যাথ পদ্মিন্যাদেহ যষ্টিষু।
প্রজপ্য পরমেশানি লক্ষং পরম দুর্ল্লভং॥৩৫॥
কামচক্রান্তরে পীঠে বিন্দুচক্রে মনোহরে।
যজেদ্দেবীংমহামায়াংসদাদিক্‌করিবাসিনীং॥৩৬॥
পীঠেপীঠে মহেশানি জপ্ত্বা কৃষ্ণঃ সমাহিতঃ।
সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্ত্বাসিদ্ধীশ্বরোহরিঃ॥৩৭॥
এবমেব প্রকারেণ সিদ্ধোভূদ্ধরি রব্যয়ঃ।
হেমন্তে ঋতুকালেচ কুলসাধন মাচরেৎ॥ ৩৮॥

ভাষা।

অনন্তর পদ্মিনীর দেহ যষ্টিতে মূলদেবীর পূজা করিয়া হরি একাগ্রচিত্তে লক্ষ জপ করিলেন॥ ৩৫॥

কামচক্র ও বিন্দুচক্র প্রভৃতি যন্ত্র করিয়া মহামায়া কাত্যায়নীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩৬॥

এইরূপে নানাপীঠে ও নানা সিদ্ধক্ষেত্রে জপ পূজা সমাধা করিয়া সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষ জপ করিয়া হরি সিদ্ধ হইলেন॥৩৭॥

হরি এই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া হেমন্তের প্রথম মাসে কুলাচার সাধনে তৎপর হইলেন॥ ৩৮॥

অস্যার্থঃ।

মূলদেবীং ইষ্টবিদ্যাং সংপূজ্য লক্ষং জপেদিতি॥ ৩৫॥ কামেতি। কামচক্র মধ্যে, বিন্দুচক্র মধ্যেচ দিক্‌করি বাসিনীং দিগ্‌দজাধিষ্ঠাত্রীং মহামায়াং জপেৎ পূজয়েদিতি॥ ৩৬॥ পীঠে ইতি। সকল পীঠ এব হরিঃ সমাহিতঃ সুসংযতঃ সন্ দেবী মারাধয়েৎ। অপিচ সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপেদিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥ এবমিতি। এব মুক্তপ্রকারেণ মহাদেবীমারাধ্য সিদ্ধো ভূৎ। অব্যয়ঃ সনাতনঃ। হেমন্তে ঋতাবেব কুলসাধন মাচরেদিতি যাবৎ॥ ৩৮॥ বৃন্দাবনে ইতি। কুটীয়ে কুঞ্জে

বৃন্দাবনে মহারণ্যে কুটীরে পল্লবাবৃতে।
যমুনোপবনে শোকে নবপল্লব শোভিতে ॥৩৯
হংসকারণ্ডবাকীর্ণে দাত্যূহগণ কুজিতে।
ময়ূর কোকিলবৃতে নানাপক্ষি সমাবৃত।
শরচ্চন্দ্র সহস্রেণ শোভিতে ব্রজমণ্ডলে ॥৪০॥
ব্রজভূমিং মহেশানি শ্যামভূমিং সদাপ্রিয়ে।
যত্রকালী মহামায়া মহাকালী সদাস্থিতা।
তত্রবৃক্ষং মহেশানি স্বয়ং কালীতমালকং ॥৪১॥

ভাষা।

মহারণ্য বৃন্দাবনে,নবপল্লবাবৃত কুটীরে অশোকবন শোভিত যমুনার উপবনে কুলাচার সাধন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণের কুলাচারসাধন স্থানে হংস কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গমগণে সমাকীর্ণ; জলকাক ও চাতক প্রভৃতি পক্ষীগণের মধুর কূজনে পরিপূর্ণ, ময়ূর কোকিলাদিবিহগ সমূহে বিভূষিত এবং পূর্ণশরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকায় সমাবৃত ॥ ৪০ ॥

ব্রজভূমি শ্যামসুন্দরের অতিপ্রিয় যেখানে মহামায়া কাত্যায়নী সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন এবং স্বয়ং মহাকালীতমালরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ।

পল্লবাবৃতে পল্লবশোভিতে যমুনায়া উপবনে অশোকবন শোভিতে ॥ ৩৯ ॥ হংসেতি। হংসকারণ্ডবৈঃ পক্ষিভি রাকীর্ণে দাত্যূহগণ কুজিতে চাতকাদিভিঃ পক্ষিভির্নাদিতে। সহস্রপূর্ণ শরচ্চন্দ্র শোভিতে ব্রজমণ্ডলে। মহাদেবী মায়া ধয়েদিতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥ ব্রজেতি। ব্রজভূমিং বৃন্দাবন স্থানং শ্যামভূমিং কৃষ্ণ প্রিয়স্থানং। যত্র মহামায়া কাত্যায়না স্থিতা যত্র তমাল বৃক্ষঃ স্বয়ং কালী ॥ ৪১ ॥ কদম্বমিতি। ব্রজমণ্ডলে যৎকদম্ব

কদম্বং পরমেশানি ত্রিপুরা ব্রজমণ্ডলে।
কল্পবৃক্ষসমং ভদ্রে তমালংহি কদম্বকং ॥ ৪২ ॥
তবকেশ সমূহেন নির্ম্মিতং ব্রজমণ্ডলং।
ব্রজেব্রজন্মহেশানি পুণ্ডরীক নিভক্ষণঃ।
কৃতে সুদুষ্করেদেবী কালী প্রত্যক্ষতাং গতা৪৩
কৃষ্ণস্য মন্ত্রসিদ্ধিত্বাৎ পশ্চাদাবিরভূৎপ্রিয়ে।
বরং বরয় রে পুত্র যত্তেমনসি বর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

ভাষা।

হে পরমেশানি! ব্রজমণ্ডলে যে কদম্ববৃক্ষ তাহা স্বয়ং ত্রিপুরা। বৃন্দাবনের তমাল কদম্বাদি তরুগণ কল্পবৃক্ষ তুল্য ॥৪২॥

হে দেবি! তোমার কেশনির্ম্মিত ব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া, পুণ্ডরীকাক্ষ নানা প্রকার দুষ্কর তপশ্চরণ করিলে.কালী সাক্ষাৎ-কার প্রদান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণের মন্ত্র সিদ্ধি প্রভাবে কালী প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতেছেন. রে পুত্র কৃষ্ণ! তোমার মনে যে বরের ইচ্ছা হয়, তাহা গ্রহণ কর ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ।

তৎস্বয়ং ত্রিপুরা। তমালং কদম্বঞ্চ কল্প বৃক্ষসমং ॥ ৪২ ॥ তবেতি। ব্রজমণ্ডলং তবকেশ সমূহেন নির্ম্মিতং। হে মহেশানি! পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ কৃষ্ণঃ ব্রজে বৃন্দাবনে ব্রজন গচ্ছন্ কাত্যায়নী মারাধয়েদিতি শেষঃ। দুষ্করে দুঃসাধ্যে তপসি কৃতে আচরিতে সতি কালী প্রত্যক্ষী বভূব ॥ ৪৩ ॥ কৃষ্ণস্যেতি। কৃষ্ণস্য মন্ত্র সিদ্ধ্যনন্তরং আবিরভূন্মহা-মায়েতি শেষঃ। ততো মহামায়া কৃষ্ণ মুবাচ রে পুত্র তেতব মনসি যদ্বর্ত্ততে তদ্বরং বরয় গৃহাণ ॥ ৪৪ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। হে মহেশানি! যদিত্বং

কৃষ্ণ উবাচ

মমসাক্ষা মহেশানি যদিত্বং পরমেশ্বরী।
নমাম্যহং জগন্মাত শ্চরণেতে নতোস্ম্যহং ॥৪৫॥
অসাধ্যং নাস্তি দেবেশি মমকিঞ্চিৎ শুচিস্মিতে
সম্মুখেসা মহামায়া প্রত্যক্ষা পরমেশ্বরী ॥৪৬॥

দেব্যুবাচ।

কলৌতু ভারতেবর্ষে তবকীর্ত্তি র্ভবিষ্যতি।
ত্বদগুণোৎ কীর্ত্তনং বৎসপ্রচরিষ্যতি নান্যথা।
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৪৭॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে একবিংশতি পটলঃ।

ভাষা।

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে দেবি! তুমি আমাকে দর্শন দিয়াছ, অতএব তোমার চরণে নমস্কার করি॥ ৪৫॥

তুমি যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ, তাহাতে এ ভুবনে আমার অসাধ্য কিছুই নাই॥ ৪৬॥

দেবী বলিতেছেন, কলিযুগে ভারতবর্ষে তোমার কীর্ত্তি প্রচারিত হইবে, এবং লোকে তোমার গুণ কীর্ত্তন করিবে, মহামায়া এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ॥৪৭॥

ইতি একবিংশতি পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

মম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূতা তে তব চরণে নমস্যামি নমস্করোমি। ৪৫॥ অসাধ্যমিতি। ত্বয়ি মম সাক্ষাদ্ভূতায়াং সত্যাং মম কিমপি অসাধ্যং অপ্রাপ্যং নাস্তি। ত্বয়ি মৎ সম্মুখে স্থিতায়া মহং সর্ব্বমেব কর্ত্তুং সমর্থোস্মি। ৪৬॥ দেব্যুবাচেতি। কলাবিতি। কলিযুগে ভারতবর্ষে তবকীর্ত্তিভবিষ্যতি উৎপৎস্যতে। হে বৎস বাসুদেব! তবগুণ কীর্ত্তনং প্রচরিষ্যতি প্রপঞ্চং ভবিষ্যতি। মহামায়া ইতি উক্ত্বা বাসুদেবমিতি শেষঃ তত্রৈব অন্তর্ধীয়ত অন্তর্হিতাভূৎ। ৪৭॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে একবিংশতি পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

ততঃকালী মহামায়া পদ্মিন্যৈ যদুবাচহ।
তচ্ছৃণুষ্ব বরারোহে রাধিকা তত্ত্বমুত্তমং ॥১॥
শৃণুপদ্মিনি মদ্বাক্যং সাম্প্রতং যদ্রসায়নং।
ত্বংহি দূতীপ্রিয়ে শ্রেষ্ঠে কৃষ্ণকার্য্যকরীসদা ॥২॥
সদাত্বং দূতীকে রাধে ব্রজবাসী ভবধ্রুবং।
কৃষ্ণগোবিন্দেতি নাম্নো র্মধ্যে শক্তিস্ত্বমেবহি॥৩
তন্মন্ত্রং পরমেশানি সাবধানাবধারয়।

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, তদনন্তর মহামায়া কালী পদ্মিনীকে যাহা বলিয়াছেন, হে পার্ব্বতি! তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

কালী পদ্মিনীকে বলিতেছেন, হে পদ্মিনি! অতি রসময় আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে। তুমি কৃষ্ণকার্য্য সাধিকা দূতী ॥ ২ ॥

হে পদ্মিনি! তুমি দূতী হইয়া ব্রজবাসিনী হও। কৃষ্ণ ও গোবিন্দ এই নাম দ্বয়ের মধ্যে তুমি শক্তিরূপ ॥ ৩ ॥

হে পদ্মিনি! সেই সশক্তিক কৃষ্ণ গোবিন্দ মন্ত্র তোমাকে

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। তত ইতি। তদনন্তরং মহামায়া পদ্মিন্যৈ যদুবাচ তংশৃণু। রাধিকাতত্ত্বং রাধিকারহস্যং ॥ ১ ॥ পদ্মিনীং প্রতি কাল্যুক্তিঃ। হে পদ্মিনি! মদ্বাক্যং শৃণু। রসায়নং রসযুক্তং। কৃষ্ণ কার্য্যকরী কৃষ্ণস্য কুলাচার সাধন সম্পাদায়িত্রী ॥ ২ ॥ সদেতি। ত্বং কৃষ্ণ গোবিন্দেতি নামদ্বয়স্য শক্তিভূত্বা ব্রজে গচ্ছেতি। ত্বং কৃষ্ণ গোবিন্দ নাম্নোঃ শক্তি রিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ তদিতি। তন্মন্ত্রং কৃষ্ণ গোবিন্দনামাত্মকং মন্ত্রমিত্যর্থঃ। নবার্ণ মন্ত্রঃ

(ওঁ কৃষ্ণরাধে গোবিন্দ ওঁ)

নবার্ণ মন্ত্রোদেবেশি কথিতঃ কমলেক্ষণে ॥৪॥
কৃষ্ণং বা পরমেশানি গোবিন্দং বা বরাননে।
সর্ব্বং প্রকৃতিময়ং দেবি নান্যথা তু কদাচন ॥৫॥
বাসুদেবস্তু দেবেশি গোপী সর্ব্বস্ব সম্পুটং।
চিন্তয়ে দনিশং কৃষ্ণোরাধা রাধাপরাক্ষরং ॥৬॥
অনেনৈব বিধানেন কৃষ্ণঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
পদ্মিন্যাসহ যোগেন কৃষ্ণোব্রহ্ম ময়োভবেৎ ॥৭॥

ভাষা।

বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর। ওঁ কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ ওঁ এই নবাক্ষর মন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম ॥ ৪ ॥

হে সুন্দরি! কৃষ্ণ ও গোবিন্দনাম যাহা বলিলাম তাহা সকলই প্রকৃতিময়। প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না ॥৫॥

হে দেবেশি! গোপীগণের অতি গোপনীয় পরম ধন বাসুদেব সর্ব্বদা রাধা রাধা এই পরাক্ষর চিন্তা করেন ॥ ৬ ॥

সত্ত্বগুণাশ্রয় কৃষ্ণ এই বিধানানুসারে পদ্মিনীর সহযোগে ব্রহ্মময় হইলেন ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

নবাক্ষরোমন্ত্রঃ কথিত উক্তঃ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণমিতি। কৃষ্ণং কৃষ্ণনাম গোবিন্দং গোবিন্দেতিনাম সর্ব্বমেব প্রকৃতিময়ং। এতস্মান্যথা কদাপিনেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ বাসুদেব ইতি। গোপী সর্ব্বস্বসম্পুটং গোপীনামাবরণ মধ্যস্থিতং ধনং। রাধা রাধেতি পরাক্ষরং পরম মন্ত্রং চিন্তয়েৎ প্রজপেৎ ॥ ৬ ॥ অনেনৈবেতি। এবম্প্রকারেন কৃষ্ণঃ পদ্মিনী সাহায্য মাশ্রিত্য ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৭ ॥ পদ্মিনীতি। সাক্ষাদ্ব্রহ্ম স্বরূপিণী

পদ্মিনী রাধিকাযস্তু সাক্ষাদ্ব্রহ্ম স্বরূপিণী।
মহাবিদ্যামুপাস্যৈব রাধাকৃষ্ণং স্মরেৎ সদা॥
তদৈব সহসাদেবি সা বিদ্যা সিদ্ধিদাধ্রুবং॥৮॥
মহাবিদ্যাং বিনাদেবি যঃস্মরেৎ কৃষ্ণরাধিকাং।
তস্য তস্যচ দেবেশি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে॥৯॥
মহাবিদ্যাং মহেশানি পূজয়েত্তু প্রযত্নতঃ।
গোপনীয়াং মহাবিদ্যাং কুর্য্যাদেব বরাননে॥১০

ভাষা।

সাক্ষাদ্ব্রহ্ম স্বরূপিণী পদ্মিনী রাধা, মহাবিদ্যার আরাধনা করাতে মহাবিদ্যা সিদ্ধিদায়িনী হইলেন॥৮॥

হে দেবি! মহাবিদ্যা ব্যতিরেকে, যে যে ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণ স্মরণ করে, সেই সেই ব্যক্তি পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়॥৯॥

হে মহেশানি! অতি যত্নপূর্ব্বক মহাবিদ্যার আরাধনা করিবে কোন ক্রমেই প্রকাশ করিবে না॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ।

পদ্মিনী রাধিকাঃ ভূত্বা কৃষ্ণং স্মরেৎ তদৈব কৃষ্ণ স্মরণ কালএব সা পদ্মিনী সিদ্ধিদাবাঞ্ছিতপ্রদাভবেৎ॥ ৮ ॥ মহাবিদ্যেতি। যো মহাবিদ্যাং বিনা কৃষ্ণ রাধিকাং স্মরেৎ তস্য পদেপদে ব্রহ্মহত্যা ভবেৎ স ব্রহ্মবধজনিত পাপভাগী ভবতীত্যর্থঃ॥ ৯ ॥ মহেতি। মহাবিদ্যাং যত্নতঃ প্রজপেৎ সর্ব্বদৈব গোপয়েচ্চ কদাপি বিদ্যা নপ্রকাশ্যা। ১০ ॥ রাধেতি। রাধাকৃষ্ণ ভজনে গোপনীয়তয়া অনাবশ্যকত্বাৎ প্রকটমেব রাধাকৃষ্ণং

রাধাকৃষ্ণং মহেশানি স্মরেত্তু প্রকটায়বৈ।
প্রকটং পরমেশানি রাধাকৃষ্ণ মহর্নিশং ॥১১॥
স্মরণং বাসুদেবস্য গোবিন্দস্য যথা তথা।
রামস্য কৃষ্ণদেবস্য স্মরণঞ্চ যথা তথা।
মহাবিদ্যা মহেশানি ন প্রকাশ্যা কদাচন ॥১২॥
ইতি তত্ত্বং মহেশানি অতিগুপ্তং মনোহরং।
দমনং কালীয়স্যাপি যমলার্জুন ভঞ্জনং ॥১৩॥
ভঞ্জনং শকটস্যাপি তৃণাবর্ত্ত বধস্তথা;
বককেশি বিনাশশ্চ পর্ব্বতস্যচ ধারণং ॥১৪॥

ভাষা।

কেবল মহাবিদ্যার উপাসনাই গোপনে করা বিধেয়, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের আরাধনা প্রকাশ্যভাবে করিলে দোষ নাই ॥ ১১ ॥

বাসুদেব মন্ত্র, গোবিন্দ মন্ত্র, রাম মন্ত্র ও কৃষ্ণ মন্ত্র, যথা তথা স্মরণ করিতে পারে। কিন্তু মহাবিদ্যার মন্ত্র কখনও প্রকাশ করিবে না ॥ ১২ ॥

হে মহেশানি! কালীয়দমন ও যমলার্জুন ভঞ্জন প্রভৃতি যে কৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব তাহা অতি মনোহর ও গোপনীয় ॥ ১৩ ॥

শকটাসুর ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, বককেশি বিনাশ পর্ব্বত

অস্যার্থঃ।

ভজেতি ভাবঃ ॥ ১২ । স্মরণমিতি। বাসুদেবস্য স্মরণং যথা তথা স্থান সময়াদি বিচারোনাস্তীতি ভাবঃ। রামস্য ভজনমপি তথেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ইতীতি। ইতি তত্ত্বং বাসুদেব পদ্মিনী রহস্যং। কালীয়স্য কালীয় নাগস্য। যমলার্জুন ভঞ্জনং যমলার্জুন নামাসুর নিপাতনং ॥ ১৩ ॥ ভঞ্জনমিতি। শকটস্য শকটাসুরস্য। তৃণাবর্ত্ত বধাদিকং এতদন্যং কৃষ্ণস্য

দাবানলস্য পানঞ্চ যদ্‌যন্যৎ শুচিস্মিতে।
কৃষ্ণস্য পরমেশানি যদ্‌যৎ কৃত্যং বরাননে।
তৎসর্ব্বং পরমেশানি কালিকায়াং প্রসাদতঃ॥১৫
বৎসোৎসবাদিকং দেবি সর্ব্বংকেশবজংপ্রিয়ে।
দৃশ্যাদৃশ্যং বরারোহে মহামায়া স্বরূপকং।
শক্তিংবিনামহেশানি নকিঞ্চিদ্বিদ্যতেপ্রিয়ে॥১৬

দেব্যুবাচ।

পূর্ব্বং যৎসূচিতং দেব রাধাচন্দ্রাবলীদ্বয়ং।
তৎ সর্ব্বং জগদীশান বিস্তার্য্য কথয় প্রভো॥১৭

ভাষা।

বিদারণ দাবানল পান, এবং অন্যান্য যে সকল কৃষ্ণের কার্য্য তাহা সকলই মহাবিদ্যা কালিকা দেবীর প্রসাদ লভ্যফল॥ ১৪॥১৫॥

বৎসোৎসবাদি যে সকল কেশবের কার্য্য গোচর ও অগো-চর আছে, তৎসমুদায়ই মহামায়া স্বরূপ। হে মহেশানি! শক্তি ভিন্ন আর কিছু নাই, শক্তিই সকলের কারণ॥ ১৬॥

পার্ব্বতী বলিতেছেন। হে জগদীশ্বর! আপনি যে আমার নিকট রাধা ও চন্দ্রাবলী, দুই কৃষ্ণ শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ রূপে বলুন্॥ ১৭॥

অস্যার্থঃ।

যদ্ যৎকর্ম্ম সর্ব্বমেবকালিকা প্রসাদাৎ সম্পাদ্যতে॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ বৎসেতি। কৃষ্ণস্য বৎসোৎসবাদিকং দৃশ্যাদৃশ্যং যৎকর্ম্ম তৎসর্ব্বমেব শক্তিরিত্যর্থঃ শক্তিং বিনা কিঞ্চিদপি ন বিদ্যতে শক্তিময় মেব জগদিতি ভাবঃ॥ ১৬ ॥ দেব্যুবাচেতি। হে মহাদেব! পূর্ব্বং পূর্ব্বস্মিন্ রাধা চন্দ্রাবলীদ্বয় মুক্তং তৎসর্ব্বং তয়োর্ব্বিবরণং বিস্তার রূপেণ কথয়॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

পদ্মিনী ত্রিপুরাদূতী রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী।
তস্যাদেহ সমুদ্ভূতা রাধা চন্দ্রাবলীতথা ॥১৮॥
বৃকভানুসুতা সাক্ষাৎ কমলোৎপলগন্ধিনী।
পদ্মিনী সদৃশাকারা রূপলাবণ্য সংযুতা ॥১৯॥
সুবেশা পরমাশ্চর্য্যা ধন্যামানময়ীসদা।
কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বস্থা পদ্মিনী পদ্মমালিনী॥ ২০ ॥
অন্যাস্তু শৃণুদেবেশি শক্তিঃপরম সুন্দরীঃ;
চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রবতী চন্দ্রকান্তিঃ শুচিস্মিতে॥২১

ভাষা

মহাদেব বলিতেছেন। হে দেবি! কৃষ্ণ মোহিনী পদ্মিনী ত্রিপুরা দূতী তাঁহার দেহ হইতে রাধা ও চন্দ্রাবলী উদ্ভূতা হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

পদ্মিনীর সদৃশ আকার ও রূপলাবণ্যবতী পদ্মগন্ধিনী রাধা বৃকভানু দুহিতা ॥ ১৯ ॥

পদ্মিনীরবেশশোভা অতি সুন্দর, তিনি সর্ব্বদা মানময়ী ও কৃষ্ণের বামপার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২০ ॥

হে দেবি! অন্যান্য পরম সুন্দরী কৃষ্ণ সখীগণ বলিতেছি শ্রবণ কর। চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রকান্তি ॥ ২১ ॥

ঈশ্বর উবাচেতি। পদ্মিনীতি ত্রিপুরাদূতী যা পদ্মিনী তস্যা দেহাদেব-রাধা চন্দ্রাবলীদ্বয় মুৎপন্নমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ বৃকেতি। কমলোৎপল গন্ধিনী পদ্ম সৌগন্ধযুতা। রূপলাবণ্যযুতা বিশেষ রূপলাবণ্য-বতী ॥ ১৯ ॥ সুবেশেতি। সুবেশা বিবিধ বেশাভরণ শোভিতা। মানময়া ক্লেশা সহিষ্ণুঃ ঈষৎ ক্লেশেনৈব প্রচুর মানবতী ॥ ২০ ॥ অন্যাইতি। হে দেবি পার্ব্বতি! অন্যাশ্চন্দ্র প্রভাদ্যাঃ শক্তিঃ শৃণু ॥ ২১ ॥

চন্দ্রাচন্দ্রকলাদেবি চন্দ্রলেখাচ পার্ব্বতি।
চন্দ্রাঙ্কিতা মহেশানি রোহিণীচ ধনিষ্ঠিকা ॥২২॥
বিশাখা মাধবীচৈব মালতীচ তথা প্রিয়ে।
গোপালী রত্নরেখাচ পারাখ্যাচ বরাননে ॥২৩॥
সুভদ্রা ভদ্ররেখাচ সুমুখা সুরতিস্তথা।
কলহংসী কলাপী চ সমান বয়সঃ সদা ॥২৪॥
সমান বয়সঃ সর্ব্বা নিত্যনূতন বিগ্রহাঃ।
সর্ব্বাভরণ ভূষাঢ্যা জপমালা বিধারিকাঃ॥২৫॥
অন্যাঃ শ্রেষ্ঠতমানার্য্যস্তত্রস্যুঃ কোটি কোটিশঃ
তাসাং চিত্তং চরিত্রঞ্চ নজানন্তি বনৌকসঃ॥২৬

ভাষা।

চন্দ্রা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রাঙ্কিতা, রোহিণী, ধনিষ্ঠা, বিশাখা, মাধবী, মালতী, গোপালী, রত্নরেখা. পারাখ্যা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখা, সুমুখা, সুরতি, কলহংসী ও কলাপী ইহারা সকলেই রাধার সমান বয়সী ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সখীগণ, প্রতিদিন নূতন বিগ্রহ ধারণ করেন, এবং নানাবেশ ভূষাতে শোভিত, ইহারা সকলেই জপমালা ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২৫ ॥

হে দেবি। এইরূপ অন্যান্য কোটি কোটি রাধিকার সখী ছিল, তাহাদিগের চিত্ত ও চরিত্র বৃন্দাবনবাসীরা জ্ঞাত নহে॥২৬।

অস্যার্থঃ।

অন্যাঃ শক্তিরাহচন্দ্রেতি। শ্লোকত্রয়েণ তাসাং শক্তিনাং নামান্যেব কেবলানি অতঃ সুগমং ॥ ২২ । ২৩ ॥ ২৪ ॥ সমানেতি। সর্ব্বাঃ শক্তয় এব সমান বয়সঃ রাধিকা সমবয়স্কাঃ। নিত্য নূতন বিগ্রহাঃ বেশভূষাদি পরিবর্ত্তনেন নূতনবৎপ্রতীয়মানাঃ ॥ ২৫ ॥ অন্যাইতি। অন্যাঃ এতাভ্যাম পরাঃ শক্তয়ঃ কোটিশোহসন্তি তাসাং চিত্ত চরিত্রাণি

প্রসূয়ন্তে বিলীয়ন্তে সততং নিশিমধ্যতঃ।
সর্বাঃপত্রপলাশাক্ষ্যা শ্চন্দ্রাঢ্যা বরবর্ণিনি ॥২৭॥
পদ্মিনীকণ্ঠ সংস্থা যা পদ্মমালা মনোহরা।
মালায়াঃ পরমেশানি গুণানুবক্তুংনশক্যতে২৮
নিগদামি যথাজ্ঞানং তবশক্ত্যা বরাননে।
যথামম মহেশানি জ্ঞানযোগ সমন্বিতং ॥২৯॥
যদ্‌যদুক্তং কুরঙ্গাক্ষি ত্রিপুরাপদপূজনাৎ।
কিমসাধ্যং মহেশানি ত্রিপুরায়াঃপ্রসাদতঃ॥ ৩০॥
ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে দ্বাবিংশ পটলঃ

ভাষা।

হে সুন্দরি! আর আর কত কত সখী, নিশি মধ্যে উৎপন্ন হইতেছে, এবং লয় পাইতেছে। রাধিকার সখীগণ সকলেই চন্দ্রকান্তির ন্যায় অতি মনোহরা॥ ২৭॥

হে দেবি! পদ্মিনী কণ্ঠস্থিতা যে পদ্মমালা আছে,তাহা অতি মনোহর এবং তাহার গুণবর্ণন করিতে আমার শক্তি নাই ॥২৮॥

হে সুন্দরি! যথামতি কিঞ্চিৎ বলিতেছি; তোমার কৃপাবলে আমার যতদূর শক্তি হয়, বলি শ্রবণ কর॥ ২৯॥

আমি যে যে রহস্য কথা বলিয়াছি তাহা সকলই ত্রিপুরা পাদ পূজনের ফল। ত্রিপুরাদেবীর প্রসাদে এই জগতে কিছুই অসাধ্য নাই॥ ৩০॥ ইতি দ্বাবিংশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ

বনৌকসো বনবাসিনঃ নজানন্তি॥ ২৬ ॥ প্রসূয়ন্ত ইতি। তাঃ শক্তয়ঃ নিশিমধ্যত এব প্রসূয়ন্তে উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তেচ। তাঃ সর্বা এব চন্দ্রাঢ্যা চন্দ্রবৎ লাবণ্যবতীঃ॥ ২৭॥ পদ্মিনীতি। পদ্মিনা কণ্ঠলম্বিতা যা মনোহরা মালা তস্য গুণান বক্তুং নশক্যতে কোঽপি তদ্‌গুণান বক্তুং ন সমর্থঃ॥ ২৮ । নিগদামীতি। যথাজ্ঞানং যথামতি নিগদামি কথয়ামি॥ ২৯॥ যদ্‌যদিতি। ময়া যদ্‌যদুক্তং তৎসকলমেব ত্রিপুরা প্রসাদ ফলং। ত্রিপুরা প্রসাদাৎ কিমপি অসাধ্যং নাস্তীতি ভাবঃ॥ ৩০ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে দ্বাবিংশ পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে রহস্য মতি গোপনং।
দিবসে দিবসে কৃষ্ণো গোপালৈঃ সহ পার্ব্বতি॥
কুলাচারং মহৎপুণ্যং মন্ত্রসিদ্ধি প্রসাধকং।
রহস্যং সততং দেবি করোতি হরি রব্যয়ঃ॥
নিশি মধ্যে মহেশানি নারীভিঃ সহ পার্ব্বতি॥১॥
একদা পরমেশানি হরি র্ভুবনমোহনঃ।
নৌকা মারুহ্য দেবেশি যমুনায়া বরাননে॥২॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে সুন্দরি! অতি নিগূঢ় কৃষ্ণ রহস্য তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। হে পার্ব্বতি! কৃষ্ণ দিবা-ভাগে গোপ বালকের সহিত মহৎপুণ্য মন্ত্র সিদ্ধির কারণ কুলা-চার সাধন করেন। এবং নিশিযোগে গোপনারীগণের সঙ্গে কুলাচার সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন॥১॥

হে পরমেশানি! ভুবনমোহন কৃষ্ণ একদা যমুনা কুলে নৌকারোহণ করিয়া নানাবিধ কুলাচার সাধন করিয়াছিলেন॥২॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। রহস্যং স্বরূপ তত্ত্বং। দিবসে দিবসে প্রতিদিনং। গোপালৈঃ গোপবালকৈঃ। মন্ত্রসিদ্ধি প্রসাধকং মন্ত্রসিদ্ধি কারণং। নারীভি র্গোপনারীভিরিতি॥১॥ একদেতি। ভুবনমোহনঃ ত্রিজগন্মনো-হর রূপঃ। নৌকা মারুহ্য তরণীং ঘটয়িত্বা॥২॥ রাজেতি। রাজ্ঞ-

রাজমার্গে মহাদুর্গে বহুলোক সমাকুলে।
হস্ত্যশ্ব রথ পত্তীনাং সংকুলে পথি মধ্যতঃ ॥৩॥
যৎকৃতং পরমেশানি কৃষ্ণেন পদ্ম চক্ষুষা।
নিগদামি বরারোহে তরিখণ্ডং মনোহরং ॥৪॥
অদৃশ্যা সর্ব্ব জন্তূনাং মহামায়া স্বরূপিণী।
নানা রত্নময়ী শুদ্ধা স্বয়ং প্রকৃতি রূপিণী ॥৫॥
হংসকারণ্ডবা কীর্ণা ভ্রমরৈঃ পরিসেবিতা।
নানাগন্ধ সুগন্ধেন মোদিতা পরমেশ্বরী ॥৬॥

ভাষা।

কমললোচন কৃষ্ণ রাজমার্গে মহাবনে, লোক সমাজে, ও হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সংকুল পথিমধ্যে নানাপ্রকার কুলাচার সাধন করিতেন ॥ ৩ ॥

হে সুন্দরি! পদ্মলোচন কৃষ্ণ যে নৌকাখণ্ড রূপ কুলাচার সাধন করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

প্রকৃতি রূপিণী যে মহামায়া তিনি সর্ব্ব প্রাণীর অগোচর শুদ্ধ তেজঃ স্বরূপা নানা রত্নময়ী ॥ ৫ ॥

হংসকারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গমগণে সমাকীর্ণ ভ্রমরগণ পরিসেবিত ও নানাপ্রকার সুগন্ধে আমোদিত ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

মার্গে মথুরা রাজধানী বর্ত্মনি হস্ত্যশ্ব রথপত্তীনাং হস্তি ঘোটক পদাতীনাং ॥ ৩ ॥ যদিতি। পদ্মচক্ষুষা কৃষ্ণেন যৎতরিখণ্ডং নৌকাখণ্ড কেলিঃ কৃতং তৎ নিগদামি শৃণু ॥ ৪ ॥ অদৃশ্যেতি। পদ্মিনী সর্ব্ব জন্তূনাং অদৃশ্যা। পদ্মিনী দধি বিক্রয়ার্থং মথুরাং গচ্ছতীতি কোপি ন জানাতীতিভাবঃ ॥ ৫ ॥ হংসেতি। হংসকারণ্ডবাদিভিঃ পক্ষিভিরাকীর্ণা। নানা সুগন্ধেন সৌগন্ধপূর্ণা ॥ ৬ ॥ নানেতি। নানারূপধরা ক্ষণে ক্ষণ

নানারূপ ধরা ভদ্রে দিব্য স্ত্রীগণ বেষ্টিতা।
প্রতিক্ষণং মহেশানি নানারূপ ধরা সদা ॥৭॥
কদাচিৎ শুক্লবর্ণাভা রক্তবর্ণা কদাপি চ।
হরিদ্বর্ণা কদাচিৎ সা চিত্র বর্ণা কদাপিবা ॥৮॥
এবং বহুবিধা রূপা নৌকা কালী স্বয়ং প্রিয়ে।
এবং ভূতাস্তু সা নৌকা স্বয়মাবি রভূৎপ্রিয়ে।৯
পদ্মিনী সহিতঃ কৃষ্ণো রাত্রৌ স্বপ্নং দদর্শহ।
আবির্ভূয় মহামায়া রাত্রৌ কিঞ্চি দুবাচহ ॥
কৃষ্ণায় পরমেশানি রাধিকায়ৈ তথা প্রিয়ে॥১০

ভাষা।

হে দেবি! প্রতিক্ষণে নানাপ্রকার রূপধারিণী ও দিব্য স্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত ॥ ৭ ॥

কখন শুক্লবর্ণা কখন রক্তবর্ণা কখন হরিদ্বর্ণা কখন বা নানা রূপ বর্ণময়ী ॥ ৮ ॥

উক্তরূপা ও এবম্প্রকার নানা রূপধারিণী স্বয়ং কালিকাদেবী নৌকারূপে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৯ ॥

পদ্মিনীর সহিত কৃষ্ণ নিশিযোগে এই স্বপ্ন দেখিলেন যে, মহামায়া আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

এবং বেশং পরিবর্ত্তয়ন্তী ॥ ৭ ॥ কদাচিতি। ক্ষণে ক্ষণ এব নানাবর্ণধারিণী। কদাচিৎ শুক্লা কদাচিদ্বা রক্তা ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ এবমিতি। এবং প্রকারেণ বিবিধ বর্ণা ভূত্বা স্বয়ং কালী এব নৌকা রূপেণাবি রভূদিতিভাবঃ ॥ ৯ ॥ পদ্মিনীতি। পদ্মিনী সহিতঃ পদ্মিনী কৃষ্ণশ্চ রাত্রৌ স্বপ্নং দদর্শহ পাদপূরণে। স্বপ্ন বিবরণ মাহ আবিরিতি। মহামায়া কালী রাত্রৌ আবির্ভূয় সাক্ষাদ্ভূত্বা কৃষ্ণায় রাধিকায়ৈ যদুবাচ তৎশৃণু ॥ ১০ ॥

কালিকোবাচ।

শৃণু বৎস মহাবাহো সিদ্ধোঽসি কমলেক্ষণ।
নৌকারূপেণ ভো বৎস অহং কালীনচান্যথা॥১১
যমুনা মধ্যমার্গেতু তিষ্ঠামি ত্রিদিনং সুত।
রাধয়া সহ রে পুত্র কুরু ক্রীড়াং জপং কুরু॥১২
তদা ত্বং সহসা বৎস প্রাপ্নোষি সুখ মুত্তমং।
ইত্যুক্ত্বা সহসা মায়া কালী বৃন্দাবনেশ্বরী॥
পদ্মিনী সঙ্গমে কালে তত্রৈবান্তরধীয়ত॥১৩॥

ভাষা।

কৃষ্ণের স্বপ্নাবস্থায় কালিকা বলিতেছেন, হে বৎস কৃষ্ণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, আমি কালী তোমার নৌকারূপে আবির্ভূতা হইলাম॥ ১১ ॥

আমি যমুনা মধ্যমার্গে তিনদিন অবস্থিতি করিব। হে পুত্র! তুমি রাধিকার সহিত ক্রীড়া ও জপ কর॥ ১২ ॥

হে বৎস! তাহাতে তুমি উত্তম সুখ প্রাপ্ত হইবে। মহামায়া বৃন্দাবনেশ্বরী কালিকাদেবী এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন১৩

অন্বয়ার্থঃ।

কালিকোবাচেতি। হে বৎস কৃষ্ণ শৃণু ত্বং সিদ্ধোঽসি অহং কালী তব নৌকারূপেণাবির্ভূতা। নচান্যথা এতস্মিন্ সংশয়ো নাস্তীতিভাবঃ॥ ১১ ॥ যমুনেতি। অহং দিনত্রয়ং ব্যাপ্য যমুনা পথিমধ্যে তিষ্ঠামি। ত্বং রাধয়া সহ জলক্রীড়াং জপঞ্চ কুর্ব্বিতিভাবঃ॥ ১২ । তদেতি। তদা জল-ক্রীড়ায়াং উত্তমং সুখং প্রাপ্নোষি; বৃন্দাবনেশ্বরী কালী ইতি উক্ত্বা

ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহু রাশ্রিতো হ্যন্যৎ শরীরকং
নন্দ গোপগৃহে চান্যৎ সৃষ্টাত্ত প্রযযৌ হরিঃ১৪
সত্বরং প্রযযৌ দেবি কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
কালীরূপাং মহা নৌকাং রাজমার্গ সমীপগাং১৫
সত্বরং তত্র গত্বাবৈ পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ।
নমস্কৃত্য মহা নৌকাং শ্রীদামাদি ভিরন্বিতঃ।
আরুহ্য পরমেশানি ইষ্ট বিদ্যাং জপেদ্ধরিঃ॥১৬

ভাষা।

তদনন্তর কৃষ্ণ নন্দ গোপগৃহে এক কৃত্রিম রূপ রাখিয়া স্বয়ং পদ্মিনী সঙ্গম লাভ মানসে প্রস্থান করিলেন॥ ১৪॥

পদ্মদলেক্ষণ কৃষ্ণ যে রাজমার্গে নৌকারূপা মহাকালী আছেন তথায় দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন॥ ১৫॥

পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ সত্বর গমনে নৌকা সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীদামাদি বয়স্য বর্গের সহিত নৌকারোহণ পূর্ব্বক ইষ্ট বিদ্যা জপ করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

তত্রৈব অন্তর্দধৌ॥ ১৩॥ তত ইতি। ততঃ কৃষ্ণঃ নন্দ গোপগৃহে অন্যং শরীরং আশ্রিতঃ একং শরীরং নন্দ গোপগৃহে স্থাপয়িত্বা প্রযযৌ গতবান্॥ ১৪॥ সত্বরমিতি। কৃষ্ণঃ সত্বরং শীঘ্রং কালীরূপাং মহানৌকাং জগাম ইতি শেষঃ॥ ১৫॥ সত্বরমিতি। হরিঃ শ্রীদামাদিভিঃ সহিতঃ তত্র নৌকা সমীপে গত্বা কালীরূপাং মহানৌকা মারুহ্য ইষ্ট বিদ্যাং জপেৎ॥ ১৬॥ মন্ত্রমিতি। হরিঃ রাত্রিশেষে মন্ত্রং জপ্ত্বা বংশীঞ্চ বাদ-

মন্ত্রং জপ্ত্বা রাত্রিশেষে বংশীঞ্চ বাদয়ন হরিঃ।
জগতাং মোহনী বংশী মহাকালী স্বয়ংপ্রিয়ে ১৭
একাক্ষরেণ দেবেশি বাদয়ন মধুর ধ্বনিং।
একাক্ষরং তূর্য্য বীজং স্ত্রীণাংচিত্ত মনোহরং১৮
বাদয়ন্ মুরলীংকৃষ্ণ ইষ্ট বিদ্যাং জপেৎ প্রিয়ে।
প্রাতঃকৃত্যং সমাসাদ্যকৃষ্ণঃ স্বস্ব গণৈর্যুতঃ॥১৯
ইষ্ট বিদ্যাং জপিত্বা বৈ পূর্ণ ব্রহ্মময়ীং প্রিয়ে।
বাদয়ন্ মুরলীং কৃষ্ণঃ শৃঙ্গং বেণুং তথা পরং॥২০

ভাষা।

হে প্রিয়ে! কৃষ্ণদেব ইষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিশেষে বংশী-বাদন আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণের বংশী জগন্মোহনকারী স্বয়ং কালিকাদেবী॥ ১৭ ॥

একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বংশীতে মধুরধ্বনি করিতে লাগিলেন। একাক্ষর তূর্য্যবীজ স্ত্রীদিগের চিত্ত সমাকর্ষণ করে॥১৮॥

হে প্রিয়ে! কৃষ্ণদেব বয়স্য বর্গের সহিত মুরলী বাদন করতঃ প্রাতঃকৃত সমাধা করিয়া ইষ্ট বিদ্যা জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৯ ॥

হে পার্ব্বতি! কৃষ্ণ ইষ্ট বিদ্যার আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার মুরলী শৃঙ্গ এবং অন্যান্য বিবিধ বাদ্যবাদনে তৎপর হইলেন॥২০

অন্বার্থঃ।

য়ন্ গতঃ। কৃষ্ণস্য বংশী জগতাং মোহনী স্বয়ং প্রকৃতিঃ। ১৭ ॥ একাক্ষরমিতি। একাক্ষরেণ বংশীংবাদয়তি। একাক্ষরো মন্ত্রঃস্ত্রীণাং চিত্তাকর্ষণ কারণং॥ ১৮ ॥ বাদয়ন্নিতি। কৃষ্ণঃ স্বগণৈঃ শ্রীদামাদিভিঃ সহিতঃ প্রাতঃকৃত্যং সমাসাদ্য সমাপ্য মুরলীং বংশীংবাদয়ন্ ইষ্ট বিদ্যাং মহাকালীং জপেদিতি॥ ১৯ ॥ ইষ্টেতি। কৃষ্ণঃ পূর্ণব্রহ্মময়ী মিষ্ট বিদ্যাং

কাত্যায়নীং নমস্কৃত্য হরিঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
খেলয়েদ্বিবিধাংক্রীড়াং তরিজন্যাং বরাননে॥২১
এতস্মিন্ সময়ে দেবি রাধা ভুবনমোহিনী।
সখীগণেন সহিতা রঙ্গিনী কুসুম প্রভা ॥২২॥
নানা কটাক্ষ সংযুক্তা হাস্যযুক্তা বরাননে।
সংপূজ্য রত্নভাণ্ডং সা অমৃতৈ র্ব্বরবর্ণিনি॥২৩॥
জগাম যমুনা কূলং গব্য বিক্রয়ণ চ্ছলাৎ।
চন্দ্রাবলীং সমাদায় গব্য মাদায় সত্বরং ॥২৪॥

ভাষা।

পদ্মপত্রাক্ষ হরি কাত্যায়নীকে নমস্কার করিয়া তরণীর উপরে বিবিধ প্রকার ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ২১ ॥

এমত সময়ে শতমূলী কুসুমপ্রভা ভুবনমোহিনী রাধা সখীগণ সমভিব্যাহারে নানাপ্রকার.কটাক্ষ পূর্ণ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রত্ন ভাণ্ড সকল, দধি, দুগ্ধ, নবনীত ও ক্ষীরসরে পরিপূর্ণ করিয়া সহাস্য বদনে গব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥২৩ ॥

হে সুন্দরি! রাধিকা চন্দ্রাবলীকে সঙ্গে করিয়া গব্য বিক্রয়-চ্ছলে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥২৪॥

অস্যার্থঃ।

জপিত্বা মুরলী শৃঙ্গাদিকং বাদয়তীতি শেষঃ ॥ ২০ ॥ কাত্যায়নীমিতি কৃষ্ণঃ কাত্যায়নীং নমস্কৃত্য প্রণম্য তরিজন্যাং নৌকাভবাং বিবিধাং ক্রীড়াং খেলয়েৎ ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নিতি। ভুবনমোহিনী ত্রিজগন্মোহন রূপ-লাবণ্যবতী; রঙ্গিনী কুসুমপ্রভা শতমূলী কুসুম বদতি লোহিতাঙ্গী ॥২২॥ নানেতি। নানা কটাক্ষ সংযুক্তা বিবিধ ভঙ্গি মদ্দৃষ্টিঃ। অমৃতৈঃ ক্ষীর সরাদিভিঃ ॥ ২৩ ॥ জগামেতি গব্য বিক্রয়ণ চ্ছলাৎ দধ্যাদি বিক্রয়ণ ব্যাজেন যমুনাকূলং জগাম গতবতী ॥ ২৪ ॥ বৃকভানু গৃহাদিতি বৃকভানোঃ

বৃকভানু গৃহা দ্দেবি নির্গত্য পদ্মিনী ততঃ।
অন্যাভি র্গোপকন্যাভির্বেষ্টিতা রাধিকা সদা
॥ ২৫ ॥
সর্ব শৃঙ্গার বেশাঢ্যা স্ফুর চ্চকিত লোচনা।
মুখারবিন্দ গন্ধেন তাসাং দেবি বরাননে।
মোদিতাঃ পরমেশানি দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ॥২৬॥
তচ্ছৃণুষ্ব বরারোহে রহস্য মতি গোপনং।
নৌকা সন্নিধি মাগত্য কৃষ্ণায় যদুবাচসা॥ ২৭ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ত্রয়োবিংশ পটল।

ভাষা।

তদনন্তর পদ্মিনী বৃকভানু গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অন্যান্য সখীগণ সঙ্গে প্রস্থান করিলেন॥ ২৫॥

রাধিকা সমস্ত শৃঙ্গারোচিত বেশাভরণে ভূষিত হইয়া চলিলেন। তাহাদের মুখারবিন্দসৌরভে দেব, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ মোহিত হইল॥ ২৬॥

হে পার্ব্বতি! পদ্মিনী নৌকা সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণদেবকে যাহা বলিয়াছিলেন সেই রহস্য কথা শ্রবণ কর॥ ২৭॥

ইতি ত্রয়োবিংশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

পিতৃগৃহাৎ। অন্যাভি শ্চন্দ্রাবলী প্রভৃতিভি গোপকন্যাভিঃ সহিতেত্যর্থঃ॥ ২৫॥ সর্ব্বেতি। সর্ব্ব শৃঙ্গার বেশাঢ্যা শৃঙ্গারোচিত বেশাভরণ ভূষিতা। তাসাং গোপীনাং মুখ সুগন্ধেন দেবা দয়োপি মুহ্যন্তীতিভাবঃ॥ ২৬॥ তদিতি। সা রাধা নৌকা সমীপং গত্বা কৃষ্ণায় যদুবাচ তদ্রহস্যং শৃণুষ্ব॥ ২৭॥ ইতি ত্রয়োবিংশ পটলঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

এতদ্রহস্যং পরমং কুলসাধন মুত্তমং।
কৃপয়া পরমেশান কথয়স্ব দয়ানিধে॥ ১॥

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু পার্বতি বক্ষ্যামি পদ্মিনী তত্ত্ব মুত্তমং।
অতিগুপ্তং মহৎপুণ্য মপ্রকাশ্যং কদাচন॥২॥
এতৎ সর্ব্বং মহেশানি তবলীলা দুরত্যয়া।
তবলীলা দুরাধর্ষা কৃষ্ণপ্রেম বিবর্দ্ধিনী॥ ৩॥

ভাষা।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে দয়ানিধে মহাদেব! কৃপা করিয়া এই কুল সাধন রহস্য আমার নিকট বল॥ ১॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! সর্ব্বোত্তম পদ্মিনী তত্ত্ব তোমার নিকট বলিতেছি। এই পদ্মিনী অতিগুপ্ত, পুণ্য জনক ও অতি অপ্রকাশ্য॥ ২॥

হে মহেশ্বরি! এই সকলই দুরধিগম্য তব লীলা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য ও কৃষ্ণের প্রেম বৃদ্ধিকরী॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

পার্ব্বত্যুবাচেতি। হে দয়ানিধে কৃপাময়! এতদ্রহস্যং নৌকাখণ্ড বৃত্তান্তং কৃপয়া মদ্যনুগ্রহেণ কথয়॥ ১॥ ঈশ্বর উবাচেতি। হে পার্ব্বতি! অতি গোপ্যং পদ্মিনী তত্ত্বং বক্ষ্যামি শৃণু ত্বমিতি শেষঃ। এতদ্রহস্যং কদাপি ন প্রকাশনীয়মিত্যর্থঃ॥ ২॥ এতদিতি। এতৎসর্ব্বমেব তবলীলা। দুরত্যয়া দুর্জ্ঞেয়া। কৃষ্ণপ্রেম বিবর্দ্ধিনী কৃষ্ণপ্রেম সম্পাদিকেতি॥ ৩॥ রাধিকেতি। যা রাধিকা সা কৃষ্ণ বাগ্‌ভবা পদ্মিনী। যঃ

রাধিকা পদ্মিনী যা সা কৃষ্ণদেবস্য বাগ্‌ভবা।
বাসুদেবাংশ সম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥ ৪ ॥
পদ্মিনী সততং তস্য কৃষ্ণস্য বাগ্‌ভবাপ্রিয়ে।
আগত্য সত্বরং তত্র পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ॥ ৫ ॥
কাত্যায়ন্যাঃ প্রসাদেন ব্রজবাসিন্য এবহি।
প্রজেপু রনিশং কূর্চ্চং চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কং ॥৬॥
রাজমার্গে মহেশানি নানারত্ন বিভূষিতে।
কদম্ব পাদপচ্ছায়া তমাল বনশোভিতে ॥ ৭ ॥

ভাষা।

যিনি পদ্মিনী তিনিই রাধিকা আর কৃষ্ণ বাসুদেবের অংশ॥৪

কৃষ্ণমোহিনী পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী সত্বর নৌকা সমীপে উপস্থিত হইয়া কূর্চ্চবীজ রূপ একাক্ষর ইষ্ট বিদ্যা জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

কাত্যায়নীর প্রসাদে ব্রজবাসিনী যুবতিগণ সকলেই চতুর্ব্বর্গ প্রদ কূর্চ্চাখ্য একাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

হে মহেশানি! নানারত্ন বিভূষিত কদম্বাদি পাদপচ্ছায়া শোভিত যমুনারাজমার্গে পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী রত্ন বিভূষিতা নৌকা দেখিতে পাইলেন ॥ ৭॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ।

কৃষ্ণঃ স বাসুদেবস্য অংশোৎপন্ন ইতি ॥ ৪ ॥ পদ্মিনীতি। কৃষ্ণস্য বাগ্‌ভবা কৃষ্ণ বাগুৎপন্না। পদ্মগন্ধিনী পদ্মসে গন্ধপূর্ণা কূর্চ্চাখ্যং হুমিত্যেকাক্ষরং মন্ত্রং জপেদিতি শেষঃ। কৃষ্ণমোহিনা কৃষ্ণবশীকরণ সাধিনী ॥ ৫ ॥ কাত্যায়ন্যা ইতি। ব্রজবাসিন্যশ্চন্দ্রাবলী প্রভৃতয়ো নার্য্যঃ কূর্চ্চবীজং প্রজেপুরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ রাজেতি। রাজমার্গে রাজপথে নানারত্ন বিভূষিতে স্বর্ণাদি খচিতে ॥ ৭ ॥ কালিন্দীতি। পদ্মিনি! রাজ-

কালিন্দী রাজমার্গেতু পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী।
যত্রাপশ্যন্মহেশানি নৌকাং রত্ন বিভূষিতাং ॥৮॥
প্রণম্য মনসা নৌকাং নাম্না ব্রহ্ম প্রবাহিনীং।
জপেৎ কূর্চ্চং মহাবীজ মনিশং কমলেক্ষণে ॥৯
এতস্মিন্ সময়ে দেবি জগন্মাতা জগন্ময়ী।
ততান মোহিনীং মায়াং প্রাকৃতস্যেব পার্ব্বতি১০

পদ্মিন্যুবাচ।

ভো কৃষ্ণ নন্দ পুত্রস্ত্বং সত্বরং শৃণু মদ্বচঃ।
আগতাহং মহাবাহো গোকুলাদ্দেবকীসুত।
পারং পারয় ভদ্রং তে শীঘ্রংমে গোপনন্দন।১১

ভাষা।

হে কমলাক্ষি! পদ্মিনী সেই ব্রহ্মস্বরূপিণী নৌকা মানসে প্রণাম করিয়া সর্ব্বদা মহামন্ত্র কূর্চ্চবীজ জপকরিতে লাগিলেন॥৯

এমত সময়ে জগন্মাতা জগন্ময়ী মহামায়া প্রাকৃতের ন্যায় এক মোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন। ১০ ॥

পদ্মিনী বলিলেন, হে নন্দনন্দন মহাবাহু কৃষ্ণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর; আমি গোকুল হইতে আসিয়াছি। হে দেবকীনন্দন! আমাকে শীঘ্র যমুনা পারে গমন কর। ১১ ॥

অন্বার্থঃ।

মার্গে রত্নবিভূষিতাং নৌকাং অপশ্যৎ দদর্শেত্যর্থঃ। ৮ । প্রণম্যেতি। নাম্না ব্রহ্মস্বরূপিণীং নৌকাং মনসাপ্রণম্য মহাবীজং কূর্চ্চং জপেৎ ॥ ৯ ॥ এতস্মিন্নিতি। এতস্মিন্ সময়ে পদ্মিনা জপকালে জগন্মাতা মহামায়া মোহিনীং মায়াং ততান প্রকাশয়ামাস। প্রাকৃতোজনো যথা মুহ্যতি তথা পদ্মিনা মহামায়া মায়য়া মুহ্যতীতিভাবঃ। ১০ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি। ভো নন্দসুত মদ্বচঃ শৃণু অহং গোকুলাদাগতা শীঘ্রং পারং পারয় মাং

কৃষ্ণ উবাচ

আগচ্ছ মৃগশাবাক্ষি কুত্র যাস্যসি তদ্বদ।
রত্ন ভাণ্ডেষু কিং দ্রব্যং দধিদুগ্ধং ঘৃতন্তথা॥১২॥
তদ্ভুক্ত্বা সত্বরং কৃষ্ণো রাধামাকৃষ্য পার্বতি।
ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহু স্তা স্তাঃ সর্বাশ্চ গোপিকাঃ
নৌকায়াং প্রাবিশত্তূর্ণংরাধিকাং কমলেক্ষণে১৩
শৃণু প্রাজ্ঞে মম বচো দানং দেহি ময়ি প্রিয়ে।
দানং বিনা কদাচিত্তু নহি পারং করোম্যহং॥১৪

ভাষা।

কৃষ্ণ বলিলেন, হে মৃগশাবাক্ষি! আগমন কর এবং কোথায় যাইবে বল। তোমাদের রত্ন ভাণ্ডে দধি দুগ্ধাদি দেখিতেছি কেন॥ ১২ ॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া রাধাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক দধি দুগ্ধাদি ভক্ষণ করিয়া সমস্ত গোপীগণ ও রাধিকাকে নৌকায় আরোহণ করাইলেন॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়ে! আমার কথা শ্রবণ কর শীঘ্র তরপণ্য প্রদান কর দান প্রদান ব্যতিরেকে কোন প্রকারেও পার গমন করিতে পারিবে না॥ ১৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

যমুনাপারং নয়েত্যর্থঃ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। হে মৃগশাবলোচনে! আগচ্ছকুত্র যাস্যসি রত্নভাণ্ডে কিং দ্রব্যমস্তি তদ্বদ॥ ১২ ॥ তদিতি। কৃষ্ণঃ তত্রত্য ভাণ্ডস্থিতং দধিদুগ্ধাদিকংভুক্ত্বা রাধিকাং অন্যান্য গোপীগণানপি আকৃষ্য নৌকাং প্রাবিশৎ নৌকামারোহয়ামাসাস॥ ১৩ ॥ শৃণ্বিতি। দানং পারগমন পণ্যং। দানং পণ্যং বিনাকথমপি পারং ন করোমি॥ ১৪ ॥

রাধিকোবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো কস্যদানং বদস্বমে।
নায়কত্বং কদাপ্রাপ্তং কস্মাদ্বা কমলেক্ষণ ॥১৫॥

কৃষ্ণ উবাচ।

নায়কত্বং যদাপ্রাপ্তং যস্মাদ্বা তবতেন কিং।
নৃপতেঃ কংসরাজস্য অহংদানী সুনিশ্চিতং১৬
অতএব কুরঙ্গাক্ষি অহং দানী নচান্যথা।
ক্রয় বিক্রয়ণেচৈব গমনাগমনে তথা ॥ ১৭ ॥

ভাষা।

পদ্মিনী বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! কাহাকে দান দিতে হইবে এবং তুমি কাহার কর গ্রহণে নিযুক্ত হইয়াছ তাহা বল॥১৫

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে মৃগলোচনে! ক্রয় বিক্রয়ে ও গমনাগমনে আমি কংসরাজের কর গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি ভিন্ন আর করগ্রাহী কেহ নাই॥ ১৬॥ ১৭॥

অন্বয়ার্থঃ।

রাধিকোবাচেতি। কস্যদানং কোদানং গৃহীষ্যতীত্যর্থঃ। ত্বং কস্য নায়কঃ দানাদান কর্ম্মণি নিযুক্তঃ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। অহং কস্য-দানী কদাবাদানীত্বং প্রাপ্তবানিতি তেন তব কিং কিমপি প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। অহং কংসস্যরাজ্ঞঃ দানী॥ ১৬ ॥ অতএবেতি। মহ্যং দানমদত্বা কোঽপি ক্রয়বিক্রয়ণং গমনাগমনঞ্চ কর্ত্তুং ন শক্নোতীতিভাবঃ। ॥ ১৭ ॥ যমুনেতি। যমুনাজলপানেচ অহং দানী যোঽপি যমুনাজল

যমুনাজল পানেচ পারে বা রোহণে তথা।
অহং দানী সদাভদ্রে যৌবনস্য তথা প্রিয়ে॥১৮
সামান্য যৌবনেচৈব কোটিস্বর্ণং হরাম্যহং।
যৌবনংতত্র যদ্দৃষ্টং ত্রৈলোক্যেচাতি দুর্ল্লভং১৯

চন্দ্রাবল্যুবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো পারং কুরু যথোচিতং।
দানংনাস্তি ব্রজেগোপনন্দগোপস্যশাসনাৎ ॥২০

ভাষা।

যে কেহ এখানে যমুনার জলপান করে কিম্বা পার গমন করিয়া থাকে তাহার কর দিতে হয়। আমি যৌবন ভিন্ন অন্য দান গ্রহণ করি না ॥ ১৮ ॥

তুমি যদি আমাকে এইসামান্য যৌবন কর প্রদান কর তবে আমার কোটি স্বর্গলাভ হইবে। তোমার এই যৌবন দেখিতেছি ইহা ত্রিভুবনের দুর্ল্লভ পদার্থ ॥ ১৯ ॥

চন্দ্রাবলী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! নন্দগোপের শাসনে ব্রজপুরে করদানের বিধি নাই তথাপি আমরা তোমাকে যথোচিত কর দিতেছি তুমি আমাদিগকে পার কর ॥২০ ॥

অস্যার্থঃ।

পানং করোতি সোঽপি মহ্যং দানং দদাতীত্যর্থঃ। অহং তব যৌবনস্য দানী নচার্থাদেঃ ॥ ১৮ ॥ সামান্যেতি। তব, সামান্য যৌবনে কোটিস্বর্ণং হরামি তবযৎ যৌবনং দৃষ্টং তত্রিভুবন দুর্ল্লভং ॥ ১৯ ॥ চন্দ্রাবল্যুবাচেতি। হে কৃষ্ণ! পারং কুরু নন্দগোপস্য শাসনাৎ বৃন্দাবনে দানং নাস্তি॥ ২০ ॥ নন্দ ইতি। তব পিতানন্দঃ ধর্ম্মাত্মা সত্য-

নন্দোমহাত্মাগোপাল পিতাতে শ্যাম সুন্দর।
ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদীচ সর্ব্ব ধর্ম্মেষু তৎপরঃ ॥২১॥
তবমাতা যশোদাচ এতচ্ছ্রুত্বাবচ স্তব।
প্রহারৈঃ করজন্যৈশ্চ কৃষ্ণত্বাং তাড়য়িষ্যতি।
পারং কুরুত্বমস্মান্ ভো যদিচ্ছেঃক্ষেমমাত্মনঃ॥২২

কৃষ্ণ উবাচ।

দানং দেহি কুরঙ্গাক্ষি গোরসস্য জনে জনে।
যৌবনস্যতথাদানং দ্রুতং দেহি পৃথকপৃথক।২৩

ভাষা।

হে গোপাল! তোমার পিতা নন্দরাজ অতি মহাত্মা, সত্যবাদী ও সর্ব্ব ধর্ম্মে তৎপর ॥২১॥

হে কৃষ্ণ! তোমার মাতা যশোদা এইরূপ বাক্য শুনিলে তোমাকে করপ্রহারে তাড়ন করিবে। হে শ্যামসুন্দর! যদি আপনার ভাল ইচ্ছা কর তবে আমাদিগকে পার কর ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে কুরঙ্গনয়নে! তোমরা প্রত্যেকে দধি দুগ্ধাদির কর প্রদান কর এবং শীঘ্র যৌবন প্রদান করিয়া রাজদান হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর ॥২৩॥

অস্যার্থঃ।

পাদাচ সং নতদ্দোরাত্ম্যমাচিকীর্ষতীতিভাবঃ ॥ ২১ ॥ তবেতি। তব মাতা যশোদা তব এতদ্দানগ্রহণং শ্রুত্বা করজন্যৈঃ প্রহারৈ স্বাং তাড়য়িষ্যতি যদি আত্মনঃ ক্ষেমং শুভং ইচ্ছেঃ তদাশীঘ্রং পারং কুরু ॥ ২২ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি গোরসস্য দুগ্ধস্য। অহমন্যদর্থাদিকং ন গ্রহীষ্যামি। মহ্যং পৃথক্ পৃথক্ স্ব স্ব যৌবনদানং দেহীতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥ অন্যানীতি। তব হৃদি বক্ষসি

অন্যানি গুহ্যরত্নানি বর্ত্ততে হৃদি যত্তব।
চৌরাসিত্বং কুরঙ্গাক্ষি কুতো যাস্যসি মৎপুর
কস্যাহৃত্য ধনং ভদ্রে বহুমূল্যং মনোহরং॥২৪॥
মনোমে দূয়তে ভদ্রে দৃষ্ট্বা হৃদয় সংস্থিতং।
হৃদয়ে তব যদ্ভদ্রে রত্নং ত্রৈলোক্য মোহনং।
এতদ্রত্নং সমালোক্য কস্যচিত্তং ন দূয়তে॥২৫॥
হৃদি যদ্বিদ্যতে ভদ্রে পদ্মরাগ সমপ্রভং।
এতদ্রত্নং কুতোলব্ধ্বা মথুরাং যাস্যসিপ্রিয়ে॥২৬॥

ভাষা।

হে প্রিয়ে! তোমাদের হৃদয়োপরি অন্যান্য গুপ্ত রত্ন আছে তোমরা ঐ সকল রত্ন চুরি করিয়া কি প্রকারে পার গমন করিবে তোমরা কাহার এই মনোহর রত্ন অপহরণ করিয়া যাইতেছ॥২৪

তোমাদের হৃদয়স্থ রত্ন দেখিয়া আমার সাতিশয় মানসিক ক্লেশ হইতেছে। এই ত্রিভুবন মোহন রত্ন দেখিলে কাহার চিত্তে না ব্যথা জন্মে॥ ২৫॥

হে কুরঙ্গাক্ষি! তোমার হৃদয়ে যে পদ্ম সম প্রভ রত্ন দেখিতেছি ইহা কোথা হইতে লাভ করিয়া মথুরায় যাইবে॥২৬॥

অস্যার্থঃ।

অন্যানি স্তনরূপাণি যানিবর্ত্তন্তে তান্যহংপিদেহি। মৎপুরঃ মৎসমীপে ত্বং কস্য রত্নমাহৃত্য যাস্যসি। ত্বং চৌরাসি চৌরকর্ম্মরতাসি॥ ২৪॥ মন ইতি। তে তব হৃদয়স্থিতং রত্নং। মে মম মনঃ দূয়তে পরিতপ্তোভবতি। এতদ্রত্নং দৃষ্ট্বা কস্যচেতো ন দূয়তেতপ্যতি॥ ২৫॥ হৃদীতি। তব হৃদিপদ্ম রাগ সমপ্রভং যদ্রত্নং বিদ্যতে এতদ্রত্নং কুতঃ কস্মাল্লব্ধ্বা মথুরাং যাস্যসি॥ ২৬॥ যদ্রত্নমিতি। পদ্মরাগাদিরত্নং গন্ধহীনং তবহৃদিস্থিতং যদ্রত্নং

যদ্রত্নং পদ্মরাগাদি গন্ধহীনং সদা সখি।
মহদ্‌গন্ধযুতং রত্নং হৃদয়ে তব সংস্থিতং ॥ ২৭ ॥
কামসন্দীপনং নাম রত্নং ত্রৈলোক্যমোহনং ।
নানাপুষ্প সুগন্ধেন মোদিতং তব সুন্দরি ॥২৮॥
কদম্ব কোরকাকারং হৃদয়ে তব বর্ত্ততে ।
আচ্ছাদ্য বহু যত্নেন সংপুটং দৃঢ় বন্ধনৈঃ ॥২৯॥
কুতোলব্ধাসি কস্যাপি চৌরাতেনিশ্চিতামতিঃ
অদ্য সর্ব্বং প্রণেষ্যামি বহুরত্নাদিকঞ্চ যৎ ॥৩০॥

ভাষা।

পদ্ম রাগাদি,রত্ন গন্ধ বিহীন। তোমার হৃদয়স্থিত এই রত্ন সদা সদ্‌গন্ধ পূর্ণ ॥ ২৭ ॥

হে সুন্দরি ! তোমার হৃদয়স্থিত এই রত্ন, কাম সন্দীপনকারী ত্রৈলোক্যমোহন ও নানা পুষ্পের সৌরভে পরিপূর্ণ ॥ ২৮ ॥

তোমার কদম্ব কোরকাকার এই রত্নকে হৃদয়োপরি বহু যত্নে করপুটে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছ ॥ ২৯ ॥

হে প্রিয়ে ! তুমি কোথা হইতে এই রত্ন লাভ করিয়াছ। নিশ্চয় তোমার চৌর বুদ্ধি দেখিতেছি ; অদ্য তোমার এই সমস্ত রত্ন আমি হরণ করিব ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

তৎসদ্‌গন্ধযুতং। এতস্য গন্ধেনাহং মোহিতোস্মি ২৭ ॥ কামেতি। এতদ্রত্নং কামসন্দীপনং কামোদ্দীপকং। নানাপুষ্প সুগন্ধেন মোদিতং সদ্‌গন্ধযুতং ॥ ২৮ ॥ কদম্বেতি। কদম্ব কলিকাবদতি বর্ত্তুলং। সংপুটে রাবরণে রিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। কুতোলব্ধাসি এতদ্রত্নমিতি শেষঃ। চৌরা চৌরকর্ম্মোচিতা। অদ্য সর্ব্বং রত্নাদিকং প্রণেষ্যামি গৃহীষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ চৌরেতি। সর্ব্বা এব চৌর প্রায়া

চৌরপ্রায়া নিরীক্ষ্যন্তে এতাঃ সর্ব্বাশ্চ যোষিতঃ
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটা ক্রুদ্ধা কিয়দ্বাক্য মুবাচহ ॥৩১॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
চতুর্ব্বিংশ পটলঃ।

ভাষা।

তোমাদিগের সকলকে চৌরপ্রায় দেখিতেছি, এই কথা শুনিয়া পদ্মিনী ক্রোধ ভরে ওষ্ঠ দংশন করতঃ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশ পটলঃ।

অন্বয়ার্থঃ।

চৌরকর্ম্মরতা নিরীক্ষ্যন্তে দৃশ্যন্তে। যোষিতঃ নার্য্যঃ। সন্দষ্টৌষ্ঠপুটা কোপেন সন্দষ্টৌষ্ঠাধরা॥ ৩১ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
চতুর্ব্বিংশ পটলঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কৃষ্ণস্যোক্তিং ততঃশ্রুত্বা পদ্মিনীকিমকরোত্তদা
এতৎ সুতীক্ষ্ণং দেবেশ রহস্যং কৃপয়াবদ ॥১॥

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি যদুক্তং পদ্মিনী পুরা।
কৃষ্ণায় নিষ্ঠুরং বাক্যং লোলমধ্যে বরাননে॥২

পদ্মিন্যুবাচ।

শৃণু পুত্রনন্দসূনো যশোদানন্দ বর্দ্ধন।
শ্রীহীনঃ সততং ত্বং হি জন্ম গোপগৃহে যতঃ॥৩॥

ভাষা।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহাদেব! পদ্মিনা কৃষ্ণের এইরূপ দুর্ব্বাক্য শুনিয়া কি করিলেন তাহা বল ॥ ১ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! পদ্মিনী কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥২॥

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে নন্দপুত্র যশোদানন্দবর্দ্ধন! শ্রবণ কর; তুমি গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ অতএব তোমার শ্রী বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

পার্ব্বত্যুবাচেতি। কৃষ্ণবচনমাকর্ণ্য পদ্মিনী কিমকরোদাচচার এতদ্রহস্যং বদ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। পদ্মিনী কৃষ্ণায় যদুবাচ তদ্বক্ষ্যামি শৃণু। নিষ্ঠুরং পরুষং। লোলমধ্যে কৃশ মধ্যে এতত্ত্ব পার্ব্বতী সম্বোধনং ॥ ২ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি। হে নন্দ সূনোশৃণু যতস্তব গোপগৃহে জন্ম অতস্ত্বং শ্রীহীনঃ সৌভাগ্য বর্জ্জিতঃ॥ ৩ ॥ নন্দস্যেতি। ত্বং নন্দস্য

নন্দস্য পোষ্য পুত্ত্রস্ত্বং গব্যচৌরা ভবান্ সদা।
বিনানন্দং সদা ত্বং হি সৎকর্ম্ম রহিতঃ সদা ॥৪
ন মাতা ন পিতা বন্ধুঃ স্বকীয়ং পরমেববা।
আছ্যন্ত রহিতস্যাপি ন লজ্জা তব বিছ্যতে॥৫॥
নির্লজ্জস্ত্বং সদামূঢ় পরাশ্রয় পরঃ সদা।
পরদাররত স্ত্বং হি পরদ্রব্য পরায়ণঃ।
পরদ্রোহী সদাগোপ পরবেশ যুতঃ সদা ॥৬॥

ভাষা।

হে কৃষ্ণ! তুমি নন্দরাজের পোষ্যপুত্ত্র হইয়া গব্য চুরি করিয়া ভক্ষণ কর। তুমি সর্ব্বদা কেবল আমোদে কাল কর্ত্তন করিতেছ। তোমার কোন সৎকর্ম্ম নাই ॥ ৪ ॥

তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, কুল নাই, তথাপি তোমার লজ্জা হয় না ॥ ৫ ॥

হে নির্লজ্জ! তুমি সদা পরাশ্রয়ে বাস কর, পরদাররত ও পরদ্রব্যাভিলাষী, পরদ্রোহ তোমার নিত্য ব্যবসায় সদা পর-বেশে ভ্রমণ কর ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

পোষ্যপুত্ত্রঃ পাল্যপুত্ত্রঃ গব্যচৌরঃ সদৈব দধি দুগ্ধাদিকংচোরয়সীত্যর্থঃ। সংকর্ম্ম রহিতঃ কুকর্ম্মরতঃ ॥ ৪ ॥ নমাতেতি। তব মাতাপিতা বন্ধুশ্চ কোঽপি নাস্তি। তব লজ্জা ন বিছ্যতে ॥ ৫ ॥ নির্লজ্জেতি। ত্বংনির্লজ্জঃ লজ্জাহীনঃ। পরাশ্রয় পরঃ পরভাগ্য জীবী। পরদাররতঃ পরনারী-বিহারী। পরদ্রব্য পরায়ণঃ পরদ্রব্যচৌরঃ। পরদ্রোহী পরহিংসকঃ ॥ ৬ ॥

গোপ্রচারী সদাগোপী সঙ্গত স্ত্বং হি শাশ্বতঃ।
গোদোহন রতোনিত্যংগব্যচৌরো ভবানৃযতঃ৭
গোহন্তা পক্ষিহন্তাচ স্ত্রীঘাতী অনুপাতকী।
গোপালোহি যত স্ত্বং হি বহুকিং কথয়ামিতো৷৮

কৃষ্ণ উবাচ।

যৎকথয়সি তৎ সত্যং নান্যথা বচনং তব।
দানং দেহি কুরঙ্গাক্ষি ন ত্যজামি কদাচন ॥৯॥

ভাষা।

তুমি সদা গোচারণ কর, এবং গোপ স্ত্রী হরণ তোমার নিয়ত কার্য্য,গোদোহন করিয়া গব্য চুরি তোমার জীবিকা ॥৭॥

তুমি গোহন্তা, পক্ষিহন্তা, স্ত্রীঘাতী, অনুপাতকী, অতএব তোমাকে আর কি বলিব ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য কিছুই মিথ্যা নহে ; এইক্ষণ আমাকে দান দাও, আমি তোমার কোন কথায় ভুলিয়া দান পরিত্যাগ করিব না ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ।

গোপ্রচারীতি। গোপ্রচারী গোচারণ শীলঃ। গোপীসঙ্গতঃ গোপনারী সঙ্গং প্রাপ্তঃ। গোদহন রতঃ। গাভী দোহনকারী ॥ ৭ ॥ গোহন্তেতি। ত্বং গোহন্তা গোঘাতী পক্ষিহন্তা পক্ষিঘাতী। অনুপাতকী মহৎপাপকর্ম্ম রতঃ। যতস্ত্বং গোপালঃ অতঃ কিং বহু কথয়ামি ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। হে যুবতি! ত্বং যৎমমাচরণাদিকং কথয়সি তৎসত্যং দানং দেহি। অহং তব কথয়া দানং ন ত্যজামি॥ ৯ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি। অস্মিন দেশে

পদ্মিন্যুবাচ।

অস্মিন্ দেশে মহীপালঃ কংসঃ সত্য পরায়ণঃ।
বিদ্যমানে মহীপালে কংসে সত্য পরাক্রমে।
কদাচিদপি কস্মৈচিন্ন দানং প্রদদাবহং ॥১০॥

কৃষ্ণ উবাচ

চক্রবর্ত্তী নৃপশ্রেষ্ঠঃ কংসঃ সর্ব্ব গুণাশ্রয়ঃ।
তস্যাধিকারে সতত মহংদানী সুনিশ্চিতঃ॥১১॥
হৃদিতে মৃগশাবাক্ষি স্থির সৌদামিনী প্রভং।
পশ্যামি তব যদ্রত্নং দানার্থং দেহি সত্বরং ॥১২॥

ভাষা।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! এই দেশের অধীশ্বর রাজা কংশ বিদ্যমানে, আমরা কখন কাহাকে দান প্রদান করি নাই ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, কংস মহারাজ সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর, আমি তাঁহার নিযুক্তরূপে দান আদায় করি ॥ ১১ ॥

হে সুন্দরি! তোমার হৃদয়ে যে স্থির সৌদামিনীপ্রভ রত্ন দেখিতেছি, তাহা শীঘ্র আমাকে দান কর ॥ ১২ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

কংসঃ মহীপালঃরাজা। কংসেরাজ্ঞি মহীপালেসতি কদাচিদপি দানং নদদৌ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। চক্রবর্ত্তী সসাগরা ধরায়া অদ্বিতীয়োধীশ্বরঃ কংসঃ তস্যাধিকারে অহং দানী দান গ্রহণ নিয়োগী॥ ১১ ॥ হৃদীতি। স্থিরসৌদামিনীপ্রভং তড়িৎপুঞ্জ বদত্যুজ্জ্বলং। হৃদিস্থিতং স্তন রত্নমেবদানং দেহীতিভাবঃ॥ ১২ ॥ দানমিতি। দানংদত্বা মথুরাং

দানং দত্ত্বা কুরঙ্গাক্ষি মথুরাং গচ্ছ সুন্দরি।
অন্যথা সংহরিষ্যামি রত্নঞ্চ সপরিচ্ছদং ॥ ১৩ ॥

রাধিকোবাচ।

গোপাল বহবো দোষা বিদ্যন্তে সততং তব।
শৃণু গোপাল বৃত্তান্তং মম রত্নস্য সাম্প্রতং॥১৪॥
হৃদয়স্থং যদে তত্তু রত্নং ত্রৈলোক্যমোহনং।
স্তনস্তু স্তবকাকারং পরং ব্রহ্ম স্বরূপিতং ॥১৫॥

ভাষা।

হে কুরঙ্গাক্ষি! দান প্রদান করিয়া মথুরাতে গমন কর; অন্যথা তোমাদের সমস্ত পরিচ্ছদ ও রত্ন অপহরণ করিব ॥১৩॥

রাধিকা বলিতেছেন, হে গোপাল! তুমি বহু দোষাকর, ইহা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে; এইক্ষণ এই রত্ন বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥

হে কৃষ্ণ! আমাদের হৃদয়ে যে ত্রৈলোক্যমোহন রত্ন দেখিতেছ, ইহা স্তনরূপি পূর্ণ ব্রহ্ম ॥ ১৫ ॥

অস্যার্থঃ।

গচ্ছ যদি নগচ্ছসি তদা তব সর্ব্বংধনং বস্ত্রাদিকঞ্চ হরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ রাধিকোবাচেতি। হে গোপাল! ত্বয়ি বহবো দোষাবিদ্যন্তে মমরত্নস্য বৃত্তান্তং শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ মমহৃদয়স্থং ত্রৈলোক্য মোহনং যদ্রত্নং দৃশ্যতে তদ্রত্নং ব্রহ্মস্বরূপি। স্তবকাকারং কুট্মলসদৃশং ॥ ১৫ ॥ নাসেতি।

নাসাগ্রে মমগোপাল মৌক্তিকং যচ্চ কৌস্তুভং
হৃদয়ে মমগোপাল যত্ত্বং পশ্যসি তচ্ছৃণু ॥১৬॥
যৎ মম হৃদয়ে যদ্রত্নং ন সামান্যং পশ্যতে।
তদপি মৌক্তিকংজ্ঞেয়া চিত্রিণীনাম নায়িকা১৭
শৃণু কৃষ্ণ মহামূঢ় পদ্মিনী রাধিকা স্বয়ং।
এতস্যাঃকণ্ঠ সংস্থা যা মালা নাম্না কলাবতী১৮
এতাঃ সর্ব্বাগোপকন্যাঃ কুমার্য্যাঃ পরিচারিকাঃ।
আত্মানং নৈব জানাসি অতস্তে চপলামতিঃ॥১৯

ভাষা।

এবং নাসাগ্রে যে মৌক্তিক ও হৃদয়ে কৌস্তুভমণি দেখিতেছ, ইহার বিবরণ শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

হে কৃষ্ণ! আমার হৃদয়স্থ রত্ন মুক্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই মুক্তাফল স্বয়ং চিত্রিণী নায়িকা ॥ ১৭ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি সকলই বিস্মৃত হইয়াছ, রাধিকা স্বয়ং পদ্মিনী, ইহার কণ্ঠস্থিতা যে মালা তাহার নাম কলাবতী ॥১৮॥

এই যে সকল গোপকন্যা,ইহারা কুমারীর পরিচারিকা। তুমি আত্ম বিস্মৃত হইয়াছ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ।

মমনাসাগ্রে যন্মৌক্তিকং হৃদয়েচ যৎকৌস্তুভং মুক্তাবিশেষঃ পশ্যসি তদ্বৃত্তান্ত মপি শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ যদিতি। মমহৃদয়ে যদ্রত্নং তদপি মৌক্তি কাজ্জায়তে। এতন্মুক্তাফলমপি ন সামান্যং কিন্তু চিত্রিণীনাম নায়িকা ॥ ১৭ ॥ শৃণ্বিতি। হে মূঢ়শৃণু। পদ্মিনী এব রাধাতস্যাঃ কণ্ঠস্থিতা যা মালা সা কলাবতী ॥ ১৮ ॥ এতাইতি। এতা যানার্য্যো দৃশ্যন্তে তাঃ সর্ব্বাএব কুমার্য্যা রাধায়াঃ পরিচারিকাঃ। ত্বমাত্মানমেব নজানাসি অতস্তে মতিশ্চপলা ॥ ১৯ ॥ চপলেতি। চপলশ্চঞ্চলমতিঃ।

চপলস্ত্বং সদা কৃষ্ণ পর নারীরতঃ সদা।
এতামূঢ়া মন্দভাগ্যা স্তব সঙ্গরতাঃ সদা ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ উবাচ

পদ্মনেত্রে স্মিতমুখি একং পৃচ্ছামি পদ্মিনি।
নাসাগ্র সংস্থিতাং মুক্তাংস্থিরসৌদামিনীপ্রভাং
কামসন্দীপনীং মুক্তাং নাসায়াং তবতিষ্ঠতি॥২১

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
পঞ্চবিংশ পটলঃ।

ভাষা।

হে কৃষ্ণ! তুমি অতি চপল ও সর্ব্বদা পরনারীতে আশক্ত আছ, এবং এই সকল ভাগ্যহীন নারীগণ তোমার সঙ্গরত ॥২০॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে পদ্মিনি! তোমার নাসাগ্রস্থিত যে স্থির সৌদামিনী প্রভ মুক্তা দেখিতেছি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি বল ॥ ২১ ॥

ইতি পঞ্চবিংশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

পরনারীরতঃ পরস্ত্রী সঙ্গমাভিলাষী ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। পৃচ্ছামি জ্ঞাতুমিচ্ছামি। স্থির সৌদামিনীপ্রভাং স্থিরানিশ্চলা যা সৌদামিনী তড়িল্লতা তৎপ্রভাং তদ্বদুজ্জ্বলাং। কামসন্দীপনীং কামোদ্বেগ বৰ্দ্ধিনীং। ২১।

ইতি রাধতন্ত্র ব্যাখ্যানে
পঞ্চবিংশ পটলঃ।

রাধিকোবাচ।

মুক্তাফলমিদং কৃষ্ণ ত্রৈলোক্য বীজরূপকং।
মুক্তাফলস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নহি শক্যতে॥১॥
ইদং মুক্তাফলং কৃষ্ণ মহামায়া স্বরূপিণী।
অস্মিন্মুক্তাফলেবিশ্বং তিষ্ঠন্তি কোটিকোটিশঃ॥২
বহুভাগ্যেন গোপেন্দ্র লব্ধং মুক্তাফলং হরে।
মুক্তাফলং ময়ালব্ধং ত্রিপুরা পদপূজনাৎ॥৩॥

কৃষ্ণ উবাচ।

রাধিকে শৃণু মদ্বাক্যং কৃপয়াবদ কামিনি।
ইদং মুক্তাফলং ভদ্রে মদনস্যচ মন্দিরং ॥৪॥

ভাষা।

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! এই মুক্তাফল ত্রিভুবনের কারণ, ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে আমার শক্তি নাই ॥ ১ ॥

এই মুক্তাফল স্বয়ং মহামায়া; ইহাতে কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে ॥ ২ ॥

হে গোপেন্দ্র! আমি বহু ভাগ্যবলে ত্রিপুরা পদপূজা করিয়া, এই মুক্তাফল লাভ করিয়াছি ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে রাধিকে! আমার বাক্য শ্রবণ কর; তোমার এই যে মুক্তাফল তাহা কামদেবের মন্দির, তোমার

অস্যার্থঃ

রাধিকোবাচেতি। ত্রৈলোক্য বীজরূপকং ত্রিভুবন কারণং। অস্য মাহাত্ম্যং বর্ণনানর্হ মিত্যর্থঃ॥ ১ ॥ ইদমিতি। এতন্মুক্তাফলং স্বয়ং মহামায়া অস্মিন্মুক্তাফলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাঃ সন্তীত্যর্থঃ॥ ২ ॥ বহু ইতি। ময়া বহুভাগ্যেন ত্রিপুরাপদং সংপূজ্য মুক্তাফল মেতল্লব্ধমিতি ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। মদনস্য মন্দিরং কামাগার স্বরূপং এতন্মুক্তাফল দর্শন মাত্রেণৈব কামসন্দীপনং ভবেদিতি ॥ ৪ ॥ তবেতি ইষুধির্বাণাধারঃ।

তবনাসা বরারোহে মদনস্যেষুধিঃ সদা।
সুতীক্ষ্ণং তব নেত্রান্তং মম কর্ম্ম নিকৃন্তনং ॥৫॥
তবাঙ্গ দর্শনং ভদ্রে সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং।
সুধারস সমং ভদ্রে বিগ্রহং কাম বর্দ্ধনং ॥৬॥
নখচন্দ্র প্রভাভদ্রে পূর্ণচন্দ্র সমাতব॥
আলিঙ্গনং দেহি ভদ্রে পতিতং মাংসমুদ্ধর।
পাপার্ণবা ত্রাহিভদ্রে দাসোঽহং তব সুন্দরি॥৭

ভাষা।

নাসিকা মদনের তূণ আর তোমার কটাক্ষ আমার কর্ম্মছেদী মদনশর॥ ৪॥ ৫॥

তোমার অঙ্গ দর্শনে সর্ব্ব ব্যাধি প্রশান্ত হয়; তোমার শরীর সুধারস পূর্ণ ও কাম সন্দীপন॥ ৬॥

তোমার নখচন্দ্র প্রভা পূর্ণচন্দ্র প্রভা তুল্য। হে সুন্দরি! আলিঙ্গন প্রদান করিয়া এই পতিতকে পাপার্ণব হইতে উদ্ধার কর; আমি তোমার শরণাগত দাস॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

সুতীক্ষ্ণং খরতরং। কর্ম্মনিকৃন্তনং কর্ম্মছেদকমিত্যর্থঃ॥ ৫॥ তবেতি। তবশরীর দর্শনেনৈবব্যাধয়ঃ শাম্যন্তি। কামবর্দ্ধনং কামসন্দীপনমিত্যর্থঃ। ॥ ৬॥ নখেতি। পূর্ণচন্দ্র প্রভা সমা তব নখ প্রভেতি। পতিতং কামার্ণবে নিমগ্নং। পাপার্ণবাৎ ত্রাহিরক্ষ। অহং তব দাসঃ॥ ৭॥ রাধিকো-বাচেতি। হে কৃষ্ণ! শিবার্চ্চনং কুরু কাত্যায়নীং পূজয় তদন্তে ইষ্টবিদ্যাং

রাধিকোবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বচনং মম সুন্দর।
শিবার্চ্চনং কুরুক্ষিপ্রং তথা কাত্যায়নীং শিবাং
তদন্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ ইষ্ট বিদ্যাং সনাতনীং।
পূর্ণরূপাং মহাকালীং ধ্যাত্বা সিদ্ধি মবাপ্স্যসি৮

ঈশ্বর উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
সংপূজ্যপার্থিবংলিঙ্গংততঃকাত্যায়নীংযজেৎ।৯
অথ প্রসন্না সা দেবী জগন্মাতা জগন্ময়ী।
আবিরাসীৎ স্বয়ং দেবী কৃষ্ণস্য হিতকারিণী।১০

ভাষা।

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! আমার বচন শ্রবণ কর। তুমি অগ্রে শিবার্চ্চন কর। তদন্তে ইস্ট বিদ্যা মহাকালীর ধ্যান করিলেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে॥ ৮॥

মহাদেব বলিতেছেন। কৃষ্ণ তাহার সেই বাক্য শুনিয়া, পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজানন্তর কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিলেন॥ ৯॥

অনন্তর জগন্মাতা কাত্যায়নী প্রসন্না হইয়া কৃষ্ণের হিত সাধন মানসে স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন॥ ১০॥

অস্যার্থঃ।

মহাকালীং ধ্যাত্বা সিদ্ধিমবাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। কৃষ্ণঃ পদ্মিন্যা বচনং শ্রুত্বা শিবার্চ্চনং কৃত্বা কাত্যায়নী মভজৎ॥ ৯ ॥ অথেতি। অথ শিবার্চ্চন কাত্যায়নী পূজনাদেব কাত্যায়নী প্রসন্নাসতী আবিরাসীৎ প্রত্যক্ষী বভূবেত্যর্থঃ। ১০॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি। কাত্যায়নী সাক্ষাদ্ভুত্বা।

কাত্যায়ন্যুবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বরং বরয় রে সুত।
বরং দদামিতে ভদ্রং ভবিষ্যতি সুনিশ্চিতং॥১১

কৃষ্ণ উবাচ।

বরং দেহি মহামায়ে নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে।
মমঃ সিদ্ধিং দেহি দেবি কালি ব্রহ্মময়ি সদা॥১২

কাত্যায়ন্যুবাচ।

এবমেব ভবেৎ কৃষ্ণ রাধাসঙ্গ মবাপ্নুহি।
বহু যত্নেন ভো কৃষ্ণ রাধাবাক্যং সমাচর॥১৩॥

ভাষা।

কাত্যায়নী বলিতেছেন, হে বৎস! বর প্রার্থনা কর; আমি তোমার অভিলষিত বর দিতেছি, ইহাতে তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে॥ ১১॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে হরপ্রিয়ে! হে কালি! হে দেবি ব্রহ্মময়ি! তোমাকে নমস্কার করি; আমার মানস সিদ্ধি বর দান কর॥ ১২॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! তোমার মনঃ সিদ্ধি বর প্রদান করিলাম, তুমি রাধাসঙ্গ লাভ কর, এবং যত্ন পূর্ব্বক রাধা বাক্য আচরণ কর॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

কৃষ্ণমুবাচ। হে সুত! বরং অভিলষিতং বরয় গৃহাণ॥ ১১॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। হে মাতঃ! মম মনঃ সিদ্ধিং ব্রতং দেহি॥ ১২॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি। হে কৃষ্ণ! ত্বং মদ্বাক্যং সমাচর তেনৈব তব রাধাসঙ্গো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ১৩॥ রাধেতি। রাধাসঙ্গেন কুণ্ডং গোল-

রাধাসঙ্গেন ভো কৃষ্ণ পুষ্পমুৎপাদয় ধ্রুবং।
পুষ্পঞ্চ ত্রিবিধং কৃষ্ণ কুণ্ডগোলং পরাৎপরং।
স্বয়ম্ভুঞ্চ তথারম্যং নানাসুখ বিবর্দ্ধনং ॥ ১৪ ॥
ধর্ম্মদং কামদঞ্চৈব অর্থদং মোক্ষদন্তথা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং পুষ্পং রাধাসঙ্গেন জায়তে ॥ ১৫ ॥
তেন পুষ্পেণ হে কৃষ্ণ জপ পূজাং সমাচর।
ইষ্টদেব্যাঃ সুরশ্রেষ্ঠ সততং রাধয়াসহ ॥ ১৬ ॥
এতদ্রহস্যং পরমং ব্রহ্মাদিনা মগোচরং।
যদযদন্যন্মহাবাহো শৃণো তু পদ্মিনী মুখাৎ ॥১৭

ভাষা।

হে কৃষ্ণ! রাধাসঙ্গে কুণ্ড, গোল, ও স্বয়ম্ভু এই ত্রিবিধ পুষ্প উৎপাদন কর। ঐ মনোহর পুষ্পে নানাপ্রকার সুখ বৃদ্ধি হইবে ॥ ১৪ ॥

রাধাসঙ্গে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গপ্রদ পুষ্প উৎপন্ন হইবে। হে কৃষ্ণ! সেই পুষ্পদ্বারা সর্ব্বদা ইষ্ট বিদ্যার পূজা করিয়া জপ করিবে ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

হে মহাবাহো! ব্রহ্মাদির অগোচর, এই পরম রহস্য তোমাকে বলিলাম; তোমার আর যাহা যাহা শ্রোতব্য থাকে, পদ্মিনীর নিকট শুনিতে পাইবে ॥ ১৭ ॥

স্বয়ম্ভুঞ্চ ত্রিবিধং পুষ্পমুৎপন্নাদয় জন্ময়েত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ধর্ম্মদমিতি ॥ রাধাসঙ্গেন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গপ্রদং পুষ্পং জায়তে ॥ ১৫ ॥ তেনেতি। তেন রাধাসঙ্গাদুৎপন্নেন পুষ্পেণ জপপূজাং সমাচর সাধয় ।১৬॥ এতদিতি। এতদ্রহস্যং ব্রহ্মাদয়োপি নজানন্তি। অন্যদ্যত্তৎ পদ্মিনী

কুলব্রতং বিনাচৈ তন্নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৮॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ষড়্‌বিংশ পটলঃ।

ভাষা।

কুলাচার ব্যতিরেকে, এইরূপ সিদ্ধি কখনই হয় না; মহামায়া এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ১৮ ॥

ইতি ষড়্‌বিংশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

সুখাং শৃণোতু ॥ ১৭ ॥ কুলেতি। কুলাচারং বিনা নহি সিদ্ধি ভবিষ্যতি। মহামায়া ইত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তর্দধৌ ॥ ১৮ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
ষড়্‌বিংশ পটলঃ।

পদ্মিন্যুবাচ।

গোপবেশ ধরঃ কৃষ্ণ শৃণু বাক্যং মহৎপদং।
ইদং শ্যাম শরীরং হি সর্বাভরণ সংযুতং।
কুতোলব্ধং মহাবাহো বদ সত্যং হি কেশব॥১

কৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু রাধে কুরঙ্গাক্ষি বাক্যং পরম কারণং।
শরীরং মমচার্ব্বঙ্গি সর্ব্ববেশ বিভূষিতং।
দলিতাঞ্জন পুঞ্জাভং যদেতদ্ধি ভ্রমং মম।
এতৎ সর্ব্বং কুরঙ্গাক্ষি ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ॥২॥

ভাষা।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে গোপবেশধারী কৃষ্ণ! আমার এই সারতর বাক্য শ্রবণ কর; তুমি সর্ব্বাভরণ ভূষিত, এই শ্যাম শরীর কোথায় পাইয়াছ, তাহা আমার নিকট যথার্থ বল॥ ১॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে কুরঙ্গাক্ষি রাধে! আমার বাক্য শ্রবণ কর! হে সুন্দরি! আমার এই সর্ব্ববেশ বিভূষিত যে শ্যাম শরীর দেখিতেছ; তাহা আমি ত্রিপুরাদেবীর পদার্চ্চন প্রভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

পদ্মিন্যুবাচেতি। হে কেশব! ইদং শ্যাম শরীরং কুতোলব্ধং তৎ-সত্যং বদ গোপবেশধর গোপরূপেণাবতীর্ণঃ॥ ১॥ কৃষ্ণ উবাচেতি। মদ্বাক্যং শৃণু ত্রিপুরাপ্রসাদত এব এতৎশ্যাম শরীরাদিকং লব্ধমিত্যর্থঃ। ॥ ২ ॥ এষ ইতি। এষ মে মম বিগ্রহঃ শরীরং সাক্ষাৎকালিকাদেবী।

এষমে বিগ্রহঃ সাক্ষাৎ কালীশব্দ স্বরূপিণী।
শরীরং হি বিনা ভদ্রে পরং ব্রহ্ম শবাকৃতি॥৩॥
ত্রিপুরা পূজনাদ্ভক্ত্যা শরীরং প্রাপ্নুয়ামিদং।
অসাধ্যং নাস্তি কিঞ্চিন্মে ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ॥৪
শরীরস্থং যদেতচ্চধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদিকং।
এতৎ সর্ব্বং বরারোহে মহামায়া স্বরূপকং॥৫॥
চূড়াচ কুণ্ডলঞ্চৈব নাসাগ্র মষ্টমৌক্তিকং।
কেয়ূর মঙ্গদং হারং মুরলী বেণু মেবচ॥ ৬॥

ভাষা।

আমার এই শরীর স্বয়ং কালী; শরীর ব্যতিরেকে পরং ব্রহ্মও শববৎ নিস্পন্দ॥ ৩॥

ভক্তি পূর্ব্বক ত্রিপুরা পদপূজন করিয়া আমি এই শরীর পাইয়াছি। ত্রিপুরার পদার্চ্চন প্রভাবে এই ভূতলে আমার অসাধ্য কিছুই নাই॥ ৪॥

আর আমার এই শরীরস্থ যে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিতেছ তাহা মহামায়ার স্বরূপ॥ ৫॥

আমার চূড়া, কুণ্ডল, মুক্তা, কেয়ুর, বলয়, হার, মুরলী ও

অন্বয়ার্থঃ।

শরীরং বিনাপরং ব্রহ্মাঽপি শববৎ॥ ৩॥ ত্রিপুরেতি। অহং ত্রিপুরাপদং সংপূজ্য ইদং শরীরং প্রাপ্নুয়াম্। তস্যাঃ প্রসাদতে মম ভুতলে কিঞ্চিদসাধ্যং নাস্তীতিভাবঃ॥ ৪॥ শরীরেতি। শরীরং যৎ ধ্বজাদিকং দৃষ্টং তদপি মহামায়া॥ ৫॥ চূড়েতি। মৌক্তিকং মুক্তা বদং বলয়ং। কেয়ূর ভারুযুগলং॥ ৬॥ এতদিতি। মম শরীরাদিকং

এতৎ সর্ব্বং কুরঙ্গাক্ষি মহামায়া জগন্ময়ী।
অহমেব কুরঙ্গাক্ষি সদা ইন্দ্রিয় বর্জ্জিতঃ ॥ ৭ ॥
এতদ্রূপং কুরঙ্গাক্ষি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী।
আলিঙ্গনং দেহি ভদ্রে মন্মথেনা কুলস্ত্বহং ॥৮॥

রাধিকোবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো গোপাল নররূপ ধৃক্।
নররূপেণ মে সঙ্গো নহি যাতি কদাচন ॥ ৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

রহস্যং পরমং গুহ্যং কৃষ্ণায় যদুবাচসা।
তৎ শৃণুষ্ব মহাভাগে সাবধানাবধারয় ॥ ১০ ॥

ভাষা।

বেণু ইত্যাদি যত কিছু আমার আভরণ সকলই জগন্ময়ী মহা-মায়া; আমি ইন্দ্রিয় বিহীন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

হে কুরঙ্গাক্ষি! আমার এইরূপ প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি কামবাণে নিতান্ত কাতর হইয়াছি শীঘ্র আমাকে আলিঙ্গন প্রদান কর ॥ ৮ ॥

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! তুমি নররূপধারণ করিয়াছ। নররূপে আমার সঙ্গ লাভ হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! পদ্মিনী কৃষ্ণকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, এই পরম রহস্য তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

যদ্দৃষ্টং তৎসর্ব্বমেব মহামায়া অহং ইন্দ্রিয় বর্জ্জিতঃ ॥ ৭ ॥ এত-দিতি। মম এতদ্রূপং প্রকৃতিঃ। মন্মথেন মদনেন। আকুলঃ ক্লেশিতঃ ॥৮॥ রাধিকোবাচেতি। হে কৃষ্ণ! ত্বং অধুনা নররূপধারী নররূপেণ মমসঙ্গো ন যাতি ॥ ৯ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। সা পদ্মিনী কৃষ্ণায় যদুবাচ তদ্রহস্যমতি গোপনং সাবধান মাকর্ণয়েতি ভাবঃ ॥১০॥ রাধিকোবাচেতি। অমৃতমিতি। রত্ন

রাধিকোবাচ।

অমৃতং রত্নপাত্রস্থং পানং কুরু মহামতে।
অমৃতং হি বিনা কৃষ্ণ যোজপেৎ কালিকাংপরাং
তস্য সর্ব্বার্থ হানিঃ স্যাত্তদন্তে কুপিতো মনুঃ১১
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো দানীশত্বং গতোঽধুনা।
মম মুক্তা প্রভাবঞ্চ পশ্য হে কমলেক্ষণে ॥ ১২॥
এতস্মিন্ সময়ে রাধা পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী।
প্রণম্য শিরসা কালীং সুন্দরীং ব্রহ্ম মাতৃকাং।
জপ্ত্বা স্তুত্বা মোক্ষদাত্রীং সুন্দরীং কৃষ্ণমাতরং১৩

ভাষা।

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! এই রত্ন ভাণ্ডস্থ অমৃত পান কর। অমৃত ব্যতিরেকে যে মহাবিদ্যার আরাধনা করে, তাহার সর্ব্বার্থ নষ্ট হয়, এবং অন্তে দেবতা কুপিতা হন॥ ১১॥

হে কৃষ্ণ! তুমি এইক্ষণ দান গ্রহণে অধিকার পাইয়াছ; সম্প্রতি আমার মুক্তার প্রভাব দেখ॥ ১২॥

এই সময়ে পদ্মগন্ধিনী রাধিকা অবনত মস্তকে মোক্ষপ্রদা মহাকালীর চরণে নমস্কার, স্তুতি পাঠ ও মন্ত্র জপ ইত্যাদি আরাধনা করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

ভাণ্ডেন অমৃতপানং কুরু। সর্ব্বার্থহানিঃ সকল কার্য্য ধ্বংসঃ। মনুর্মন্ত্রঃ ॥ ১১ ॥ পশ্যেতি। দানীশত্বং যদপি এবপণ্য গ্রহণাধীশত্বং। মম মুক্তা প্রভাবং পশ্য॥ ১২ ॥ এতস্মিন্নিতি। শিরসা প্রণম্য ভূমৌ দণ্ডবৎ নমস্কৃত্য। মোক্ষদাত্রীং মুক্তি প্রদায়িনি। ১৩ ॥

পশ্য পশ্য মহাবাহো মুক্তায়াঃ পরমং পদং।
তস্মিনূডিম্বে মহেশানি কোটিশঃ কৃষ্ণরাশয়ঃ।
তং দৃষ্টা পরমেশানি কৃষ্ণো বিস্ময় মাগতঃ১৪।
পদ্মিনীতু ততো দেবী তং ডিম্বং তৎক্ষণং প্রিয়ে
সংহার্য্য বিশ্বং সা রাধা মুক্তায়াঞ্চ বিলীয়তে॥১৫
এবমেব প্রকারেণ কোটি ডিম্বং বরাননে।
দর্শয়ামাস কৃষ্ণায় ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ॥ ১৬॥

ভাষা।

হে কৃষ্ণ! আমার এই মুক্তার প্রভাব দেখ,এই মুক্তা ডিম্বে কোটি কোটি কৃষ্ণ রহিয়াছে। হে পরমেশানি! কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন॥ ১৪॥

পদ্মিনী সেই ডিম্ব বিস্ফারিত করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রদর্শন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাতে লীন করিলেন॥ ১৫॥

পদ্মিনী এই প্রকার ত্রিপুরা পদার্চ্চনপ্রভাবে কৃষ্ণকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন॥ ১৬॥

অস্যার্থঃ।

পশ্যেতি। এতস্মিন্ মৌক্তিক ডিম্বে কোটিশঃ কৃষ্ণ রাশয়ঃ সন্তীতি শেষঃ। পশ্য অবলোক্য। তস্মিন্ ডিম্বে কোটি কৃষ্ণরাশিং দৃষ্টা বিস্মিতোভূৎ॥ ১৪॥ পদ্মিনীতি। সংহার্য্য বিনিবার্য্য। বিলীয়তে অন্তর্লীনমকরোদিতি॥ ১৫॥ এবমেবেতি। এবং প্রকারেণ পদ্মিনী কৃষ্ণায় কোটি ডিম্ব দর্শয়া মাস॥ ১৬॥ অপশ্যদিতি। হরি মৌক্তিকে অত্যদাশ্চর্য্য

অপশ্যদন্যদাশ্চর্য্যং মুক্তায়াং তৎক্ষণং হরিঃ।
কোটিমুক্তাফলংতত্রজায়তে তৎক্ষণাৎপ্রিয়ে১৭
দৃষ্টাশ্চর্য্যং মহাদ্ভুতং কৃষ্ণস্তু বরবর্ণিনি।
আত্মানং দর্শয়ামাস হরিঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥১৮॥
দৃষ্টাশ্চর্য্য ময়ং দেবি কৃষ্ণ উদ্বিগ্নতামিয়াৎ।
আত্মানং গর্হয়ামাস দৃষ্টাশ্চর্য্য মনুত্তমং ॥ ১৯॥
প্রজপেৎপরমাংবিদ্যাং মহাকালীং মনোহরাং।
নিরীক্ষ্যরাধিকাবক্ত্রংপ্রজপেৎকালিকাতনুং॥২০

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
সপ্তবিংশ পটল।

ভাষা।

হরি সেই মুক্তা ডিম্বে বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই মুক্তা ডিম্ব হইতে, কোটি কোটি মুক্তা জন্মিল ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ পদ্মিনী প্রদর্শিত মুক্তাতে, আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিয়া, স্বীয়রূপ পদ্মিনীকে দেখাইলেন ॥ ১৮ ॥

হরি সেই মুক্তাতে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া, আপনাকে ধিকার দিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণ রাধিকার মুখ নিরীক্ষণ করতঃ, মহাবিদ্যা মহাকালীর মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

ইতি সপ্তবিংশ পটলঃ।

অস্যার্থ.

যস্মিন্‌পশ্যতি তত্র মুক্তায়াং কোটি মুক্তাফল জায়তে লীয়তেচ ॥ ১৭ ॥
দৃষ্টেতি। আত্মানং স্বস্বরূপং দর্শয়া মাস পদ্মিনী ইতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥
দৃষ্টেতি। উদ্বিগ্নতা মুৎকণ্ঠাং ইয়াং প্রাপ্নুয়াৎ। গর্হয়ামাস নিনিন্দ ॥ ১৯॥
প্রজপেদিতি। রাধিকা মুখং দৃষ্ট্বা কালিকা মন্ত্র প্রজপেদিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে সপ্তবিংশতি পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

অনেনৈব বিধানেন কৃষ্ণস্য কুল সাধনং।
কুণ্ডগোলক পুষ্পস্য সাধনায় শুচিস্মিতে।
যদুক্তা পদ্মিনী রাধা কৃষ্ণায় নিগদামিতে ॥১॥

রাধিকোবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বচনং হিত কারণং।
বাসুদেব পরং ব্রহ্ম মম জ্ঞানেন যুজ্যতে ॥২॥
বাসুদেব শরীরং ত্বং শক্নোষি যদিচেদ্ধরে;
মহতীচ তদা কৃষ্ণ মমপ্রীতির্হিজায়তে ॥ ৩ ॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! এই প্রকারে কৃষ্ণ কুল সাধন করিয়াছিলেন। পদ্মিনী কুণ্ড গোলক পুষ্প সাধনার্থ কৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! হিত সাধন আমার বাক্য শ্রবণ কর। বাসুদেব হইতে পরংব্রহ্ম আর কেহ নাই, ইহাই আমার বোধ গম্য ॥ ২ ॥

হে হরি! তুমি যদি বাসুদেব শরীর ধারণে শক্ত হও, তবে আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে। ঐবাসুদেব শরীরে আমার নিরতিশয় প্রীতি আছে ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। এবং প্রকারেণ পদ্মিনী কুণ্ডগোল পুষ্পস্য সাধনার্থং কৃষ্ণায় যদুবাচ তং শৃণু ॥ ১ ॥ রাধিকোবাচেতি। হিত কারণং মঙ্গল জনকং বাসুদেবাৎ পরং বাসুদেবাদনঃ ॥ ২ ॥ বাসুদেবেতি। হে কৃষ্ণ! বাসুদেব শরীরে মম মহতী প্রীতি রস্তীতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

তদৈব সহসা কৃষ্ণ শৃঙ্গারং প্রদদাম্যহং।
অন্যথা পুণ্ডরীকাক্ষ মনুষ্য স্ত্বং হি মে মতিঃ ॥৪
মনুষ্যেষু বরাকেষু নাস্তি সঙ্গঃ কদাচন।
যদি মে পুণ্ডরীকাক্ষ মনুষ্যে সঙ্গতা ভবেৎ ॥৫॥
তদৈব সহসা ক্রুদ্ধা ত্রিপুরা মাতৃকাতব।
ভস্মসাৎতৎক্ষণাৎকৃষ্ণ মাং করিষ্যতি নান্যথা৬
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
মনোনিবেশ্য দেবেশি কালিকাপদ পঙ্কজে।
প্রজপ্য পরমাং বিদ্যাং নিজরূপ মবাপ্নুয়াৎ॥৭॥

ভাষা।

হে কৃষ্ণ! বাসুদেব শরীরে আমি শৃঙ্গার প্রদান করিব, অন্যথা তুমি মনুষ্য; মনুষ্য শরীরে আমার আশক্তি নাই ॥ ৪ ॥

মনুষ্য শরীরে কখনও আমার সঙ্গ নাই। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যদি আমি মনুষ্যে সঙ্গতা হই, তবে ত্রিপুরা কুপিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ পদ্মিনীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, কালিকা পদার্চ্চনে মনোনিবেশ পূর্ব্বক,পরমা বিদ্যা মহাকালীর আরাধনা করিয়া, নিজ রূপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

তদৈবেতি। তদা বাসুদেব শরীরে শৃঙ্গারং রতিং। অন্যথা বাসুদেবাদন্য স্ত্বং মনুষ্য এবেতি ॥ ৪ ॥ মনুষ্যেম্বিতি। বরাকেষু ক্ষুদ্রেষু। সঙ্গতা শক্তা ॥ ৫ ॥ তদৈবেতি। যদ্যহং মনুষ্যে সঙ্গতা ভবেয়ং তদা তৎক্ষণাদেব ত্রিপুরা মাং ভস্মী করোতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ এতদিতি। কৃষ্ণঃ পদ্মিনী বাক্যং শ্রুত্বা কালিকা পদে মনোনিবেশ্য মন্ত্রং প্রজপ্যচ নিজরূপং প্রাপ্নুয়াদিতি ॥ ৭ ॥ বাসুদেব উবাচেতি। য বাসুদেবঃ সএব

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু পদ্মিনি মদ্বাক্যং তব যৎকথয়াম্যহং।
যঃ কৃষ্ণো বাসুদেবোঽহং মহাবিষ্ণুরহংপ্রিয়ে॥৮
সঙ্গোপনার্থং চার্ব্বঙ্গি দ্বিভুজোঽহং নচান্যথা।
ত্বদর্থং হি মহেশানি তপস্তপ্তং সুদারুণং॥৯॥
তেন সত্যেন ধর্ম্মেণ পদ্মিনী সঙ্গ মেবচ।
তব সঙ্গং বিনারাধে বিদ্যাসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ।
আজ্ঞাং দেহি পুনর্ভদ্রে নরদেহং ব্রজাম্যহং॥১০

ভাষা।

বাসুদেব বলিতেছেন, হে রাধে! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি মহাবিষ্ণু বাসুদেব, কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি ॥ ৮ ॥

হে সুন্দরি! আমি লোক সঙ্গোপনার্থ, দ্বিভুজ মূর্ত্তি হইয়া, তোমার সঙ্গলাভ মানসে এই সুদারুণ তপস্যা করিতেছি ॥ ৯ ॥

আমার এই তপো ধর্ম্মেই, পদ্মিনী সঙ্গলাভ হইবে। পদ্মিনী সঙ্গ ব্যতিরেকে বিদ্যাসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্ব এব মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ সঙ্গোপনার্থ মিতি। নিজরূপ প্রচ্ছাদনার্থ মহং দ্বিভুজঃ। তব সঙ্গ লাভার্থ মেব ময়াতপ স্তপ্তং ॥ ৯ ॥ তেনেতি। তেন সত্যেন পদ্মিনীসঙ্গং লব্ধবাণিতি শেষঃ। বিদ্যাসিদ্ধিঃ কুলাচার সাধনং। আজ্ঞাং দেহি পুন র্ন দেহং ব্রজামি ॥ ১০ ॥ পদ্মিন্যু-

পদ্মিন্যুবাচ।

বাসুদেব মহাবাহো মনুষ্যত্বং ব্রজাধুনা।
প্রসন্নাহং তব বিভো পশ্যামি তপসঃ ফলং।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মনুষ্যত্বং গতো হরিঃ ॥১১॥
শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বাসুদেব ত্বমেবচ।
শিবন্তে নিশ্চয়ং দেব শ্যামসুন্দর দেহভাক্॥১২
যস্তে শ্যামল দেহস্তু তদেব কালিকাতনুঃ।
শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো রহস্য মতি গোপনং ॥১৩॥

ভাষা।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে বাসুদেব! তুমি এইক্ষণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও। আমি তোমার তপস্যার ফল দেখিয়া, প্রসন্না হইয়া নরদেহ ধারণ করিতেছি। কৃষ্ণ পদ্মিনীর এইবাক্য শুনিয়া নরদেহ ধারণ করিলেন ॥ ১১ ॥

হে শ্যামাঙ্গ কৃষ্ণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর, তুমি বাসুদেব, তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে ॥ ১২ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমাকে অতি রহস্য কথা বলিতেছি, তোমার যে শ্যামদেহ তাহা কালিকা শরীর ॥ ১৩ ॥

অস্যার্থঃ।

বাচেতি। মনুষ্যত্বং ব্রজ প্রাপ্নুহি। প্রসন্না অনুকম্পাবতী। এতৎ পদ্মিন্যা বচনং শ্রুত্বা হরিঃ মনুষ্যত্বং গত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ শৃণ্বিতি। শিবং মঙ্গলং। ভবিষ্যতীতি শেষঃ ॥ ১২ ॥ য ইতি। তে তব য শ্যামলঃ দেহঃ সৈব কালিকাতনুরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ত্রিপুরায়াঃ ইতি।

ত্রিপুরায়াঃ সদা দূতী পদ্মিনী পরমা কলা।
সদা মে পুণ্ডরীকাক্ষ যোনিশ্চাক্ষত রূপিণী॥১৪॥
মমযোনৌ মহাবাহো রেতঃ পাতং নচাচরেঃ।
তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা তুষ্টা সা পদ্মিনী পরা॥১৫
কৃষ্ণস্থ বাম পার্শ্বস্থা পৌর্ণমাস্যা নিশাসুচ॥১৬॥
কার্ত্তিক্যাং যমুনাকূলে পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী।
নানাশৃঙ্গার বেশাঢ্যা রতি রূপা মনোহরা॥১৭॥

ভাষা।

আমি ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী,তাহার পরমাকলা আমার অক্ষত রূপা যোনি ॥ ১৪ ॥

হে কৃষ্ণ! আমার যোনিতে রেতঃ পাত করিও না। কৃষ্ণ পদ্মিনীর এই বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! আমি তোমার শরণাগত দাস ॥ ১৫ ॥

পদ্মিনী কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া, কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে যমুনাকূলে,নানাপ্রকার শৃঙ্গার বেশে ভূষিত,হইয়া কৃষ্ণের বাম-পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ।

রাধা ত্রিপুরায়াঃ দূতীপদ্মিনী রাধা সা এব অক্ষতরূপা মমযোনিঃ ॥ ১৪ ॥ মমেতি। মমযোনৌ রেতঃ পাতং শুক্রক্ষরণং নচ আচরেঃ ন কুর্য্যাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণস্যেতি। পদ্মিনী কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা তুষ্টা অভবদিতি ॥ ১৬ ॥ কার্ত্তিক্যামিতি। কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকী পৌর্ণ-মাস্যাং রতিরূপ শৃঙ্গারোচিত বেশাভরণা ॥ ১৭ ॥ রাধেতি।

রাধা পরম বৈদগ্ধা শৃঙ্গাররণ পণ্ডিতা।
কন্দর্প সদৃশঃ কৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ পার্ব্বতি।
উভয়োর্ম্মিলনং দেবি শৃঙ্গে সৌদামিনী যথা১৮
উভয়োর্ম্মিলনং দেবি ঘন সৌদামিনী সমং।
কৃষ্ণো মরকতঃশৈলো রাধা স্থিরতড়িৎপ্রভা১৯
পৌর্ণমাস্যা নিশামধ্যে কার্ত্তিক্যাং তরি মধ্যতঃ
সংপূজ্যবিবিধৈর্ভোগৈঃকালীংভববিমোচনীং২০

ভাষা।

হে পার্ব্বতি! রাধা অতি রতি পণ্ডিতা, কৃষ্ণ কন্দর্প সদৃশ রতি চতুর, উভয়ের মিলন, শৃঙ্গে সৌদামিনী সমাগমের ন্যায় শোভিত হইল ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ মরকত পর্ব্বতের ন্যায়, রাধা তড়িৎসম প্রভাবতী, অতএব উভয়ের মিলন, ঘন সৌদামিনী সমাগমের ন্যায় হইল ॥১৯॥

কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর নিশামধ্যে তরণীর উপরি, বিবিধ উপচারে মহাকালীর অর্চ্চনা করিয়া, গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা কৃষ্ণের সৌভাগ্য বর্দ্ধন, রাধার যোনিদেশে পূজা করতঃ, কৃষ্ণ রাধার

অস্যার্থঃ।

বৈদগ্ধারতি পণ্ডিতা। কন্দর্প সদৃশঃ কামবদতি সুন্দরঃ। রাধাকৃষ্ণয়োর্ম্মিলনং পর্ব্বত শৃঙ্গে বিদ্যুৎসমাগমঃ ইবেতি ॥ ১৮ ॥ উভয়োরিতি। উভয়োঃ কৃষ্ণরাধয়োঃ মিলনং সমাগমঃ ঘনসৌদামিনী সমং মেঘবিদ্যুৎ সমাগমতুল্যং ॥ ১৯ ॥ পৌর্ণমাস্যামিতি। তরিমধ্যতঃ নৌকাপরি বিবিধৈর্ভোগৈঃ নানাবিধোপচারৈরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ প্রস্ফুপ্যেতি

প্রজপ্য মনসা বিদ্যাং শৃঙ্গার রস পূরিতাং।
আলিঙ্গনাদিকং সর্ব্বং তন্ত্রোক্তং কমলেক্ষণে॥২১
সংপূজ্য মদনাগারং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ প্রিয়ে।
রাধায়া মদনাগারং কৃষ্ণ সৌভাগ্য বর্দ্ধনং॥২২॥
সমারভ্য নিশীথেচ রাত্রিশেষে পরিত্যজেৎ।
ততস্তু পদ্মিনী রাধা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
প্রণম্য মনসাকালীং স্বস্থানং সহসাগতা॥২৩॥
এতস্মিন্ সময়ে দেবী কালী প্রত্যক্ষতাং গতা
কৃষ্ণায় পরমেশানি মহামায়া জগন্ময়ী॥২৪॥

ভাষা।

সহিত, নিশীথ সময়ে কুলাচার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন; রাত্রি শেষে সমাপন করিলেন। তদনন্তর পদ্মিনী, মানসে মহাকালীকে নমস্কার করিয়া, তথাতে অন্তর্ধান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন॥ ২০॥ ২১॥ ২২॥ ২৩॥

এই সময়ে মহামায়া জগন্ময়ীকালী, কৃষ্ণের প্রত্যক্ষগোচর হইলেন॥ ২৪॥

অস্যার্থঃ।

শৃঙ্গাররসপূরিতাং রতিরসপূর্ণামিত্যর্থঃ। আলিঙ্গনাদিকং আলিঙ্গনাদি-পর্য্যন্তং॥ ২১॥ সংপূজ্যেতি। মদনাগারং ভগস্থানং॥ ২২॥ সমারভ্যেতি নিশীথে মধ্যরাত্রি সময়ে। পদ্মিনী এবং প্রকারেণ কৃষ্ণ-মনোভিলাস সংপূরয়িত্বা তত্রৈবান্তর্দধৌ॥ ২৩॥ এতস্মিন্নিতি। এতস্মিন্ সময়ে রাধা কৃষ্ণয়োর্ব্বিহার কালে। কালীপ্রত্যক্ষতাং গতঃ

কালিবোবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহোসিদ্ধোঽসি বহু যত্নতঃ।
পদ্মিনী পরমা ধন্যা ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ ॥২৫॥
কুণ্ডসিদ্ধিং যোনি সিদ্ধিং স্বয়ম্ভুঞ্চ তথাসুত।
সর্ব্বং প্রাপ্তং সুত শ্রেষ্ঠ বহু যত্নেন ভাস্বত॥২৬
শেষং বিলাসং রে পুত্র গোপিভিঃ সহ সাম্প্রতং
কুরুত্বং বিবিধালাপং মন স্বেচ্ছা বিহারিণং।
ইতুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তর ধীয়ত॥২৭॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে অষ্টবিংশ পটলঃ।

ভাষা।

কালিকাদেবী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! তুমি বহু যত্নে কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছ, রাধাও ত্রিপুরাপদার্চ্চন প্রভাবে ধন্যা হইলেন॥২৫

হে কৃষ্ণ! তোমার কুণ্ড সিদ্ধি, যোনি সিদ্ধি ও স্বয়ম্ভু সিদ্ধি ইত্যাদি সকল প্রকার সিদ্ধি হইয়াছে॥ ২৬॥

হে কৃষ্ণ! আর তোমার যাহা বিলাসাভিলাষ থাকে, তাহা সম্প্রতি গোপীগণের সহিত সম্পন্ন কর; মহামায়া এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন॥ ২৭॥

ইতি অষ্টবিংশ পটলঃ।

অস্যার্থঃ।

সাক্ষাদ্বভূব॥ ২৪॥ কালিকোবাচেতি। সিদ্ধোঽসি পূর্ণকামোসি॥ ২৫॥ কুণ্ডেতি। কুণ্ডসিদ্ধিং গোলসিদ্ধিং স্বয়ম্ভুসিদ্ধিঞ্চ এতত্ত্রিতয় সিদ্ধিং প্রাপ্তোষি॥ ২৬॥ শেষমিতি। শেষং যদবশিষ্টং যদ্বিলাসং তদ্‌-গোপীভিঃ সহকুরু। মহামায়া কালী ইতি কথয়িত্বা অন্তর্দধৌ॥ ২৭॥

ইতি রাধতন্ত্র ব্যাখ্যানে অষ্টবিংশ পটলঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহু র্হৃষ্টো গোপ গৃহং গতঃ
সংহৃত্য বহুকায়াংশ্চ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥১॥
দিনে দিনে মহেশানি কৈশোর জনিতাংশ্চতান্
আলিঙ্গনং তথা হাস্যং যোনি তাড়ন মেবচ ॥২
সর্ব্বাভি র্গোপনারীভিঃ সহ ক্রীড়াং বরাননে।
দিবসে দিবসে কৃষ্ণ কুরুতে স্বজনৈঃ সহ ॥৩
কালিন্দীতীর মাসাদ্য কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
শৃঙ্গবেণুং তথা বংশীং বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ।

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, তদনন্তর কৃষ্ণ গোপগৃহে বসতি পূর্ব্বক, হৃষ্ট মনে নানাপ্রকার ক্রীড়া পরতন্ত্র হইয়া, বহু কাল যাপন করিলেন ॥ ১ ॥

হে দেবি! কৃষ্ণ যৌবন সময় সাধ্য, আলিঙ্গনাদি বিবিধ আমোদ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

হে পার্ব্বতি! কৃষ্ণ প্রতি দিবস গোপনারীদিগের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বাসুদেব কালিন্দী তীরে গমন করিয়া শৃঙ্গ, বেণু ও বংশী বাদন করতঃ সমস্ত ব্রজমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর উবাচেতি। হৃষ্টঃ পূর্ণকামত্বাৎপ্রাপ্ত সন্তোষঃ ॥ ১ ॥ দিনে ইতি। কৈশোর জনিতান্। কৈশোর কালোচিতান্। যোনিতাড়নং ভগমর্দ্দনং ॥ ২ ॥ সর্ব্বাভিরিতি। সর্ব্বাভির্গোপনারীভিঃ সহ কৃষ্ণঃ রতিক্রীড়াদিকঞ্চ চকারেতি ॥ ৩ ॥ কালিন্দীতি। যমুনাকূলে শৃঙ্গবেণু

আপূর্য্য ধরণীং কৃষ্ণো রাধা রাধেতি বাদয়ন্।
ক্ব গতাসি প্রিয়ে রাধে ভর্ত্তাহং তব সুন্দরি॥৪
দৃষ্টিং দেহি পুনর্ভদ্রে নীরজায়ত লোচনে।
কাম সন্দীপনে বহ্নৌ নিমজ্য ক্ব গতাপ্রিয়ে॥৫
বহ্নি সাগরয়োর্ম্মধ্যে মাং নিক্ষিপ্য কুতোগতা।
এবং বহু বিধালাপৈঃ স্বজনৈঃ সহ কেশবঃ॥৬॥
যমুনোপবনেঽশোক নব পল্লব খণ্ডিতে।
কৃষ্ণঃ পদ্মপলাশাক্ষো ব্যহরদ্ভুজ মণ্ডলে॥ ৭ ॥

ভাষা।

হে প্রিয়ে রাধে! তুমি কোথায় গিয়াছ, আমি তোমার ভর্ত্তা ইত্যাদি প্রকার বংশীতে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

হে পদ্ম পত্রাক্ষি! দর্শন দাও, এই কামাগ্নিমধ্যে আমাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া তুমি কোথায় গিয়াছ ॥ ৫ ॥

কামাগ্নি ও শোক সাগরমধ্যে, আমাকে রাখিয়া তুমি কোথায় গেলে। কৃষ্ণ স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

নব পল্লব ভূষিত যমুনার উপবনে, নিকুঞ্জে, ও অশোকবনে কৃষ্ণ এইরূপে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

প্রভৃতীন্ বাদয়ন্ হে প্রিয়ে রাধে! ত্বং কুত্র গত্বাপি ইতি বংশিনা বাদয়তি ॥ ৪ ॥ দৃষ্টিমিতি। দৃষ্টিংদেহি দর্শনং দেহি। নীরজায়ত লোচনে কমলাক্ষি। কামাগ্নৌমাং নিক্ষিপ্য কুত্র গচ্ছতি ॥ ৫ ॥ বহ্নি সাগরয়োরিতি। বহ্নি সাগরয়োঃ কামাগ্নি সমুদ্রয়োঃ ॥ ৬ ॥ যমুনেতি। অশোক নবপল্লব মণ্ডিতে অশোক পল্লব ভূষিত ব্যহরৎ

নিহত্য দৈত্যান্ কংসাদীন্ মথুরায়াং বরাননে
ততো দ্বারাবতীং দেবি স্বয়ং মহিষ মর্দ্দিনীং॥৮
শত যোজন বিস্তীর্ণাং পুরীং কাঞ্চন নির্ম্মিতাং
সমুদ্র পরিখা যত্র সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী স্বয়ং ॥৯॥
নবলক্ষ গ্রহং যত্র স্বর্ণ হীরক চিত্রিতং।
নবরত্ন প্রভাকারা পুরী সর্ব্ব সুশোভনা ॥ ১০ ॥
প্রাচীরশতশোযুক্তা শুদ্ধ হাটক নির্ম্মিতা।
অপ্সরোভিঃ সমাকীর্ণ দেবগন্ধর্ব্ব সেবিতা ॥১১॥

ভাষা।

কৃষ্ণ এইরূপে ব্রজ লীলা সমাপন করিয়া মথুরাতে কংসাদি দৈত্য বিনাশপূর্ব্বক স্বয়ং শক্তিরূপা দ্বারাবতীতে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

দ্বারাবতী পুরী শতযোজন বিস্তীর্ণা, কাঞ্চননির্ম্মিতা, সমুদ্র রূপা কুণ্ডলিনী শক্তি,তাহার পরিখারূপে বেষ্টন করিয়াছেন ॥৯॥

সেই পুরী নবরত্নপ্রভাবিশিষ্ট, ও নবলক্ষগ্রহ হীরক চিত্রের ন্যায় সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

বিশুদ্ধ স্বর্ণ নির্ম্মিত শত শত প্রাচীরে বেষ্টিত, ও দেব অপ্সর গন্ধর্ব্বগণে সদা সেবা করিতেছে ॥ ১১ ॥

অস্যার্থঃ।

বভ্রাম ॥ ৭ ॥ নিহত্যেতি। দৈত্যান্ বকাসুরাদীন্ নিহত্য বিনাশ্য। ॥ ৮ ॥ শতেতি। শতযোজন বিস্তীর্ণাং যোজন শতায়তাং। সমুদ্র পরিখা সমুদ্ররূপা পরিখা বাটী পরিবেষ্টনং ॥ ৯ ॥ নবেতি। নবলক্ষ গ্রহৈশ্চৈব হীরকবৎচ্চিত্রিতা। সর্ব্ব সুশোভনা সর্ব্বাবয়ব সুন্দরী ॥ ১০ ॥ প্রাচীরেতি। শত প্রাচীরযুক্তা শুদ্ধহাটক নির্ম্মিতা বিশুদ্ধ স্বর্ণ গঠিতা॥১১॥

তত্রতিষ্ঠতি দেবেশি দ্বারিকায়াং শুচিস্মিতে।
সর্ব্বশক্তিময়ী দেবি পুরী দ্বারাবতী শুভা ॥১২॥
প্রাচীর শত মধ্যেতু পুরী গন্ধবিলাসিনী।
দশযোজন বিস্তীর্ণা নানাগন্ধ বিলাসিনী ॥১৩॥
তন্মধ্যে পরমেশানি পঞ্চযোজন মুত্তমং।
তন্মধ্যেতু মহেশানি যোজনত্রয় মুত্তমং ॥১৪॥
পদ্মরাগমণি প্রখ্যং নানাচিত্র বিচিত্রিতং।
তন্মধ্যে পরমেশানি চন্দ্র চন্দ্রাতপং প্রিয়ে॥১৫

ভাষা।

সেই দ্বারকামধ্যে সর্ব্বশক্তিময়ী দ্বারাবতী নামে পুরী আছে ॥ ১২ ॥

ঐ পুরী শত প্রাচীর মধ্যে দশ যোজন বিস্তীর্ণ, সর্ব্বদা সৌগন্ধ পরিপূর্ণ ॥ ১৩ ॥

হে পরমেশানি! ঐ দশ যোজন মধ্যে পঞ্চ যোজন, অতি মাহাত্ম্য বিশিষ্ট, এবং তন্মধ্যে যোজনত্রয় অতি উত্তম স্থান॥১৪

ঐ স্থান পদ্মরাগ মণি নির্ম্মিত, তাহাতে নানা চিত্র সুশোভিত চন্দ্রাতপ আছে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

তত্রেতি। সর্ব্বশক্তিময়ী সর্ব্বশক্তিস্বরূপা শুভা শুভপ্রদা ॥ ১২ ॥ প্রাচীরেতি। গন্ধবিলাসিনী সদ্গন্ধামোদিতা ॥ ১৩ ॥ তন্মধ্যেইতি। পঞ্চযোজন মুত্তমং দশযোজন মধ্যেপি পঞ্চযোজন মুত্তমং শ্রেষ্ঠং ॥ ১৪ ॥ পদ্মেতি। পদ্মরাগমণি প্রখ্যং পদ্মরাগমণি খচিতং চন্দ্র চন্দ্রাতপং চন্দ্র বহুজ্জল বিতানং ॥ ১৫ ॥ চন্দ্রাতপেতি। চন্দ্রাতপস্য চতুর্দ্দিক্ষু তুল্যমান

চন্দ্রাতপং বরারোহে মুক্তাদাম বিভূষিতং।
শ্বেতচামর সংযুক্তং চতুর্দ্দিক্ষু সহস্রশঃ ।
চন্দ্রাতপং মহেশানি কোটি চন্দ্রাংশু সংযুতং১৬
যোজনত্রয় মধ্যেতু যোজনৈকং মহৎপদং ।
নিত্যানন্দ ময়ং তত্তু শিবশক্তি যুতং সদা॥১৭॥
তত্রতিষ্ঠসি ভো কৃষ্ণ নানাভরণ ভূষিতঃ ।
কৌস্তুভহি মণিঃ কৃষ্ণ হৃদয়ে তব শোভতে॥১৮॥
চূড়া মনোহরা রম্যা নাগরী চিত্ত কর্ষিণী ।
মহাবিদ্যা মূর্ত্তিময়ী চূড়া যা তবতিষ্ঠতি ॥১৯॥

ভাষা ।

হে সুন্দরি! ঐ চন্দ্রাতপ মুক্তাদামে বিভূষিত। চতুর্দ্দিকে শ্বেত রক্ত চামর দোদুল্য মান হইতেছে, ঐ চন্দ্রাতপ জ্যোতি, কোটি চন্দ্রকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ॥ ১৬ ॥

যোজনত্রয় মধ্যে, এক যোজন অতি মহদ্ধাম, নিত্যানন্দময় শিবশক্তি যুক্ত ॥ ১৭ ॥

সেইস্থানে কৃষ্ণ নানাভরণে ভূষিত হইয়া অধিষ্ঠিত আছেন। কৌস্তুভ মণি কৃষ্ণ হৃদয়ে শোভা পাইতেছে ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণের শিরোপরি মহাবিদ্যার মূর্ত্তি স্বরূপা, নাগরী চিত্তাকার্ষণী,মনোহরা চূড়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ ।

মৌক্তিকং ॥ ১৬ ॥ যোজনত্রয়েতি । মহৎপদং মহদ্ধাম। নিত্যানন্দময়ং সদানন্দপূর্ণং ॥ ১৭ ॥ তত্রেতি । তত্র. দ্বারকাপুরে তিষ্ঠসি। তব হৃদয়ে বক্ষসি কৌস্তভমণিঃ শোভতে ॥ ১৮ ॥ চূড়েতি । নাগরীচিত্তাকর্ষিণী চূড়েতি জন মনোহারিণী । মূর্ত্তিময়ী বিগ্রহধারিণী ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠস্য পুচ্ছেন শোভিতং পরমাদ্ভুতং।
চূড়ায়া বন্ধনং রজ্জুঃ স্থির সৌদামিনী স্বয়ং॥২০
নীলকণ্ঠ পুচ্ছ মধ্যে নাগরী মোহিনী প্রভা।
যোনি রূপা মহামায়া প্রকৃতিঃ পরমা কলা॥২১
এবম্ভূতো মহাবিষ্ণুর্দ্বারিকায়া মুবাসহ।
সর্ব্বাভরণ বেশাঢ্যঃ সর্ব্বনারী ময়ঃ সদা ॥২২॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবি রাধা রাধেতি বীণয়া।
গীয়মানো মুনি শ্রেষ্ঠো নারদঃ সমুপাগতঃ॥২৩

ভাষা।

চূড়া বন্ধন ময়ূর পুচ্ছে শোভিত। বন্ধন রজ্জু, স্থির সৌদামিনীর ন্যায় উজ্জ্বল॥ ২০ ॥

ময়ূরপুচ্ছ মধ্যে, নাগরী মনোমহিলী, পরমাকলাপ্রকৃতি আছেন॥ ২১॥

এই প্রকার কৃষ্ণ সর্ব্বাভরণে ভূষিত ও নাগরীগণে বেষ্টিত হইয়া দ্বারকাতে বাস করিতেছেন॥ ২২॥

এমত সময়ে মুনি শ্রেষ্ঠ নারদ, বীণাতে রাধা রাধা এই শব্দ গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন॥ ২৩॥

অস্যার্থঃ।

নীলেতি। নীলকণ্ঠস্য ময়ূরস্য। স্থির সৌদামিনী অচঞ্চল বিদ্যুৎ॥ ২০॥ নীলকণ্ঠেতি। তব চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছমধ্যে পরমা কলাপ্রকৃতি রস্তীতি শেষঃ॥ ২১॥ এবমিতি। উবাস বসতিশ্চক্রে। সর্ব্বনারীময়ঃ সর্ব্বদা নারী মধ্যগতঃ॥ ২২॥ এতস্মিন্নিতি। ইত্যবসরে নারদোমুনিঃ বীণয়া রাধা রাধেতি গীয়মানঃ সন্ সমুপাগতঃ সমুপস্থিত॥ ২৩॥ প্রণম্যেতি।

প্রণম্য শিরসাদেবং পপ্রচ্ছ দ্বিজ সত্তমঃ।
মৎ প্রশ্নং দেব দেবেশ ব্রূহি ত্বং জগদীশ্বর॥২৪
এতচ্চূড়া কুতোলব্ধা বিশ্বস্য মোহিনী সদা।
সর্ব্বাভির্ব্রজনারীভিঃকিশোরীভিঃসুশোভিত২৫
কুণ্ডলং শ্রবণো পেতং তব যদ্দৃশ্যতে হরে।
এতত্তু পরমাশ্চর্য্যং কুণ্ডলী বিগ্রহং প্রভো।২৬
নাসাগ্র সংস্থিতা মুক্তা তড়িৎ পুঞ্জ সমপ্রভা।
নাসাগ্র সংস্থিতা যত্তে কলা সা বনমোহিনী২৭

ভাষা।

অনন্তর কৃষ্ণ দেবকে প্রণাম করিয়া, নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন॥ ২৪ ॥

হে কৃষ্ণ! সমস্ত ব্রজ নারী শোভিত, এই মোহিনী চূড়া তুমি কোথায় লাভ করিয়াছ॥ ২৫ ॥

হে হরে! তোমার শ্রবণে যে কুণ্ডল দেখিতেছি, তাহা পরমাশ্চর্য্য ও কুণ্ডলী বিগ্রহ॥ ২৬ ॥

তড়িৎপুঞ্জ সমপ্রভ নাসাগ্রে যে মৌক্তিক দেখিতেছি ইহা প্রকৃতির মোহিনী কলা, কোথা হইতে পাইয়াছ॥ ২৭ ॥

অস্যার্থঃ।

দ্বিজসত্তমঃ দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ। দেবং বাসুদেবং। পপ্রচ্ছ প্রষ্টবান্। ব্রূহি কথয়॥ ২৪॥ এতদিতি। এষা তবশিরঃস্থিতা চূড়া কুতোলব্ধা প্রাপ্তা। ॥ ২৫ ॥ কুণ্ডলমিতি। শ্রবণো পেতং কর্ণ সম্বলিতং। কুণ্ডলীবিগ্রহং কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপং॥ ২৬ ॥ নাসেতি। তড়িৎপুঞ্জসমপ্রভা বিদ্যুৎসমূহ সমুজ্জ্বলা। বনমোহিনী। অতি মনোরমা॥ ২৭ ॥ অঙ্গদমিতি।

অঙ্গদং বলয়ং কৃষ্ণ নূপুরং লব্ধবান্ কুতঃ।
বেণু শৃঙ্গে কুতোলব্ধং কস্তূরী তিলকং কুতঃ।
রক্তিমং সপ্তধা কৃষ্ণ অত্যন্ত জন মোহনং ॥২৮
এষা পীতধটী কৃষ্ণ কুণ্ডলী প্রকৃতিঃ পরা।
কঙ্কিণী বর সংযুক্তা বিচিত্র মণি নির্ম্মিতা॥২৯॥
এতৎশ্যাম শরীরং হি ধ্বজবজ্রাদি সংযুতং।
কুতোলব্ধং যদুশ্রেষ্ঠ সদা বিগ্রহ বর্জ্জিত ॥৩০॥

ভাষা।

এবং অঙ্গদ, বলয়, নূপুর, বেণু, শৃঙ্গ ও কস্তূরী তিলক এই সকল জন মোহন দ্রব্য তুমি কোথায় পাইলে ॥ ২৮ ॥

এই যে তোমার কটী দেশে কিঙ্কিণী যুক্ত চিত্রনির্ম্মিত পীত ধরা দেখিতেছি, তাহা স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ২৯ ॥

হে যদু বর! তুমি সর্ব্বদা বিগ্রহ বর্জ্জিত; তবে এই ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্নিত শ্যাম শরীর কোথায় পাইলে বল ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

অঙ্গদং তাড়ঙ্ক যুগলং। হে কৃষ্ণ! এতৎ সমস্তং কুতোলব্ধং কস্মাৎ প্রাপ্তং ত্বয়েতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥ এষেতি। পীতধরাপরিধেয় পীত বস্ত্রং। কিঙ্কিণী ক্ষুদ্রঘণ্টিকা ॥ ২৯ ॥ এতদিতি। বিগ্রহবর্জ্জিত নির্দেহ। যদুশ্রেষ্ঠ যাদব প্রধান ॥ ৩০ ॥ দলিতেতি। চিকুরং কুন্তলং বিগ্রহশরীরং। বৰ্দ্বহ

দলিতাঞ্জন পুঞ্জাভং চিকুরং বিশ্বমোহনং ।
যত্র স বিগ্রহঃ কৃষ্ণ স্বয়ং কালী যদূদ্বহ ।
যতো নিরঞ্জন স্ত্বং হি তৎকথং স্ত্রীময়ঃ সদা৩১
জ্ঞাতুং সমাগতোনাথ কুলাচারঞ্চ শাশ্বতং ।
কুলাচারং বিনাদেব ব্রহ্মত্বং নহি জায়তে॥৩২

কৃষ্ণ উবাচ ।

শৃণু বিপ্রেন্দ্র বক্ষ্যামি যদুক্তং মম সন্নিধৌ ।
যত্ত্বয়া দ্বিজ শার্দ্দূল দৃষ্টং মে বিগ্রহং কিল ।
সর্ব্বং হি প্রকৃতিং বিদ্ধি নান্যথা দ্বিজ নন্দন॥৩৩

ভাষা ।

দলিতাঞ্জন পুঞ্জাভ তোমার কেশ বিশ্বমোহন । হে যদুবর ! তোমার শরীর স্বয়ং কালী, তুমি সদা নিরঞ্জন; তবে কেন তোমাকে স্ত্রীময় দেখিতে পাই ॥ ৩১ ॥

হে দেব ! আমি কুলাচার পরিজ্ঞানার্থ আসিয়াছি, কুলাচার ব্যতিরেকে ব্রহ্মত্ব হয় না ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন । হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ নারদ ! তুমি আমার নিকট যাহা বলিলে তাহা সত্য । আমার যে শরীর দেখিতেছ তাহা প্রকৃতি ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

যদুকুল ধুরন্ধর । ত্বং নিরঞ্জনঃ নির্ব্বিকার সদাকথং স্ত্রীময়ঃ ॥ ৩১ ॥ জ্ঞাতুমিতি । কুলাচারং জ্ঞাতু মহমাগতঃ কুলাচার ব্যতিরেকেণ ব্রহ্মত্বং ন জায়তে । ব্রহ্মজ্ঞানং ন লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচেতি। বিপ্রেন্দ্র নারদ । মম যৎ শরীরাদিকং দৃষ্টং তৎ প্রকৃতিং বিদ্ধিজানীহি ।

ততো বহু বিধৈঃপুষ্পৈরতি গন্ধৈর্ম্মনোহরৈঃ।
অতিপ্রযত্নতোভক্ত্যা পূজয়ামাস কালিকাং৩৪
ততস্তুষ্টা মহামায়া স্বয়ং মহিষমৰ্দ্দিনী।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচঃ ॥৩৫॥
নভয়ং কুত্র পশ্যামি কুলাচার প্রভাবতঃ।
গচ্ছ কৃষ্ণ মহাবাহো সত্বরং রত্ন মন্দিরং।
মন্দিরস্থ প্রভাবেন সর্ব্বং তব ভবিষ্যতি ॥৩৬॥

ভাষা।

তদনন্তর বহুবিধ সুগন্ধ মনোহর পুষ্প দ্বারা, কালিকার অর্চ্চনা করিলেন॥ ৩৪॥

তাহাতে মহামায়া মহিষমৰ্দ্দিনী কালী তুষ্টা হইয়া; কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥

হে কৃষ্ণ! কুলাচার প্রভাবে তোমার কুত্রাপিও ভয় নাই। তুমি শীঘ্র রত্ন-মন্দিরে গমন কর, মন্দির প্রভাবে তোমার সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হইবে॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ।

॥৩৩॥ তত ইতি বহুবিধৈঃ নানাপ্রকারৈঃ॥ ৩৪॥ তত ইতি। তুষ্টা প্রসন্না মহিষমৰ্দ্দিনী মহিষাসুরঘাতিনী॥ ৩৫॥ নেতি। কুলাচার প্রভাবাত্তব ভয়ং কুত্রাপি নাস্তীতি ভাবঃ॥ ৩৬॥ প্রণম্যেতি। পুরং দ্বারকা-

প্রণম্য শিরসা দেবীং প্রবিবেশ পুরং ততঃ।
দৃষ্টা পুরং মহদ্রম্যং সমুদ্র পরিখাবৃতং।
নবরত্ন সমূহেন পূরিতং সর্ব্বতো গৃহং॥৩৭॥
ততঃকতি দিনা দূর্দ্ধং রুক্মিণ্যাদ্যা বরস্ত্রিয়ঃ।
বিবাহ মকরোৎ কৃষ্ণোরুক্মিণীপ্রভৃতিস্ত্রিয়ঃ৩৮
অতি গুহ্যং শৃণু প্রৌঢ়ে হৃদিস্থং নগনন্দিনি।
যেনকৃষ্ণো মহাবাহুঃসিদ্ধোঽভূৎকমলেক্ষণঃ॥৩৯

ভাষা।

কৃষ্ণ মহাকালীকে নমস্কার করিয়া, পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন,সেই পুরী চতুর্দ্দিকে সমুদ্র পরিখা বেষ্টিত; গৃহ সকল নানা রত্নে পরিপূরিত॥ ৩৭॥

তদনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যে কৃষ্ণ, রুক্মিণী প্রভৃতি প্রধানা যুবতিগণকে বিবাহ করিলেন॥ ৩৮॥

হে নগ নন্দিনি! কৃষ্ণ যেরূপে সিদ্ধ হইলেন, সেই অতি গুহ্য কথা শ্রবণ কর॥ ৩৯॥

অস্যার্থঃ।

পুরং প্রবিবেশ জগাম। সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসুদিক্ষু গৃহং রত্ননির্ম্মিত মিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥ তত ইতি। দ্বারকায়াং কতিপয়দিনানি স্থিত্বা রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। বিবাহ মকরোৎ॥ ৩৮॥ অতীতি। নগনন্দিনি পার্ব্বতি; যেন কৃষ্ণঃ সিদ্ধোঽভূত্তদ্রহস্যং শৃণু॥ ৩৯॥ ঈশ্বর উবাচেতি। রুক্মিণ্যাদ্যা অষ্টৌনার্য্যঃ

ঈশ্বর উবাচ।

রুক্মিণী সত্যভামাচ সৈব্যা জাম্বুবতী তথা।
কালিন্দী লক্ষণা জ্ঞেয়া মিত্র বিন্ধাচ সপ্তমী।
নাগ্রজিত্যা মহেশানি অষ্টৌপ্রকৃতয়ঃস্মৃতাঃ৪০
ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহু রুদ্বাহ মকরোৎ প্রভুঃ।
কৃত্বা বিবাহ মে তাসাং বহু যত্নেন মাধবঃ।
অন্যানিচ মহেশানি সহস্রাণিচ ষোড়শ।
স্ত্রীণাং শতানি চার্ব্বঙ্গি নানা রূপান্বিতানি চ ৪১
এতাঃ কৃষ্ণস্য দেবেশি ভার্য্যাঃ সার বিলোচনাঃ
প্রধানা স্তা মহিষ্যোষ্টৌরুক্মিণ্যাদ্যাবরাননে৪২

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন। রুক্মিণী, সত্যভামা, সৈব্যা, জাম্বুবতী, কালিন্দী, লক্ষণা মিত্রবিন্ধ্যাও নাগ্রজিত্যা কৃষ্ণের এই অষ্ট প্রকৃতি ছিল॥ ৪০॥

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ, ইহাদিগকে বিবাহ করিলেন, বহুযত্নে উক্ত অষ্ট যুবতীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে, বহুরূপ সম্পন্না অন্য ষোড়শ সহস্র নারী বিবাহ করিলেন॥ ৪১॥

এই ষোড়শ সহস্র অষ্ট রমণী কৃষ্ণের ভার্য্যা ছিল, তন্মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট রমণী প্রধানা॥ ৪২॥

অস্যার্থঃ।

বিবাহেনাগ্রহীদিত্যর্থঃ॥ ৪০॥ তত ইতি। উদ্বাহং বিবাহং। অন্যানি রুক্মিণ্যাদ্যষ্টনাগরী ভিন্নানি। নানারূপধরাণি বিবিধবেশভূষণ শোভিতা-নীত্যর্থঃ॥ ৪১॥ এতাইতি। রুক্মিণ্যাদ্যাঃ কৃষ্ণস্য বহুতরামহিষ্য আসন্ তাসাং রুক্মিণ্যাদ্যা অষ্টৌ প্রধানাঃ॥ ৪২॥ পূর্ব্বোক্তমিতি।

পূর্ব্বোক্তঞ্চ মহেশানি কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ।
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়ং গতবান্ দ্বিজঃ৪৩

নারদ উবাচ ।

নমস্করোম্যহং দেবীং প্রকৃতিং পরমেশ্বরীং ।
যস্যাঃ কটাক্ষ মাত্রেণ নির্গুণোঽপি গুণী ভবেৎ
॥ ৪৪ ॥

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো মথুরাং গচ্ছ সত্বরং ।
বৈকুণ্ঠ সদৃশাকারাং রত্নমালা বিভূষিতাং ॥৪৫॥
দ্বারকা প্রকৃতি র্ম্মায়া মহাসিদ্ধি প্রদায়িনা ।
র্তব যোগ্যা যদু শ্রেষ্ঠ নান্যথা কমলেক্ষণ ।
অষ্টাভি র্নায়িকাভিশ্চ সহিতা সর্ব্বদা বিভো৪৬

ভাষা ।

অনন্তর কৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত কথা সকল নারদের নিকটবলিলেন, নারদ তাহা শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

নারদ বলিতেছেন । আমি প্রকৃতি দেবীকে প্রণাম করি, যাঁহার কটাক্ষমাত্রে নির্গুণ সগুণ হয় ॥ ৪৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! শ্রবণ কর তুমি শীঘ্র মথুরাতে গমন কর । মথুরা পুরী বৈকুণ্ঠ সদৃশ ॥ ৪৫ ॥

হে যদুবর ! মহামায়া প্রকৃতিময়ী মহাসিদ্ধি প্রদায়িনী দ্বারকা পুরী তোমার যোগ্য;এখানে অষ্টনায়িকা সদা বিদ্যমানা আছে৪৬

অস্যার্থঃ ।

পূর্ব্বোক্তং পূর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস কৃষ্ণ ইতি শেষঃ । দ্বিজঃ নারদঃ ॥ ৪৩ ॥ নারদ উবাচেতি । প্রকৃতিং দেবীং নমস্করোমি নমস্যামি ত্রিগুণঃ গুণাতীতঃ ॥ ৪৪ ॥ শৃণ্বিতি । বৈকুণ্ঠসদৃশাকারাং বৈকুণ্ঠতুল্যাং ॥ ৪৫ ॥ দ্বারকেতি । মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী মনোভিলাষ সিদ্ধিকরী । অষ্টাভির্নায়িকাভিঃ সহিতা

গচ্ছ গচ্ছ মহাবাহো সত্বরং মথুরাপুরীং।
তবযোগ্যং ন পশ্যামি স্থান মন্যদ্‌যদূদ্বহ ॥৪৭॥
তত্র গত্বা মহাদেবী মীশ্বরীং ভবনাশিনীং।
সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা উপচারৈ র্মনোহরৈঃ।
তদৈব সহসাকৃষ্ণ নিশ্চিতাং সিদ্ধি মাপ্নুয়াঃ৪৮
দ্রুতং গচ্ছ মহাবাহো দ্বারকাং প্রকৃতিং পরাং
ইত্যুক্ত্বাপ্রযযৌ বিপ্রঃ সদা স্বেচ্ছাময়ো দ্বিজঃ৪৯

ভাষা।

হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরাতে গমন কর, তোমার যোগ্য স্থান অন্য দেখিতে পাইনা ॥ ৪৭ ॥

মথুরাতে গমন করিয়া বিবিধ উপচারে ভক্তিপূর্ব্বকমহাদেবী নগনন্দিনীর অর্চ্চনা করিলেই, তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে ॥ ৪৮ ॥

হে কৃষ্ণ। তুমি শীঘ্র গমন কর, এই বলিয়া কামচারী নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ।

মথুরাপুরীতি শেষঃ। মথুরায়াং সদৈব অষ্টনায়িকা বিদ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ গচ্ছেতি। যদূদ্বহ যদুকুলশ্রেষ্ঠ। মথুরাভিন্নং তবযোগ্যমন্যং স্থানং ন পশ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ তত্রেতি। ভবনাশিনীং পুনরুৎপত্তি বিনাশিনীং মোক্ষকরী মিত্যর্থঃ। সিদ্ধিমাপ্নুয়াঃ অভিলষিতং ফলং প্রাপ্নোষীত্যর্থঃ। ৪৮ ॥ দ্রুতমিতি। স্বেচ্ছাময়ঃ কামচরঃ। কৃষ্ণায় ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ গতবান্‌। ৪৯ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। কৃষ্ণে ন মথুরাং গত্বা কংসাদীন

ঈশ্বর উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণ মহাবাহু র্ব্বহুনাদায় সত্বরং।
নিহত্য অসুরান্ কৃষ্ণ কংসাদীন্ বরবর্ণিনি।
দ্বারকাং প্রযযৌ শীঘ্রং যত্রাস্তে পরমেশ্বরী॥৫০
যত্রাস্তে মহতী মায়া যোগনিদ্রাং সনাতনীং।
প্রণম্য শিরসা দেবীং স্তুত্বা যুক্তেন যোষিতা॥৫১
বন্ধুভিঃ সহ চার্ব্বঙ্গি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
পূজয়ন্ বিবিধৈ র্ভোগৈঃ সর্ব্ব ব্রতপরায়ণঃ৫২

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন। অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ, উদ্ধবাদি সমভিব্যাহারে মথুরাতে গমন করিলেন, তথাতে কংসাদি দৈত্য বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকাতে আসিলেন॥ ৫০॥

যথায় যোগ নিদ্রারূপ সনাতনী মহামায়া বিদ্যমানা আছেন, কৃষ্ণ স্ত্রীগণের সহিত মহামায়াকে নমস্কার করিলেন॥ ৫১॥

হে কমলাক্ষি! প্রতিদিবস নিশীথ সময়ে কৃষ্ণ, অষ্টপ্রকৃতির সহিত, রত্নমন্দির মধ্যবর্ত্তী হইয়া, সুশোভন পরমান্ন প্রভৃতি

অস্যার্থঃ।

দৈত্যান্ নিহত্যপুনর্দ্বারকায়াং প্রযযৌ॥৫০॥ যত্রেতি। মহতীমায়া মহামায়া প্রকৃতি রিত্যর্থঃ। যত্র দ্বারকায়াং॥ ৫১ ॥ বন্ধুভিরিতি। বন্ধুভিঃ সুহৃদ্বর্গৈরিত্যর্থঃ। সর্ব্বব্রতপরায়ণঃ চান্দ্রায়ণাদি কঠোর ব্রতমাচার ন্নিত্যর্থঃ॥ ৫২ ॥ দিবসেইতি। নিশীথে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে। অষ্টপ্রকৃতিভিঃ

দিবসে দিবসে রাত্রৌ নিশীথে কমলেক্ষণে।
রত্নমন্দিরগঃ কৃষ্ণ অষ্ট প্রকৃতিভিঃ সহ ॥৫৩॥
পূজয়ন্ বিবিধৈ র্ভোগৈঃ পরমান্নৈঃসুশোভনৈঃ
অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বাভিঃ পূজয়ন পরমেশ্বরীং।
দশাক্ষরীং মহাবিদ্যাং প্রজপেৎ সততং হরিঃ৫৪
এবং নিত্য ক্রিয়াং কৃত্বা দ্বারকায়াং যদূদ্বহঃ।
অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধিনাং সিদ্ধোঽভূদ্ধরিরীশ্বরঃ ॥৫৫
ইত্যেতৎ কথিতং তত্ত্বং কেশবস্য বরাননে।
এতত্তু কেশবংতত্ত্বং সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমং ॥৫৬॥

ভাষা।

নানাবিধ উপহারে, ও অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বাদ্বারা মহাকালীর অর্চ্চনা করতঃ, সর্ব্বদা মহাবিদ্যার দশাক্ষরী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

যদুকূল ধুরন্ধর কৃষ্ণ এইরূপে নিত্যক্রিয়া করিয়া অনিমাদি অষ্টবিদ্যা সিদ্ধি করিলেন ॥ ৫৫ ॥

হে সুন্দরি! এই তোমাকে কেশবতত্ত্ব বলিলাম। এই কেশবতত্ত্ব সর্ব্ব তন্ত্রোত্তম ॥ ৫৬ ॥

অস্যার্থঃ।

অষ্টনায়িকাভিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ পূজয়ন্নিতি। অষ্টতণ্ডুল দুর্ব্বাভিঃ যব-গোধুম তিল প্রভৃতিভিঃ দুর্ব্বাভিশ্চ মহামায়াং পূজয়ন দশাক্ষরীবিদ্যাং মন্ত্রং প্রজপেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ এবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ। যদূদ্বহ যদুশ্রেষ্ঠ। সিদ্ধঃ পূর্ণকামঃ ॥ ৫৫। ইত্যেদিতি। কেশব তত্ত্বং বাসুদেব

অজ্ঞাত্বা কেশবং তত্ত্বং পূজয়েদ্‌যস্তু পার্ব্বতি।
বিষ্ণুং বা পূজয়েদ্‌যস্তু রূপং বা পরমেশ্বরীং।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি হানিঃ স্যাদুত্তরোত্তরং ॥৫৭
অতি গুহ্যং বরারোহে শৃণু তত্ত্বং মনোহরং।
রাধাকৃষ্ণস্য তত্ত্বঞ্চ শ্রুত্বা গুরু মুখাৎপ্রিয়ে॥৫৮

পার্ব্বত্যুবাচ।

যদুক্তং মন্দিরং দেব বিস্তার্য্য কথয় প্রভো।
কৃপয়া কথয়েশান মৃত্যুঞ্জয় সনাতন ॥ ৫৯ ॥

ভাষা।

হে পার্ব্বতি! যে ব্যক্তি কেশব তত্ত্ব না জনিয়া,বিষ্ণুর কিম্বা মহাবিদ্যার আরাধনা করে, তাহার সর্ব্বার্থ হানি হয় ॥ ৫৭ ॥

হে সুন্দরি! অতি গোপনীয় মনোহর রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব,গুরুর নিকট শ্রবণ কর ॥ ৫৮ ॥

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে সনাতন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব! তুমি যে মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করিলে তাহা সবিস্তর বর্ণন কর ॥ ৫৯ ॥

অস্যার্থঃ।

রহস্যং ॥ ৫৬ ॥ অজ্ঞাত্বেতি। বাসুদেব তত্ত্ব মজ্ঞাত্বা যঃ কেশবং পূজয়েৎ কিম্বা প্রকৃতিং দেবীং চিন্তয়েৎ তস্য সর্ব্বং বৃথাভবেদিতি ॥ ৫৭ ॥ অতীতি। অতিগুহ্যং অতি গোপনীয়ং ॥ ৫৮ ॥ পার্ব্বত্যুবাচেতি। হেদেব! যন্মন্দিরমুক্তং তদ্বিচার্য্য বাহুল্যেন কথয় ॥ ৫৯ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। সর্ব্বরত্নবিনির্ম্মিতং

ঈশ্বর উবাচ।

মন্দিরং পরমেশানি সর্ব্ব রত্ন বিনির্ম্মিতং।
ষড়্‌বর্গ সংযুতং দেবি নিত্যরূপ মকৃত্রিমং ॥৬০॥
যত্র কুণ্ডলিনী দেবী কৌলিকী নিত্য মুত্তমা।
জননীং কল্পবৃক্ষস্য দেব মাতৃ স্বরূপিণী ॥৬১॥
কদাপি শুক্লবর্ণা সা কদাচিদ্রক্ততাং ব্রজেৎ।
ক্রমেণ ধত্তে ষড়্‌বর্ণং ভদ্রে পরম সুন্দরং।
সহস্র সূর্য্যসঙ্কাশং মণিনা নির্ম্মিতং সদা ॥৬২॥

ভাষা।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! এই মন্দির ষড়বর্গ সংযুত রত্ন নির্ম্মিত, নিত্য ও অকৃত্রিম। যেখানে কল্পবৃক্ষজননী দেব মাতৃ স্বরূপা কুলদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যমানা আছেন। ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

ঐ মন্দির কখন শুক্লবর্ণ কখন বা রক্তবর্ণ এইরূপে ষড়বর্ণ ধারণ করে। ইহা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান ও মণি নির্ম্মিত ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

সর্ব্বরত্ন খচিতং। অকৃত্রিমং অসাধারণং ॥ ৬০ ॥ যত্রেতে। কৌশিকী কুলদেবতা। কল্পবৃক্ষস্য জননী অভিলষিতপ্রসবিনী ॥ ৬১ ॥ কদাপীতি। কদাচিৎ শুক্লাবর্ণা কদাচিদ্রক্তবর্ণা এবং ক্রমেণষড়বর্ণ ধারিণী কুণ্ডলিনী শক্তি রিত্যর্থঃ। মন্দিরং সহস্র সূর্য্য সঙ্কাশং সহস্রাদিত্য বদতি তেজস্করং ॥ ৬২ ॥

ঋতবঃ পরমেশানি বসন্তাদ্যাশ্চ পার্ব্বতি।
তত্র সন্তি বরারোহে সদা বিগ্রহ ধারিণঃ॥৬৩॥
অষ্টদ্বার সমাযুক্ত মণিমাদি সুসেবিতং।
অঙ্গনা যত্র বিষ্ঠন্তে সততং কোটি কোটিশঃ।
শ্বেতচামর হস্তাভি র্বিজ্যতে মন্দিরং সদা॥৬৪॥
গৃহস্য তস্য দশসু সন্তি দিক্ষু বরাননে।
দিক্‌পালাঃ পরমেশানি স্তম্ভ রূপা ইব প্রিয়ে৬৫

ভাষা।

ঐ মন্দিরে সর্ব্বদা বসন্তাদি ছয় ঋতু সশরীরে বর্ত্তমান আছে॥ ৬৩॥

ঐ মন্দিরের অষ্টদিকে অষ্টদ্বার আছে, তাহা অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি দ্বারা পরিসেবিত। এবং কোটি কোটি যুবতীগণ সতত, শ্বেতচামর হস্তে করিয়া ব্যজন করিতেছে॥ ৬৪॥

ঐ গৃহের দশদিকে দশ দিক্‌পাল স্তম্ভরূপে বিদ্যমান আছে॥ ৬৫॥

অস্যার্থঃ।

ঋতবইতি। বসন্তাদ্যা ঋতবঃ সদৈবতত্র সন্তীত্যর্থঃ। বিগ্রহধারিণঃ দেহবন্তঃ॥ ৬৫ ॥অষ্টেতি। অষ্টদ্বারযুক্তং অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য যুক্তঞ্চ। অঙ্গনা যুবতয়ঃ। শ্বেতচামর হস্তাভি রঙ্গনাভিরিতি শেষঃ। বীজ্যতে বায়ুসঞ্চারঃ ক্রিয়তে ॥ ৬৪ ॥ গৃহস্যতি। দশসুদিক্ষু ইন্দ্রাদ্যা দশদিকপালা স্তম্ভরূপেণ সন্তি বিদ্যন্তে॥ ৬৫ ॥ বহুরূপেতি। বহুরূপং বিবিধাকারং।

বহুরূপ মিবাভাতি মন্দিরং নগনন্দিনি।
সর্ব্বগং সর্ব্বদং দেবি চতুর্ব্বর্গশ্চ মূর্ত্তিমান্।
কৈবল্যং পরমেশানি সদা ব্রহ্ম সুখাস্পদং॥৬৬
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্ব্বেদেবাঃ সবাসবাঃ।
সহস্র বক্ত্রো ব্রহ্মাচ যত্রাস্তে নগনন্দিনি॥৬৭॥
যস্মিন্ গেহে মহেশানি কোটিশো হ্যণ্ড রাশয়ঃ।
তিষ্ঠন্তি সততং দেবি তস্য কা গণনাপ্রিয়ে৬৮

ভাষা।

হে নগনন্দিনি! উহা নানা রূপধারি, সর্ব্বগ, সর্ব্বপ্রদ, ও মূর্ত্তিমান্ চতুর্ব্বর্গ। উহা কৈবল্যপ্রদ সর্ব্বদা নিত্য সুখালয়॥ ৬৬ ॥

হে নগনন্দিনি! এই মন্দিরের বিষয় অধিক কি বলিব, এখানে সর্ব্বদা ব্রহ্মা, অনন্ত ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিদ্যমান আছেন॥ ৬৭ ॥

হে মহেশানি! ঐ গৃহেতে কোটি কোটি ডিম্বরাশি আছে। তাহার গণনা করা অসাধ্য॥ ৬৮ ॥

মূর্ত্তিমান্ সশরীরঃ। চতুর্ব্বর্গঃ ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ স্বরূপঃ। কৈবল্যং মুক্তিঃ। ব্রহ্মসুখাস্পদং নিত্যসুখস্থানং॥ ৬৬ ॥ বহুনেতি। বহুনা উক্তেন কিং প্রতি ব্যক্তি ভেদ বর্ণনয়া কিং ফলং। সবাসবাঃ সশক্রাঃ। সহস্রবক্ত্রঃ অনন্তঃ॥ ৬৭ ॥ যস্মিন্নিতি। অণ্ডরাশয়ঃ ব্রহ্মাণ্ডানি। কাগণনা কা সংখ্যা॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মেতি। যত্র কোটি কোটি ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ সন্তী-

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যত্রাস্তে কোটি কোটিশঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ং দেবি পঞ্চাশৎ পীঠসংযুতং॥৬৯॥
ত্রিপুরা মন্দিরং কৃষ্ণো দৃষ্ট্বা মোহ মবাপ্নুয়াৎ।
যত্তু শ্রীমন্দিরং ভদ্রে স্বয়ং ত্রিপুরা সুন্দরী॥৭০
এবং মুক্তি গ্রহং প্রাপ্য কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ।
ন সাধয়েৎ কিং দেবেশিত্রিপুরাপদপূজনাৎ॥৭১
কৃষ্ণো মোক্ষ গৃহং প্রাপ্য ষোড়শ স্ত্রী সহস্রকং
শত মষ্টোত্তর ঞ্চৈব রেমে পরম যত্নতঃ ॥৭২॥

ভাষা।

যেখানে কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র আছেন। এবং উহা সর্ব্বতীর্থময় পঞ্চাশৎ পীঠ সংযুক্ত॥ ৬৯॥।

কৃষ্ণ এইরূপ ত্রিপুরা মন্দির দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ঐ শ্রীমন্দির সাক্ষাৎ ত্রিপুরা সুন্দরী স্বরূপ॥ ৭০ ॥

হে দেবেশি! কৃষ্ণ এইরূপ মন্দির পাইয়া ত্রিপুরা পদার্চ্চন প্রভাবে, কোন্ কার্য্য না সাধন করিয়াছিলেন॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণ এই প্রকার মোক্ষ গৃহ পাইয়া ষোড়শ. সহস্র শত অষ্ট রমণীর সহিত বিহার আরম্ভ করিলেন॥ ৭২ ॥

অস্যার্থঃ।

ত্যর্থঃ। পঞ্চাশৎ পীঠসংযুতং পঞ্চাশৎ পীঠস্থান তুল্যং॥ ৬৯ ॥ ত্রিপুরেতি। কৃষ্ণস্ত্রিপুরা মন্দিরং দৃষ্ট্বা মোহিতো ভবতীত্যর্থঃ। যন্মন্দিরং সৈব স্বয়ং ত্রিপুরাসুন্দরীত্যর্থঃ॥ ৭০ ॥ এবমিতি। মুক্তি গৃহং কৈবল্য নিকেতনং। কিং ন সাধয়েৎ অপিতু সর্ব্বাণি সাধয়েদিত্যর্থঃ॥ ৭১ ॥ কৃষ্ণ ইতি। ষোড়শ স্ত্রীসহস্রকং ষোড়শ সহস্র যুবতী বৃন্দং। রেমে ক্রীড়তি

কৃষ্ণস্যৈবং মহেশানি ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ।
প্রতিকল্পে ভবেদ্দেবি দ্বারকামন্দিরংপ্রিয়ে॥৭৩

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ঊনত্রিংশৎ পটলঃ।

ভাষা।

ত্রিপুরাদেবীর পদার্চ্চন প্রভাবে, কৃষ্ণ প্রতিকল্পে এইরূপ মন্দির লাভ করিয়াছিলেন॥ ৭৩ ॥

ইতি ঊনত্রিংশৎ পটলঃ।

অন্বয়ার্থঃ।

॥ ৭২ ॥ কৃষ্ণস্যেতি। প্রতিকল্পে কল্প কল্পান্তরে। উক্ত প্রকারেণ কৃষ্ণলীলা ভবেদিতি ॥ ৭৩ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
ঊনত্রিংশৎ পটলঃ।

দেব্যুবাচ।

কিঞ্চিদন্য মহেশান পৃচ্ছামি যদি রোচতে।
পদ্মিন্যাঃ পরমেশান যদ্যস্তি পূজনে বিধিঃ ॥১॥
কৃপয়া পরমেশান শূলপাণে পিনাক ধৃক্।
যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুং ॥২॥

ঈশ্বর উবাচ।

উপবিদ্যা মহেশানি পদ্মিনী রাধিকা প্রিয়ে।
উপবিদ্যা ক্রমেণৈব কথয়ামি বরাননে ॥ ৩ ॥

ভাষা।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহাদেব! পদ্মিনীর পূজনে যে বিধি আছে, তাহা যদি অভিরুচি হয় বল ॥ ১ ॥

হে শূলপাণে! তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থিত বিষয় বল; নচেৎ আমি তোমার নিকট তনু ত্যাগ করিব ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! পদ্মিনী রাধিকা উপবিদ্যা। উপবিদ্যাক্রম তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ।

দেব্যুবাচেতি। অন্যৎ কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি। পদ্মিন্যাঃ পূজনে যদ্বিধিরস্তি তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ কৃপয়েতি। যদিনো কথ্যতে বর্ণ্যতে তদাতনুং দেহং বিমুঞ্চামি ত্যজামি ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। পদ্মিনী উপবিদ্যা অত উপবিদ্যা ক্রমেণ উপবিদ্যা পদ্ধত্যনুসারেণ কথয়ামি ॥ ৩ ॥ যথেতি।

যথাচ বিজয়া মন্ত্রং জয়া মন্ত্রং তথা প্রিয়ে।
যথাপরাজিতা মন্ত্রং যথা তামপরাজিতাম্।
রাধাতন্ত্রং তথা দেবি কবচেন যুতং সদা ॥৪॥
স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং রাধায়া নিগদামিতে।
ন্যাসাদি রহিতং তন্ত্রং সাবধানাবধারয় ॥ ৫ ॥
আদৌ ছন্দ স্ততো মন্ত্রং কবচন্তু ততঃ শৃণু।
শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি রাধিকায়া বরাননে ॥৬॥

ভাষা।

যেরূপ জয়া মন্ত্র, বিজয়া মন্ত্র, ও অপরাজিতা মন্ত্র, সেইরূপ কবচযুক্ত রাধা মন্ত্র॥ ৪ ॥

রাধার সহস্রনামাখ্য স্তোত্র, তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫ ॥

আদিতে ছন্দঃ, তৎপরে মন্ত্র, তদনন্তর কবচ পাঠ করিবে। হে সুন্দরি! রাধিকার মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৬ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

জয়াবিজয়াদি মন্ত্রং যথা তথা তন্ত্রং রাধামন্ত্রং কবচেন যুতং পদ্মিনীকবচ সহস্রনামাদি সংযুতমিত্যর্থঃ॥ ৪ ॥ স্তোত্রমিতি। ন্যাসাদি রহিতং ন্যাসাদিকং বিনা কেবলং রাধায়াঃ সহস্রনাম স্তোত্রং নিগদামি॥ ৫ ॥ আদাবিতি। আদৌ ছন্দস্ততো মন্ত্রং জপ্ত্বা কবচঞ্চ পঠিত্বা সহস্রনাম স্তোত্রং পঠেদিতি ॥ ৬ ॥ মন্ত্রোদ্ধার মাহ কামবীজমিতি। কামবীজং ককার লকার দীর্ঘঈকার বিন্দুযুতং বাগ্‌ভবং সবিন্দু দশমস্বরঃ। এতেন ক্লীঁ ঐঁ

কামবীজং সমুদ্ধৃত্য বাগভবং তদনন্তরং ।
রাধাপদং চতুর্থ্যন্ত মুদ্ধরেৎ বরবর্ণিনি ।
পূর্ব্ববীজদ্বয়ং ভদ্রে যত্নতঃ পুনরুদ্ধরেৎ ॥৭॥
ইদ মষ্টাক্ষরং প্রোক্তং রাধায়াঃ কমলেক্ষণে ।
শৃণু দেবেশি রাধায়া মনুমেকাক্ষরং পরং ॥৮॥
রঙ্গিনী বীজ মুদ্ধৃত্য বনবীজযুতং কুরু ।
বিন্দ্বর্দ্ধ সংযুতং কৃত্বা পরমেকাক্ষরী প্রিয়ে ॥৯
ইয় মেকাক্ষরী বিদ্যা রাধা হৃদয় সংস্থিতা ।
পরমেকং মহেশানি রাধামন্ত্রং শৃণু প্রিয়ে ॥১০
মন্মথ দ্বয়ং মুদ্ধৃত্য বাগ্‌ভব দ্বয় মুদ্ধরেৎ ।
মায়াদ্বয় সমুদ্ধৃত্য রাধা শব্দঞ্চ ঙে যুতং ।
পূর্ব্ব বীজানিচোদ্ধৃত্যকিশোরীষোড়শীপ্রিয়ে।১১
প্রণবং পূর্ব্ব মুদ্ধৃত্য রাধাচ ঙে যুতং সদা ।
অন্তে মায়াং সমাদায় ষড়ক্ষর মিদং প্রিয়ে ॥১২

অস্যার্থঃ ।

রাধিকায়ৈ ক্লীঁ ঐঁ ইতি মন্ত্রোদ্ধারোভবেৎ ॥ ৭ ॥ ইদমিতি। ইদমেকাক্ষর মুক্তং পুনরেকাক্ষরং কথয়ামি শৃণু ॥ ৮ ॥ রঙ্গিণীতি। রঙ্গিণী বীজং বন বীজং মিলয়িত্বা নাদবিন্দুং যোজয়েৎ এতেন ক্লীঁ ইতি একাক্ষরো মন্ত্রঃ কথিতঃ ॥ ৯ ॥ ইয়মিতি। ইয়মেকাক্ষরী বিদ্যা উক্তা পরমন্তং মন্ত্রং শৃণু ॥ ১০ ॥ মন্মথেতি এতেন ক্লীঁ ক্লীঁ ঐঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ রাধিকায়ৈ ক্লীঁ ক্লীঁ ঐঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ এব ষোড়শাক্ষর মন্ত্রঃ উক্তঃ। প্রণবেতি। এতেন ওঁ রাধিকায়ৈ হ্রীঁ ইতি ষড়ক্ষর মন্ত্রঃ কথিতঃ ॥ ১২ ॥ প্রণবেতি। এতেন

প্রণবং পূর্ব্ব মুদ্ধৃত্য কূর্চ্চবীজদ্বয়ং ততঃ।
রাধা শব্দং ঙে যুতঞ্চ পূর্ব্ববীজানি চোদ্ধরেৎ।
এষা দশাক্ষরী বিদ্যা পদ্মিন্যাঃ কমলেক্ষণে॥১৩

দেব্যুবাচ।

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি জয়া মন্ত্রং বরাননে।
প্রসঙ্গাৎ পরমেশানি কথয়ামি তবানঘে॥১৫॥

ঈশ্বর উবাচ।

বাগভবং বীজ মুদ্ধৃত্য মায়া বীজং সমুদ্ধরেৎ।
জয়া শব্দং চতুর্থ্যন্তং পূর্ব্ববীজং সমুদ্ধরেৎ।
এষা অষ্টাক্ষরী বিদ্যা জয়ায়াঃ কমলেক্ষণে॥১৬
শিব বীজং সমুদ্ধৃত্য বন বীজযুতং কুরু।
বিন্দ্বর্দ্ধ চন্দ্রযুক্ত মেকাক্ষর মিদং স্মৃতং॥ ১৭ ॥
প্রণব দ্বয় মুদ্ধৃত্য জয়া শব্দং ততঃ পরং।
ঙে যুতং কুরু যত্নেন পুনঃ প্রণব মুদ্ধরেৎ।
এষা ষড়ক্ষরী বিদ্যাজয়ায়া নগনন্দিনি ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

ওঁ হুঁ হুঁ রাধিকায়ৈ ওঁ হুঁ হুঁ ইতি দশাক্ষর মন্ত্রঃ কথিতঃ॥ ১৩ ॥ দেব্যুবাচেতি। রাধামন্ত্রঃ ময়াশ্রুতঃ ইদানীং জয়ামন্ত্রং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদেত্যর্থঃ॥ ১৪ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি। প্রসঙ্গাৎ রাধিকা প্রকরণাৎ॥১৫॥ বাগ্‌ভবমিতি। এতেন ঐঁ হ্রীঁ জয়াদেব্যৈ ঐঁ হ্রীঁ ইত্যষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ কথিতঃ॥ ১৬ ॥ শিবেতি। শিববীজং হকারঃ বনবীজ মুকারস্তেন হুঁ ইতি একাক্ষরোমন্ত্রো ভবতীতি॥ ১৭ ॥ প্রণবেতি। এতেন ওঁ জয়াদেব্যৈ ওঁ ইতি ষড়ক্ষরোমন্ত্রো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৮ । মায়াদ্বয়মিতি। এতেন হ্রীঁ

মায়াদ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য কূর্চ্চ যুগ্ম মতঃ পরং ।
বাগ্‌ভবঞ্চ ততো দেবি যুগলঞ্চোদ্ধরেৎ প্রিয়ে।
চতুর্থ্যন্তং জয়া শব্দং কুরু যত্নেন যোগিনি।
পূর্ব্ববীজানি চোদ্ধৃত্য অন্তে প্রণব মুদ্ধরেৎ।
ষোড়শী পরমেশানি কালী ভুবনমোহিনী।
এষাতু ষোড়শীবিদ্যা কিশোরী বয়সী তব॥১৯॥
মায়া দ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য জয়া শব্দং তথা প্রিয়ে ।
চতুর্থ্যন্তং ততঃ কৃত্বা বীজদ্বয় মতঃ পরং ।
ইয় মষ্টাক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥২০॥
আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা দশাক্ষর মিদং স্মৃতং।
অনেনৈব বিধানেন বিজয়াদিষু কামিনি ॥২১॥
পদ্মাসু পরমেশানি তথা পদ্মাবতীষু চ ।
আদ্যন্তে বীজ মুদ্ধৃত্য নামানি ঙে যুতানিচ॥২২॥
এতত্তে কথিতং তত্ত্বং দূতী তত্ত্বং শুচিস্মিতে।
দূতী তত্ত্বং বিনা দেবি পূজয়েদ্‌যস্তু পার্ব্বতি।
বিফলা তস্য সা পূজা সফলা ন কদাচন॥২৩॥

অস্যার্থঃ ।

হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ ঐঁ ঐঁ জয়ায়ৈ হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ ঐঁ ঐঁ ওঁ ইতি জয়ায়াঃ ষোড়শাক্ষর মন্ত্রঃ ॥ ১৯ ॥ মায়েতি । এতেন হ্রীঁ হ্রীঁ জয়াদেব্যৈ হ্রীঁ হ্রীঁ ইত্যষ্টাক্ষর মন্ত্রঃ ॥ ২০ ॥ আদ্যন্ত ইতি। পূর্ব্বমষ্টাক্ষর মন্ত্রস্যাদ্যন্তে প্রণব যোগেন দশাক্ষর মন্ত্রো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥ পদ্মাস্বিতি। পদ্মায়াঃ পদ্মাবত্যাশ্চ চতুর্থ্যন্তনাম্নঃ প্রাক্ প্রণব যোগেনৈব মন্ত্রো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ॥ ২২ ॥ এতদিতি। এতদ্দূতী তত্ত্বং বিনা জপ পূজাদিকং বিফলং

পদ্মিন্যাদিষু দেবেশি ন্যাসাদি নৈব কারয়েৎ।
উপবিদ্যাসু সর্ব্বাসু ন্যাসো নাস্তি বরাননে ॥২৪॥
ভূতশুদ্ধিং বিধায়াথ মাতৃকান্যাস পূর্ব্বকং।
ধ্যানং কুর্য্যাত্ততোদেবি কৃত্বাছন্দোবরাননে॥২৫
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবেশি রাধায়াঃ শৃণু সাদরং।
উপবিদ্যা ক্রমেণৈব নিগদামি বরাননে ॥ ২৬ ॥
রঙ্গিনী কুসুমাকারা পদ্মিনী পরমা কলা।
চমরী বালকুটিলা নির্ম্মল শ্যামকেশিনী ॥২৭॥
সূর্য্যকান্তেন্দু কান্তাঢ্যা স্পর্শাস্য কণ্ঠভূষণা।
বীজপূর স্ফুরদ্বীজ দন্তপঙ্‌ক্তি রনুত্তমা।
কাম কোদণ্ডকা যুগ্ম ভ্রূ কটাক্ষ প্রবর্ষিণী ॥২৮॥
মাতঙ্গ কুম্ভ বক্ষোজা লসৎকোকনদেক্ষণা।
মনোজ্ঞ সুষ্কলী কর্ণা হংসী গতি বিড়ম্বিনী॥২৯।

অস্যার্থঃ।

ভবেদিতি ভাবঃ॥ ২৩ ॥ পদ্মিন্যাদিষিতি। পদ্মিন্যাদি দেবতায়া ন্যাসো নাস্তি উপবিদ্যত্বাৎ উপবিদ্যাসু ন্যাসো নাস্তীতিপ্রসিদ্ধিঃ॥ ২৪ ॥ ভূতেতি। ঋষিচ্ছন্দঃ ভূতশুদ্ধি মাতৃকান্যাসাঃ সর্ব্বাসাং দেবতানা মবশ্য কর্ত্তব্যাঃ অতস্তানেবং কারয়েদিতি॥ ২৫ ॥ ধ্যানমিতি। পদ্মিনী উপবিদ্যা অত উপবিদ্যা ক্রমেণ ধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণু॥ ২৬ ॥ রঙ্গিণীতি। রঙ্গিণী কুসুমাকারা শতমূলী পুষ্পাভা। চমরীবৎ কুটিল নির্ম্মল শ্যামকেশা॥ ২৭ ॥ সূর্য্যেতি। সূর্য্যকান্তমণি বদুজ্জ্বলা চন্দ্রকান্তমণিবৎ সুখ স্পর্শেত্যর্থঃ। দাড়িম্ব বীজবৎ দন্তপঙ্‌ক্তি শোভিতা কাম ধনুরাকার কুটিল ভ্রূ যুতা চেত্যর্থঃ॥ ২৮ ॥ মাতঙ্গেতি। গজকুম্ভবৎ স্তনযুগলান্বিতা। কোকনদে

নানা মণি পরিচ্ছন্ন বস্ত্র কাঞ্চন কঙ্কণা।
নাগেন্দ্র দন্ত নির্ম্মাণ বলয়াঙ্কিত পাণিনী ॥৩০॥
পীতরূপা কদাচিৎ সা কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী।
শ্বেতরূপা কদাচিৎ সা কদাচিদ্রক্তরূপিণী ॥৩১॥
কর্পূরা গুরু কস্তূরী কুঙ্কুম দ্রব লেপিতা।
বহুরূপময়ী রাধা প্রহরে প্রহরে প্রিয়ে ॥৩২॥
এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীং চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনীং।
সততং পদ্মিনী রাধা ত্রিপুরা নিকটে স্থিতা।৩৩
এতত্তে কথিতং দেবি ধ্যান তত্ত্বং মনোহরং
অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কবচং রাধিকা মতং॥৩৪
যন্নোক্তং সর্বতন্ত্রেষু উপবিদ্যাস্থ পার্ব্বতি।
ইদানীং পরমেশানি কবচং নিগদামিতে।
ত্রৈলোক্য মোহনং নাম কবচং মন্মুখোদিতং৩৫

অন্বয়ার্থঃ।

রক্তোৎপলে ইব অক্ষিণী যস্তাঃ সা। সুষ্কলী কর্ণছিদ্রং। হংসীবৎগতিশীলেত্যর্থঃ॥ ২৯ ॥ নানেতি। নানামণিখচিত বস্ত্রা স্বর্ণকঙ্কণান্বিত হস্তা। গজদন্তনির্ম্মিত বলয় ভূষিতা॥ ৩০ ॥ পীতেতি। কদাচিৎ পীতবর্ণা কদাচিদ্বা শুক্লবর্ণা ইত্যাদি বহুবর্ণ শোভিতেত্যর্থঃ॥ ৩১ ॥ কর্পূরেতি। কর্পূরা গুরু কস্তূরী প্রভৃতিভিঃ প্রলেপন দ্রব্যৈ লিপ্তগাত্রা প্রহরে প্রহরে যামান্তর এব রূপবেশ পরিবর্ত্তনবতী॥ ৩২ ॥ এবমিতি। এব মুক্তরূপাং রাধাং চিন্তয়িত্বা যজেৎ পূজয়েৎ॥ ৩৩ ॥ এতদিতি। ধ্যানতত্ত্বং স্বরূপ যাথার্থ্যং। অপরং অতঃপরং রাধিকা কবচং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ॥ ৩৪ ॥ যন্নেতি। উপবিদ্যায়াঃ কবচং কুত্রাপি তন্ত্রে ন দৃশ্যতে তং তব কথয়ামি

কবচং পরমেশানি পদ্মিনী বশকারকং।
এতত্তু কবচং দেবি উপবিদ্যাস্থ দুর্ল্লভং॥৩৬
যত্র যত্র বিনির্দ্দিষ্টা উপবিদ্যা বরাননে।
তাস্তাঃ সর্ব্বা মহেশানি কবচে নচ বর্জ্জিতাঃ৩৭

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ত্রিংশৎ পটলঃ।

।

ইতি ভাবঃ॥ ৩৫ ॥ কবচমিতি। এতৎ কবচ পাঠেনৈব পদ্মিনী বশ্যা ভবেদিত্যর্থঃ॥ ৩৬ ॥ যত্রেতি। যেষু যেষু তন্ত্রেষু উপবিদ্যাঃ প্রকটিতাঃ কুত্রাপি কবচং নাস্তীতিভাবঃ॥ ৩৭ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
ত্রিংশৎ পটলঃ।

অথ রাধিকা কবচং।

দেব্যুবাচ।

দেব দেব মহাদেব সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারক।
রাধিকা কবচং দেব কথয়স্ব দয়ানিধে॥

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি বরারোহে কবচং জন মোহনং।
গোপিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ইদানীং প্রকটীকৃতং॥
যা রাধা ত্রিপুরাদূতী উপবিদ্যা সদাতুসা।
উপবিদ্যা ক্রমা দেবি কবচং শৃণু পার্ব্বতি॥
জপ পূজা বিধানস্য ফলং সর্ব্বস্য সিদ্ধিদং।
যত্র তত্র ন বক্তব্যং কবচং গোপিতং মহৎ॥
ভক্তি হীনায় দেবেশি দ্বিজ নিন্দা পরায়চ।
ন শূদ্র বাজি বিপ্রায় বক্তব্যং পরমেশ্বরি॥
শিষ্যায় ভক্তি যুক্তায় শক্তি দীক্ষা রতায়চ।
বৈষ্ণবায় বিশেষেণ গুরু ভক্তি পরায়ন॥
বক্তব্যং পরমেশানি মম বাক্যং ন চান্যথা।

অস্য শ্রীরাধা ত্রৈলোক্য মঙ্গল কবচস্য গোপিকা ঋষি-রনুষ্টুপছন্দঃ শ্রীরাধিকা দেবতা মহাবিদ্যা সাধন গোপ্যর্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ব্বে চ পাতু সা দেবী রুক্মিণী শুভ-দায়িনী। হ্রীঁ পশ্চিমে পাতুসত্যা সর্ব্বকাম প্রপূরিণী। যাম্যাং হ্রীঁ জাম্বুবতী পাতু সর্ব্বকাম ফলপ্রদা। উত্তরে পাতুভদ্রা হ্রীঁ ভদ্র শক্তি সমন্বিতা। ঊর্দ্ধেপাতু মহাদেবী ক্লীঁ কৃষ্ণপ্রিয়া যশস্বিনী॥ অধশ্চ পাতু মাং দেবী ঐঁ

পাতাল তলবাসিনী। অধরে রাধিকা পাতু ঐঁ পাতু হৃদয়ং মম। নমঃ পাতু চ সর্ব্বাঙ্গং ঙে যুতাচ পুনঃ পুনঃ। সর্ব্বত্র পাতুমে দেবী ঈশ্বরী ভুবনেশ্বরী। ঐং হ্রীঁ রাধিকায়ৈ হ্রীঁ ঐং শিরঃ পাতুমাং। ক্লীঁ ক্লীঁ রাধিকায়ৈ ক্লীঁ ক্লীঁ দক্ষবাহুং রক্ষতু মম। হ্রীঁ হ্রীঁ রাধিকায়ৈ হ্রীঁ হ্রীঁ বামাঙ্গং রক্ষতু পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী। ঐঁ হ্রীঁ রাধিকায়ৈ ঐঁ ঐঁ দক্ষপাদং রক্ষতু মম। ক্লীঁ ক্লীঁ ঐঁ ঐঁ রাধিকায়ৈ হ্রীঁ হ্রীঁ ঐং ঐঁ ক্লীঁ ক্লীঁ ওঁ সর্ব্বাঙ্গং মম রক্ষতু। হ্রীঁ রাধিকায়ৈ হ্রীঁ বামপাদং রক্ষতু সদা পদ্মিনী। হ্রীঁ রাধিকায়ৈ হ্রীঁ অক্ষিযুগ্মং রক্ষতু মম। ঐং রাধিকায়ৈ ঐঁ কর্ণযুগ্মং সদা রক্ষতু মম। হ্রীঁ রাধিকায়ৈ হ্রীঁ নাসাযুগ্মং সদা রক্ষতু মম। ওঁ হ্রীঁ রাধিকায়ৈ হ্রীঁ ওঁ দন্তপঙ্‌ক্তিং সদা পাতু সরস্বতী। হ্রীঁ ভুবনেশ্বরী ললাটং পাতু হ্রীঁ কালী মে মুখমণ্ডলং সদা পাতু। হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ মহিষমর্দ্দিন্যৈ হ্রীঁ হ্রীঁ মহিষমর্দ্দিনী দ্বারকা-বাসিনী সহস্রারং রক্ষতু সদা মম। ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ মাতঙ্গী হৃদয়ং সদা মম রক্ষতু। হ্রীঁ ঐঁ হ্রীঁ উগ্রতারা নাভি পদ্মং সদা রক্ষতু মম। ক্লীঁ ঐং ক্লীং সুন্দরী ক্লীঁ ঐঁ ক্লীঁ স্বাধিষ্ঠানং লিঙ্গমূলং রক্ষতু মম। লং ঐঁ লং পৃথিবী গুদ-মণ্ডলং রক্ষতু মম। ঐঁ ঐঁ ঐঁ বগলা ঐঁ ঐঁ ঐঁ স্তনদ্বয়ং রক্ষতু মম। হেসৌঃ ভৈরবী হেসৌ স্কন্ধদ্বয়ং রক্ষতু মম। হ্রীং অন্নপূর্ণা হ্রীং ঘাটাং রক্ষতু মম। ঐং হ্রীং ঐং বীজত্রয়ং সদাপাতু পৃষ্ঠদেশং মম। ওঁ মহাদেবঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং মে ওঁ নারায়ণঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং সদামম। ওঁ ওঁ কৃষ্ণঃ পাতু সদাগোত্রং রুক্মিণীনাথঃ। রুক্মিণী সত্য-

ভামাচ সৈব্যা জাম্বুবতী তথা। লক্ষ্মী মিত্রবিন্ধাচ ভদ্রা-নাগ্রজিতা তথা। এতাঃ সর্ব্বা যুবতয়ঃ শোভনাখ্যা সুলোচনাঃ। রক্ষেয়ুর্ম্মামস্ত্র দিক্ষু সততং শুভদর্শনাঃ। ওঁ নারায়ণশ্চ গোবিন্দঃ শিরঃ পদ্মদলেক্ষণঃ। সর্ব্বাঙ্গং মে সদারক্ষেৎ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ। ইতিদং কবচং ভদ্রে ত্রৈলোক্য মঙ্গলং শুভং। পদ্মিন্যাঃ পরমেশানি উপবিষ্টা সুসঙ্গতং। যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি সততং ভক্তি তৎপরঃ। নিরাহারো জলত্যাগী অযুতং বৎসরে যদা। তদৈব পরমেশানি পদ্মিনী বশতামিয়াৎ। এতত্তে কথিতং দেবি কবচং ভুবিদুর্ল্লভং। ফলমূল জলত্যক্ত্বা পঠেৎ সংবৎসরং যদি। পদ্মিনী বশমায়াতি তদৈব নগনন্দিনি। অনেনৈব বিধানেন যঃ পঠেৎ কবচং পরং। বিষ্ণুলোক মবাপ্নোতি নান্যথা বচনং মম। সংগোপ্য পূজয়েদ্বিদ্যাং মহাবিদ্যাং বরাননে। প্রকটার্থ মিদং দেবি কবচং প্রপঠেৎ সদা। মহাবিদ্যাং বিনাভদ্রে যঃ পঠেৎ কবচং প্রিয়ে। তদৈব সহসাভদ্রে কুম্ভীপাকে ব্রজেৎ প্রিয়ে।

ইতি বাসুদেবরহস্যে রাধাতন্ত্রে হরপার্ব্বতী সংবাদে
ত্রৈলোক্যমোহনং নামকবচং সমাপ্ত
মেকত্রিংশৎ পটলঃ

অথ রাধিকা সহস্র নাম স্তোত্রং।

ঈশ্বর উবাচ। ইতিতে কথিতং দেবি কিমন্যৎ কথয়ামিতে। শ্রোত্রীত্বং পরমেশানি অহং বক্তাচ শাশ্বতঃ। দেব্যুবাচ। কিয়দন্যন্মহাদেব পৃচ্ছামি যদিরোচতে। হৃদয়ে তব দেবেশ নানাতন্ত্রাণি সন্তিবৈ নানাতন্ত্রাণি মন্ত্রাণি রহস্যানি পৃথক্ পৃথক্। বহুনি তব দেবেশ হৃদয়ে দেব সুব্রত। কৃপয়া পরমেশান কথয়স্ব দয়ানিধে। ঈশ্বর উবাচ। পদ্মিন্যা: পরমেশানি রহস্যং নাস্তি সুন্দরি। ত্বয়ি সর্ব্বং মহেশানি কথিতং পরমেশ্বরি। কিঞ্চিদন্যন্মহেশানি নাস্তি মে গোচরে প্রিয়ে। যদ্‌যদ্‌বদস্তি মহেশানি রহস্যং কথিতং ময়া। দেব্যুবাচ। পদ্মিন্যাঃ পরমেশান রহস্যং কথয় প্রভো। যদিনো কথ্যতে দেব ত্যজামি বিগ্রহং তদা। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু প্রিয়ে কুরঙ্গাক্ষি এতৎ প্রৌঢ়ং কথং তব। প্রৌঢ়ত্বং যদি চার্ব্বঙ্গি রহস্যং কথয়ামিতে। রহস্যং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্তোত্রং পরমদুর্লভং। স্তোত্রং সহস্র নামাখ্যং উপবিদ্যা সুসম্মতং। উপবিদ্যাসু দেবেশি অতি গুপ্তং মনোহরং। এতৎ স্তোত্রং মহেশানি পদ্মিনী সম্মতং সদা। এতত্তু পদ্মিনী স্তোত্র-মাশ্চর্য্যং পরমাদ্ভুতং। যন্নোক্তং সর্ব্বতন্ত্রেষু তব ভক্ত্যা প্রকাশিতং। অস্য শ্রী পদ্মিনী সহস্রনাম স্তোত্রস্য শ্রীকৃষ্ণ ঋষিঃ মহিষমর্দ্দিন্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মহাবিদ্যাসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ হ্রীঁ ঐঁ পদ্মিন্যৈ রাধিকায়ৈ। রাধারমণীরূপা নিরুপম রূপবতী রূপধন্যাবস্থা বামা রজোগুণা। রক্তাঙ্গী রক্তপুষ্পাভারাধ্যা রাস পরায়ণা। রম্ভাবতী রূপশীলা রজনী রঞ্জনী রতিঃ। রতিপ্রিয়া

রমণীয়া রসপুঞ্জা রসায়না। রাসমধ্যে রাসরূপা রাসবেশা রাসোৎসুকা। রসবতী রসোল্লাসা রসিকা রসভূষণা। রসমালাধরী রঙ্গী রক্তপট্টপরিচ্ছদা। কমলা কল্পলতিকা কুলব্রত পরায়ণা। কামিনী কমলাকুন্তী কলিকল্লোল নাশিনী। কুলিনা কুলবতীকামী কামসন্দীপনী তথা। কৌমারী কৃষ্ণবনিতা কামার্ত্তা কামরূপিণী। কামুকী কলুষঘ্নীচ কুলজ্ঞা কুলপণ্ডিতা। কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণাঙ্গীচ কৃষ্ণ-বস্ত্র পরিচ্ছদা। কান্তাকাম স্বরূপাচ কামরূপা কৃপাবতী। ক্ষেমা ক্ষমাবতীচৈব খেলৎখঞ্জন গামিনী। খস্থা খগা খগস্থাত্রী খগণস্থ বিহারিণী। গরিষ্ঠা গরিমা গম্যা গয়া গোদাবরী গতিঃ। গান্ধারী গুণিনী গৌরী গঙ্গা গোকুল-বাসিনী। গান্ধর্ব্বী গানকুশলা গুণাগুপ্ত বিলাসিনী। ঘর্ঘরা ঘর্ম্মদা ঘর্ম্মা ঘনস্থা ঘনবাসিনী। ঘৃণা ঘৃণাবতী ঘোরা ঘোর কর্ম্ম বিবর্জ্জিতা চন্দ্রাচন্দ্র প্রভাচৈব চন্দ্রমূর্ত্তি পরিচ্ছদা। চন্দ্ররূপাচ চন্দ্রাখ্যা চঞ্চলা চারুভূষণা। চতুরা চারুশীলা চ চম্পা চম্পাবতী তথা। চন্দ্ররেখা চন্দ্রকলা চারবেশা বিনোদিনী। চন্দ্রচন্দন ভূষাঙ্গী চার্ব্বঙ্গী চন্দ্রভূষণা। চিত্রিণী চিত্ররূপাচ চিত্রমূর্ত্তিধরা সদা। ছদ্মরূপা ছদ্ম-বেশী শ্বেতছত্র বিধারিণী। ছত্রতে পাচ. ছত্রাঙ্গী ছত্রস্থী ছত্রপালিনী। ছুরিতামৃত ধারৌঘা ছদ্মবেশ নিবাসিনী। ছটীকৃতা মরালোঘা ছটীকৃত নিজামৃতা। জয়ন্তীচ জগ-ন্মাতা জননী জন্মদায়িনী। জয়া জেত্রীচ জরতী জীবনী জগদম্বিকা। জীবাজীব স্বরূপাচ জাড্য বিধ্বংসকারিণী। জগজ্জ্যোনি জ'ন শ্রেষ্ঠা জগদ্ধেতু জ'গন্ময়ী। জগদানন্দ জননী জনয়িত্রী জনসম্পদাং। ঝঙ্কার বাহিনী ঝঞ্জা ঝঙ্কার নিঝ'-

রাবতী। টঙ্কার টঙ্কিনী টঙ্কাটঙ্কিতা টঙ্করূপিণী। ডম্বর ডম্বুরা ডম্বা ডম ডম্বাচ ডম্বুরা। ঢৌকিতাশেষ নির্ঘোষা ঢলঢলিত লোচনা। তপিনা ত্রিপথা তীর্থবাসিনী ত্রিদশেশ্বরী। ত্রিলোকত্রয়ী ত্রৈলোক্যতারিণী তরণে তরুঃ। তাপহন্ত্রী তপাতাপা তপনীয়া তপাবতী। তাপিনী ত্রিপুরাদেবী ত্রিপুরাজ্ঞাকরী সদা। ত্রিলক্ষা তারিণীতারা তারানায়ক মোহিনী। ত্রৈলোক্য গমনা তীর্ণা তুষ্টিতা ত্বরিতা ত্বরা। তৃষ্ণা তরঙ্গিনী তীর্থা ত্রিবিক্রম বিহারিণী। তমোময়ী তামসীচ তপস্যা তপসঃ ফলা। ত্রৈলোক্য ব্যাপিনী তুষ্টা তৃপ্তিস্তত্যা তুলাতথা। ত্রৈলোক্যমোহিনী তূর্ণা ত্রৈলোক্য বিভব প্রদা। ত্রিপদাচ তথা তথ্যা তিমির ধ্বংস চন্দ্রিকা। তেজোরূপা তপঃ পারা ত্রিপুরা ত্রিপদস্থিতা। ত্রয়ীতন্বী তাপহরা তপনাঙ্গজ বাহিনী। তরিস্তরণি তারুণ্যা তপিতা তরণী প্রিয়া। তীব্রপাপহরা তুল্যা তূনপাপ তনূনপাৎ। দারিদ্র্য নাশিনীদাত্রী দক্ষাদেয় দয়াবতী। দিব্যাদিব্য স্বরূপাচ দীক্ষা দক্ষা দয়া দ্রবা। দিব্যরূপা দিব্যমূর্ত্তি দৈত্যেন্দ্র প্রাণনাশিনী। দ্রুতাচ দ্রুতরূপাচ দন্দশূক বিনাশিনী। দুর্ব্বারা দময়াদ্যাচ দেবকার্য্যকরী সদা। দেবপ্রিয়া দেবযাজ্যা দৈবা দৈবধিয়া সদা। দিক্পাল পদদাত্রীচ দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘলোচনা। দুষ্টদ্বেষ কামদুঘা দোগ্ধ্রী দূষণ বর্জ্জিতা। দুগ্ধা দুস দৃশাভাষা দিব্যাদিব্য গতি প্রিয়া। দ্যুনদী দীন শরণা দিব্যা দেহবিহারিণী। দুর্গমা দরিমা দামা দূরঘ্নী দূরবাসিনী। দুর্ব্বিগাদ্যা দয়াধারা দূরসন্তাপ নাশিনী। দুরাশয়া দুরাধারা দ্রাবিণী দ্রুহিনঃ স্তুতা। দৈত্যশুদ্ধিকরী দেবী সদা দানব সিদ্ধিদা। দুর্ব্বুদ্ধি নাশিনী দেবী সততং দান

দায়িনী। দানদাত্রীচ দেবেশী দ্যাবাভূমি বিগাহিনী। দৃষ্টিদা দৃষ্টিফলদা দেবতা গৃহসংস্থিতা। দীর্ঘব্রতকরী দীর্ঘা দীর্ঘ ঘর্ম্মা দয়াবতী। দণ্ডিনী দণ্ডনীতিশ্চ দীপ্তদণ্ড ধরার্চ্চিতা। দানার্চ্চিতা দ্রবদ্রব্যা দ্রবৈাক নিয়মা পরা। দুষ্ট সন্তাপ শাম্যাচ দাত্রা দবথু বোধিনী। দেবা দিব্যবলবতী দান্তাদান্ত জন প্রিয়া। দারিদ্র্যাদ্রি তটাদুর্গা দুর্গাদন্য প্রচারিণী। ধর্ম্মরূপা ধর্ম্মধুরা ধেনুরূপা ধৃতিঃ ধ্রুবা। ধেনুদানা ধ্রুব-স্পর্শা ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদা। ধর্ম্মিণী ধর্ম্মমাতাচ ধর্ম্মধাত্রী ধনুর্দ্ধরা। ধাত্রী ধেয়া ধরা ধোয়ী ধারিণী ধৃতকল্মসী ধনদা ধর্ম্মদা ধন্যা ধান্যদা ধন্দদা ধনা। ধন্যা ধর্ম্মাধি রূপাচ ধরিত্রী ধনপূরিতা। ধারণা ধনরূপাচ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রচারিণী। ধর্ম্মিণী ধর্ম্মতন্ত্রাস্থা ধর্ম্মিন্না মল কেশিনী। ধর্ম্ম প্রচার নিরতা ধর্ম্মরূপ ধুরন্ধরী। ধনুর্ব্বিদ্যাধরী ধাত্রী ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদা। নিরানন্দা নিরাহাচ নির্ব্বাণ দ্বার সংস্থিতা। নির্ব্বাণ পদবী দাত্রী নন্দিনী নাকনায়িকা। নারায়ণী নিষিদ্ধঘ্নী নিজরূপ প্রকাশিনী। নমস্যা নির্দ্দয়া নন্দনতা নূতন রূপিণী। নির্ম্মলা নির্ম্মলাভাষা নিরখ্যা নিরপত্রপা নিত্যানন্দময়ী নিত্যা নিত্যা নূতন বিগ্রহা। নিষিদ্ধা নীতিধৈর্য্যাচ নির্ব্বাণ পদদীপিকা। নিঃশঙ্কাচ নিরাতঙ্কা নিনাশিত মহামনাঃ। নির্ম্মলা নন্দজননী নির্ম্মল শ্যামবেশিনী। নিরবদ্য কুলশ্রেষ্ঠা নিত্যানন্দ স্বরূ-পিণী। নির্ণয়া নির্ণয়র্পিতা নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জিতা। নিত্যোৎসবা নিত্যতপ্তা নমস্কার্য্যা নিরঞ্জনা। নিষ্ঠাবতী নিরাতঙ্কা নির্লেপা নিশ্চলাত্মিকা। নিরবদ্যা নিরাশাচ নিরঞ্জন পুরস্থিতা। পুণ্যপ্রদা পুণ্যকরী পুণ্যগর্ভা পুরাতনী।

পুণ্যরূপা পুণ্যদেহা পুণ্যাঙ্গীতাচ পাবনী। পূজাপচিত্রা পরমাপরা পুণ্য বিভূষণা। পুণ্যদাত্রী পুণ্যধরা পুণ্যাপুণ্য প্রবাহিনী। পুণ্যদেহা পুণ্যবতী পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রমা। পৌর্ণমাসী পরাপদ্মা পথজ্ঞা পদ্মগন্ধিনী। পদ্মিনী পদ্মবস্ত্রাচ পদ্মমালা ধরা সদা। পদ্মোদ্ভবা পরখ্যাচ পরমানন্দ রূপিণী। প্রকাশ্যা পরমাশ্চর্য্যা পদ্মগর্ভ নিবাসিনী। পাবনীচ তথা পূতা পবিত্রা পরমাকলা। পদ্মার্চ্চিতা পদ্ম সংস্থা পদ্মমাতা পুরাতনী। পদ্মাসন গতা নিত্যা পদ্মাসন পরিচ্ছদা। শুক্লপদ্মাসন গতা রক্তপদ্মাসনা তথা। পীতপদ্মাসন গতা কৃষ্ণ পদ্ম স্থিতা তথা। পদার্থ দায়িনী পদ্মাবন বাস পরায়ণা। প্রকাশিনী প্রগল্ভাচ পুণ্যশ্লোকাচ পাবনী। ফলহস্তা ফলহরা ফলিনী ফলরূপিণী। ফুল্লেন্দী লোচনা ফুল্লা ফুল্ল কোরক গন্ধিনী। ফলিনী ফাল্গিনী ফেনা ফুল্লচ্ছাটিত পাতকা। বিশ্বমাতাচ বিশ্বেশী বিশ্বাবিশ্ব বর প্রিয়া। ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মী ব্রহ্মজ্ঞা বিমলা মলা। বহুলা বাহুলা বল্লীবল্লরী বনদায়িনী। বিক্রান্তঃ বিক্রমা মালা বহুভাগ্য বিলোচনা। বিশ্বাবিত্রা বিষ্ণুসখী বৈষ্ণবী বিষ্ণুবল্লভা। বিরূপাক্ষ প্রিয়া দেবী বিভূতির্ব্বিশ্বতো মুখী। বেদ্যবেদ রত্নবাণী বেদাক্ষর সমন্বিতা। বিদ্যা বিদ্যাবতী বন্দ্যা বৃহতী ব্রহ্মবাদিনী। বরদা বিপ্র হৃষ্টাচ বরিষ্ঠাচ বিশোধিনী। বিদ্যাধরী বসুমতী বিপ্রবৃদ্ধা বিশোধিতা। ব্যোমস্থানবতী বামা বিধাত্রী বিবুধ প্রিয়া। বুদ্ধির্ব্বিনাশিনী বিত্তা ব্রজরূপবরাননা। বাসিনী ব্রহ্মজননী ব্রহ্ম হত্যাপহারিণী। ব্রহ্মা বিষ্ণু স্বরূপাচ সদাবিভববর্দ্ধিনী। বিভাষিণী ব্যাপিনীচ ব্যাপিকা পরিচারিকা। বিপন্নার্ত্তিহরা-

দেবী বিনয় ব্রতচারিণী। বিরিঞ্চিভয়সংহন্ত্রী বিপঞ্চী বাদ্য তৎপরা। বেণুবাদ্যপরা দেবী বেণুশ্রুতি পরায়ণা। বর্চ্চস্বিনী বলকরী বলমূলা বিবস্বতী। বিপাপ্মা বিশিখা চৈব বিকল্প-পরিবর্জ্জিতা। বৃদ্ধিদা বৃহতীদেবী বিধি বিচ্ছিন্ন সংশয়া। বিচিত্রাঙ্গী বিচিত্রাভা বিছা বিভব বর্দ্ধিনী। বিগয়া বিনয়া বন্দ্যা বামদেবী বরপ্রদা। বিষঘ্নীচ বিশালাক্ষী বিজ্ঞান বিন্ধ্যমানিনী। ভদ্রা ভোগবতী ভব্যাভবানী ভয় বাসিনী। ভুতধাত্রী ভয়হরী ভক্তবশ্যা ভয়াপহা। ভক্তিদা ভয়হা ভেরী ভক্ত দুর্গপ্রদায়িনী। ভাগীরথী ভানুমতী ভাগ্যদা ভগনির্হিতা। ভবপ্রিয়া ভূতত্তুষ্টী ভূতিদা ভূত-ভূষণা। ভোগোবতী ভূতিমতী ভব্যরূপা ভ্রমি ভ্রমা। ভূরিদা ভক্তিসুলভা ভাগ্য বৃদ্ধিকরী সদা। ভিক্ষুমাতা ভিক্ষু নিয়া ভব্যাভব স্বরূপিণী। মহামায়া মাতৃপ্রিয়া মহা-নন্দা মহোদরী। মতির্ম্মুক্তি র্ম্মনোজ্ঞাচ মহা মঙ্গলদায়িনী। মহাপুণ্যা মহাদাত্রী মৈথুন প্রিয়লালসী। মনোজ্ঞা মালিনী মান্যা মণি মাণিক্য ধারিণী। মুনিস্তুতা মোহকরী মোহহন্ত্রী মদোৎকটা। মধুপানরতা মদ্যা মদা ঘূর্ণিত লোচনা। মধুপান প্রমত্তাচ মধুলুব্ধা মধুব্রতী। মানিনী মালিনী মান্যা মনোরথ পথাতিগামী। মোক্ষৈশ্বর্য্য প্রদা-মর্ত্ত্যা মহাপদ্ম বনাশ্রিতা। মহাপ্রভাব মহতী মৃগাক্ষী মীনলোচনা। মহাকাঠিন্য সম্পূর্ণা মহাক্ষী মহতী কলা মুক্তিরূপা মহামুক্তা মণিমাণিক্য ভূষণা। মুক্তাফল বিচি-ত্রাঙ্গী মুক্তারঞ্জিত নাসিকা। মহাপাতক নাশিঘ্নী মনো-নয়ন নন্দিনী। মহামাণিক্য রচিতা মহাভূষণ ভূষিতা। মায়াবতী মোহহন্ত্রী মহাবিদ্যাবিধারিণী। মহা মেধা মহা-

ভূতি র্মহামায়া প্রিয়ত্তমা। মনোধরী মহোপায়া মহা মণি বিভূষণা. মহামোহপ্রণয়িণী মহামঙ্গলদায়িনী। যশস্বিনী যশোদাচ যমুনা বারিহারিণী। যোগসিদ্ধিকরী যজ্ঞা যজ্ঞেশ বন্দিতপ্রিয়া। যজ্ঞেশ যজ্ঞ ফলদা যজনীয়া যশস্করী। যোগযোনী যোগসিদ্ধা যোগিনী যোগবুদ্ধিদা। যোগযুক্তা যমাদ্যষ্ট সিদ্ধি যজ্ঞৈক ধারিণী। যমুনা জল সেব্যাচ যমুনা জলবিহারিণী। যামিনী যমুনা যাম্যা যমলোক নিবাসিনী। লোলালোক বিলাসাচ লোলৎ কল্লোল মালিকা। লোলাক্ষী লোক মাতাচ লোকানন্দ প্রদায়িনী। লোকবন্ধু লোকধাত্রী লোকালোক নিবাসিনী। লোকত্রয় নিবাসাচ লক্ষলক্ষণ লক্ষিতা। লীলালোকাচ লাবণ্যা লঘিমা কমলেক্ষণা। বাসুদেব প্রিয়া বামা বসন্ত সময় প্রিয়া। বাসন্তী বসুদা বজ্রা বেণুবাদপরায়ণা, বীণাবাদ্য প্রমত্তাচ বীণানাদ বিভূষণা। বেণুবাদ্যরতা চৈব বংশীনাদ বিভূষণা। শুভাশুভরতিঃ শান্তিঃ শৈশবা শান্তি বিগ্রহা। শীতলাশোষিতা শোভা শুভদা শুভদায়িনী। শিবপ্রিয়া শিবানন্দা শিবপূজাসু তৎপরা। শিবভৃত্যা শিব সত্যা শিবনিত্যপরায়ণা। শ্রীমতী শ্রীনিবাসাচ শ্রুতি রূপা শুভব্রতা। শুদ্ধ বিদ্যা জয়করী শুভকর্ত্রী শুভাশয়া। শ্রুতানন্দা শ্রুতিঃ শ্রোত্রী শিবপ্রেমপরায়ণা। শোষণী শুভবার্ত্তাচ শালিনী· শিবনর্ত্তকী। ষড়গুণা ষুপদাক্রান্তা ষড়ঙ্গশ্রুতি রূপিণী। সরসা সুপ্রভা সিদ্ধা সিদ্ধসিদ্ধি প্রদায়িনী। সেব্যাসঙ্গা সতির্ম্মুক্তি র্ম্মুক্তিরূপা মদপ্রিয়া। সম্পৎ প্রদাস্তুতিঃ স্তুত্যা স্তবনীয়া স্তবপ্রিয়া। স্বৈর্য্যদা স্বৈর্য্যাগা সৌখ্যাস্ত্রৈনসৌভাগ্য দায়িনী। সূক্ষ্মা সূক্ষ্মা স্বধা স্বাহা স্বধালেপ

প্রমোদিনী। স্বর্গপ্রিয়া সসাগরা সর্ব্বা পাতকনাশিনী। সংসার বারিণী রাধা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী সদা। হরপ্রিয়া হিরণ্যাভা হরিলাক্ষ্মী হিরন্ময়ী। হংসরূপা হরিদ্রাভা হরিদ্বর্ণাশুচিস্মিতে। ক্ষেমা ক্ষালিতা ক্ষোমা ক্ষুদ্র ঘণ্টা বিধারিণী। অথৈবকং শৃণু প্রৌঢ়ে স্বরাক্ষর সমন্বিতং। স্তোত্রং সহস্র নামাখ্যং স্বরব্যঞ্জন সংযুতং। অজরা অতুলা অন্তা অনন্তামৃতদায়িনী। অন্নদারা অশোকাচ অলকা অমৃতশ্রবা। অনাথ বল্লভা অন্তা অযোনি সম্ভবা প্রিয়ে। অব্যক্তালক্ষণা ক্ষুণ্ণা বিচ্ছিন্না চাপরাজিতা। অনাথানা মভীষ্টার্থ সিদ্ধিদানন্দবর্দ্ধিনী। অনিমাদি গুণাধারা অগণ্যালিক হারিণী। অচিন্ত্য শক্তি বলয়াদ্ভুত রূপাচ হারিণী। অদ্রিরাজ সুতাদৃতী অষ্টযোগসমন্বিতা। অচ্যুতা অনবিচ্ছিন্না অক্ষুণ্ণশক্তি ধারিণী। অনন্ততীর্থরূপাচ অনন্তা-মৃত রূপিণী। অনন্তমহিমাপারা অনন্ত সুখদায়িনী। অর্থদা অন্নদা অর্থা সদা অমৃত বর্ষিণী। অবিদ্যা জাল শমনী অপ্রতর্কগতি প্রদা। অশেষ বিঘ্ন সংহন্ত্রী অশেষ গুণ গুম্ফিতা। অজ্ঞান নাশিনী দেবী অনন্ত সিদ্ধিদায়িনী। অশেষ পাপসংহন্ত্রী অশেষ দেবতাময়ী। অন্নদারা অমৃতাদেবী অজ্ঞান তিমির প্রদা। অনুগ্রহ পরাদেবী অভিরাম বিনোদিনী: অনবদ্য পরিচ্ছন্না অত্যনন্ত কল-ঙ্কিণী। আরোগ্য দাত্রী আনন্দা অপরার্ত্তি বিনাশিনী। আশ্চর্য্য রূপা আদ্যস্থা আপ্তবিদ্যা সদা প্রিয়া। আপ্যা-য়িনীচ আনন্তা আপদাহা মৃতপ্রদা। ইষ্টারতি রিষ্টি-দাত্রী ইষ্টাপন্ন ফলপ্রদা। ইতিহাস স্মৃতি শ্বেতা ইহামুত্র ফলপ্রদা। ইষ্টাচ ইষ্টরূপাচ ইত্যাদি পরিবন্দিতা।

ইন্দিরা রচিতাক্ষীচ ইলঙ্কার বিধারিণী। ইন্দ্রাণী সেবিত পদা ইন্দ্রিয় প্রীতিদায়িনী। ঈশ্বর ঈশজননী ঈশ ঐশ্বর্য্য দায়িনী। উত্তক শক্তিসংযুক্তা উপমান বিবর্জ্জিতা। উত্তম শ্লোক সংসেব্যা উত্তমোত্তম রূপিণী। উষ্মা উষা উধারাধা উর্ম্মিলাচ শুচিস্মিতে। উহা উহ বিতর্কাচ উর্দ্ধ-ধারাচ উর্দ্ধগা। উর্দ্ধধারা উর্দ্ধযোনী উপপাপ বিনাশিনী। ঋষিবৃন্দ স্তুতাঋদ্ধি করুণত্রয় নাশিনী। ঋতম্ভরা ঋদ্ধিদাত্রী ঋক্‌থা ঋকস্বরূপিণী। ঋতুপ্রিয়া ঋক্ষমাতা ঋক্ষার্চ্চি ঋক্ষ মার্গগা। ঋতুলক্ষণরূপাচ ঋতুমার্গ প্রদর্শিনী। এধিতা খিল সর্ব্বস্বা একৈকাযুত দায়িনী। ঐশ্বর্য্য ভর্পা রূপাচ ঐতি রৈরস্ত্র শিরোমণিঃ। ওজস্বিনী ওষধীচ ওঙ্কোনাদৌ জয়া-য়িনী। ওঁকার জননী দেবী ওঁকার প্রতিপাদিতা। ঔদার্য্যা ঐক্যা ভদ্রে ঔপেন্দ্রৌষধি বিগ্রহা। অশ্বকস্থাচ অমৃতা অম্বা অম্বালিকা তথা। অম্বুজাক্ষীচ অম্ভানা অম্বু স্নিগ্ধাম্বু-জাননা। অংশুমালী অংশুমতি অংশীত্যংশাংশ সম্ভবা। অদ্ভুতা বিগ্রহাভদ্রে অত্যন্ত শোভিন স্বরা। অর্থেশা অর্থ-দায়িনী অর্থ সম্পদ প্রদায়িনী। শৃণু নামান্তরং ভদ্রে ককা-রাদি বরাননে। অত্যন্ত সুন্দরং শুদ্ধং নির্ম্মলোৎপল গন্ধিনী। কুটস্থা করুণা কান্তা কর্ম্মজাল বিনাশিনী। কমলা কল্পলতিকা কলি কল্মষনাশিনী। কমনীয় কলা কর্ণা কর্ণাদি পূজন প্রিয়া। কদম্ব কুসুমাভাষা সদা কোক-নদেক্ষণা। কালিন্দী কেলিকলিতা কনা কাদম্ব মালিকা। কান্তালো কত্রয়া কম্বা কম্বুরূপা মনোহরা। খড়্গিনী খড়্গধারাভা খগা খগেন্দু ধারিণী। খেখেল গামিনী খড়্গা খড়্গেন্দু তলকাঙ্কিতা। খেচরী খেচরী বিদ্যা খ-

ইতিঃ খ্যাতিদায়িনী। খণ্ডিতাশেষ পাপৌঘা খলবুদ্ধি বিনাশিনী। খাঞ্জন নন্দ সন্দোহাখড়্গ খট্টাঙ্গধারিণী। খর সন্তাপশমনা খরমাচ নিকৃন্তনী। গুহাগন্ধগতি গৌরী গন্ধর্ব্ব নগরপ্রিয়া। গূঢ়রূপা গুণবতী গুর্ব্বীগৌরব রঙ্গিনী। গ্রহপীড়াহরা গুণ্ডামদ স্নিগ্ধমনা প্রিয়া। চাম্পেয় লোচনা চারু চার্ব্বঙ্গী চারুরূপিণী। চন্দ্র চন্দন সিক্তাঙ্গী চর্ব্বনীয়া চিরস্থিতা। চারু চম্পক মালাঢ্যা চমিতা শেষ দুষ্কৃতা। চারিতা শেষ বৃজিনা চারুতাশেষ মঞ্জুলা। রক্তচন্দন সিক্তাঙ্গী রক্তাঙ্গী রক্তমালিকা। শুক্ল চন্দন সিক্তাঙ্গী শুক্লাঙ্গীশুক্লমালিকা। পীতচন্দন সিক্তাঙ্গী পীতাঙ্গী পীত-মালিকা। কৃষ্ণচন্দন সিক্তাঙ্গী কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণমালিকা। শুক্ল বস্ত্র পরিধানা শুক্লবস্ত্র পরায়ণা। রক্তবস্ত্র পরিধানা রক্তবস্ত্রোত্তরায়ণী। পীতবস্ত্র পরিধানা পীতবস্ত্রোত্তরা-য়ণী। কৃষ্ণপট্ট পরিধানা কৃষ্ণপট্টোত্তরায়ণা। বৃন্দাবনে-শ্বরী রাধাকৃষ্ণ কাম্য প্রকাশিনী। পদ্মিনী নাগরী গোপী কালিন্দী অবগাহিনী। গোপীশ্বর প্রিয়া ভৃত্যা সদা নগর মোহিনী। ত্রিপুরা ত্রিপুরাদূতী ত্রয়ী ত্রিপুরা সুন্দরী। ত্রিপুরা সন্নিকর্ষস্থা ত্রিপুরা অনুচারিকা। ত্রিপুরা পুর সং-স্থিতু যা রাধা পাদ্মনা পরা। নানা সৌভাগ্য সম্পন্না নানা ভরণ ভূষিতা। স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং কথিতং তব ভক্তিতঃ। এতৎ স্তোত্রঞ্চ মন্ত্রঞ্চ কবচঞ্চ বরাননে। কল্পে কল্পেচ দেবেশি প্রপঠেদযদি মানবঃ। উপাস্য রাধিকাং বিদ্যাং কেবলং কমলেক্ষণে। বহুকালেন দেবেশি উপ-বিদ্যাপি সিদ্ধতি। পদ্মিনী রাধিকা বিদ্যা উপবিদ্যাসু নিশ্চিতঃ। মহাবিদ্যাং মহেশানি উপাস্য যত্নতঃ স্বয়ং।

প্রকটং পরমেশানি রাধামন্ত্রেণ সুন্দরি। শৃণু নাম সহস্রাণি প্রকটে যত্ত্ব শস্যতে। কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ রাধা প্রকৃতি পদ্মিনী। কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ ইদমুচ্চার্য্য যত্নতঃ। সদাসৌ বৈষ্ণবো দেবী সর্ব্বত্রৈব প্রকাশতে। গোবিন্দো যস্তু দেবেশি স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী। বিনা মন্ত্রং বিনা হোমং বিনা পূজাং বিনা বলিং। বিনা গন্ধং বিনা পুষ্পং বিনা নিত্যোদিতাং ক্রিয়াং। প্রাণায়ামং বিনা ধ্যানং বিনা ভূত বিশোধনং। বিনা জাপং বিনা দানং যেন রাধা প্রসীদতি। রাধা সহস্রনামাখ্য স্তোত্র মার্গেন পার্ব্বতি। যো জপেদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং রাধিকা মন্ত্র মেবচ। স পচেন্নরকে ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। শ্রুত্বা গুরুমুখান্মন্ত্রং বৈষ্ণবং ভক্তি তৎপরঃ। তত্র পুরশ্চরীং কুর্য্যাদেক বিংশতি সংখ্যকং। পূর্ণাভিষেক সিক্তস্ত ততো গুরু পদার্চ্চনং। বিনা পূর্ণাভিষেকঞ্চ ভবাব্ধেঃ পারমিচ্ছতি। অজ্ঞস্য তস্য দুর্ব্বুদ্ধে নিরয়ে পতনং ভবেৎ। সত্যং সত্যং মহেশানি সত্যং সত্যং বদাম্যহং। ভবাব্ধি তরণং নাস্তি বিনা পূর্ণাভিষেকেন। নানাগম পুরাণাদি বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রতঃ। ময়োদ্ধৃতং মহেশানি সারং পূর্ণাভিষেকেনং। তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনং। কৃত্বা পূর্ণাভিষেকঞ্চ পঠেৎ রাধাস্তবং প্রিয়ে। স্তব পাঠান্মহেশানি সা ভবেদ্ভববন্ধনঃ। স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং ন যস্য জপতো মনুং। রাধাকৃষ্ণস্য দেবেশি তস্য পাপ ফলং শৃণু। কুম্ভীপাকে স পচ্যেত যাবদ্ বৈব্রহ্মণঃ শতং। বিমগানাং যথাশ্রেষ্ঠা ভবেদ্ভোগী রথী প্রিয়ে। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ প্রকৃতীনাং যথা সতী। পুরুষাণাং যথা বিষ্ণু নক্ষত্রাণাং যথা শশী। সুরানাঞ্চ

তথা শ্রেষ্ঠং রাধাতন্ত্র মিদং প্রিয়ে। জপ পূজাদিকং দেয়দ্ বলি হোমাদিকং তথা। শ্রীরাধাস্তোত্র পাঠস্য কলাং নাহন্তি ষোড়শীং।

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে সহস্র নাম স্তোত্রং।

দ্বাত্রিংশৎ পটলঃ।

দেব্যুবাচ। ভূয় এব মহাবাহো শৃণমে পরমং বচঃ।
হরিনাম মহাদেব বিশেষেণ বদপ্রভো ॥ ১ ॥ বদ যৎ
সূচিতং দেব হরিনাম সদাশিব। তৎসর্ব্বং পরমেশান
বিস্তরাদ্বদশঙ্কর ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ। হরিনামদ্বিধাদেবি
বৃহৎ সামান্যমেবচ। সামান্যং ভারতে স ত্বং বৃহন্নাম
বরাননে। স্বর্গে মর্ত্তেচ পাতালে সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে ॥ ৩ ॥
যদুক্তং বাসুদেবায় ত্রিপুরা জগদীশ্বরী। সামান্যং ভারতে
স ত্বং তেনৈব সূচ্যতে নরঃ ॥ বৃহন্নাম মহেশানি সর্ব্বশক্তি
সমন্বিতং ॥ ৪ ॥ ওঁ নমঃ শিবরামঃ শিবরামঃ শিবঃ
শিবঃ ঐ ক্লীং হ্রীঁ শিবঃ শিবঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ শিবোরাম
হরিঃ। দ্বাত্রিংশাদক্ষরং মন্ত্রং হরিনাম প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৫ ॥
ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে সর্ব্বদেশে সুসঙ্গতং। এতন্নাম
মহেশানি প্রথমং কর্ণশুদ্ধিদং ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মা তেনোপাকং নাম
হরিনাম মনোহরং। দ্বাত্রিংশদক্ষরং নৈব পাযণ্ডায়
প্রশস্যতে ॥ ৭ ॥ আদ্যন্তে প্রণবং দত্বা ব্রাহ্মণাদি ত্রয়োজপেৎ।
নশূদ্রস্তু মহেশানি মন্ত্রমেতৎ সমুদীরয়েৎ ॥ ৮ ॥ হরিনাম
জপেদ্দেবী দশধা দশধাসদা। কর্ণস্যচ বিশুদ্ধার্থং সামান্যা
ষোড়শাক্ষরং ॥ ৯ ॥ দেব্যুবাচ। সামান্যং পরমেশান
দোষদং হরিনামচেৎ। তৎকথং ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবায়
শূলভৃৎ। ইদমুক্তং মহাবাহো কৃপয়া বদশঙ্কর ॥ ১০ ॥
ঈশ্বর উবাচ। হরিনাম হরেকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি যুতং সদা।
ত্রিপুরা বাসুদেবায় বৃহন্নাম বরাননে। অব্রবীৎ প্রথমং
ভদ্রে পশ্চাত্তু ষোড়শাক্ষরং ॥ ১১ ॥ প্রণবেতু ত্রয়োদেবা
ব্রহ্মা বিষ্ণু পিতামহাঃ। শিবশ্চ কালিকা সাক্ষাৎ রাম
ত্রিপুর ভৈরবী ॥ ১২ ॥ মহাকালী মহামায়া স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ-

পিণী। বিজ্ঞেয়া দশনামান্তে দেবায় স্ত্রিবিধাঃ পরাঃ॥ ১৩ ॥ ভৈরবীচ তথা কালী মহাকালী বরাননে। সর্ব্বশক্তি ময়ং নাম হরের্ম্মহিষমর্দ্দিনী॥ ১৪ ॥ যন্নাম পরমেশানি সামান্যং ষোড়শাশ্রয়। সুতকদ্বয় সংযুক্তং শূদ্রবর্গে প্রশস্যতে। অধমেষুচ শূদ্রেষু সামান্যং শস্যতে সদা॥ ১৫ ॥ রাম নাম মহেশানি ধনুঃশক্তি যুতং সদা। কৃষ্ণ নাম মহেশানি সর্ব্বশক্তি যুতং প্রিয়ে॥ ১৬ ॥ অপরৈকং বৃহন্নাম সাবধানাবধারয়। ওঁ হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ ওঁ হ্রাঁ জনার্দ্দন হৃষীকেশ হ্রাঁ ওঁ॥ ১৭ ॥ এতত্তে কথিতং দেবি হরিনাম সুশোভনং। এতন্নাম বরারোহে সদাবিত্তব বর্দ্ধনং॥ ১৮ ॥ অষ্টোত্তর বিধানেন গুহ্যং যঃ কারয়েৎ সদা। তস্য তস্যচ দেবেশি মহাবিদ্যাহি সিদ্ধ্যতি॥ ১৯ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ত্রয়োত্রিংশৎ পটলঃ।

সমাপ্তঃ।

1337
NABADWIP SADHARAN GRA... P.O. NABADWIP, NADIA
ESTD. 1907

13371
NABADWIP SADHARAN GRANTHAGAR • P.O. NABADWIP, NADIA •
ESTD. 1907